নন্দনে নরক

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

প্রণীত

কলিকাতা,
১৭নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,
"কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
ও
নদীয়া, মেহেরপুর হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১লা জানুয়ারী, ১৯০৯।

[সংস্করণ ২০০০]   [মূল্য দুই টাকা চারি আনা।]

৮৯১.৪৪
শাহেন্দ্র/ন

Uttarpara Jaikrishna Public Library.
Acc. No. ৩৮৫৯ Date ২৪.৭.৭১

নন্দনে নরক

প্রথম খণ্ড

B3859

নিবেদন

লঘু সাহিত্যের অনুরাগী উপন্যাস-প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণের চিত্তবিনো-দনের জন্য "নন্দনে নরক" প্রকাশিত হইল। বোম্বাই প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ পারসী সমাজ অবলম্বনে পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। পারসী সমাজ ভিন্ন ভারতের প্রায় আর কোনও সমাজেই প্রেমের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ নহে; যে সকল সমাজে প্রেমের স্বাধীনতা নাই, সে সকল সমাজে বৈচিত্র্যময় উপন্যাসের উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে না। পারসী সমাজ ইউরোপীয় সমাজের আদর্শে গঠিত, সুতরাং ইউরোপীয় সমাজের দোষ ও গুণ উভয়ই তাহাতে বর্ত্তমান।

উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন পারসী সমাজের ত্রুটী প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই উপন্যাসে যেমন কদর্য্য চরিত্রের চিত্র আছে, তেমনই মহৎ চরিত্রের চিত্রও বর্ত্তমান। আলোক ও ছায়া এ উভয়ের সমাবেশ ভিন্ন চিত্রের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয় না; পুণ্যবান, নিষ্কলঙ্কচরিত্র জীতেন্দ্রিয় ধার্ম্মি-কের সমষ্টি মাত্র দ্বারা কোনও সমাজ গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু একথা সত্য যে, যেখানে ঐশ্বর্য্য, বিভব, বিলাস শতধারায় নিত্য তরঙ্গিত হইতেছে, সেইখানেই পাপ, কপটতা, ব্যসন নানা মুর্ত্তিতে নারকীয় প্রেতের অভিনয় করিতেছে; ঐশ্বর্য্যের নন্দনে মুর্ত্তিবান নরক সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতেছে। পৃথিবীর কোনও ধনাঢ্য সমাজে এই চিত্রের অভাব নাই। গ্রন্থকারের লিপি কৌশলের অভাবে যদি চিত্র পরিস্ফুট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ তাঁহার সেই অক্ষমতা মার্জ্জনা করিবেন।

নন্দনে নরক

প্রথম পরিচ্ছেদ

তরঙ্গে তরণী

অর্থে ও বিভবে রাজধানী কলিকাতার সমকক্ষ হইতে পারে এমন মহানগরী ভারতে আর একটি মাত্র আছে,—তাহা পশ্চিম ভারতের, এমন কি, সমগ্র ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র বোম্বাই নগর। বোম্বাই সহরে যত ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন, কলিকাতায় তত নাই। কলিকাতা আভিজাত্যের রাজধানী, কিন্তু বোম্বাই বণিকের রাজধানী। ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারসীরা অগ্রগণ্য; বোম্বাই সহরের তাঁহারাই প্রধান অধিবাসী, সুতরাং সেখানে দেশীয় ধনকুবেরগণের সংখ্যা যত অধিক, ভারতের আর কোথাও তত নহে। বাণিজ্যনিপুণ পারসী জাতি বোম্বাই নগরকে ইন্দ্রের নন্দন ভবনে পরিণত করিয়া সুখে ও গৌরবে বাস করিতেছেন। কিন্তু সে নন্দনে যে নরকও আছে, তাহা কয়জন দর্শকের নেত্রপথে নিপতিত হয়?

পারসী জাতি মহা ধনবান, কিন্তু সৌভাগ্যলক্ষ্মী সমাজের সকলকে

সমভাবে কৃপা বিতরণ করেন না; যদি তাহা করিতেন, তাহা হইলে বুঝি ভগবানের সৃষ্টি অচল হইত। পারসী সমাজে বহু ব্যক্তি প্রচুর ধনের অধিকারী হইলেও সে সমাজে দরিদ্রের সংখ্যা অল্প নহে। কিন্তু এই দরিদ্রেরা আমাদের দেশের দরিদ্রগণের ন্যায় অসহায় নহে; পারসী জাতি অত্যন্ত স্বজাতি-পোষক; স্বজাতির কল্যাণসাধনের নিমিত্ত, তাহাদের উন্নতির জন্য কত মহাপ্রাণ পারসী ধনকুবের লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিতেছেন! তাঁহাদের প্রদত্ত বিপুল অর্থে কত চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, কত কার্য্যকরী বিদ্যালয়, অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—তাহা এ দেশের সংবাদপত্র পাঠকগণের অজ্ঞাত নহে। এই সকল হাসপাতাল, অনাথাশ্রম প্রভৃতি নিরন্ন, বিপন্ন, রোগপীড়িত নরনারী-গণকে করুণাময়ী জননীর ন্যায় ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করে।

* * * * *

শ্রাবণ মাস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বোম্বাই নগরের সুবিস্তীর্ণ রাজপথগুলি অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে কর্দ্দমাক্ত। সমস্ত দিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইয়াছে; সন্ধ্যার সময় আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হইল। সুবৃহৎ নগরী অন্ধকারের কৃষ্ণ যবনিকায় সমাচ্ছন্ন; পথগুলি প্রায় জনশূন্য, কেবল দুই একখানি ঘোড়ার গাড়ীর চক্রশব্দ শুনা যাইতেছে, দুই একটা কলের চিমনি হইতে অতি কাতর শ্রান্ত বংশীধ্বনি উত্থিত হইয়া বর্ষার সলিলসিক্ত নিরানন্দ নগরীর কাতর আর্ত্তনাদের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইতেছে।—এমন সময় সুপারিবাগ রোডে পেষ্টনজির হোটেলে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী সান্ধ্য দীপালোকে একখানি পত্র পাঠ করিতেছিল।

পেষ্টনজির হোটেলের নাম শুনিয়া পাঠক পাঠিকা মনে করিবেন না ইহা কলিকাতার গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল বা গ্র্যাণ্ড হোটেলের অনুরূপ কোনও হোটেল। দারিদ্র্যের স্বরূপমূর্ত্তি এই হোটেলে সুপ্রকাশিত। ইহা একখানি বহু পুরাতন ক্ষুদ্র অট্টালিকা; চূড়াকার ছাদের উপর বিবর্ণ ও অর্দ্ধভগ্ন টালি!——ভিতরে কয়েকটি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র কক্ষ, আলোক ও বায়ুহিল্লোল সে সকল কক্ষে কখনও প্রবেশ করিতে পারে না; এক একটি কক্ষ এক একটী সংকীর্ণ কূপের সহিত তুলনীয়। একটি কক্ষে দুইজন লোক অতি কষ্টে বাস করিতে পারে। মধ্যে এক একখানি ঝাঁপের বেড়া দিয়া একটী দালানকে কয়েকটি ক্ষুদ্র কক্ষে বিভক্ত করা হইয়াছে। কক্ষগুলি যেরূপ, কক্ষের আসবাবও তদনুরূপ; ভাঙ্গা চেয়ার, জীর্ণ টেবিল, বহু পুরাতন আল্না, ও রজ্জু নির্ম্মিত খট্টায় কক্ষের সংকীর্ণস্থান পূর্ণ।

কিন্তু এই কক্ষবাসিনী সুন্দরী এমিলিকে দেখিয়া মনে হয়, বুঝি সে কোন দেবী, শাপভ্রষ্ট হইয়া এই নরকতুল্য কদর্য্য স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। এমিলি অপরূপ সুন্দরী; তাহার রূপজ্যোতিতে সেই নিরানন্দময় অন্ধকার ভবন যেন আলোকিত ও সজীব হইয়া উঠিয়াছে। এমিলির বয়স অষ্টাদশ বর্ষের অধিক হইবে না, কিন্তু তাহাকে তাহা অপেক্ষাও তরুণী দেখায়। এমিলির দেহে নব যৌবন; সুগঠিত মস্তকে নববর্ষার সজল কৃষ্ণ মেঘস্তরের ন্যায় নয়নাভিরাম নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তলদাম; তাহার নয়নে বিদ্যুৎ; সুদীর্ঘ ভ্রুযুগলে মদনের ফুলধনু; এবং ললাটে শুক্ল পক্ষের খণ্ড চন্দ্রের স্নিগ্ধ সৌম্য লাবণ্যচ্ছটা;——দেখিয়াই মনে হয় এমন সুন্দরী এখানে কেন? দারিদ্র্যের এ অন্ধকারময় চিরদুঃখ-সঙ্কুল

সঙ্কীর্ণ বিবর ত তাহার পদস্পর্শের যোগ্য নহে। যুবতী বিষাদিনী। রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাহার মুখখানি প্রফুল্লতাহীন, যেন কি গভীর দুঃখের মেঘ তাহার হৃদয়ের আনন্দ-কৌমুদী রাশিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। দারিদ্র্যের সুতীক্ষ্ণ শেল যেন তাহার কুসুমকোমল হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে; নিদারুণ অভাবের পেষণে তাহার মনের সুখ শান্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

যুবতী অখণ্ড মনোযোগের সহিত সেই পত্রখানি একবার—দুইবার—ক্রমে আট দশবার পাঠ করিল; তথাপি সে পরিতৃপ্ত হইল না, আবার পাঠ করিল——

"অপরিচিতা সুন্দরী, তোমাকে একবার মাত্র দেখিয়া ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে এমন হৃদয়হীন পাষণ্ড পৃথিবীতে কেহ আছে কি না তাহা আমার জানা নাই। আমি তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে ভয়ঙ্কর ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। আমার এ কথা স্তুতিবাদ বলিয়া তোমার মনে হইতে পারে, কিন্তু আমার কথা অতিরঞ্জিত নহে; ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমার এ কথা সত্য। তুমি পরীর মত রূপবতী. কোন্ পাপে তুমি সেই জঘন্য, নরককুণ্ড তুল্য দুর্গন্ধময় ন্যক্কারজনক ভাঙ্গা বাড়ীটায় বাস করিতেছ? উহা কি তোমার পদস্পর্শের যোগ্য? কেন তুমি এত কষ্ট সহ্য করিতেছ? কোন্ দুঃখে তুমি তোমার এ নবযৌবনে উদাসিনী সাজিয়াছ? পৃথিবীতে কি তোমার আকাঙ্ক্ষার বস্তু কিছুই নাই? তোমার এই নবীন বয়সে কি সুখের, ঐশ্বর্য্যের, বিলাসের সকল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়াছে?—— না, তাহা কখনই সম্ভব নহে। ঐ নরককুণ্ডে বাস করিয়া তুমি সৌন্দর্য্যের

অপমান করিও না ; বিধাতা তোমাকে এত রূপ দিয়া নরককুণ্ডে বাস করিবার জন্য পৃথিবীতে পাঠান নাই ; তাই তোমার জন্য হরণ্‌বি রোডে একটি সুপ্রশস্ত দ্বিতল অট্টালিকা দীর্ঘকালের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছে ; এই অট্টালিকাটি যদি তোমার পছন্দ হয়,তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহা তোমার নামে ক্রয় করা হইবে। তোমার জন্যই এই অট্টালিকাটি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছে। এইরূপ গৃহই তোমার বাসের যোগ্য।

"আমার এই পত্র পাঠ করিয়া আমার পরিচয় জানিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইতে পারে ; আমার বিশেষ পরিচয় এই সংক্ষিপ্ত পত্রে লিখিবার স্থান নাই। আমি এখনও সাবালক হই নাই বটে, কিন্তু আমার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী। এতদ্ভিন্ন, আমার মায়ের পরিত্যক্ত অনেক সম্পত্তি আমি পাইয়াছি, অল্পদিন পরেই সাবালক হইলে সমস্ত সম্পত্তি আমার হস্তে আসিবে। আমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাহার উপর তিনি নানা রোগে আক্রান্ত ; সুতরাং আশা আছে শীঘ্রই আমি স্বাধীন হইতে পারিব। আমার সহিত যদি তোমার সাক্ষাতের আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে সুপারিবাগ রোডের অদূরবর্ত্তী চোর গলির নিকটস্থ হিন্দু মন্দিরের সম্মুখে একখানি ক্রহাম গাড়ীর মধ্যে আগামী কল্য সন্ধ্যার পর আমাকে দেখিতে পাইবে ; আগামী কল্য হইতে তিনদিন কাল সন্ধ্যার পর ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আমি তোমার দর্শনাশায় যথাস্থানে অপেক্ষা করিব ;——সঙ্কেত এক-খানি লাল রুমাল।

তোমার রূপমুগ্ধ

জাহাঙ্গীরজি কামা।"

এই পত্রখানির ভাষা যেরূপ অসংযত, অমার্জ্জিত ও শিষ্টাচারবর্জ্জিত; তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহার লেখক একজন অশিক্ষিত ধনাঢ্য যুবক। কোনও সাধ্বী কুলললনাকে কেহ এরূপ পত্র লিখিলে তাহাকে তিনি কখনই মার্জ্জনা করিতেন না! পত্রখানি পাঠ করিয়াই ক্রোধে, ক্ষোভে ও অপমানে বিচলিত হইয়া তিনি তাহা অগ্নিমুখে সমর্পণ করিতেন। কিন্তু এই পত্র পাঠ করিয়া এমিলির মনে বিন্দুমাত্র ক্রোধ বা কুণ্ঠার সঞ্চার হইল না! পত্রখানি ক্রোড়ে রাখিয়া সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার ত কিছুতেই সাহস হইতেছে না; এই অনিশ্চিত অনির্দ্দিষ্ট পথে কি করিয়া অগ্রসর হইব? কিন্তু এত প্রলোভন সংবরণ করাও আমার অসাধ্য।"—সহসা কাহার পদ শব্দ যুবতীর কর্ণে প্রবেশ করিল; সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটি ক্ষুদ্র হাত বাক্সে সেই পত্রখানি বন্ধ করিয়া রাখিল, তাহার পর এক লম্ফে পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া বসিল।

দুই এক মিনিটের মধ্যেই একটি যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। যুবকের বয়স ২৩।২৪ বৎসর হইতে পারে; বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, অতি সুপুরুষ। তাহাকে দেখিয়া কোনও সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই যুবকের সর্ব্বাঙ্গে দারিদ্র্যের নানা চিহ্ন বর্ত্তমান; তাহার মুখ অপ্রসন্ন, এবং সর্ব্বাঙ্গে ক্লান্তির লক্ষণ পরিস্ফুট,—যেন সে দিবানিশি ভীষণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরিচ্ছদ জীর্ণ ও মলিন, পাদুকা ছিন্নপ্রায়, মস্তকের টোপা বহু পুরাতন ও বিবর্ণ।—এই যুবকের নাম প্রেমজি।

প্রেমজি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই অবসন্নভাবে শয্যার উপর

বসিয়া পড়িল। এমিলি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অসন্তুষ্টভাবে বলিল, "আজও কি কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলে না?"

প্রেমজি অবনত দৃষ্টিতে ম্লান মুখে বলিল, "না চতুর্দ্দিকে কেবল নিরাশা! নিরাশা ও মনস্তাপ ভিন্ন আর কিছুই সঞ্চয় করিতে পারি নাই।"

যুবতীর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল; সে তাহার সুন্দর ভ্রুযুগল সঙ্কুচিত করিয়া বলিল, "কিন্তু আজ তুমি যখন বাহিরে যাও, তখন বলিয়া গিয়াছিলে একটা কিছু না করিয়া আর ফিরিবে না।"

প্রেমজি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "এমিলি, আজ সকালে অনেক আশা করিয়া বাহিরে গিয়াছিলাম; কিন্তু যাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া তোমাকে আশা দিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহাদের কথার কোনও মূল্য নাই; ইহারাই আবার বড় লোক! আমার ন্যায় নগণ্য দরিদ্রের সহিত ইহারা কেন যে, এরূপ কপট ব্যবহার করিল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; বোধ করি ইহাই তাহাদের মহত্ত্বের নিদর্শন!"

এমিলির সুন্দর মুখখানি পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, সে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমরা আছি বেশ! কিন্তু এ ভাবে কতদিন চলিবে?"

প্রেমজি সবিষাদে বলিল, "পরমেশ্বর তাহা জানেন।"

এমিলি বলিল, "কিন্তু পরমেশ্বরের অনেক কাজ, নিষ্কর্ম্মা অলস লোকের মুখে খাবার তুলিয়া দিবার তাঁহার অবসর নাই; শীঘ্র কোনও একটা উপায় না করিতে পারিলে আর চলিতেছে না। আজ সকালে তুমি বাহিরে যাইবার পর পেষ্টনজির স্ত্রী আসিয়া গত মাসের ভাড়া চাহিতেছিল; সে বলিয়াছে, আজ হইতে তিন দিনের মধ্যে ভাড়া

মিটাইয়া দিতে না পারিলে আমাদের পথ দেখিতে হইবে। আমি ইহাদিগকে বেশ চিনিতে পারিয়াছি, মাগী যাহা বলিয়াছে সে তাহা করিবেই। শেষে কি রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইতে হইবে? হা পরমেশ্বর, অদৃষ্টে এত দুঃখও লিখিয়াছিলে!"

প্রেমজি বলিল,"সংসারে আমি নিতান্ত একাকী ও একান্ত অসহায়; তোমার যে কি উপায় হইবে, তাহাই ভাবিয়া আমি আরও কাতর হইয়াছি; কাহারও গৃহে গিয়া যে, এক বেলার মত আশ্রয় পাইবে এরূপ সম্ভাবনাও দেখিতেছি না।"

এমিলি বলিল, "হাতে যে আর একটি পয়সাও নাই! যে কিছু জিনিসপত্র সঙ্গে ছিল, পেটের দায়ে একে একে সকলই বিক্রয় করিয়াছি; এই জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্র ভিন্ন দ্বিতীয় বস্ত্র পর্য্যন্ত সম্বল নাই! কাল হইতে এক রকম উপবাসেই কাটিতেছে; কিরূপে প্রাণ বাঁচিবে?"

প্রেমজি এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না;—ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া উভয় হস্ত নিপীড়ন করিতে লাগিল।

এমিলি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমাদের অবস্থা কি শোচনীয়, কি মর্ম্মভেদী! এখন যাহাতে আমাদিগকে অনাহারে মরিতে না হয় তাহার একটা উপায় কর। আর চিন্তার সময় নাই, ক্ষুধার যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।"

প্রেমজি তাহার পুরাতন জীর্ণ ও বিবর্ণ পারসী কোটটা খুলিয়া এমিলির সম্মুখে রাখিল, বলিল, "আপাততঃ এই কোটটা লইয়া যাও, যদি ইহা বন্ধক রাখিয়া কাহারও কাছে কিছু পাও তাহার চেষ্টা কর।"

এমিলি বলিল, "ইহাই কি আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করিতেছ ?"

প্রেমজি বলিল, "ইহা বন্ধক রাখিয়া অন্ততঃ একটি টাকাও ত পাইবে, তাহাতেই আমাদের দুই দিন কষ্টে-স্বষ্টে চলিতে পারে।"

এমিলি বলিল, "তাহার পর ?"

প্রেমজি বলিল, "তাহার পর যাহা হউক একটা উপায় স্থির করিতেই হইবে। দেখ এমিলি, আমার সঙ্গে আসিয়া তুমি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছ; আরও কিছু সহ্য কর। আমাকে একটু ভাবিবার সময় দাও। একথা নিশ্চয় জানিও—চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম চিরদিন ব্যর্থ হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ আমরা সংসার সমুদ্রে ভাসিতেছি, কোনও দিকে কূল-কিনারা কিছু দেখিতে পাইতেছি না; তথাপি আশা হয়, একদিন বুঝি কূল পাইব; জীবনের যুদ্ধে একদিন জয়লাভ করিতে পারিব; কিন্তু সে জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে হইবে।"

এমিলি বলিল, "কিন্তু কি খাইয়া ধৈর্য্য ধরিতে হইবে ?"

প্রেমজি বলিল, "এমিলি ব্যস্ত হইও না, সময় কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না, মানুষের দুর্দ্দিন দুঃসময়ও কাটিয়া যায়; তবে কিছু বিলম্বে কাটে। যাহা বলিলাম এখন তাহাই কর; কল্যকার চিন্তা কল্য হইবে।"

এমিলি অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "কাল্ কাল্ করিয়া ত কতদিন কাটাইলে; তোমার মুখে ক্রমাগত ঐ এক কথাই শুনিয়া আসিতেছি! দেখ প্রেমজি, তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলি শুন, তুমি আমার কথায় রাগ করিও না; তোমার এই জীর্ণ বিবর্ণ কোটটা বন্ধক দিবার জন্য

লইয়া যাইতে আমার অত্যন্ত লজ্জা হইতেছে। তার পর আরও কথা আছে, মনে কর আমি ইহা বন্ধক দিয়া আসিলাম, কিন্তু তোমার ত আর দ্বিতীয় গাত্রবস্ত্র নাই, ইহার পর তুমি কি পরিয়া ভদ্রলোকের দরজায় গিয়া উমেদারি করিবে? ভদ্রলোকের মত যাহার পরিধেয় বস্ত্র নাই, কে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া চাকরী দিবে? দেখিতেছি তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, তোমার মাথার ঠিক নাই।"

প্রেমজি বলিল, "এমিলি: তোমার কথাগুলি তীক্ষ্ণ ছুরীর মত আমার বুকে বিঁধিতেছে। আমার বিশ্বাস ছিল পৃথিবীর সকল নারী যে প্রকৃতির,তোমার প্রকৃতি সেরূপ নহে; কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমিও অন্য সকলের মত! আমার এই কঠোর দারিদ্র্য তোমার চক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে হইতেছে; আমার প্রতি যখন তোমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল, তখন একদিনও তোমার মুখে এরূপ কথা শুনি নাই।"

এমিলি বলিল, "যদি আমার প্রকৃতির কিছু পরিবর্ত্তন দেখিয়া থাক তবে সে অপরাধ আমার নহে, তোমার। কি আশায় তুমি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিলে,কোন্ মোহে আমাকে মোহিত করিয়াছিলে, তাহা কি আজ তোমার মনে পড়ে? সেদিন আর আজিকার এই দিন!—এমন দুর্দ্দিনের কথা পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল?"

প্রেমজি বলিল, "এ কথা পূর্ব্বে তুমি ভাব নাই, কারণ তখন তুমি আমাকে ভালবাসিতে, আমাকে তখন ভিন্ন চক্ষে দেখিতে।—আমার প্রতি তোমার সে ভালবাসা আর নাই। তুমি বলিতেছ অপরাধ আমার; কিন্তু তোমাকে সুখী করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত ত আমি চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। চাকরীর সন্ধানে কোথায় না ঘুরিয়াছি?

কিন্তু কোথাও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। ভাবিলাম যদি দুই চারিটী ছাত্র পাই, তাহাদিগকে গান বাজনা শিখাইয়া—কিছু উপার্জ্জন করিব, কিন্তু অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় সে আশাও পূর্ণ হইল না। আমি আর কোথায় কিরূপ চেষ্টা করিব,—তাহা তুমিই আমাকে বলিয়া দাও। আমার অবস্থায় পড়িলে তুমি কি করিতে বুঝিতে পারিতেছি না।"

এবার এমিলি রাগ করিল, উচ্চ কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "কি করিতাম তাহা জানিনা, তবে একথা বলিতে পারি যদি আমি পুরুষ মানুষ হইতাম, তাহা হইলে আমার প্রেয়সী নারীকে কখনও অনাহারে রাখিতে পারিতাম না। যেমন করিয়া হউক তাহার অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিতাম।"

প্রেমজি বলিল, "হাতে কিছু মূলধন নাই যে, তাহা লইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য বরিব ; কোন কলকারখানারও কাজ শিখি নাই।"

এমিলি বলিল, "তবে আর কি, আমিই উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখি! ঐ যে কুলী রমণীরা ইট ও সুরকীর ঝোড়া মাথায় লইয়া বাঁশের সিঁড়ী বহিয়া দোতালার ছাদে উঠিতেছে,উহারা দৈনিক কত উপার্জ্জন করে? আমি ঐ কাজ শিখিব ; অভ্যাস নাই, প্রথম প্রথম কষ্ট হইবে, কিন্তু ক্রমে তাহা সহিয়া যাইবে। তুমি তো খুব ভাল গান গাহিতে জান, আমি যদি তোমার মত গান গাহিতে পারিতাম, তাহা হইলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও দুইবেলা আহারের সংস্থান করিতাম, চক্ষু লজ্জায় বসিয়া থাকিতাম না। যাহার উদরে অন্ন নাই, বস্ত্রাভাবে যাহার লজ্জা নিবারণ হয় না, তাহার আবার চক্ষু লজ্জা কি, তাহার আবার মান অপমান কি?"

প্রেমজি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হায়—দরিদ্রের ক্ষুধা! তুমি মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ করিতে পার, ভদ্রলোকের সম্মান নষ্ট করিতে পার।"

এমিলি বলিল, "অন্নাভাবে যাহাকে দুই তিন দিন উপবাসী থাকিতে হয়, তাহার সৌখীন ভদ্রতা শোভা পায় না। 'আমি ভদ্রলোক' বলিয়া অহঙ্কার করিয়া বসিয়া থাকিলে ক্ষুধার হাত হইতে মুক্তি লাভের আশা নাই। সৎপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে না পার—অসদুপায় অবলম্বন কর, চুরি কর, বাট্‌পাড়ি কর, পরের সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থ সঞ্চয় কর, বুঝিব একটা কিছু করিতেছ; কিছু না করা অপেক্ষা তাহা ভাল।"

এবার প্রেমজি ক্রোধ দমন করিতে পারিল না, ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "তুমি যে এত বক্তৃতা করিতেছ—তুমিই বা করিতেছ কি? তুমিও তো এতদিন কোনও উপায়ে দু-পয়সা আনিতে পারিতে, কোনও দিন তাহা আনিবার চেষ্টা করিয়াছ কি?"

এমিলি মাথা তুলিয়া অবজ্ঞা ভরে বলিল, "আমাকে দিয়া কি উপার্জ্জন করিয়া লইবার মৎলবে তুমি আমাকে এখানে আনিয়াছিলে? আমাদিগকে তোমাদের মত খাটিয়া খাইবার জন্য ঈশ্বর এখানে পাঠান নাই; যাহার রূপ আছে, সে বাঁদীর মত খাটিতে যাইবে কেন?"

প্রেমজি উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি রূপসী হইতে পার, কিন্তু তোমার কথা গুলি রাক্ষসীর মত!"

এমিলিও সেইরূপ উত্তেজিত ভাবে উত্তর করিল, "ভুল প্রেমজি, তুমি ভুল বুঝিয়াছ, ভুল বলিতেছ। আমি রাক্ষসী নহি,—আমি

উপায়হীনা ক্ষুধাতুরা নারী মাত্র, ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়াছি। সংসারে কে অনাহারে থাকে?—আমার এই নবীন বয়স, এত রূপ, হৃদয়ভরা আশা ভালবাসা, তথাপি আমি অনাহারে মরিব!—আমার এ নব-যৌবনের তরণী অকূল তরঙ্গে কে ভাসাইল?—সে তুমি। আমার এই নবীন জীবনের সকল আশায়, সকল আকাঙ্ক্ষায়, সকল সুখে কে আগুন লাগাইয়া দিল?—সে তুমি। এখন তুমি আমাকে রাক্ষসী বলিতেছ? ধিক!"

প্রেমজি কোন উত্তর দিল না; উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল।—সুদূর গুর্জ্জর ভূমি হইতে সে সুন্দরী এমিলিকে ভুলাইয়া বোম্বাই নগরে লইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে বিবাহ করিয়া ভবিষ্যতে চির সুখিনী করিবে, এইরূপ আশা দিয়াছিল; কিন্তু আজ সংসার সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়া জীবন তরণী বুঝি বা অকালে ডুবিয়া যায়! কে তাহাদিগকে এ বিপদে রক্ষা করিবে?—প্রেমজি আকুল-স্বরে বলিয়া উঠিল, "হায় এ দুর্দ্দিনে কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে?"

গৃহদ্বার হইতে কে অস্ফুটস্বরে বলিল, "ঈশ্বর যাহার প্রতি বিমুখ, শয়তান তাহাকে আশ্রয় দিতে পারে; সংসারে কেহই নিরাশ্রয় নহে।"

প্রেমজি সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল, সঙ্গে সঙ্গে এমিলিও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমে বিস্মিত, তাহার পরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

দ্বার প্রান্তে তাহারা কাহাকে দেখিতে পাইল?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অকূলে কাণ্ডারী

যে ব্যক্তি প্রেমজির কক্ষদ্বারে আসিয়া কথা বলিল, তাহার নাম হীরাজি। হীরাজির বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, কিন্তু তাহার আকৃতি দেখিয়া তাহার বয়স পঞ্চাশের অধিক বোধ হয় না ; সুদীর্ঘ পাকা দাড়ী তাহার বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত শ্বেত চামরের ন্যায় আন্দোলিত হইতেছিল ; তাহার পরিধেয় বস্ত্র অত্যন্ত জীর্ণ ; লম্বা কোটটী কত কাল পূর্ব্বে তাহার অঙ্গে উঠিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, দৈবজ্ঞের বাড়ী যাইতে হয় ; তাহার স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেই সকল ছিন্ন অংশের উপর নানা রঙ্গের পটী চড়িয়াছে ! মাথার টৌপাটি স্থানে স্থানে তোবড়াইয়া গিয়াছে ; চক্ষে চসমা, তাহার একখানা পরকলা ভাঙ্গা, এবং একদিকের ডাণ্ডি নাই, একগাছি অত্যন্ত ময়লা সূত্র সেই ডাণ্ডির প্রতিনিধিত্ব করিতেছে।—বৃদ্ধ দ্বারের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবক স্বতীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

প্রেমজি জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি ?"

আগন্তুক বলিল, "মানুষ, সন্দেহের কোনও কারণ আছে কি ?"

প্রেমজি বলিল, "বিলক্ষণ আছে ; মানুষ হইলে তুমি পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া থামকা ভদ্রলোকের ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াও, আর চুরি করিয়া অন্যের কথা শোন ?"

আগন্তুক—"তুমি কি আমাকে চেন না ? আমি তোমার প্রতিবেশী, ঐ পাশের কুটুরীটাতে আমি বাস করি। ঘরে যাইবার আসিবার সময় দুবেলা তোমার সঙ্গে আমার মাথা ঠোকাঠুকি হয়, আর এখন জিজ্ঞাসা করিতেছ—কে তুমি !"

প্রেমজি—"তুমি আমাদের প্রতিবেশী ? উত্তম কথা ; এখানে কি চাও ? কোনও কাজ না থাকে ত সরিয়া পড়। আমাদের ঘর সংসারের কথা তোমার শুনিবার আবশ্যক নাই।"

আগন্তুক—"আমি পাশের ঘরে থাকি, তোমার কুঠুরী আর আমার কুঠুরী এই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান একটি ঝাঁপের বেড়া মাত্র ; কাজেই তোমাদের ঝগড়াবিবাদ অষ্টপ্রহর আমার কর্ণে প্রবেশ করে। সে সকল কথা শুনিবার কোনও প্রলোভন না থাকিলেও অগত্যা তাহা শুনিতে হয় ; দোষ অবশ্য আমার কাণের, কারণ আমার বয়স অনেক হইলেও এখন পর্য্যন্ত বধির হইতে পারি নাই।"

প্রেমজি চটিয়া বলিল, "আমাদের কথা শুনিয়াছ বেশ করিয়াছ, এখন তোমার ঘরে গিয়া নিজের চরকায় তেল দাও।"

আগন্তুক—"আমাকে তাড়াইবার জন্য এত ব্যস্ত কেন ? আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই ; চাঁদমুখ দেখিয়া আর আমার প্রেমে পড়িবার বয়স নাই।—দেখিতেছি আজ কাল্ তোমরা দুজনে খুব ঝগড়া করিতেছ ; অনাটনের সংসারে এমন কলহ নিত্য হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনও কারণ নাই।"

প্রেমজি—"যদি আমাদের বিবাদ শুনিয়া থাক, তাহা হইলে বোধ

Uttarpara Jaikrishna Public Library.
Acc. No. ৩৮৫৯ Date ১৪.৭.৭৪

হয় বুঝিয়াছ দারিদ্র্যে মানুষের কিরূপ অধঃপতন ঘটে ; ইহা জানিয়া সুখী হইয়াছ তো ?”

আগন্তুককে এখন হইতে আমরা হীরাজি বলিয়াই উল্লেখ করিব। হীরাজি সহানুভূতি ভরে বলিল, “এত আক্ষেপের কারণ নাই, মানুষের চিরদিন সমান যায় না ; আমিও চিরদিন এমন ছিলাম না। আমার বয়স হইয়াছে, সুরুচি ও মোলায়েম শিষ্টাচারের বড় ধার ধারি না। যদিও তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, তথাপি তোমাদের কলহ শুনিয়া আমার মনে হইল, তোমাদের যেমন দুঃসময় পড়িয়াছে, তাহাতে এ সময় তোমাদের কিছু সাহায্য করিতে পারিলে, তাহা করা উচিত।”

বড় দুঃখেও প্রেমজির মুখে হাসি আসিল, তাহা অবিশ্বাসের হাসি। প্রেমজি হাসিয়া বলিল,“তুমি আমাদের সাহায্য করিবে ? অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইবে ! তোমার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে তোমার সর্ব্বস্ব দান করিলেও আমাদের একবেলা আহারের সংস্থান হইবে না। তোমার কি আমাদের সাহায্য করিবার সামর্থ্য আছে ?”

হীরাজি—“অসম্ভব কি ?”

প্রেমজি—“তোমাকে দেখিয়া ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।”

হীরাজি গম্ভীর স্বরে বলিল, “তোমরা বড় কষ্টে পড়িয়াছ বটে, কিন্তু নিরাশ হইবার কারণ নাই। পৃথিবীতে অর্থের অভাব নাই ; যাহার চক্ষু আছে সে দুই হস্তে অর্থ কুড়াইয়া লইয়া নিজের কাজে লাগাইতে পারে। তোমার চক্ষু নাই, তাই দিবানিশি চেষ্টা করিয়াও অর্থের সন্ধান পাইতেছ না, কেবল ঘরে আসিয়া অনর্থ বাধাইতেছ !”

হীরাজির কথা প্রেমজির নিকট দুর্বোধ্য প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হইল ; সে বলিল, "তুমি আমাদের কিরূপ সাহায্য করিতে পার ?"

হীরাজি বলিল, "সে সকল কথা পরে হইবে ; শুনিলাম তোমরা একরূপ অনাহারে আছ ; আগে কিছু খাও, খাইয়া শরীরটাকে একটু চাঙ্গা কর, মনটাও সুস্থ হউক।—তোমাদের আহারাদি শেষ হইলে আমার যাহা বক্তব্য আছে বলিব।"

এতক্ষণ পরে এমিলি কথা বলিল ; বলিল, "মিন্‌সে বড় রসিক দেখিতেছি ! শুনিয়াছে আমাদের হাতে এক পয়সাও নাই,তবু বলিতেছে আগে কিছু খাও ! খাইতে যে পয়সা লাগে, সে কথা বুঝি বুড়োর মাথায় আসে নাই ?"

হীরাজি পকেটে হাত পুরিয়া বলিল, "তোমার কাছে কিছু না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার পকেটে যে কিছু নাই, তাহা তোমরা কিরূপে জানিলে ?"

হীরাজির প্রশ্নের উত্তর না দিয়া প্রেমজি ও এমিলি উভয়েই তাহার পকেটের দিকে চাহিল। হীরাজি পকেট হইতে একখানি ময়লা কাগজ বাহির করিয়া ভাঁজ খুলিয়া তাহা প্রেমজির সম্মুখে ধরিল। প্রেমজি সবিস্ময়ে দেখিল, তাহা একখানি একশত টাকার নোট !

নোট খানি দেখিয়া এমিলির চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

প্রেমজি প্রথমটা নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। হঠাৎ এত টাকা সম্মুখে দেখিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল, তাহার পর সেই বিস্ময় আনন্দে পরিণত হইল ; কিন্তু সে আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। সে সন্দিগ্ধ চিত্তে একবার হীরাজির মুখের দিকে চাহিল ; তাহার

মনে হইল, এই দরিদ্র বৃদ্ধ—দেখিয়া বোধ হয় পর-প্রত্যাশী ও পরান্ন-গ্রহজীবী ; ইহার পাদুকা ছিন্ন, পরিচ্ছদ বিবর্ণ ও জীর্ণ; মুখ দারিদ্র্য যন্ত্রণায় শ্রীহীন ; এ ব্যক্তি হঠাৎ এক শত টাকার নোট কোথায় পাইল ? তবে কি ইহা চোরাই নোট !—কথাটা ঠিক একই সময়ে এমিলিরও মনে হইয়াছিল ; উভয়ে নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করিল ; কিন্তু তাহাদের সেই অপাঙ্গ ভঙ্গি বৃদ্ধ হীরাজির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিল না ; সে গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমরা আমাকে আর যাহাই ভাব, দয়া করিয়া আমাকে চোর মনে করিও না। স্বীকার করি, আমার মত দরিদ্র লোকের পকেটে এতগুলি টাকা থাকা কিছু বিচিত্র ; কিন্তু আমি কয়েকজন সদাগরের বিল সরকারি কাজ করি, কাজেই আমার ছেঁড়া পকেটে অনেক সময় ইহা অপেক্ষাও অনেক বেশী টাকা থাকা বিস্ময়ের বিষয় নহে। এ অবস্থায় কিছুদিনের জন্য তোমাদের একশত টাকা কর্জ্জ দেওয়াও আমার পক্ষে কঠিন নয়।"

এবার এমিলি প্রসন্নমুখে বলিল, "বুড়া, দেখিতেছি তুমি খুব ভাল লোক ; তোমার এই ভদ্র ব্যবহার দীর্ঘকাল আমাদের স্মরণ থাকিবে।"

হীরাজি কোনও কথা বলিল না, একবার আড় চক্ষে এমিলির মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু সে দিকে প্রেমজির দৃষ্টি ছিল না ; তাহার হৃদয়ের মধ্যে মহা সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল ; টাকাগুলি সে রাখিবে কি ফেরত দিবে,—এই কথাই সে ভাবিতেছিল। একবার সে ভাবিল, ঋণ পরিশোধ করিবার যখন শক্তি নাই, তখন এ টাকা গ্রহণ করা কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে ; কিন্তু তখনই মনে হইল, এমিলি সমস্ত

দিন অনাহারে আছে,—তাহারও আহার হয় নাই ; অন্নাভাবে যাহাকে অনাহারে দিনপাত করিতে হয়, তাহার এত সাধুতা মূঢ়তার চিহ্ন।—ক্ষুধার তাড়নায় প্রেমজি ভুলিয়া গেল, সাধুতাই দরিদ্রের একমাত্র মূলধন ; একবার যদি কোনও কারণে তাহা নষ্ট হয়, তাহা হইলে দরিদ্র জীবনসংগ্রামে কখনও জয়লাভ করিতে পারে না।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর প্রেমজি বলিল, "না আমি তোমার টাকা লইব না, আমার এ ঋণ পরিশোধ——"

প্রেমজির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হীরাজি বলিল, "ঋণ-পরিশোধের শক্তি নাই বলিতেছ ? কিন্তু ঋণ শোধের জন্য ব্যস্ত হইবার কোনও আবশ্যক নাই ; তুমি—"

এমিলি ব্যস্তভাবে বলিল, "তুমি কি ক্ষেপিয়াছ নাকি ? আর কোনও কারণে না হউক, এই সহৃদয় বৃদ্ধকে বাধিত করিবার জন্যও আমাদের এ টাকাগুলি রাখা উচিত।"

হীরাজি বলিল, "বাইসাহেবা ঠিক কথাই বলিয়াছেন ; টাকাগুলি তুমি রাখ, কিছু খাবার আনিয়া খাও, ঠাণ্ডা হও। আগে শরীরটাকে বাঁচান চাই, শরীরই হইল আমাদের সর্ব্বস্ব।—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, সমস্ত দিন উপবাসী আছ, আগে কিছু খাইয়া লও।"

এমিলি বড়ই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, সে হীরাজির হাত হইতে নোটখানি টানিয়া লইয়া বাজারে চলিল ;—বাজার অধিক দূরে নয়।

এমিলিকে গৃহত্যাগ করিতে দেখিয়া হীরাজি তাহার দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "মেয়েটা খুব সুন্দরী বটে, আর বেশ

চট্‌পটেও ; যদি উহার বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে এতদিন বেশ গুছাইয়া লইতে পারিত।”

কিন্তু একথা প্রেমজির কর্ণে প্রবেশ করিল না, সে তখনও নতমুখে চিন্তা করিতেছিল। সকল ঘটনাই তাহার নিকট ইন্দ্রজালের মত বোধ হইতে লাগিল। তাহারা অনাহারে মরিতেছে, এমন সময় একজন অপরিচিত লোক আসিয়া অযাচিতভাবে মহা আগ্রহে এক শত টাকা কর্জ্জ দিল! এ কি বিধাতার দান? পরমেশ্বরের প্রসন্নতা তাহার নিকট এত সহজ লভ্য মনে হইল না। সে ভাবিতে লাগিল লোকটার অভিপ্রায় কি? পরদুঃখে দয়া প্রদর্শনই কি তাহার উদ্দেশ্য? না, উহার কোনও গুপ্ত অভিসন্ধি আছে?—কিন্তু তাহার মত দরিদ্র দ্বারা তাহার কি গুপ্ত অভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে?—কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া—প্রেমজি হীরাজির দিকে চাহিয়া বলিল, “না মহাশয়! আমি বেকার বসিয়া আছি, আপনার ঋণ পরিশোধ করি এরূপ আমার শক্তি নাই ; আপনি যাহাই বলুন, আমি আপনার টাকা লইতে পারিব না।”

হীরাজি প্রেমজির আরও কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, “তোমার তো ভাই, হিসাব-বোধ বড় কম। তুমি উমেদার, বেকার বসিয়া আছ বলিলে না?—নিজের উপর তোমার বিশ্বাস নাই, তাই তোমার এ দুর্দ্দশা! তুমি নিজেকেই যখন বিশ্বাস করিতে পার না, তখন অন্যে তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কাজ দিবে, ইহা কিরূপে আশা করিতেছ? আমি বলিতেছি তুমি এ টাকা রাখ ; বাইসাহেবা বুঝিয়া-সুঝিয়াই নোটখানি লইয়া গিয়াছে।”

“লইয়া গিয়াছে!”—প্রেমজি সবিস্ময়ে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

সে এতই অন্যমনস্ক হইয়াছিল যে, এমিলি কখন গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহা সে লক্ষ্য করে নাই।—প্রেমজি বিরক্তি ভরে বলিল, "এমিলির এ বড় অন্যায়, আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই লইয়া গেল!"

হীরাজি বলিল, "উত্তম করিয়াছে। নিজের উপর তোমার যে বিশ্বাস নাই, তোমার উপর বাইসাহেবার তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বিশ্বাস আছে।—টাকা তুমি যখন পার শোধ করিও, তবে শতকরা বারটাকা সুদের অঙ্গীকার করিয়া আমাকে একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে হইবে।"

প্রেমজি জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাণ্ডনোট! আমাকে দিয়া লিখাইয়া লইবেন?"

হীরাজি বলিল, "হাঁ, আমি দস্তুর মত কাজ করি, সকলেরই তা করা উচিত। টাকা যখন দিতেছি, তখন লেখা পড়া না করিয়া দিব কেন?"

প্রেমজি হাসিয়া বলিল, "আমার মত গরিবের হ্যাণ্ডনোটের মূল্য অনেক!"

হীরাজি ততোধিক হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই বাপু, টাকার জন্য তোমাকে জেলে দিব না। যা দস্তুর, সেইমত কাজ কর।"

প্রেমজি হীরাজির ফরমাইসমত লিখিতে লাগিল,—"অদ্য ১৮৮৭ অব্দের ১০ই জুলাই হীরাজীর নিকট নগদ একশত টাকা প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, তিনি চাহিবামাত্র ঐ টাকা তাঁহাকে শতকরা বার্ষিক ১২৲ বার টাকা হারে সুদ সমেত প্রত্যর্পণ করিব।

প্রেমজি।"

পকেট হইতে একখান রসীদষ্ট্যাম্প বাহির করিয়া হীরাজি তাহা রসনা-রসসিক্ত করিয়া হ্যাণ্ডনোটে আঁটিয়া দিল; প্রেমজি তাহার আদেশে সেই টিকিটের উপর নাম স্বাক্ষর করিল।

হীরাজি হ্যাণ্ডনোটখানি পকেটে পুরিয়াছে এমন সময় এমিলি একটা হোটেল হইতে রসনা-তৃপ্তিকর অতি উপাদেয় চপ্, কাটলেট্, ও গল্দা চিংড়ী ভাজা প্রভৃতি বিবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। আজ তাহার মহা আনন্দ!—সুন্দর হাস্য-প্রফুল্ল মুখখানি তাহার নীলাঞ্চলের অন্তরাল হইতে যেন বিজলী বিকাশ করিতেছিল; কি নিটোল গণ্ডস্থল, কি সুগঠিত সুবঙ্কিম ভ্রুযুগল, ওষ্ঠদু'খানি যেন হিঙ্গুলরাগ রঞ্জিত, দন্তশ্রেণী মুক্তা পংক্তির ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে! আর তাহার ঢলঢল চক্ষু দুটীতে যে মাদকতা—যে প্রমোদ-বিহ্বল ভাব—বোধ হয় সংযমী ঋষিরও তাহা ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে; কিন্তু তাহা লজ্জাশীলা কুলমহিলাকুলের চক্ষে স্বাভাবিক নহে।

প্রেমজি একবার এমিলির দিকে চাহিল, তাহার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহা বৃদ্ধ হীরাজির শ্বেত শশ্রুজালে সন্নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "আমি যতই কেন উপার্জ্জন করি না, ছয়মাসের পূর্ব্বে যে তোমার এ দেনা শোধ করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই।"

হীরাজি বলিল, "আমি তোমাকে টাকা ধার দিলাম, আবার আমিই তোমাকে এমন চাকরী জুটাইয়া দিতে পারি যে, একমাসেই তুমি ইহার পাঁচগুণ দেনা শোধ করিতে পার।"

প্রেমজি এবার সকৌতুকে মাথা নাড়িল; বলিল, "এ অতি অসম্ভব

কথা!"—বেদনার উপর ব্লিষ্টারের জ্বালার মত প্রেমজির বিস্ময় দূর হইয়া সেখানে কৌতুকের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

হীরাজি তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি কি নিজে তোমাকে চাকরী দিব?"—তার পর সে তাহার সাদা দাড়ীতে হাত দিয়া বলিল, "দেখিতেছ তো বুড়া হইয়াছি; এমন সকল লোকের সঙ্গে আমার দস্তি আছে যে, একটা মস্ত চাকরী তোমার কপালে অনায়াসে জুটিয়া যাইতে পারে। জোগাড় দেখিব না কি, কি বল?"

হীরাজির উপর প্রেমজির বিশ্বাস ও ভক্তি উত্তরোত্তর প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছিল; সে সহাস্য বদনে বলিল, "তা দেখুন না, খুব কষ্ট পাচ্ছি।"

হীরাজি বলিল, "তবে দেখ, এক কাজ কর;—আমার একটি সম্ভ্রান্ত বন্ধু আছেন, তাঁহার নাম জেমসেট্‌জি; তিনি অনেক বড় বড় পার্শি মার্চ্চেণ্টের এজেণ্ট। তাঁহার অগাধ টাকা,—তাঁহার কাছে চাকরী করিবে?"

প্রেমজি বলিল, "এমন যায়গায় যদি চাকরী করিতে না চাই, তবে আমার মত গাধা দুনিয়ায় আর দুটী নাই।"

হীরাজি বলিল, "সংসারে গাধার অভাব কি? গাধা বিস্তর আছে, কেবল সকলের লেজ নাই! যাহা হউক,যদি তুমি এজেণ্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চাও,তাহা হইলে কাল বেলা ১২টার সময় তাঁহার আফিসে হাজির হইবে। আজ রাত্রেই আমি তাঁহাকে তোমার কথা বলিয়া রাখিব।"

প্রেমজি বিগলিত চিত্তে বলিল, "তাঁহার ঠিকানাটি কি?"

হীরাজি বলিল, "দাসাশ্রয় ;—নং এপোলো ষ্ট্রীট। যদি একবার তোমাকে তাঁর মনে ধরে, তাহা হইলে আর তোমার রক্ষা নাই ; রাতারাতি বড় মানুষ। এখন তোমরা আহারাদি কর, আমি যাই ভাই !"

প্রেমজি বলিল, "আপনিও আমাদের সঙ্গে বসুন না।"

হীরাজি বলিল, "না, আমাকে এখন অনেক যায়গায় ঘুরিতে হইবে ; বুড়ো মানুষ, পেটে কিছু পড়িলে আর নড়িতে পারিব না।"

বৃদ্ধ দ্বারপ্রান্ত হইতে প্রস্থান করিলে এমিলি উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

হীরাজি তখনও যায় নাই, সে দ্বারে কর্ণ সংযোগ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এমিলি হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িবার মত হইয়া বলিল, "এ পর্য্যন্ত অনেক আহাম্মুখ দেখিয়াছি, কিন্তু এই বুড়োটার জোড়া পাওয়া ভার ! যেচে এসে আমাদের টাকা ধার দিলে। এমন পাওনাদার আর গুটিকতক থাকিলেই বুড়োকে এতদিন ফেরার হইতে হইত। একদিন বুড়ো পস্তাইয়া মরিবে, দু'হাতে নিজের পাকা দাড়ী ছিঁড়িবে।"

হীরাজি মৃদুপদ বিক্ষেপে নামিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল, অস্ফুটস্বরে বলিল, "হাস যে কয় দিন পার ; বড়সী যখন গিলিয়াছ—তখন আর পলাইতে পারিতেছ না।"

ঠিক সেই সময়ে প্রেমজি এমিলিকে বলিতেছিল,"ভগবান আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া এই বন্ধুটীকে পাঠাইয়াছেন। তিনি দয়াময় !"

হায় শয়তান ! তুমিও ভগবানের নামে বিকাইয়া যাও !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুবতী-মর্কট সংবাদ

হীরাজি প্রেমজির নিকট বিদায় লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে চোর-গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

অদূরে একটি আলোক স্তম্ভের কাছে দাঁড়াইয়া একটি অল্প বয়স্ক যুবক, কিঞ্চিৎ ভিক্ষালাভের আশায় করুণকণ্ঠে সুর করিয়া বলিতেছিল, "কিছু ভিক্ষা দাও বাবা, কলে হাতকাটা গিয়াছে, ঘরে বুড়ো মা, হাতকাটা হতভাগাকে কিছু ভিক্ষা দাও ; দুটী প্রাণ বাঁচাও।"—তাহার বাঁ হাতখানি কোটের আস্তিন ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণ আস্তিনটি শূন্য গর্ভ, কাঁধের নীচে তাহা ঝুলিতেছিল।

হীরাজি তাহার সম্মুখে আসিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ওরে ভিখা, তুই বেটা এখানে রোজগার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিস্? হাতকাটা সিপাই হইয়াছিস্? হতভাগা ভূত!"—হীরাজি তাহার আস্তিনের অন্তরালস্থিত দক্ষিণ হস্তখানি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "যে কাজের ভার লইয়া এখানে আসিয়াছিলি, তাহার কি হইল?"

ভিখা বলিল, "হাত ছাড় ; তুমি যে আমার হাতখানা গুঁড়া করিয়া দিলে! বুড়ো বয়সেই এই, জোয়ান কালে তুমি বোধ হয় পাহাড় গুঁড়া করিতে পারিতে।—সব বলিব ও দিকে চল ; কিন্তু তুমি এমন ভাবে আর আমার উপার্জ্জনে বাধা দিওনা। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি চারগণ্ডা পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছি, আর গণ্ডাদুই পয়সা হইলেই রাত্রির খোরাকটার জন্য ভাবিতাম না।"

হীরাজি ভিখার হাত ধরিয়া হড়্‌হড়্‌ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল, তাহার কথার কোনও উত্তর দিল না।

একটু আড়ালে গিয়া ভিখা বলিল, "আজ্‌ সন্ধ্যার পর সাতটা সাড়ে-সাতটার সময় একখানি প্রকাণ্ড ক্রুহাম গাড়ী চোরগলির মধ্যে মন্দিরটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্রুহাম খানা কার বলিতে পারি না, তবে দেখিলাম তাহার মধ্যে একটা মর্কট বসিয়া আছে; তার বদলে আমি সেখানে বসিলে অনেক ভাল মানাইত। মোড়ে একটি সুন্দরীকে আসিতে দেখিয়াই ছোকরা-মর্কটটা একলাফে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল; আমিও ঘুরিয়া মন্দিরের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলাম।"

"কোনও কথা শুনিতে পাইয়াছিলি?"

ভিখা বলিল, "না শুনিলে তুমি আমাকে ছাড় কই? ছুঁড়ী বলিল, 'যাহা লিখিয়াছ সব কথা সত্য তো? কথা ঠিক থাকিবে?'—মর্কটটা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, 'তোমায় সন্দেহ হইতেছে নাকি সুন্দরী? আমার চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছ না, আমি কত বড় লোকের ছেলে?'—ছুঁড়ীটা গাড়ীখানার ঝক্‌ঝকে রূপার সাজ, ও হাতীর মত ঘোড়াদুটোর দিকে চাহিয়া বলিল,'না তোমার কথায় সন্দেহ নাই; কখন আসিবে?' মর্কট বলিল, 'কাল্‌ দুপুরে!' ছুঁড়ী আর দাঁড়াইল না। তারপর মর্কট গাড়ীতে উঠিয়া বসিবামাত্র কোচম্যান ঘোড়ার রাস্‌ টানিল, অমনি ঘোড়া দুটা ছুটিয়া চলিল।"

ঘোটকের অনুকরণে ভিখাজিও ছুটিয়া চলিল। হীরাজি তাহাকে অনেক ডাকিল, কিন্তু সে ফিরিল না, বলিল "আর কিছু বলিবার নাই, এখন মৌতাতের সময় হইয়াছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোমের পুতুল

পরদিন মধ্যাহ্ন-কালে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রেমজি এপোলো ষ্ট্রীটে জেমসেট্‌জির প্রতিষ্ঠিত দাসাশ্রয়ে উপস্থিত হইল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জেমসেট্‌জি এই দাসাশ্রয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জেমসেট্‌জি যখন এই দাসাশ্রয়ের প্রতিষ্ঠা করেন,তখন তাহার অনুষ্ঠান পত্রে ঘোষিত হইয়াছিল যে, বোম্বাই সহরের সম্ভ্রান্ত সমাজ দাস দাসীর অভাবে অনেক সময় অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করেন। আবার পক্ষান্তরে দেখা যায়—অনেক কার্য্যনিপুণ দাস দাসী চাকরী জুটাইতে না পারিয়া বেকার বসিয়া আছে ও আহার অভাবে কষ্ট পাইতেছে। এই উভয় শ্রেণীর অসুবিধা নিবারণের জন্যই এই দাসাশ্রয়ের প্রতিষ্ঠা। সকল শ্রেণীর দাসদাসী যৎসামান্য দক্ষিণা দিয়া এই দাসাশ্রয়ে নাম রেজিষ্টারী করিয়া যাইলে তাহাদিগকে যথাসম্ভব শীঘ্র চাকরী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইবে ; যাঁহার যেরূপ দাস দাসীর আবশ্যক হইবে এই দাসাশ্রয়ে অনুসন্ধান করিলে তিনি সেইরূপ দাস দাসীই প্রাপ্ত হইবেন।

এই দাসাশ্রয়ের প্রতিষ্ঠার পর হইতে, জেমসেট্‌জি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যোগ্য কর্ম্মচারীগণের সাহায্যে ইহার কার্য্য এরূপ সুশৃঙ্খলাক্রমে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন যে, সকলেরই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাঁহার এই অনুষ্ঠানে সাধারণের একটি গুরুতর অভাব পূর্ণ হইয়াছে। এই দাসাশ্রয় হইতে জেমসেট্‌জির কেবল যে দু'পয়সা আয় হইত, ইহাই

নহে; শত শত দাস দাসী নিরন্তর তাঁহার হাতে থাকায়, বোম্বায়ের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেক গুপ্ত রহস্য তাঁহার আয়ত্ত করিবার সুবিধা ছিল, এবং ইহাতেই তাঁহার লাভ অধিক হইত। এই আখ্যায়িকা পাঠ করিলে পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

প্রেমজির আজ আর সে জীর্ণ ও মলিন পরিচ্ছদ নাই; জুতা ও মোজা হইতে মাথার টোপা পর্য্যন্ত সকল পরিচ্ছদই মূল্যবান্ ও নূতন। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে হীরাজির নিকট যে একশত টাকা কর্জ্জ করা হইয়াছিল, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক প্রেমজির পরিচ্ছদ ক্রয়েই ব্যয়িত হইয়াছে।

প্রেমজি দাসাশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল, একজন কর্ম্মচারী সমাগত দাস দাসীগণের নিকট হইতে দক্ষিণা লইয়া তাহাদের নাম রেজিষ্টারী করিতেছে। একটি মধ্যবয়স্কা খর্ব্বাকৃতি দাসী আসিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "মুন্সী মহাশয়, আমার নামটা আগে খাতায় লিখিয়া লউন, এবার আমাকে ভাল যায়গায় চাকরী করিয়া দিতে হইবে।"

মুন্সী কানে কলম গুঁজিয়া মুখ বাঁকা করিয়া বলিল, "তুই বেটী ভারী নচ্ছার, কোথাও বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারিস্ না। এই ত মাস তিনেক আগে তোকে একটা বেশ ভাল চাকরীর যোগাড় করিয়া দিয়াছিলাম, তা তুই রাখিতে পারিলি কৈ?"

দাসী বলিল, "তখন হাতে কিছু ছিল, তাই চাকরীর বড় একটা তোয়াক্কা রাখিতাম না; এখন হাত একবারে খালি, একটা কিছু না হইলে আর চলিতেছে না। চাকরী যেমনই হউক, বাজার করিবার ভারটি আমার হাতে থাকা চাই।"

মুন্সী বলিল, "আচ্ছা তা দেখা যাইবে ; এখন তোর নাম কি বল।"

দাসী সবিস্ময়ে বলিল, "সে কি মুন্সী মহাশয়? ইহারই মধ্যে আমার নাম ভুলিয়া গিয়াছ!"

মুন্সী রাগ করিয়া বলিল, "তুই মাগী ত ভারী বর্ব্বর! তোর মত পঞ্চাশটা দাসী প্রতিদিন আমার কাছে উমেদারী করিতে আসে. সকলের নাম যদি আমার মনে থাকিত, তাহা হইলে আমি কানে কলম গুঁজিয়া এই দাসীহাটায় মুহুরীগিরি করিতে আসিতাম না, এতদিন বোম্বাই হাইকোর্টের জজ হইতাম ; সকলে বলিত অনারেবল জষ্টিস্ নসরন্‌জি।—যাক্ সে কথায় আর দরকার নাই।"

দাসী বলিল "আমার নাম যমুনা। দেখুন মুন্সী মহাশয়, আমাকে এমন বাড়ীতে চাকরী জুটাইয়া দিবেন যেন সে বাড়ীতে গিন্নী না থাকে, আর গিন্নী থাকিলেও সে যেন বুড়ো দোজবরের স্ত্রী হয়। আমি দুই চারি দিনের মধ্যে আবার সন্ধান লইতে আসিব।"

প্রেমজি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিয়া মুন্সীর নিকট অগ্রসর হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "জেমসেট্‌জি সাহেব কোথায় থাকেন, মহাশয়?"

মুন্সী বলিল "তাঁহাকে আপনার কি দরকার? আপনি যদি চাকরীর উমেদারীতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে বলিলেই চলিবে।"

প্রেমজি বলিল, "আমি জেমসেট্‌জি সাহেবের নিকটেই আসিয়াছি, তাঁহার একজন বন্ধু আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

মুন্সী মুখ বক্র করিয়া বলিল, "তবে ঐ কোণটাতে একখানা টুলের

উপর এখন ঘণ্টাখানেক চুপ করিয়া বসিয়া থাকুন ; সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন।"

প্রেমজি অগত্যা এক কোণে একখানি টুলের উপর বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

প্রায় আধ ঘণ্টাকাল পরে একজন সম্ভ্রান্ত বেশধারী পারসী ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে জেমসেট্‌জি সেখানে উপস্থিত হইলেন ; তিনি মুন্সীর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজিকার বিশেষ সংবাদ কি ?"

মুন্সী বলিল, "আজ যমুনা আবার চাকরীর উমেদারীতে আসিয়াছিল।"

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন,"কোন্ যমুনা ? বায়রামজি এজ্‌রার বাড়ীতে এক সময় যে দাসীগিরি করিয়াছিল, সেই কি ?"

মুন্সী বলিল, "হাঁ সেই।"

জেমসেট্‌জী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার ঠিকানাটা কি ?"

মুন্সী বলিল, "তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই।"

জেমসেট্‌জি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তার ঠিকানাটা জিজ্ঞাসা কর নাই ? তুমি ত বিলক্ষণ কাজের লোক দেখিতেছি ! তাহাকে শীঘ্র একবার চাই যে।"

মুন্সী বলিল, "আপনি ব্যস্ত হইবেন না, সে তুই চারি দিনের মধ্যেই আবার আসিবে বলিয়া গিয়াছে ; সে চাকরী চায়, সুতরাং না আসিয়া যাইবে কোথায় ? যদি বলেন, তাহা হইলে তাহার সন্ধানে একটা লোক পাঠাই।"

জেমসেট্‌জি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি নিজেই যাও, আর ভিখাকেও সঙ্গে লইও, সে খুব কাজের লোক। যমুনা এখন কোথায় থাকে, কি করে, সকল সংবাদ সংগ্রহ করা চাই।"

প্রেমজি বুঝিল, জেমসেট্‌জি তাহাকে দেখেন নাই; কিন্তু এ কি রহস্য! একটা সামান্য দাসীর সন্ধান লইবার জন্য এত বড় লোক এত ব্যাকুল কেন?

জেমসেট্‌জি, প্রেমজির দিকে চাহিলেন; প্রেমজি অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র জেমসেট্‌জির গম্ভীর মুখ সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি প্রেমজি?"

প্রেমজি বলিল, "হাঁ মহাশয়।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, কিন্তু এখানে হইবে না; আমার খাস কামরায় চল।"

উভয়ে দ্বিতলের একটি সুসজ্জিত কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

জেমসেট্‌জি প্রেমজিকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া স্বয়ং তাঁহার চেয়ারে বসিলেন, তারপর বলিলেন, "আমি আমার বৃদ্ধ বন্ধু হীরাজির মুখে শুনিয়াছি তুমি বড় দরিদ্র, বেকার বসিয়া আছ, কিন্তু বেশ কাজের লোক। যখন বেকার বসিয়া আছ, তখন কোনও একটা কাজ পাইলে তাহা করিতে বোধ হয় তোমার আপত্তি নাই?"

প্রেমজি বলিল, "আপনি ঠিক কথাই শুনিয়াছেন।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "উত্তম; কিন্তু তোমার জন্য কোনও চাকরীর চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে তোমার অতীত জীবন সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে চাই।"

প্রেমজি নতমস্তকে বসিয়া রহিলেন।

জেম্‌সেট্‌জি বলিলেন, "আমি বোধ হয় শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিতেছি, কিন্তু উপায় নাই; যে লোককে বিশ্বাস করিয়া তাহার উপর কোনও কার্য্যের ভার দিতে হইবে, তাহার অতীত জীবনের সকল কথা জানা আবশ্যক মনে করি। হীরাজি বলিয়াছেন তুমি খুব উৎসাহী, ধর্ম্মভীরু ও পরিশ্রমী যুবক; তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, হীরাজির অনুমান মিথ্যা নহে; কিন্তু তোমার সম্বন্ধে সকল কথা তোমার কাছেই জানিতে চাই; আশা করি, ইহা আমার উদ্দেশ্যহীন কৌতূহল মাত্র মনে করিবে না।"

প্রেমজি বলিল, "আপনার নিকট গোপন করিবার কিছুই নাই; আমি সকল কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই এখানে আসিয়াছি।"

জেমসেট্‌জি একটু হাসিয়া বলিলেন, "ধন্যবাদ; কিন্তু আমার কাছে কোনও কথা গোপন রাখা সহজ নহে।—আমি তোমার সম্বন্ধে যে কোনও সংবাদ রাখি না, এমন ভাবিও না; আমি কতটুকু জানি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ।"—টেবিলের উপর কতকগুলি খাতা পড়িয়াছিল. তাহারই একখানি টানিয়া লইয়া জেমসেট্‌জি তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন; তাহার পর একটা পাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার নাম প্রেমজি, আহম্মদাবাদের ক্যাম্প রোডে তোমার জন্ম; ১৮৬৪ অব্দে ২০শে জানুয়ারী তোমার জন্মের তারিখ; সুতরাং তোমার বয়স এখন তেইশবৎসর কয়েক মাস।"

প্রেমজি বলিল, "আপনার কথা যথার্থ।"—ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তোমার মাতা তোমার পিতার বিবাহিতা পত্নী ছিলেন না।"

সেই কক্ষে যদি সেই মুহূর্ত্তে বজ্রপাত হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় প্রেমজি এত চমকিত হইত না। জেমসেট্‌জির কথায় সে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "আমি জানিতাম না যে, আপনার বন্ধু হীরাজি আমার সম্বন্ধে এত খুটিনাটি সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তোমার সম্বন্ধে আমি আরও অনেক কথা জানি; তোমার ভরণপোষণের জন্য বার্ষিক ছয়শত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল; এই টাকা তোমার মা কোনও ভদ্রলোকের নিকট পাইতেন।"

এই কথায় প্রেমজি একবারে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, স্তম্ভিত ভাবে জেমসেট্‌জির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সংবাদ আপনি কোথায় পাইলেন? আমি বোম্বাই সহরে আসিয়া পর্য্যন্ত একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই।"

জেমসেট্‌জি মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "কার্য্যানুরোধে ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর সংবাদও আমাকে রাখিতে হয়; যাহা হউক, আমার নিকট কোনও কথা প্রকাশ করায় তোমার আশঙ্কার কারণ নাই; তুমি সচ্ছন্দে আমাকে সকল কথা বলিতে পার। তোমার ভরণপোষণের টাকা তোমার মা কয়মাস অন্তর পাইতেন?"

প্রেমজি বলিল, "তিনমাস অন্তর।"

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ টাকা কাহার নিকট হইতে আসিত বলিতে পার?"

প্রেমজি বলিল, "একজন পার্শি উকীল ইহা পাঠাইতেন।"

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে উকীল কে ? তাঁহার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে ?

প্রেমজি বলিল, "না মহাশয়।"

আবার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া জেমসেট্‌জি বলিলেন, "উকীলটি কি নিজেই তোমাকে টাকা দিতেন ?"

প্রেমজি বলিল, "না, তাঁহার একজন মক্কেল এ টাকা দিতেন।"

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া তাহা জানিলে ?"

প্রেমজি বলিল, "আমার মা কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না ; তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আমার জন্মের পূর্ব্বেই পিতার মৃত্যু হয়। আমি একদিন তাঁহার নিকট আমাদের আশ্রয়দাতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; আমার মা আমার কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর এ সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আমি আমার অন্নদাতার নামও জানিতে পারি নাই ; কিন্তু তিনি যে আমার পিত. নহেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।"

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মাতার মৃত্যুর পর হই-তেই কি এ সা'.য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে ?"

প্রেমজি বলিল,"না ; আজ প্রায় একবৎসর হইল আমার মা আমাকে বলিয়াছিলেন, কোনও সদাশয় ব্যক্তি তোমার জন্মের সময় হইতেই তোমার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এত দিন পর্য্যন্ত তিনি তোমাকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন, এখন তোমার বয়স হইয়াছে। এখন আর তোমার জন্য তাঁহার নিকট সাহায্য গ্রহণ করা

কর্ত্তব্য নহে : এখন তুমি তোমায় ভরণপোষণের ভার স্বয়ং গ্রহণ কর।' —ইহার তিন মাস পরেই আমার মাতার মৃত্যু হয়।"

মায়ের কথা স্মরণ করিয়া প্রেমজির চক্ষু অশ্রু পূর্ণ হইয়া উঠিল ; কথা বাধিয়া গেল। কিন্তু সে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "মা মৃত্যুকালে আমাকে কোনও কথা বলিয়া যাইতে পারেন নাই ; এখন সংসারে আমার কেহই নাই।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তোমার এ অনুমান ঠিক নহে ; তুমি পরে জানিতে পারিবে তোমার একজন পরম আত্মীয় এখনও জীবিত আছেন। তুমি আপনাকে অসহায় মনে করিও না ; অন্ততঃ আমাকে তুমি বন্ধু বলিয়া মনে করিতে পার। তুমি তোমার মাতার মৃত্যুর অল্প দিন পরে তোমার মাতার যে কিছু স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া বোম্বাই আসিয়াছ।"

প্রেমজি বলিল, "আমার বিশ্বাস ছিল, বোম্বাইয়ের ন্যায় সুবিস্তীর্ণ ও জনপূর্ণ নগরে —"

জেমসেট্‌জি বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমার জীবিকার্জ্জন সহজ হইবে।—ইহা তোমার অনভিজ্ঞতার ফল। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যুবক কত আশা ও আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া মফস্বলের বহু পল্লী হইতে এখানে আসিয়া জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় ; নানা উজ্জ্বল কল্পনায় তাহাদের নবীন জীবন মোহ মুগ্ধ হয়, কিন্তু দুই এক বৎসর যাইতে না যাইতে তাহারা বুঝিতে পারে জীবনসংগ্রামে জয় লাভ করা নিতান্ত সহজ কাজ নহে। মফস্বলের যে সকল যুবক সাফল্য লাভের আশায় সহরে পদার্পণ করে, তাহাদের শতকরা এক জনেরও শৈশব-স্বপ্ন সফল

হয় কি না সন্দেহ; অধিকাংশেরই জীবন ভারবহ ও বিড়ম্বনা পূর্ণ হইয়া উঠে!"

প্রেমজি কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "কিন্তু তুমি এ সহরে একাকী আস নাই, একটি যুবতীকে সঙ্গে জুটাইয়া আনিয়াছ; তাহার নাম এমিলি।"

প্রেমজি বলিল, "একথা আপনার জানা অসম্ভব নয়, আমার প্রতিবেশী হীরাজির মুখে আপনি এ কথা শুনিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু আমার সকল কথা শুনিলে আপনি আমার উদ্দেশ্যের নিন্দা করিবেন না।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন,"তোমার উদ্দেশ্যের নিন্দা করা আমার অভিপ্রায় নয়, তোমার অবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলাম। তোমার সঙ্গে যাহা কিঞ্চিৎ সম্বল ছিল, দুজনে বেকার ভাবে বসিয়া খাওয়াতে অল্পদিনেই তাহা নিঃশেষিত হইল। অগত্যা তুমি অবশেষে পেষ্টনজির হোটেলে আশ্রয় লইলে; কিন্তু সেখানেও তোমার দিনপাত করা কঠিন হইল। অর্থোপার্জ্জনের জন্য বহু চেষ্টা করিলে, কিন্তু কোথাও কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না; তখন মনের কষ্টে আত্মহত্যার সংকল্প করিলে! এই সময় তুমি আমার বন্ধু হীরাজির নিকট অর্থ সাহায্য পাইয়াছ।"

প্রেমজি সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি কি সর্ব্বজ্ঞ? সত্যই আমি অর্থকষ্টে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া উঠিয়াছিলাম। কি করিতাম বলিতে পারি না, কিন্তু আপনার বন্ধুর অনুগ্রহে অকূল সমুদ্রে কূল পাইলাম। তাহার পর আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়াছি।"

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তোমার এ গলগ্রহটাকে ত্যাগ করিতে পারিবে ?"

প্রেমজি বলিল, "আপনি কি এমিলিকে ত্যাগ করিবার কথা বলিতেছেন ? গলগ্রহ মনে হইলে, তাহাকে আমি সঙ্গে করিয়া আসিতাম না। আমি তাহাকে ভাল বাসি, সেও আমাকে ভাল বাসে ; আমাদের উভয়ের অদৃষ্ট এক সূত্রে গ্রথিত, সে সূত্র আমি ছিন্ন করিতে পারি না। এমিলিকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায়ে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, কোনও দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে লইয়া আসি নাই।"

জেমসেট্‌জি বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া বলিলেন, "বটে, তোমার সাহস ত বড় অল্প নয় ! যে নিজে খাইতে না পায়, তাহার একটা গলগ্রহকে পুষিবার ইচ্ছা খুব প্রশংসনীয় সন্দেহ কি ? বুঝিতেছি এ অবস্থায় চাকরী না করিলে তোমার চলিবার উপায় নাই। কিন্তু দেখিতেছি, কোন কাজেই তোমার অভিজ্ঞতা নাই ; কে তোমাকে চাকরী দিবে ? যাহা হউক, তুমি যখন আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, তখন আমি তোমাকে বিদায় করিয়া দিব না, তোমাকে একটা চাকরী দিবই। আপাততঃ মাসিক তিন শত টাকা বেতনের কোনও চাকরী পাইলে তোমার পোষাইবে কি ?"

প্রেমজি কি উত্তর দিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না ; কারণ কথাটা তাহার বিশ্বাস হইল না। অবশেষে সে মর্ম্মাহত ভাবে বলিল, "মহাশয়, যে নিরুপায় ব্যক্তি আপনার সাহায্যের প্রার্থনা করিতেছে, তাহাকে এইরূপ নিষ্ঠুর বিদ্রূপবাক্যে বিদ্ধ করা আপনার ন্যায় মহৎ লোকের কর্ত্তব্য নহে।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "কে বলিল আমি তোমার সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছি? আমি যাহা বলিলাম তাহা সত্য কথা; তুমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাও? তাহাতেও আমার আপত্তি নাই; তোমাকে আমি এক-মাসের বেতন অগ্রিম দিতেছি।" জেমসেট্‌জি একটা দেরাজ হইতে তিনশত টাকার নোট বাহির করিয়া তাহা প্রেমজিকে প্রদান করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন।

প্রেমজি ক্ষণকাল বিস্ময়ে ও আনন্দে নির্ব্বাক হইয়া রহিল, তারপর সে দৃঢ়স্বরে বলিল, "না মহাশয়, আমি তিনশত টাকা বেতনের চাকরী করিবার যোগ্য কিনা তাহা প্রতিপন্ন হইবার পূর্ব্বে আমি এ টাকা লইতে অনিচ্ছুক।"

জেমসেট্‌জি মৃদু হাস্যে বলিলেন, "তোমার উপর যে কাজের ভার থাকিবে তুমি তাহার অযোগ্য নহ, ইহা বুঝিয়াই আমি তোমাকে এ চাকরী দিতেছি; সুতরাং এ টাকা তুমি অনায়াসে লইতে পার। তোমাকে কি করিতে হইবে না হইবে, সে কথা কাল তুমি এখানে জানিতে পারিবে; আজ আমি বড় ব্যস্ত, আজ আর কোনও কথা হইবে না; তবে একটা কথা বলিয়া দিই, তোমার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল, তুমি পেষ্টনজির হোটেলটা ছাড়িয়া দিয়া ভদ্রলোকের মত একটা বাসা ভাড়া কর।"

প্রেমজি জেমসেট্‌জিকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

প্রেমজি প্রস্থান করিলে, জেমসেট্‌জি উঠিয়া পাশের একটি কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ডাকিলেন, "ডাক্তার লালুভাই! ছোক্‌রাটাকে বিদায় করিয়াছি, এখন বাহিরে আসিতে পার।"

ডাক্তার লালুভাই জেমসেট্‌জির অতি বিশ্বস্ত বন্ধু। ডাক্তার লালুভাই গুপ্ত কক্ষ হইতে বাহির হইয়া সহাস্যে বলিলেন, "তোমার কথা যে ফুরায় না হে? এক যায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কোমর ধরিয়া গিয়াছে।"

জেমসেট্‌জি বসিলেন, "ধরাধরির এই আরম্ভ মাত্র, এখনই এত কাহিল হইলে চলিবে কেন, ছোকরাটাকে দেখিয়াছ?"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়াছি, কথা-বার্ত্তাও সব শুনিয়াছি; দেখিলাম, এ সকল কাজে তোমার বেশ মাথা খেলে! হীরাজির হাতে উহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে, হীরাজি উহাকে নিজের ছাঁচে ফেলিয়া মোমের পুতুলের মত গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যবনিকান্তরালে

প্রেমজি বিদায় গ্রহণ করিলে, জেমসেট্‌জির আফিসের একটি গুপ্ত কক্ষ হইতে যে ভদ্রলোকটি বহির্গত হইয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ আরম্ভ করিলেন, তিনি একজন পারসী-ডাক্তার, বলিয়াছি নাম লালুভাই। ডাক্তারের বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়াছিল, শরীর বেশ সুস্থ ও সবল।

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আমার ঐ গুপ্ত কক্ষে তোমাকে যখন লুকাইয়া থাকিতে বলি, তখন তুমি আমার ঠিক মৎলব কি, ঠাহর করিতে পার নাই; আমি একটি বড় কঠিন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে তোমার সাহায্য চাই: সামান্য অসাবধানতায় আমাদের সর্ব্বনাশ হইতে পারে।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে; যে কাজে তুমি হাত দাও, তাহা প্রায়ই নিষ্ফল হয় না।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তা সত্য, কিন্তু জয়ের সহিত পরাজয়ের নিত্য সম্বন্ধ; আজ জয় হইয়াছে, কাল্ পরাজয় হইতে পারে।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "আমি ডাক্তার মানুষ, লোকের নাড়ী টিপিতে ও ঔষধ দিতেই ভাল পারি; যদি তোমার কোন বৈষয়িক পরামর্শের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বামনজিকে একবার ডাকা আবশ্যক, সে উকীল মানুষ।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তা জানি, কিন্তু তাহাকে আর বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; গুপ্ত পরামর্শের জন্য তাহাকে ডাকিতেও সাহস হয় না।"

ডাক্তার লালুভাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "একথা কেন বলিতেছ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আমরা তিনজনে গুপ্ত ব্যবসায়ে এ পর্য্যন্ত বড় কম টাকা উপার্জ্জন করি নাই; তুমি আমি যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি তাহা জলের মত ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছি; আর বামনজি লক্ষাধিক টাকা জমাইয়াছে! হাতে টাকা জমিলেই পদে পদে ভয় ও সন্দেহ জন্মে। বামনজি আর আমাদের সঙ্গে কোনও দুঃসাহসের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে চায় না, সে আমাদিগকে জীবিকার্জ্জনের পথ পরিবর্ত্তিত করিতে বলে, সাধু হইবার উপদেশ দেয়! কিন্তু এখনও সে আমাদের উপার্জ্জনের অংশ লইতে কুণ্ঠিত নয়; অর্থলোভেই মধ্যে মধ্যে আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসে। আমাদের অনেক বয়স হইয়াছে, পরিশ্রমের শক্তিও কমিতেছে; এখন গণ্ডাকতক শিকার পাক্‌ড়াইতে না পারিলে বৃদ্ধ বয়সে অনাহারে মরিতে হইবে, সুতরাং এখন হইতেই ভবিষ্যতের জন্য একটা উপায় করিয়া রাখা আবশ্যক।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "এ তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "এখন আমাদিগকে খুব হুঁসিয়ার হইয়া কাজ করিতে হইবে; দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া আমি এমন এক সুবিশাল দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিয়াছি যে, যদি তাহা কখনও সফল হয় তাহা হইলে অল্প দিনেই লক্ষপতি হইতে পারিব, দশ বিশ লক্ষ টাকা

আমাদের হস্তগত হইতে পারে ; কিন্তু এই সাধনার সিদ্ধি লাভের জন্য তোমার সহায়তা গ্রহণের যত আবশ্যক—বামনজির সাহায্যের তত আবশ্যক নাই ; যদি তুমি তোমার ডাক্তারী বিদ্যার বলে, এই জালটিকে টানিয়া কোন রকমে ডাঙ্গায় তুলিতে পার, তাহা হইলেই বাজী মাত্।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "আমাকে কি করিতে হইবে বল।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "যে কার্য্যে হাত দিয়াছি তাহা অতি কঠিন কার্য্য ; তাহা সফল হইলে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভের আশা আছে বটে, কিন্তু নিষ্ফল হইলে, কলঙ্ক, লাঞ্ছনা ও সর্ব্বনাশ ! ধরা পড়িলে প্রাণদণ্ড বা নির্ব্বাসন দণ্ড অবশ্যম্ভাবী।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনও কখনও জীবন পর্য্যন্ত পণ করিতে হয়। যাহার লক্ষপতি হইবার বাসনা আছে, সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দেখিয়া তাহার পশ্চাৎপদ হইলে চলে না ; আমি সেজন্য ভীত নহি।"

জেমসেট্‌জি প্রসন্নমুখে বলিলেন, "তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ ; যে কয়েকটী লোক আমাদের স্বার্থসাধনের যন্ত্র স্বরূপ হইবে, ইতিমধ্যেই তাহাদের একজনকে হস্তগত করিয়াছি, তাহাকে তুমি চেন।"

ডাক্তার লালুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার কথা বলিতেছ ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "পেষ্টনজি সাপুরজিকে ত তুমি জান। আমাদের আর একটি শিকার বায়রামজি এজরা। খাঁ বাহাদুর বায়রামজি এজরা সম্বন্ধে কতকগুলি গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। আমি সন্ধান পাইয়াছি বায়রামজি ও তাঁহার স্ত্রীর জীবনে অনেক গুপ্ত রহস্য আছে ;

আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এ রহস্য ভেদ করিতে হইবে। তাঁহাদিগের দুইজনকেই মুঠার মধ্যে আনিতে না পারিলে আমাদের স্বার্থ সিদ্ধির আশা নাই। প্রেমজিকে আমরা অকারণে সংগ্রহ করি নাই, আমি সন্ধান পাইয়াছি তাহার পিতার ঠিক নাই; আবশ্যক হইলে তাহাকে কোনও লক্ষপতির অনুদ্দিষ্ট সন্তানরূপে পরিচিত করা কঠিন হইবে না; তাহার প্রকৃত পরিচয় কেহ জানিতে পারিবে না। বিশেষতঃ সে বুদ্ধিমান, উচ্চাভিলাষী ও রূপবান; সে আমাদের ষড়যন্ত্রে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবে।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "কিন্তু একটা কথা আছে; উহার সঙ্গে একটা ছুঁড়ী জুটিয়াছে; শুনিলাম তাহার নাম এমিলি, এমিলিটাই আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে এক প্রকাণ্ড বাধা হইয়া দাঁড়াইবে।"

জেমসেট্জি বলিলেন, "এই বাধা দূর করিতে হইবে; আমাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির তুলনায় যুবক যুবতীর প্রেম তুচ্ছ।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "কাজটিকে তুমি খুব সহজ মনে করিও না। প্রেমের শক্তি অমোঘ; তুমি বোধ হয় মনে করিয়াছ প্রেমজি তাহাকে আন্তরিক ভাল বাসে, প্রেমজিকে কোনও প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। প্রেমজি যদি সম্মুখে সুখ ও ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখিতে পায়, সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে সে এমিলিকে জীর্ণবস্ত্র খণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এমিলিকে লইয়াই প্রধান ভয়। আজ এমিলি যদি প্রেমজির প্রতি বিমুখ হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিদারুণ অন্নকষ্টই তাহার কারণ; কিন্তু কোনও দিন যদি তাহার অভাব দূর

হয়, তাহার অতৃপ্ত বিলাস লালসা পরিতৃপ্ত হয়, তখন সে প্রেমজিকে লাভ করিবার জন্য সকলই অনায়াসে তুচ্ছজ্ঞান করিবে।"

জেমসেট্‌জি বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "নারীচরিত্রে তোমার খুব অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, ডাক্তার!"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "নারীচরিত্রে আমার অভিজ্ঞতা থাক্ না থাক্, আমার এ অনুমান মিথ্যা নয়। এমিলি প্রেমজির সহিত এখানে আসিয়াছে; হয়ত তাহাদের পরস্পরের দীর্ঘকাল হইতেই পরিচয় আছে; এমিলি সম্ভবতঃ প্রেমজির মাকেও চিনিত;—তুমি নিশ্চয়ই জানিও, এ বড় সহজ বাধা নয়।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন,"আমি বলিয়াছি যেমন করিয়া হউক, এ বাধা দূর করিব।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "আর একটি বাধা আছে; প্রেমজি বলিয়াছে তাহার নাবালক অবস্থায় একজন বড়লোক তাহার প্রতিপালনের ভার লইয়াছিল। প্রেমজি নিজেই স্বীকার করিয়াছে তাহার জন্মের পূর্ব্বেই, তাহার জন্মদাতার মৃত্যু হইয়াছিল; এ অবস্থায় আমাদিগকে জানিতে হইবে, এই বড় লোকটী কে?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "নিশ্চয়ই তাহা আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; আমাদের জানিতে হইবে সে ব্যক্তি জীবিত কি মৃত, এবং প্রেমজি কোন্ সূত্রে তাহার সাহায্য লাভের অধিকারী হইয়াছে; অসহায়ের প্রতি করুণাই যে ইহার কারণ, এরূপ আমার অনুমান হয় না।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "আরও কথা আছে, হয়ত প্রেমজিই

একদিন আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতে পারে, হঠাৎ একদিন সে বাঁকিয়া বসিতে পারে। মনে কর যদি সে আমাদের ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে অসম্মত হয়, সাধু ভাবে নিরাপদে জীবন যাপনই যদি তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় হয়, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? প্রলোভনে যে তাহাকে ভুলাইতে পারিবে, ইহার নিশ্চয়তা কি?"

জেমসেটজি বলিলেন, "সে ভয় নাই; হীরাজি তাহাকে রীতিমত পরীক্ষা করিয়া তবে আমার নিকট লইয়া আসিয়াছে। যাহার মন কেবল সুখের সন্ধানেই ধাবিত, যে হতভাগা অকর্ম্মণ্যের একশেষ, অথচ যাহার পায়ের নখ হইতে চুলের ডগা পর্য্যন্ত দাম্ভিকতায় পূর্ণ; যে নিজের দরিদ্রতায় লজ্জিত; সে এত প্রলোভন, ভবিষ্যতে এত সুখের আশা পরিত্যাগ করিতে পারিবে? ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি বলিতেছি আমি তাহাকে নিজের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করিব; আরব্য উপন্যাসবর্ণিত আশ্চর্য্য প্রদীপের দৈত্য যেরূপ আলাদিনের দাস হইয়াছিল, প্রেমজি সেইরূপ আমার দাস হইবে।"

ডাক্তার লালুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাখুরার রূপের রজ্জুতে প্রেমজিকে বাঁধিতে পারিবে ত?"

জেমসেট্জি বলিলেন, "এ বিষয় তুমি সন্দেহ করিও না; যুবক যুবতীর প্রেম মোহ মাত্র, সে মোহের সৃষ্টি করা অতি সহজ।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "কিন্তু জানিয়া রাখ এমিলির মোহ দূর করা সহজ হইবে না।"

জেমসেট্জি বলিলেন, "তোমার সাহায্য প্রার্থনার ইহাও একটি কারণ। তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে কি এমন কোনও ঔষধ নাই, যাহার

সাহায্যে এই যুবতীকে ভয়ঙ্কর কুরূপা করিতে পারা যায়, মনে কর যদি কোন উপায়ে উহাকে বসন্ত রোগে আক্রান্ত করিতে পার, তাহা হইলে ত উহার রূপ নষ্ট হইতে পারে।”

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, “ঔষধ প্রয়োগে উহার রূপ ধ্বংস করিয়া কি ফললাভ হইবে? উহার মন যাহাতে প্রেমজির প্রতি বিমুখ হয় তাহার কোনও উপায় করিতে পার?”

জেমসেট্‌জি বলিলেন, “তাহার উপায় পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছি; তুমি বোধ হয় জাহাঙ্গীরজি কামাকে জান, ছোঁড়াটা এই বয়সেই গোল্লায় গিয়াছে! আমার ষড়যন্ত্রে এমিলি অতি সহজেই তাহার হস্তগত হইবে, এমিলি প্রেমজিকে ভুলিবে, সে জন্য কোনও চিন্তা নাই। পেষ্টনজি সাপুরজিও আমাদের স্বার্থসিদ্ধির সহায়তা করিবে, তবে তাহার একটা আব্দার আমাদিগকে পূর্ণ করিতে হইবে।”

ডাক্তার লালুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি আব্দার?”

জেমসেট্‌জি বলিলেন, “ধনকুবের সার কার্সেটজি মেটার কন্যা কর্ণেলিয়ার সহিত তাহার বিবাহ দিতে হইবে।”

ডাক্তার লালুভাই সবিস্ময়ে বলিলেন, “পেষ্টনজিকে আমি জানি; সে ভয়ঙ্কর বখা, বদমাইস্, মূর্খ ও লম্পট; সে আকণ্ঠ ঋণজালে জড়িত। তাহার মত একটা অপদার্থের সহিত ধনকুবের সার কার্সেটজি মেটার পরীর মত রূপবতী ও গুণবতী বিদুষী কন্যা কর্ণেলিয়ার বিবাহ! ক্ষেপিয়াছ নাকি?”

জেমসেট্‌জি বলিলেন, “না সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ আছি, চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। আমি জানি কর্ণেলিয়ার সহিত মহা ধনাঢ্য সদাগর

দীনসা কাওয়াসজি দস্তুর সাহেবের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিতে হইবে।"

ডাক্তার লালুভাই অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বল কি? দীনসা কাওয়াসজি দস্তুরকে জামাইরূপে পাওয়া অনেক ভাগ্যের কথা; রূপে গুণে, বিদ্যা বুদ্ধিতে, ধনে ও বংশ মর্য্যাদায় এমন পাত্র পারসী সমাজে আর নাই বলিলেও চলে; এ সম্বন্ধ ভঙ্গ করা সহজ নহে।"

জেমসেট্‌জি তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা নিজের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমার তাহা অসাধ্য নহে। এ বিবাহ না হওয়াই আমার ইচ্ছা, সুতরাং এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। ঈশ্বর আমার সহায়।"

ডাক্তার লালুভাই জেমসেট্‌জির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শয়তান তোমার সহায়!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বড়ঘরের কথা

বোম্বাইনগরের এপলো বন্দর পল্লী কলিকাতার চৌরঙ্গীর মতই সমৃদ্ধি সম্পন্ন; সেখানে বড় বড় সওদাগরি আফিস, পান্থনিবাস, সেলারস্ হোম, ক্লাব, কষ্টম্‌হাউস্ প্রভৃতি সুবৃহৎ অট্টালিকা আছে, অনেক লক্ষপতির সুবিস্তীর্ণ রম্য অট্টালিকারও অভাব নাই। ইহাদের মধ্যে "রেষ্ট" নামক একটি প্রকাণ্ড সৌধে বোম্বাইনগরের সুবিখ্যাত ধনপতি সার্ কার্সে টজি মেটা সপরিবারে বাস করিতেন।

পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন বিলাসী ধনকুবেরগণের বাসগৃহ সমূহ যে প্রণালীতে নির্ম্মিত, এই অট্টালিকাটিও সেইরূপ,—সেইরূপ সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত সুপরিচ্ছন্ন কক্ষশ্রেণী; অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যানে সেইরূপ বহু জাতীয় ফুল ফল ও পাতাবাহারের গাছ; গাছে গাছে বনবিহঙ্গের সুমধুর কূজন; নির্ম্মলসলিল শালিনী ঝিলে দুই তিনখানি তরণী; আস্তাবলে সেইরূপ বহু অশ্ব ও শকটের সমাবেশ; বাবুর্চ্চিখানায় সেইরূপ সুবেশধারী মুসলমান ও গুজরাটি ভৃত্যগণের জটলা, এবং দেউড়িপ্রান্তে সশস্ত্র দ্বারবানের সেইরূপ সতর্ক পদসঞ্চার;—সকলে মিলিয়া মেটা-সাহেবের সেই অট্টালিকাটিকে সুরপুরীর ঐশ্বর্য্য-মাদকতায় ও বিলাস-চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

একদিন অপরাহ্ণে দুইজন পার্শি ভদ্রলোক এই অট্টালিকার অদূরস্থ রাজপথে ধীরে ধীরে পদচারণ করিতেছিলেন; ইঁহারা পাঠকগণের

অপরিচিত নহেন,—একজন জেমসেট্‌জি আর একজন ডাক্তার লালুভাই।

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "মেটা সাহেবের পরিবারবর্গের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠতা কিরূপ ?"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "আমি একজন সামান্য ডাক্তার মাত্র ; মেটা সাহেবের পরিবার বর্গের সহিত আমার তেমন বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকা সম্ভব নয়।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "মেটা সাহেবের স্ত্রী অবশ্যই তোমাকে চেনেন ; তাঁহাকে যদি তোমার দুই চারিটি কথা বলিবার আবশ্যক হয়, তাহা তোমার বলিবার সুবিধা হইবে কি না তাহাই জানিতে চাই। আমি স্থির করিয়াছি আমি স্বয়ং একবার মেটা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিব ; কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা না হইলে, কাজের সুবিধা হইবে না।"

ডাক্তার লালুভাই সবিস্ময়ে জেমসেট্‌জির মুখের দিকে চাহিলেন ; তারপর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,"তুমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে তাঁহাকে তুমি চেন না, খুব সাবধানে কথাবার্ত্তা বলিবে ; তিনি যেরূপ ভয়ঙ্কর রাগী লোক, যদি হঠাৎ তাঁহার অপ্রীতিকর কোনও কথা বলিয়া-ফেল, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, ঘাড় ধরিয়া তিনি তোমাকে দেউড়ীর বাহির করিয়া দিবেন।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "সেজন্য তোমার চিন্তা নাই, কেউটে সাপ লইয়া খেলা করিবার আমার বিলক্ষণ অভ্যাস আছে ; দীনসা কাওয়াসজি দস্তুরের সহিত মেটা সাহেবের কন্যার বিবাহের সম্বন্ধটা যাহাতে ভাঙ্গিয়া

যায়, উভয় দিক হইতেই তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তুমি মেটা সাহেবের স্ত্রীর নিকট পেষ্টন্‌জি সাপুরজির জন্য ঘটকালি করিবে ; দস্তুর সাহেবের বিরুদ্ধে তোমার কোনও কথা বলিবার আবশ্যক নাই।"

মেটা সাহেবের অট্টালিকার অদূরে আডাম্ ষ্ট্রীটের মোড়, সেই স্থানে আসিয়া জেমসেট্‌জি ডাক্তারকে বলিলেন, "তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর; মেটা সাহেবের সঙ্গে এখন সাক্ষাতের সুবিধা হইবে কি না একবার জানিয়া আসি ; যদি আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে এখানে না ফিরি, তাহা হইলে জানিও তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহার পর তুমি মেটা সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে।"

মানমন্দিরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল; জেমসেট্‌জি মেটাসাহেবের দেউড়িতে প্রবেশ না করিয়া অদূরবর্ত্তী একটা মদের দোকানে প্রবেশ করিলেন।

দোকানদার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চান, মশায় ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন,"সার কার্সেটজি মেটার খানসামা বেজানজির সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যক আছে; আজ এ সময় —এখানেই তাহার সহিত সাক্ষাতের কথা ছিল।"

মদ্যবিক্রেতা কোন কথা না বলিয়া পাশের একটি কক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

জেমসেট্‌জি নির্দ্দিষ্ট কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, খানসামাজি তখন মহা স্ফূর্ত্তিতে আছে! সে জেমসেট্‌জিকে দেখিবা মাত্র উৎসাহের সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর তাঁহাকে একখানা বেঞ্চিতে বসাইয়া বলিল, "অনেকক্ষণ হইতে আপনার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি ; বসিয়া

বসিয়া কি করা যায়, কাজেই একটা বোতল প্রায় সাবাড় করিয়া তুলিয়াছি, আর একটা বোতল আনাই ?”

জেমসেট্‌জি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না না, তাহার আর আবশ্যক নাই ; আমার শরীরটা আজ বড় ভাল নাই, আজ আর জলপথে যাত্রা করিব না।”—কিন্তু এ কথা থাকিল না, পাঁচ মিনিটের মধ্যে পতিতপাবনী বারুণী কাচময় আধার হইতে স্ফটিক পাত্রে অবতরণ করিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে তিনি জেমসেট্‌জির উদর-গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে বোতলটি শূন্যগর্ভ হইল, গল্পও জমিয়া আসিল !

জেমসেট্‌জি বলিলেন, “তোমার সঙ্গে দুই একটা খুব গোপনীয় কথা আছে, কিন্তু মদের আড্ডায় সে কথা হইতে পারে না।”

বেজানজি বলিল,“এ ঘরটি তেমন নিরিবিলি নয় বটে, কিন্তু পাশের ঐ কুটুরিটিতে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলে,আর কোনও গোল নাই।” —বেজানজি চাকরকে ডাকিয়া কি ইঙ্গিত করিল, তাহার পর সে জেমসেট্‌জিকে সঙ্গে লইয়া সেই গুপ্ত কক্ষে প্রবেশ করিল।

চাকরটা এক বোতল মদ ও দুইটী গ্লাস সেই গুপ্ত কক্ষের টেবিলের উপর রাখিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

জেমসেট্‌জি বলিলেন, “তোমার মনিব লোক কেমন ?”

বেজানজি বলিল, “সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন ? এমন দুর্মুখ বদ্‌রাগী মনিব বাপের জন্মে কখনও দেখি নাই ; এক এক সময় চাকরী ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয়।”

জেমসেট্‌জি বলিলেন, “তুমি এরকম কথা কেন বলিতেছ, বুঝিতে

পারিতেছি না ; পূর্ব্বে যে সকল লোক তোমার মনিবের কাছে চাকরী করিয়াছে, তাহাদের অনেকের মুখে শুনিয়াছি মেটা সাহেব বড় ভদ্র-লোক, চাকরদের প্রতি তাঁহার খুব দয়া, কখনও তাঁহার মুখে উঁচু কথা শুনা যায় না ; কিন্তু তুমি এমন উল্টা কথা বলিতেছ কেন ?”

বেজানজি বলিল, “তবে বুঝি আমার ভাগ্যের দোষ ! আমি ত দেখিতেছি, লোকটা যেমন রাগী তেমনি চঞ্চল, তাহার উপর সকল বিষ-য়েই সন্দেহ ; টাকাকড়ি, চিঠিপত্র,এমন কি,চুরুটটি পর্য্যন্ত চাবির ভিতর! ডেস্ক বাক্স বন্ধ করিতেই তাঁহার দিবসের অর্দ্ধেক সময় কাটিয়া যায়।”

জেমসেট্‌জি বলিলেন, “সকল বিষয়েই যাহার এত সন্দেহ, তাহার কাছে চাকরী করা ঝকমারী বটে !”

বেজানজি উৎসাহভরে বলিল, “কেবল যদি সন্দেহ হইত তাহা হইলেও বাচিতাম, এমন ভয়ঙ্কর রাগ কখনও দেখি নাই ; অকারণে রাগ, দিনে দশবার চাকরদের মারিতে যান ; সম্মুখে যাইতে ভয় হয়।”

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, “সকল সময়েই কি মেজাজ এমন রুক্ষ থাকে ?”

বেজানজি বলিল, “চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘুমের সময়টুকু ছাড়া তাঁহার মেজাজ কখনও ঠাণ্ডা দেখি নাই ! মদ খাইলে বা জুয়ায় হারিয়া আসিলে তাঁহার মেজাজ আরও ভয়ঙ্কর গরম হইয়া উঠে। রাত্রি তিনটার পূর্ব্বে কোনও দিন তাঁহাকে বাড়ী ফিরিতে দেখিলাম না।”

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মনিব-পত্নীটি কিরূপ লোক ?”

বেজানজি বলিল, “যেমন কর্ত্তা তেমনি গিন্নী ! তবে তফাতের মধ্যে

তিনি বড় একটা কামড়াইতে আসেন না, তাঁহার সে অবসরও নাই; সাজ পোষাক লইয়াই তিনি ব্যস্ত। কর্তা গিন্নিতে প্রায় দেখা-সাক্ষাৎ হয় না; দরকার মত টাকা পাইলেই গিন্নি খুসী, সৃষ্টি-সংসার চুলোয় যাউক, সেদিকে দৃষ্টি নাই।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "টাকার ত কোন অভাব নাই, সার কার্সেটজি মেটার অফুরন্ত ভাণ্ডার!"

বেজানজি বলিল, "কিন্তু সে ভাণ্ডারেও সময় সময় পয়সা থাকে না; দরকার মত টাকা না পাইলে, গিন্নীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়! টাকা না হইলে এক মিনিট চলিবার যো নাই, কাজেই আত্মীয় বন্ধুর নিকট টাকার জন্য লোক পাঠাইতে হয়।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "এতবড় ঘরের বৌ, পরের কাছে টাকা ধার চাহিতে তাঁর লজ্জা হয় না?"

বেজানজি জিহ্বা ও কণ্ঠতালুর সংস্পর্শে একরূপ শব্দ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "লজ্জা আবার তাঁহার আছে! যখন বেশী টাকার দরকার হয়, তখন তিনি বায়রামজি এজরার কাছে টাকার জন্য লোক পাঠান। লোক পাঠাইলেই টাকা! এজরা সাহেবের কাছে লোক পাঠাইলে তাহাকে খালি হাতে ফিরিয়া আসিতে হয় না; আমার মনিবের অপেক্ষা তাঁহার টাকা অনেক বেশী।"

জেমসেট্‌জি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "খাঁ বাহাদুর বায়রামজি এজরাকে টাকার জন্য তোমার মনিব-পত্নী যে সকল পত্র লেখেন, তাহা তোমার গোপনে খুলিয়া পড়িতে ইচ্ছা হয় না? সে সকল পত্র বুঝি তোমার হাতে পড়ে না?"

বেজানজি বলিল, "অনেক সময় আমি নিজে গিয়া টাকা লইয়া আসি। যতবার আমি পত্র লইয়া গিয়াছি, পত্র খুলিয়া পড়িয়াছি; সকল পত্রেরই মর্ম্ম একরূপ,—'আমার এত টাকার দরকার—পত্রপাঠ টাকা পাঠাইবে'—খাঁ বাহাদুর টাকা দিতে কিছু মাত্র ইতস্ততঃ করেন না; ভিতরে বোধ হয় কোন রহস্য আছে।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন,"নিশ্চয়ই আছে; রহস্য না থাকিলে কি এমন হয়?"

বেজানজি বলিল, "যে দিন কর্ত্তা গিন্নীতে দেখা সাক্ষাৎ হয়, সেদিন আর কাহারও বাড়ীতে টি্ঁকিবার যো থাকে না; প্রেমালাপের তোড়ে যেন আমরা কোথায় ভাসিয়া যাই! দু'জনেই যেন পরস্পরের চক্ষের বিষ।"

জেমসেট্‌জি কোন কথা না বলিয়া আর এক গ্ল্যাস মদ ঢালিলেন, ও তাহা বেজানজির হস্তে প্রদান করিলেন।

বেজানজি গ্ল্যাসটী নিঃশেষিত করিয়া আরও প্রসন্ন হইয়া উঠিল, সোৎসাহে বলিল, "মনিব বাড়ীতে যদি লোক থাকে, তবে সে আমার মনিবের মেয়ে কর্ণেলিয়া। এরকম মা বাপের এমন ভাল মেয়ে দেখা যায় না; যেমন সুন্দরী তেমনই ভাল মানুষ; তাঁহার বড়ই দয়ার শরীর।"

জেমসেট্‌জি ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "কত বয়স হইয়াছে?"

বেজানজি বলিল, "তা আঠার উনিশ হইবে।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন "তাহা হইলে দেখিতেছি দীনসা কাওয়াসজি দস্তুরের অদৃষ্ট ভাল; দস্তুর সাহেবের সঙ্গেই ত শুনিয়াছি সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে।"

বেজানজি বলিল, "হাঁ বিবাহের কথা ঠিক হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে, কেহ কাহাকেও সুখী করিতে পারে না; এ বিবাহে দস্তর সাহেব কি পরিমাণ সুখী হইবেন বলিতে পারিতেছি না। কর্ত্তা গিন্নী নিজের খেয়ালেই বিভোর; মেয়েটি কি করেন না করেন তাহা তাঁহাদের দেখিবার অবসর নাই।"

জেমসেট্জি কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, মেয়েটির চাল কিছু বিগড়াইয়াছে নাকি?"

বেজানজি বলিল, "সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? এত বড় লোকের মেয়ে, তাহার উপর আঠার উনিশ বৎসর বয়স হইয়াছে, একটা কাজত চাই; কাজেই তিনি লুকাইয়া লুকাইয়া প্রেম করেন!"

জেমসেট্জি হাসিয়া বলিলেন "বেজানজি, এতক্ষণ পরে দেখিতেছি মদের নেশায় তুমি আবল-তাবল বকিতে আরম্ভ করিয়াছ! আর এখানে বেশী দেরী করিও না, নেশা না পাকিতে ঘরে যাও।"

বেজানজি রাগ করিয়া বলিল, "কেন? আমি কোন্ কথাটা মাতালের মত বলিলাম? আপনার বিশ্বাস হইতেছে না,—কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কর্ণেলিয়া সত্যই লুকাইয়া প্রেম করেন।"

জেমসেট্জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে দেখিয়াছ?"

বেজানজি বলিল, "দু'বার দেখিয়াছি। একবার পেটেল ষ্ট্রীটের আগারি মন্দির হইতে উপাসনা করিয়া ফিরিবার সময় আমি ও কর্ণেলিয়ার দাসী ইস্নুবাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলাম; দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ায়, ইস্নুবাই আমাকে ছাতা আনিবার জন্য বাড়ী

পাঠাইয়াছিল; ছাতা লইয়া ফিরিয়া গিয়া দেখি, মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কর্ণেলিয়া তাঁহার মনের মানুষের সঙ্গে গল্প করিতেছেন।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "কাহারও সঙ্গে গল্প করিলেই সে বুঝি মনের মানুষ হইয়া গেল?"

বেজানজি একটু চটিয়া বলিল, "চোখে চোখে প্রেম, নয়ন কোণে ইসারা, ঢুলু ঢুলু ভাব, আড় চক্ষে চাহনি, আর যাইতে যাইতে মিনিটে দশবার ফিরিয়া দেখা—এ যদি প্রেম না হয়, তাহা হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে, বুড়া বয়সে আপনি যৌবনের সব কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।"

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোকরা দেখিতে কেমন, বয়স কত?"

বেজানজি বলিল, "বড় সুপুরুষ, বয়স ২৩।২৪এর অধিক নয়; বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও সবল দেহ, তবে বোধ হয় সে গরিব লোক।"

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বিতীয়বার কোথায় সাক্ষাৎ?"

বেজানজি বলিল, "একদিন কর্ণেলিয়া তাঁহার কোন বন্ধুর গৃহে যাইতেছিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম; রাস্তার একটা মোড়ে আসিয়া পকেট হইতে তিনি এক খানা পত্র বাহির করিয়া আমাকে তাহা ডাকঘরে দিয়া আসিতে বলিলেন; আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'ডাকঘর হইতে ফিরিয়া আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা করিব?' তিনি বলিলেন, 'আমি ঐ গাছতলায় অপেক্ষা করিতেছি, তুমি যাও'।"

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আড়ালে গিয়া চিঠি খানি খুলিয়া পড়িলে?"

বেজানজি বলিল, "না, আমি বুঝিলাম আমাকে কিছুকালের জন্য সরাইয়া দিবার মতলবেই এ চাতুরী; তাই অদূরে আর একটা মোটা-গাছের গুঁড়ির আড়ালে গিয়া তাঁহার কাণ্ডকারখানা দেখিতে লাগিলাম; কর্ণেলিয়া যে গাছ তলায় দাঁড়াইয়াছিলেন, একটি যুবক কোথা হইতে সেখানে আসিয়া জুটিল; পূর্ব্বে যাহার কথা বলিয়াছি এ সেই যুবক! মিনিট দশেক ধরিয়া দুজনে কি বলা বলি করিল, তাহার পর কর্ণেলিয়া পকেট হইতে একখানি ছবি বাহির করিয়া তাহা সেই যুবকের হাতে দিলেন।"

বোতলটা প্রায় খালি হইয়াছিল; বেজানজি আর একটা বোতল আনিবার প্রস্তাব করিলে জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আজ আর থাক্, শরীরটা বড় ভাল নাই; সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, এখন কি তোমার মনিব বাড়ী আছেন? তুমি আমার একটা উপকার করিতে পার?"

বেজানজি বলিল, "কি উপকার বলুন, সাধ্য হইলে নিশ্চয় তাহা করিব। আমার মনিব এসময় বাড়ী থাকেন না বটে; কিন্তু কয়েক দিন হইল নূতন জুতা পায়ে দিয়া মার্ব্বেলের সিঁড়ীতে উঠিবার সময় হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া পায়ে বড় আঘাত পাইয়াছেন; তাই আপাততঃ বাহিরে যাইবার সুবিধা নাই।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তোমার মনিবের সঙ্গে আমার একবার দেখা করার আবশ্যক হইয়াছে, আজই দেখা করা চাই। কিন্তু খবর দিয়া দেখা করিতে চাহিলে, এ অবস্থায় নিশ্চয়ই তিনি দেখা করিবেন না; হয় বলিবেন, ফুরসৎ নাই, না হয় বলিবেন, এখন অসুখ—দেখা হইবেনা। সেই জন্য তাঁহাকে কোন খবর না দিয়াই

আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে হইবে ; এ উপকার টুকু তোমাকে করিতেই হইবে।"

বেজানজি চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনি আমাকে বড়ই সঙ্কটে ফেলিলেন, দেখিতেছি ; পূর্ব্বে এত্তেলা না দিয়া কোন বাহিরের লোকের তাঁহার সম্মুখে যাইবার উপায় নাই। আমি খবর না দিয়া আপনাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইলে তিনি মহা অনর্থ ঘটাইয়া বসিবেন। যাহাহউক, আমি যখন এ চাকরী ছাড়িয়া দিব স্থির করিয়াছি, তখন আর আমার ভয় কি ? চলুন, আপনাকে লইয়া যাইতেছি। কিন্তু এবার আমাকে একটা ভাল চাকরী যোগাড় করিয়া দিতে হইবে, আমি এখানে আর বেশী দিন থাকিতেছি না।"

বেজানজি জেমসেট্‌জিকে সঙ্গে লইয়া সার কার্সেটজি মেটার অট্টালিকায় প্রবেশ করিল ; জেমসেট্‌জি দ্বারবানগণের অপরিচিত হইলেও তাঁহাকে সর্দ্দার খানসামার সঙ্গে যাইতে দেখিয়া কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

তখন সন্ধ্যা গাঢ় হইয়াছিল। সার কার্সেটজি মেটা তাঁহার উপবেশন কক্ষে একখানি আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় চুরট টানিতে ছিলেন ; বেজানজি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "একটি ভদ্র লোক হুজুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।"—জেমসেট্‌জি দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন, বেজানজি তাঁহাকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বস্মৃতি

কার্সেটজি মেটার এই সুসজ্জিত কক্ষটি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আলোকিত হইয়াছিল; টেবিলের উপর একটি মূল্যবান বেলোয়ারি বাতিদানে দুইটী বাতি স্নিগ্ধ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল।

বেজানজির ইঙ্গিতে জেমসেট্‌জি সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র মেটা সাহেব সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিলেন; আরাম কেদারার হাতা হইতে সোনার চসমা তুলিয়া লইয়া তাহা চক্ষুতে আঁটিলেন, এবং চুরুটটি মুখ হইতে খুলিয়া লইয়া আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইবামাত্র জেমসেট্‌জি নত মস্তকে তাঁহাকে সেলাম করিলেন।

মেটা সাহেব সে সেলাম গ্রাহ্য না করিয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কাছে তোমার কি দরকার?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "হুজুরকেই আমি সেলাম দিতে আসিয়াছি; বিনা-এত্তেলায় আসিয়াছি, মেহেরবানি করিয়া কসুর মাফ্ করিবেন।"

রকম বড় ভাল নয় বুঝিয়া বেজানজি পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিল। জেমসেট্‌জির কথা শুনিয়া মেটা সাহেব কোনও উত্তর দিলেন না;

চাকরদের ডাকিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইলেন; ঘণ্টার শব্দে তাঁহার প্রবল মানসিক চাঞ্চল্য প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বেজানজি বারান্দায় প্রতীক্ষা করিতেছিল, ঘণ্টার অত্যুগ্র ঝঙ্কারে সে মনিবের মেজাজের পরিচয় পাইয়া প্রমাদ গণিল! কিন্তু তখন আর ইতস্ততঃ করিবার সময় ছিল না; সে ত্বরিতপদে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

মেটা সাহেব বেজানজির মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া আরক্ত নেত্রে বলিলেন, "তুমি বিনা-এত্তেলায় বাহিরের লোককে এই প্রথম আমার সম্মুখে লইয়া আসিয়াছ। প্রথম অপরাধ বলিয়া এবার আমি তোমাকে মাফ্‌ করিলাম; এরূপ অপরাধ পুনর্ব্বার করিলে তোমাকে বরখাস্ত করিব। এখন যাও।"

বেজানজি নত মুখে নিঃশব্দে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মেটা সাহেব জেমসেট্‌জির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি মৎলবে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ, সংক্ষেপে বল; আমার শরীর ভাল নাই, বাজে কথা শুনিতে পারিব না।"

জেমসেট্‌জি সবিনয়ে বলিলেন, "হুজুর আমার নাম জেমসেট্‌জি আমি নিজে সামান্য লোক; কিন্তু অনেক গুলি বড় লোকের আমি আম্‌-মোক্তার।"

মেটা সাহেব বলিলেন, "তুমি বুঝি আমার কোনও মহাজনের নিকট হইতে তাগাদায় আসিয়াছ? আমি সকলকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছি এখন তাগাদা করিয়া কোনও ফল নাই। আমার কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে আমি কাহাকেও এক পয়সা দিতে পারিব না, এবিবাহে আমার পাঁচ ছয় লাখ টাকা খরচ হইবার সম্ভাবনা।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "হুজুরের নিকট আমি টাকার তাগাদায় আসি নাই ; অন্য একটি কাজের ভার লইয়া আসিয়াছি।"

মেটা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কাজ ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "হুজুরের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে দুই একটি কথা আছে।"

মেটা সাহেব বিস্ময় ও বিরাগ দমন করিতে পারিলেন না, সবেগে মাথা তুলিয়া সকোপে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বলিলে ?"

জেমসেট্‌জি তাঁহার ভাবান্তর দেখিয়াও দেখিলেন না, ধীরস্বরে বলিলেন, "আমার কোন কোন মক্কেল আপনার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে দুই একটি দরকারি কথা বলিবার জন্য আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।"

একজন বাজে লোক কোথা হইতে সার কার্সেটজি মেটার ন্যায় মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে আসিয়া তাঁহার কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে চায় ! এত স্পর্দ্ধা, এত সাহস ?—মেটা সাহেব ক্রোধে হতজ্ঞান হইলেন, তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল ; তিনি দ্বারের দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "আমার সম্মুখ হইতে এখনই দূর হও।"

সার কার্সেটজি মেটার ক্রোধে জেমসেট্‌জি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না ; যেস্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখান হইতে পদমাত্রও সরিলেন না ; পূর্ব্ববৎ ধীরস্বরে বলিলেন, "আমি আপনাকে যাহা বলিতে আসিয়াছি, সে কথা শেষ না করিয়া আমার যাইবার ইচ্ছা নাই ; কারণ তাহা অত্যন্ত জরুরী কথা।"

মেটা সাহেব আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তুমি যাইবে না ? এখনই বাহির হইয়া যাইবে কি না বল। আর একমিনিট বিলম্ব করিলে, আমার চাকর তোমার ঘাড় ধরিয়া জুতা মারিতে মারিতে তোমাকে দেউড়ীর বাহির করিয়া দিবে।" মেটা সাহেব বসিয়াছিলেন—তিনি সবেগে উঠিয়া ঘণ্টায় হাত দিলেন।

জেমসেট্‌জি তাহা দেখিয়া বলিলেন, "মহাশয়, চাকরদের ডাকিবার পূর্ব্বে আমার যাহা বলিবার আছে তাহা শুনুন। আপনার চাকরের হাতে আমার জুতা খাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে তাহা জানি ; কিন্তু স্মরণ রাখিবেন—সেজন্য আপনাকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অনুতাপ করিতে হইবে।"

সার কার্সে টজি মেটাকে বোধ হয় আর কেহ কখনও এরূপ স্পর্দ্ধার সহিত কথা বলিতে পারে নাই। তাঁহার চেয়ারের অদূরে—পুস্তক পূর্ণ একটি আলমারির পাশে একগাছি স্থূল বেত ছিল ; তিনি উঠিয়া কষ্টে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে সেই বেত চাপিয়া ধরিলেন, এবং সবেগে তাহা জেমসেট্‌জির মস্তকে উদ্যত করিলেন !

জেমসেট্‌জি বুঝিলেন, সেই উদ্যত দণ্ড মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইবে ; কিন্তু তিনি পদমাত্রও নড়িলেন না ; আত্মরক্ষার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মহাশয়, দাদাচানজির প্রতি আপনার ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া এখনও সাবধান হইবেন।"

জেমসেট্‌জির এই একটি মাত্র কথায় মেটা সাহেবের ক্রোধ-প্রদীপ্ত আরক্তিম মুখ মণ্ডল সহসা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, তাঁহার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, হাত হইতে বেত খসিয়া পড়িল ; অবসন্ন ভাবে তিনি

আরাম কেদারায় বসিয়া পড়িলেন ! সেই সুপ্রশস্ত উজ্জ্বল দীপালোকিত সুসজ্জিত কক্ষে সে সময় যদি তিনি তাঁহার পদপ্রান্তে সহসা কোন বিষধর সর্পকে ফণা বিস্তার করিয়া দংশনোদ্যত দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় তিনি এত ভীত ও বিচলিত হইতেন না। তিনি হতাশ ভাবে কেদারায় বসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "হায় দাদাচানজি।"

জেমসেট্‌জি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত মেটা সাহেবের মুখের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন ; তিনি পূর্ব্ববৎ অচঞ্চলস্বরে বলিলেন, "নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমি আপনাকে ভয় প্রদর্শন করি নাই ; ভবিষ্যতে আপনি বিপন্ন না হন, ইহাই আমার ইচ্ছা। বোধ হয় আপনি আমার সদভিসন্ধির কথা এতক্ষণ পরে বুঝিতে পারিয়াছেন, সুতরাং আমার সকল কথা শুনিতে অতঃপর আপনার আপত্তি না হইবারই সম্ভাবনা। আমি যাহা বলিব তাহার সহিত আমার নিজের কোনও সম্বন্ধ নাই ; আপনি স্মরণ রাখিবেন আমি অন্যের দূতমাত্র, অন্যের যাহা বক্তব্য তাহাই বলিতে আসিয়াছি : কোন কোন ব্যক্তি আপনাকে ফৌজদারী আইনানুসারে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, আপনার ন্যায় মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যাহাতে রাজদ্বারে বিড়ম্বিত না হন সেজন্য আপনাকে সাবধান করিতে আসিয়াছি ; কিন্তু আপনি আমার মনের ভাব না বুঝিয়া আমাকে বেত মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন !"

মেটা সাহেব অপেক্ষাকৃত সংযত স্বরে বলিলেন, "আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম না ; তুমি বোধ হয় আমার মনের ভাবের হঠাৎ-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছ ; ইহার কারণ তোমার নিকট প্রকাশ

করিতে আমার আপত্তি নাই। অনেক দিন পূর্ব্বে একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল ; একবার আমি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী দাদাচানজিকে সঙ্গে লইয়া মৃগয়ায় গিয়াছিলাম, সেখানে সে দৈবক্রমে আমার নিক্ষিপ্ত গুলিতে নিহত হয়, পরে এই দুর্ঘটনার বিষয় আদালতে পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, সেখানে আমি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া মুক্তিলাভ করি।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আদালতের বিচার সম্বন্ধে সকল কথাই আমার মক্কেলগণ অবগত আছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে প্রকৃত রহস্যও তাঁহাদের অজ্ঞাত নয়।"

এবার মেটা সাহেবের মুখে উদ্বেগ ও ব্যাকুলতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল ; তাহা লক্ষ্য করিয়া জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আপনি মনে করিবেন না আপনার কোনও বন্ধু এই গুপ্ত রহস্য সম্বন্ধে যে সকল কথা জানিতেন, তাহা তিনি স্বেচ্ছায় কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়াছেন ; আপনি নিশ্চয় জানিবেন, পরমেশ্বরের বিচিত্র বিধানে পাপ কখনও গোপন থাকে না।"

মেটা সাহেব অতি কষ্টে উদ্বেগ গোপন করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "তোমার যাহা বলিবার আছে সংক্ষেপে বল।"

জেমসেট্‌জি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন, মেটা সাহেবের ঔদ্ধত্য চূর্ণ হইয়াছে বুঝিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলেন, একখানি চেয়ার টানিয়া মেটা সাহেবের সম্মুখে বসিয়া তিনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "উক্ত দুর্ঘটনার যে দুইজন সাক্ষী ছিল, তাঁহাদের নাম আপনার স্মরণ থাকিতে পারে ; একজন আপনার বন্ধু খাঁ বাহাদুর বেনানজি পেটেল্, আর একজন আপনার পুরাতন ভৃত্য শঙ্কর। শঙ্কর

এখন স্থানান্তরে চাকরী করে। এই দুর্ঘটনার সময় শঙ্করের বিবাহ হয় নাই, বিবাহের পর একদিন কথা প্রসঙ্গে সে তাহার স্ত্রীর নিকট এ রহস্য প্রকাশ করে। শঙ্করের স্ত্রীর স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল না, তাহার পেটে কথা থাকিত না, সে তাহার কোন কোন প্রণয়ীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া দেয়; সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই কথাটা সকলে জানিয়া ফেলিল।"

মেটা সাহেব মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "একটা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক বা কয়েকটা ছোট লোক আমার সম্বন্ধে যে মিথ্যা গল্প করিয়াছে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আমার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিতে পারে এমন দুঃসাহসিক কে আছে?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "কোনও ছোট লোকের মুখের কথা নয়; আপনার দুষ্কর্ম্মের গুরুতর প্রমাণ বর্ত্তমান আছে।"

মেটা সাহেব অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন, "কি তুমি কি বলিতে চাও আমার পরম বন্ধু খাঁ বাহাদুর বেনানজি পেটেল্ আমাকে বিড়ম্বিত ও বিপন্ন করিবার জন্য তোমাদের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছেন?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "না, আপনার বিরুদ্ধে তিনি ষড়যন্ত্র কোনও করেন নাই, কোন মৌখিক অভিযোগও উপস্থিত করেন নাই; এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ তিনি স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন!"

মেটা সাহেব আবেগের সহিত বলিলেন, "ইহা মিথ্যা কথা।"

জেমসেট্‌জি নির্ব্বিকার ভাবে বলিলেন, "আপনার বন্ধু খাঁ বাহাদুর বেনানজি পেটেল্ এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা যে আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে তাহা

পূর্ব্বে তিনি একবার স্বপ্নেও মনে করেন নাই। বহুদিন হইতে ডায়রীতে তাঁহার দৈনন্দিন ঘটনার বিবরণ লিখিয়া রাখিবার অভ্যাস আছে; তাঁহার জীবনে প্রত্যহ যাহা ঘটিয়াছে, তাহা তিনি তাঁহার ডায়রীতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।"

জেমসেট্‌জি হঠাৎ থামিয়া মেটা সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন; মেটা সাহেব বলিলেন, "আমার মতামত শুনিবার আবশ্যক নাই, তোমার যাহা বক্তব্য আছে বলিয়া যাও।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আপনার দুষ্কর্ম্ম সম্বন্ধে জনরব শুনিয়া আমার মক্কেলেরা স্থির করিলেন, পেটেল সাহেবের ডায়রীতে এসম্বন্ধে কোনও কথার উল্লেখ আছে কিনা তাহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক। চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেটেল্‌ সাহেবের ১৮৬৩ অব্দের ডায়রীখানি তাঁহাদের হস্তগত হইল।"

মেটা সাহেব গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ভয়ঙ্কর শয়তানি!"

তাঁহার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আমার মক্কেলেরা সেই ডায়রী পাঠ করিয়া প্রকৃত রহস্য জানিতে পারিলেন; ডায়রীতে সকল ঘটনার কথা সুস্পষ্ট রূপে লিখিত আছে।"

মেটা সাহেব অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "প্রমাণ?—আমি একথায় প্রমাণ চাই।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "প্রমাণ ভিন্ন কোনও কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না, তাহা আমার জানা আছে; আমার মক্কেলদেরও একথা অজ্ঞাত নহে। আপনার কীর্ত্তিকাহিনী যে পাতা কয় খানিতে লিখিত ছিল, ডায়রী হইতে তাহা তাঁহারা কাটিয়া রাখিয়াছেন।"

মেটা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,"ডায়রীর সে পাতাগুলি কোথায় ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আমি তাহা দেখি নাই, কিন্তু তাহার যে ফটোগ্রাফ তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল, সেই ফটো আমি লইয়া আসিয়াছি ; ফটো কয়খানি দেখিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন, তাহা আপনার বন্ধুর হস্তাক্ষরের ফটো কিনা ; খাঁ বাহাদুরের হস্তাক্ষর বোধ হয় আপনার অপরিচিত নহে।"

জেমসেট্‌জি পকেট হইতে কয়েক খানি ফটো বাহির করিয়া তাহা মেটা সাহেবের হাতে দিলেন। মেটা সাহেব ফটো কয়খানি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিয়া তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিলেন, "হাঁ, ইহা পেটেলেরই হস্তাক্ষর বটে !"

জেমসেট্‌জি বলিলেন,"অক্ষরগুলি অতি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ পরিষ্কার ; উহা অনায়াসেই পড়িতে পারা যায়। ইহা আপনি পড়িবেন, না আমি পড়িব ?"

মেটা সাহেব গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তুমিই পড় আমি শুনিতেছি।"

জেমসেট্‌জি টেবিলের উপর বাতির কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পড়িতে লাগিলেন,—

"৫ই অক্টোবর ১৮৬৩।—খুব সকালে কার্সেট্‌জি মেটার সঙ্গে শিকারে যাওয়া গেল। আমাদের সঙ্গে আরও দুইজন লোক ছিল, মেটার প্রাইভেট সেক্রেটারী দাদাচানজি, ও একটা গুজরাথী চাকর, নাম শঙ্কর। মৃগয়ায় প্রথমটা খুব আমোদ পাওয়া গিয়াছিল, বেলা ১২টার মধ্যেই আমি এক পাল খরগোস শিকার করিয়া ফেলিলাম ! বেলা প্রায় ২টার সময় আমরা মালাবার পাহাড়ের নীচে একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম ;

কার্সে´ট্জি ও দাদাচানজি কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছিল। দূর হইতে শুনিতে পাইলাম কার্সে´টজি খুব রাগিয়া তাহার সেক্রেটারীকে গালাগালি করিতেছে! ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমি একটু অগ্রসর হইয়া শুনিতে পাইলাম কার্সে´টজি তাহার সেক্রেটারীকে বলিতেছে, 'এই দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকটার সংস্রব ত্যাগ না করিলে তোমার মঙ্গল নাই।' এই কথার উত্তরে দাদাচানজি বলিল, 'আপনি যাহার চরিত্রে এরূপ দোষারোপ করিতেছেন, তাহার চরিত্র যে আপনার স্ত্রীর চরিত্র অপেক্ষা মন্দ এরূপ মনে করিবেন না।'

"দাদাচানজি এই কথা বলিবামাত্র কার্সে´টজি বন্দুক তুলিয়া দাদাচানজির বুকে গুলি করিল! দাদাচানজি তৎক্ষণাৎ মাটীতে পড়িয়া গেল।—আমি দ্রুতপদে তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম, গুলি বুকে বিদ্ধ হইয়াছে, দেহ রক্তস্রোত ভাসিতেছে; দেহে প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই। এই দৃশ্য দেখিয়া ভয় ও উদ্বেগে আমার সংজ্ঞালোপের উপক্রম হইল! কিন্তু দেখিলাম, কার্সে´টজির অবস্থা আরও শোচনীয়; সে বক্ষে করাঘাত করিয়া ব্যাকুল ভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। ক্রোধের উত্তেজনার পর দারুণ অবসাদ আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল। সে দাদাচানজির বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যাকুলভাবে তাহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু বৃথা আশা! আমাদের মধ্যে কেবল শঙ্করই তখন প্রকৃতিস্থ ছিল; সে বলিল, 'যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, ইহা যে হুজুরের ইচ্ছাকৃত অপরাধ, তাহা কেহই জানিতে পারিবে না; যদি কোনও ফ্যাসাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব, হুজুর শিকার লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িয়াছিলেন,

দাদাচান্‌জি একটা ঝোপের আড়ালে ছিলেন, হুজুর তাহা দেখিতে পান নাই ; গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার বুকে লাগাতেই প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে।'

"শঙ্করের পরামর্শ অনুসারেই কাজ হইল। আমি সহরে ফিরিয়া এই মর্ম্মেই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এজাহার দিলাম। সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না ; কার্সে টজির অবস্থা অতি শোচনীয় ; জানিনা তাহার অদৃষ্টে কি আছে!"

জেমসেট্‌জি যতক্ষণ ডায়রী পাঠ করিলেন, ততক্ষণ মেটা সাহেব নিশ্চল ভাবে বসিয়া রহিলেন, নির্ব্বাকভাবে সকল কথা শ্রবণ করিলেন ; তাঁহার ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না। জেমসেট্‌জির পাঠ শেষ হইলে তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এ নিতান্তই পাগলের মত কথা! এই সকল প্রলাপ লিখিবার সময় আমার বন্ধু খাঁ বাহাদুর বোধ হয় প্রকৃতিস্থ ছিলেন না।"

জেমসেট্‌জি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "হাঁ তিনি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলেন ; কারণ কেবল যে তিনি তাঁহার ডায়রীতে একদিন মাত্র এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন এরূপ নহে ; এই ঘটনার তিনদিন পরে তিনি ডায়রীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতেছি শুনুন।"

মেটা সাহেব অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "পড়।"

"৯ই অক্টোবর ১৮৬৩।—কয়দিন হইতে শরীরটা বড় খারাপ যাইতেছে ; গাঁটে গাঁটে বেদনা! বাতে ধরিবে না ত? কার্সে টজির গোলমাল লইয়া আমাকে বড়ই ভুগিতে হইতেছে ; মামলা আদালতে উঠিয়াছে। স্মরণ শক্তিটা দেখিতেছি খুব কমিয়া গিয়াছে ; জজের কাছে

যে জবানবন্দী দিয়াছি, আর পূর্ব্বে যে এজাহার দিয়াছিলাম এ উভয়ের মধ্যে স্থানে স্থানে অনৈক্য হইয়াছে, পূর্ব্বে কি বলিয়াছিলাম পরে তাহা মনে রাখিতে পারি নাই। শঙ্কর খুব চালাক লোক ; তাহার কোনও কথা এদিক-ওদিক হয় নাই। তাহার উপর আমি বড়ই খুসী হইয়াছি। সে বলিতেছিল, সে আর কার্সেটজির চাকরী করিবে না। যদি সে স্বেচ্ছায় চাকরী ছাড়িয়া দেয়—তাহা হইলে আমি তাহাকে চাকর রাখিব মনে করিতেছি। এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আমি কি জানি না জানি, তাহা জানিবার জন্য বন্ধুবান্ধবের দৌরাত্ম্য বড়ই বাড়িয়াছে, সেজন্য আমি লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ প্রায় বন্ধ করিয়াছি ; শেষে কি হঠাৎ সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়া আমার প্রিয় বন্ধুকে বিপন্ন করিব ?”—

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহা প্রকৃতিস্থের উক্তি কিনা, আপনার কি মনে হয় ?”

মেটা সাহেব এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর কিছু আছে ?”

জেমসেট্‌জি বলিলেন, “আছে।—ইহার দুই সপ্তাহ পরে ২৩শে অক্টোবর আপনার বন্ধু ডায়রীতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন।”

“২৩শে অক্টোবর, ১৮৬৩।—পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ! কার্সেটজির মামলা ফাঁসিয়া গিয়াছে! শঙ্কর বড় চমৎকার সাক্ষ্য দিয়াছে ; তাহার মত বর্ণজ্ঞান হীন লোক যে, আগাগোড়া ঠিক রাখিয়া এমন ভাবে জবানবন্দী দিতে পারে, তাহা আমার ধারণা ছিল না। শঙ্কর অতিরিক্ত চালাক। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম তাহাকে একটা চাকরী দিব, কিন্তু এখন দেখিতেছি, এমন ফাজিল চালাক চাকর রাখা বড় সুবিধার কথা নয়।

আমার জবানবন্দীতে একটু গোলমাল হইয়াছিল ; সে সময় আমার মাথাটাও ঠিক ছিল না। যাহা হউক সুখের বিষয়, ফ্যাসাদটা একরকম মিটিয়া গিয়াছে ; কিন্তু রাগের ঝোঁকে কার্সেটজি হঠাৎ কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছে! হঠাৎ রাগ হইলে তৎক্ষণাৎ কিছু করা উচিত নয়, কার্সেটজির দৃষ্টান্ত হইতে এই শিক্ষা লাভ করা গেল।"

জেমসেট্‌জি নিস্তব্ধ হইলেন ; তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার মেটা সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখভাবের কোনও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন না। মেটা সাহেব জেমসেট্‌জিকে নীরব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পাঠ শেষ হইয়াছে ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "হাঁ হইয়াছে।"

মেটা সাহেব বলিলেন, "এই ডায়রী যদি আদালতে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অপক্ষপাত বিচারক ইহা পাঠ করিয়া কি মত প্রকাশ করিবেন, বলিতে পার ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন,"সে কথা আপনার মুখেই শুনিতে ইচ্ছা করি।"

মেটা সাহেব বলিলেন,"তিনি বলিবেন, উন্মাদ ভিন্ন অন্য কেহ এরূপ গুরুতর গুপ্ত কথা ডায়রীতে লিখিয়া রাখে না। মনুষ্য জীবনে এমন অনেক কাণ্ড ঘটে, যাহা লোকে কাহারও নিকট প্রকাশ করা উচিত বোধ করে না। ডায়রী চুরি যাইতে পারে, হারাইতে পারে, সুতরাং যাহাতে অন্যের জীবন বিপন্ন হইতে পারে—এরূপ কথা কোন্ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ডায়রীভুক্ত করিবে ? নিতান্ত উন্মাদ ভিন্ন এমন লোক কে আছে, যে ফৌজদারীতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আসিয়া সে কথা ডায়রীতে স্বীকার করিয়া জেলের পথ মুক্ত করিয়া রাখিবে ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আপনার অনুমান ঠিক হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল সম্বন্ধে তর্ক করিয়া কোনও লাভ নাই। আপনার বন্ধুর ডায়রীতে আরও অনেক গভীর রহস্যের কথা লিপিবদ্ধ আছে।"

মেটা সাহেব ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আমার তর্ক করিবার ইচ্ছা নাই ; কিন্তু ডায়রীর এ পাতা যে জাল নহে, ইহা কিরূপে বুঝিব ? জালিয়াতের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, নোট পর্য্যন্ত যখন জাল হয়,—তখন জালিয়াতেরা কিছু অধিক লাভের আশায় যে, একজন ভদ্রলোকের হাতের লেখা জাল করিবে, ইহা আশ্চর্য্য নয়।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "ইহা যে জাল নহে একথা প্রমাণ করা তেমন কঠিন হইবে না ; ডায়রীর যে কয়েক পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া তাহাদের ফটো তোলা হইয়াছে, সেই কয়েকটী পাতা ডায়রীর ছিন্ন পত্রাংশের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই সকল সংশয় দূর হইবে।"

মেটা সাহেব মুখ তুলিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া চসমার ভিতর দিয়া বক্রদৃষ্টিতে জেমসেট্‌জির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাই কি তোমার ধারণা ?"

জেমসেট্‌জি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "হাঁ নিশ্চয়ই।"

মেটা সাহেব বসিয়াছিলেন, তিনি হঠাৎ তাঁহার কেদারায় পৃষ্ঠস্থাপন করিয়া অর্দ্ধশায়িত হইলেন, এবং কেদারার দুই দিকের হাতার উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আমি অপরাধ স্বীকার করিতেছি। স্বীকার করিতেছি আমি গুলি করিয়া স্বেচ্ছায় দাদাচান্‌জিকে হত্যা করিয়াছি। স্বীকার করিতেছি, আমার বন্ধু খাঁ বাহাদুর বেনানজি

পেটেল ডায়রীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সমস্তই সত্য।—ঐ আমার টেবিলের উপর ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন পড়িয়া আছে; তাহা খুলিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, তেইশ বৎসর পূর্ব্বে আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং যথাবিধি বিচারে আদালত যাহা হইতে আমাকে সসম্মানে মুক্তি দান করিয়াছেন, সেই অভিযোগে পুনর্ব্বার আমাকে জড়াইবার চেষ্টা করিয়া কোনও ফল নাই।"

মেটা সাহেব ভাবিয়াছিলেন,তাহার এই কথায় জেমসেট্‌জি নিরুত্তর হইবেন। কিন্তু জেমসেট্‌জি সহজে নিরুত্তর হইবার লোক ছিলেন না; তিনি অবিচলিত স্বরে বলিলেন, "আমার মক্কেলেরা আমাকে এই-খানে পাঠাইবার পূর্ব্বে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন ভাল করিয়াই দেখিয়াছিলেন।"

মেটা সাহেব বলিলেন, "তাহা হইলে তাহাদের মতলব কি ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তাঁহাদের মত এই যে, আদালতে আপনার দণ্ডিত হইবার আশঙ্কা না থাকিলেও এই ঘটনাটিকে চাপা দিবার জন্য আপনি আপনার অর্দ্ধেক সম্পত্তি ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।"

মেটা সাহেব বলিলেন, "আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি হস্তগত করিবার লোভে তাহারা একটা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু একটু দুর্ণামের ভয়ে কোনও বৈষয়িক লোকই এরূপ ত্যাগস্বীকারে সম্মত হয় না। যাহা হউক তোমার মক্কেলেরা যদি যৎকিঞ্চিৎ কিছু লইয়া মুখ বন্ধ করে, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; চোরাই ডায়রী দেখাইয়া—ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহারা আমার নিকট যে কতকগুলা টাকা ফাঁকি দিয়া লইবে, আমি এরূপ কাঁচা ছেলে নহি।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "ইহাই কি আপনার শেষ সিদ্ধান্ত?"

মেটা সাহেব বলিলেন, "হাঁ, তুমি ত বুঝিয়াছ আইনের ফাঁদে ফেলিয়া আমাকে বিপন্ন করিবার আশা নাই।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আপনাকে এই পুরাতন অপরাধের জন্য আদালত টানিয়া লইয়া যাইবার আগ্রহও আমার মক্কেলদের নাই, তাঁহারা জানেন ইহা সম্পূর্ণ নিরর্থক; এই জন্য তাঁহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; তাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে না; আপনার বন্ধু খাঁ বাহাদুরকেও অত্যন্ত অপদস্থ হইতে হইবে।"

মেটা সাহেব বিকৃতস্বরে বলিলেন, "বটে! তোমাদের ষড়যন্ত্রটা কি শুনি।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "কাল সকালে আমার মক্কেলেরা এই সহরের কোনও প্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ পাঠাইবেন, প্রবন্ধটির নাম হইবে "একটি পুরাতন মৃগয়াকাহিনী"; অবশ্য এই কাহিনীতে যাঁহাদের নাম থাকিবে কাগজে তাঁহাদের নামের আদ্যাক্ষর মাত্র প্রকাশিত হইবে, কিন্তু তাহা হইতেই আসল লোকের পরিচয় পাওয়া যাইবে।"

মেটা সাহেব বলিলেন, "এই ভাবে লোকের মানহানি করিলে যে ফৌজদারীতে পড়িতে হয়, তাহা বোধ হয় তোমার মক্কেলদের জানা নাই।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "এ সকল কথা আমার মক্কেলদের অজ্ঞাত নহে; যাহাতে এইরূপ একটি মানহানির মামলার সৃষ্টি হয়, তাহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। এই মৃগয়া-কাহিনীর মধ্যে আমার মক্কেলেরা

তাঁহাদের দলের একজনের নাম প্রকাশ করিবেন, যেন তিনিও সেই দলে ছিলেন। সংবাদপত্রে এই কাহিনী প্রকাশিত হইবামাত্র সেই ব্যক্তি উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদকের নামে এক মানহানির মামলা উপস্থিত করিবেন ; তিনি প্রমাণ করিতে চাহিবেন, তিনি আপনাদের শিকারের দলে ছিলেন না।"

মেটাসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাতে কি ফল হইবে ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আদালতে মামলা উঠিলে আপনাকে, আপনার বন্ধু খাঁ বাহাদুর বেনানজি পেটেলকে, এমন কি, আপনার ভূতপূর্ব্ব ভৃত্য শঙ্করকেও সাক্ষী মানা হইবে। মামলা যখন চলিতে আরম্ভ করিবে, তখন আমাদের পক্ষের উকীল আদালতে দাঁড়াইয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিবেন, 'সার্ কার্সেটজি মেটা একজন মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইলেও তিনি যে স্বহস্তে নরহত্যা করিয়াছেন, এবং খাঁ বাহাদুর বেনানজি পেটেল সেই মামলায় মিথ্যা, সাক্ষী দিয়াছেন, খাঁ বাহাদুরের ডায়রী হইতেই একথা আমরা প্রতিপন্ন করিব ; শঙ্করও যে একজন প্রকাণ্ড মিথ্যাবাদী, তাহাও প্রমাণ করা কঠিন হইবে না। কিন্তু আমার এই মক্কেল অত্যন্ত ভদ্রলোক ও তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ; তাঁহার মত ভদ্রলোককে এই শ্রেণীর নরহন্তা ও মিথ্যাবাদীদের দলে টানিয়া আনায় তাঁহার যথেষ্ট মানের হানি হইয়াছে' ;—আপনি আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছেন ?"

জেমসেট্‌জির যুক্তি খণ্ডন করা মেটা সাহেবের সাধ্য হইল না ; ইহার প্রতিকূলে তিনি কোনও তর্ক খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি বুঝিলেন, ইহারা যে ভয় প্রদর্শন করিতেছে তাহা কার্য্যে পরিণত করা

ইহাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে। তিনি নিজে সকল অপমান ও বিড়ম্বনা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার হিতৈষী বন্ধুকে কিরূপে জনসমাজে অপদস্থ ও বিড়ম্বিত করিবেন? যেমন করিয়াই হউক ইহাদের মুখবন্ধ করিতে হইবে।—তিনি গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার নয়ন পল্লবে উদ্বেগ ও নিরাশা ঘনাইয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মেটা সাহেব মাথা তুলিয়া জেমসেট্‌জিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মক্কেলেরা পেটেলের ডায়রীর ঐ পাতাগুলির জন্য কত টাকা চায়?"

জেমসেট্‌জি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিলেন, "এ আপনি অন্যায় কথা বলিতেছেন; আমার মক্কেলেরা টাকার লোভে এই কার্য্য করিতে উদ্যত হন নাই।"

মেটা সাহেব অবিশ্বাসপূর্ণ দৃষ্টিতে জেমসেট্‌জির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমাকে এত নির্ব্বোধ মনে করিতেছ কেন, বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না!—টাকা চাও না? তাহা হইলে বোধ হয় টাকা অপেক্ষাও মুল্যবান কিছু চাও; সেই জিনিসটি কি?"

জেমসেট্‌জি অল্প কাসিয়া বলিলেন, "দীনসা কাওয়াস্‌জি দস্তুরকে আপনি কন্যা সম্প্রদানে সমুৎসুক হইয়াছেন; দস্তুর সাহেব আমার মক্কেলদের একজন প্রধান শত্রু; তাই তাঁহাদের ইচ্ছা, আপনার কন্যার বিবাহ অন্যত্র হউক। অন্য কোনও যুবকের সহিত যেদিন আপনার কন্যার বিবাহ হইবে, সেই দিন কন্যা সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে এই ডায়রীর পাতাগুলি আপনার হস্তে সমর্পিত হইবে।"

এই প্রস্তাবে মেটা সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন,ক্রোধ দমনের

যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চিরদিনই তিনি সংযমে অনভ্যস্ত, সুতরাং মন সংযত করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "তোমাদের স্পর্দ্ধা অত্যন্ত অধিক, এমন অসঙ্গত অনধিকার চর্চ্চায় কেন প্রবৃত্ত হইয়াছ ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "যদি আমাদের কথা আপনার নিকট অনধিকার চর্চ্চা বা অসঙ্গত মনে হয়, তাহা হইলে আপনি অনায়াসেই আপনার ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে পারেন ; কিন্তু সেজন্য ভবিষ্যতে যদি আপনাকে অনুতপ্ত হইতে হয়, তখন স্মরণ করিবেন আপনি ইচ্ছা করিয়াই বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছেন।"

একথার কোন জবাব না দিয়া মেটা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে কি তোমরা আমার কন্যার জন্য একটি বরও ঠিক করিয়া রাখিয়াছ ? তোমাদের মত দূরদর্শী বুদ্ধিমান লোক যে এতবড় একটা বিষয়ে নিশ্চেষ্ট আছে, ইহা সম্ভব মনে হয় না।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আমার মক্কেলদের বিরুদ্ধে আপনার মনে বড় অন্যায় ধারণা জন্মিয়াছে দেখিতেছি ; তাঁহারা জানেন আপনার কন্যার ভবিষ্যৎ সুখের জন্য আপনি যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ; আপনার একমাত্র আদরিণী কন্যা যাহাতে অসুখী হন, এরূপ কার্য্যে আপনাকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য তাঁহারা কেন জেদ করিবেন ? আমার মক্কেলদের সংকল্প দস্তুর সাহেবের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে দিবেন না। আপনি এই বিবাহ উপলক্ষে আপনার জামাতাকে যে দুই তিন লক্ষ টাকা যৌতুক দিবেন, দস্তুর সাহেবকে তাহা হইতে বঞ্চিত করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য।"

মেটা সাহেব অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি দীনসা

দস্তুরকে কন্যা সম্প্রদান করিব বলিয়া কথা দিয়াছি ; আমার স্ত্রীও এই বিবাহের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, এবং সম্ভবতঃ আমার কন্যারও ইহাতে আপত্তি নাই।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "দীনসা কাওয়াসৃজি দস্তুর খুব ধনবান ব্যক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার অনেক বয়স হইয়াছে। আপনার কন্যার বয়স শুনিয়াছি এখনও কুড়িবৎসর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু দস্তুর সাহেবের বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইবে ; উভয়ের বয়সের যখন এত প্রভেদ, তখন তাঁহাদের মনের মিল কিরূপে সম্ভবে ? কেবল অগাধ সম্পত্তি লাভ করিতে পারিলেই যে রমণীগণের সকল অভাব পূর্ণ হয় এরূপ অনুমান হয় না।"

মেটা সাহেব পুনর্ব্বার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া ৮টা বাজিয়া গেল, সেই শব্দে সচকিত হইয়া মেটা সাহেব উঠিয়া বসিলেন, তাহার পর তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম ; দীনসা কাওয়াসৃজি দস্তুরের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হইবে না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চিকিৎসকের কৌশল

জেমসেট্‌জি যে সময় বেজানজির সহিত মেটা সাহেবের দেউড়িতে প্রবেশ করেন, সেই সময় তিনি লালুভাইকে অদূরে দেখিতে পাইয়া ইঙ্গিতে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইয়া ছিলেন। তদনুসারে অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তার লালুভাই মেটা সাহেবের দ্বারবানের নিকট আসিয়া কর্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দ্বারবান জানিত, ডাক্তার লালুভাই মধ্যে মধ্যে তাহাদের কর্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন; সুতরাং সে কর্ত্রীর নিকট ডাক্তারের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিল। মেটা সাহেবের পত্নী আমিনা বাই সাহেবার হাতে তখন কোনও কাজ ছিল না, তিনি পুষ্পোদ্যানে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। সন্ধ্যা সমাগত-প্রায় দেখিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিবেন, এমন সময় ডাক্তার তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "অনেক দিন এদিকে আসিতে পারি নাই; আজ একটু অবসর ছিল বসিয়া আপনাদের সংবাদ লইতে আসিলাম; আপনি ভাল আছেন ত?"

কর্ত্রী আবার সেখানে বসিয়া পড়িলেন; লালুভাইকে আর এক-

খানি বেঞ্চির উপর বসিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "হাঁ এক রকম ভালই আছি। আপনি আসিয়াছেন বেশ করিয়াছেন, কিন্তু কয়দিন হইতে আমার সময়ের বড় অভাব ; কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাতের অবসর নাই। আমার স্বামী সিঁড়িতে হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া পায়ে বড় আঘাত পাইয়াছিলেন, সেই জন্য কয়েক দিন তাঁহার শুশ্রূষায় বড় ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। আজ তিনি অনেকটা ভাল আছেন, তাঁহার জন্য আর কোন চিন্তা নাই ; কিন্তু আর একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করিতে হইবে।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "আপনার কি বলিবার আছে বলুন।"

আমিনা বলিলেন, "কিছু দিন হইতে আমার কন্যা কর্ণেলিয়ার শরীর বড় অসুস্থ বোধ হইতেছে, সে দিন দিন কাহিল হইয়া পড়িতেছে।"

ডাক্তার লালুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "অসুখটা কি ?"

আমিনা বলিলেন, "কর্ণেলিয়াকে তাহার অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম, কিন্তু সে অসুখের কথা স্বীকার করে না ; সে বলে, তাহার কোনও অসুখ নাই! কিন্তু অসুখ না থাকিলে কি চেহারা এমন রোগা হইয়া যায় ?"

ডাক্তার বলিলেন, "মনের কষ্টেও অনেক সময় শরীর খারাপ হয়, তাঁহার মনে কোনও কষ্ট নাই ত ?"

আমিনা বলিলেন,"ছেলেমানুষ সে, তাহার আবার মনের কষ্ট কি ? তাহার ত কোনও অভাব নাই। আচ্ছা, আমি তাহাকে ডাকাইতেছি,

তাহার কোনও অসুখ আছে কি না আপনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।"

আমিনা একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া কর্ণেলিয়াকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

কয়েক মিনিট পরে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল সে তাহার প্রভুকন্যার সাক্ষাৎ পাইল না ; কর্ণেলিয়া বাড়ী নাই।

আমিনা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ী নাই? কোথায় গিয়াছে?"

"বৈকালে চারিটার সময় বাহিরে গিয়াছেন।" ভৃত্য এই কথা বলিল।

আমিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গে কেহ আছে?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "তাঁহার দাসী ইসু বাই তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আমিনা ভৃত্যকে বলিলেন, "আচ্ছা তুমি এখন যাও।"

এত বড় সম্ভ্রান্ত ঘরের উনিশ বৎসরের যুবতী কন্যা একটি মাত্র দাসীকে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্নে বাহির হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা অতীত হইল, তথাপি ফিরিয়া আসিল না!—এসংবাদে ডাক্তার লালুভাই পর্য্যন্ত বিস্মিত হইলেন।—আমিনা বিরক্তি ভরে বলিলেন, "মেয়েটার এখনও ছেলেমানুষি গেল না! যাহা হউক, আশা করি, তাহার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার বিবাহে কোনও বিঘ্ন ঘটিবেনা।"

ডাক্তার লালুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কন্যার কোথাও কি বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে?"

আমিনা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিলেন, "কথাটা এখনও খুব গোপনে

আছে; কিন্তু আপনি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহার উপর ডাক্তার মানুষ, আপনার নিকট কোনও কথা গোপন করা যায় না; দীনসা কাওয়াসজি দস্তুরের সহিত তাহার বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি।"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, কথাটা এখনও প্রকাশ হয় নাই বটে; কিন্তু কাহারও কাহারও মুখে পূর্ব্বেও আমি এসংবাদ পাইয়াছি।"

আমিনা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলেন কি? এসংবাদ আপনি কাহার কাছে পাইলেন?"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "একাধিক লোকের লোকের মুখে আমি একথা শুনিয়াছি; আর বলিতে কি, এই বিবাহের প্রসঙ্গেই আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

ডাক্তার লালুভাইয়ের ন্যায় একজন সামান্য চিকিৎসকের মুখে এইরূপ স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া আমিনার মনে বড় রাগ হইল; কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া তিনি ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "বটে! তাহা হইলে ত আমাদের প্রতি আপনার বড়ই অনুগ্রহ দেখিতেছি।"

বুদ্ধিমান ডাক্তার এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের কশাঘাতে ঈষৎ সঙ্কুচিত হইলেন, কিন্তু সংকল্প ত্যাগ করিলেন না; সবিনয়ে বলিলেন, "আমি আপনাদের আশ্রিত ব্যক্তি, ভবিষ্যতে যাহাতে আপনাদের কোনও অনিষ্ট না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আমার বিশেষ কর্ত্তব্য।"

সন্ধ্যার সেই তরল অন্ধকারে আমিনা তীব্র দৃষ্টিতে ডাক্তার লালুভাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া কৌতুহলের সহিত বলিলেন, "আমার কন্যার বিবাহের সহিত আমাদের অনিষ্টের কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আপনি সকল কথা খুলিয়া বলুন।"

ডাক্তার গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "প্রায় ২৫ বৎসর কি তাহারও পূর্ব্ব হইতে চিকিৎসা উপলক্ষে এই সহরের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেক গুপ্ত রহস্য আমার কর্ণগোচর হইয়াছে; এই সকল রহস্য অবগত থাকায় সময়ে সময়ে আমাকে নানা অসুবিধা সহ্য করিতে হয়, কিন্তু এবারের মত এমন সঙ্কটে আর কখনও পড়ি নাই।"

আমিনা অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য না কি? সঙ্কট টা কি রকম শুনি।"

ডাক্তার সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন, "কথাটা যদি পাগলের প্রলাপ মাত্র হয়,তাহা হইলে আমি আপনার নিকট কি বলিয়া ক্ষমা চাহিব জানিনা; কিন্তু হতভাগাটা বলিতেছিল, তাহার হাতে অব্যর্থ প্রমাণ আছে।"

আমিনার মনে কৌতূহলের বৃদ্ধি হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ হতভাগা কিসের প্রমাণ?"

ডাক্তার লালুভাই যেন বড়ই বিব্রত হইয়াছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কথাটি পাড়িয়া দেখিতেছি বড়ই অন্যায় করিলাম! হয়ত ইহা আপনার নিকট প্রীতিকর হইবে না; আপনাকে সকল কথা বলিতে আমার সাহস হয় না।"

রমণী হৃদয়ের কৌতূহল এবার মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিল; আমিনা বলিলেন, "আপনার কোনও ভয় নাই, ব্যাপার কি বলুন।"

ডাক্তার লালুভাই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মারোয়ানজি সাপুরজিকে কি আপনার মনে পড়ে? যে সময় আপনার বিবাহ হয়, সে সময় আমাদের সমাজে তিনি খুব সৌখিন যুবক বলিয়া পরিচিত ছিলেন।"

আমিনা ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে দুই তিন বার এই নাম উচ্চারিত করিলেন, ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, ললাটে দুই একবার করস্পর্শ করিলেন ; তাহার পর বলিলেন "কই না ? এরকম কোনও লোকের কথা স্মরণ হইতেছে না !"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "কিন্তু মারোয়ানজির ভাই পেষ্টনজি সাপুরজিকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন ; অল্পদিন পূর্ব্বে রস্তমজি সাহেবের বাড়ীতে তাঁহার পুত্রের জন্মতিথি উৎসবে আপনার কন্যা কর্ণেলিয়াকে তাঁহার সহিত কথা কহিতে দেখিয়াছিলাম।"

আমিনা বলিলেন, "আপনি পেষ্টনজির দাদার কথা বলিতেছেন ? হাঁ, তাঁহাকে একটু-আধটু চিনিতাম।"

ডাক্তার বলিলেন "তাহা হইলে বোধ হয় আপনার মনে পড়িতে পারে প্রায় ২৩।২৪ বৎসর পূর্ব্বে একদিন হঠাৎ মারোয়ানজি সাপুরজি কোথায় অদৃশ্য হন ; তাঁহার মত একজন সম্ভ্রান্ত ও বহুজন পরিচিত যুবকের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে চতুর্দ্দিকে নানা বিচিত্র জনরবের সৃষ্টি হইল।"

আমিনা কিছুমাত্র উৎসাহ বা কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া নত মুখে বলিলেন, "এ আর অসম্ভব কথা কি ?"

ডাক্তার লালুভাই বলিতে লাগিলেন, "যে রাত্রে তিনি অদৃশ্য হন, সেই রাত্রে এপলো হোটেলে তিনি বন্ধুগণের সহিত আহারাদি করেন ; অনন্তর দুই একটি বন্ধুকে বলেন, তিনি বিশেষ কোনও কাজে একটু দূরে যাইতেছেন, ফিরিয়া আসিয়া থিয়েটারে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধুরা বুঝিলেন, তিনি কোনও প্রেমিকার

সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। যাহা হউক, তিনি হোটেল হইতে প্রস্থান করিবার পর আর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

আমিনা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "একেবারে নিরুদ্দেশ! বড় আশ্চর্য্যের কথা ত?"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "তাঁহার বন্ধুরা ভাবিয়াছিলেন তিনি যেরূপ আমোদপ্রিয় লোক, তাহাতে কোনও নূতন আমোদের সন্ধান পাইয়া হয়ত কয়েকদিনের জন্য স্থানান্তরে গিয়াছেন। কিন্তু সপ্তাহান্তেও যখন তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেলনা, তখন পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইল; কিন্তু পুলিস কোনও রহস্যই ভেদ করিতে পারিলনা। তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি টাকা ছিল, একথা জানিতে পারা গিয়াছে; কিন্তু তত অল্প টাকা লইয়া তিনি যে, ইউরোপ বা আমেরিকা-যাত্রা করিয়াছেন, ইহাও সম্ভব বলিয়া কাহারও মনে হইল না।"

আমিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল অবান্তর কথায় কেন সময় নষ্ট করিতেছেন?"

ডাক্তার লালুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা অবান্তর কথা নয়; কাল একজন লোক আমাকে বলিতেছিল মারোয়ানজির এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের সকল রহস্য আপনার সুবিদিত; এবং ইহার অব্যর্থ প্রমাণও বর্ত্তমান আছে।"

আমিনা অল্প হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, আপনার গল্পটা বেশ জমিয়া উঠিতেছিল; ভাল লেখকের হাতে পড়িলে ইহা খুব রোমাঞ্চকর উপন্যাসের বিষয় হইতে পারিত। কিন্তু আমার মত একজন নিরীহ স্ত্রীলোককে এই গল্পের মধ্যে টানিয়া থাকিয়া গল্পটির সকল সৌন্দর্য্য নষ্ট করিলেন!"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "আঃ বাঁচিলাম ; কি প্রবঞ্চকের হাতেই পড়িয়াছিলাম !"

আমিনা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "সে লোকটাকে কে ? কে আপনাকে বলিল আমি এসকল কথা জানি ?"

ডাক্তার ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "না, না সে কথায় আর কাজ নাই ; লোকটা আমাকে বড়ই বোকা বনাইয়াছে ; এখন দেখিতেছি এরূপ শঠের কথা বিশ্বাস করা খুব নিরাপদ নহে। আর যদি কখনও সে আমার বাড়ী আসে, তাহা হইলে তাহার কাণ ধরিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিব। তাহার উপর আমার যে রকম রাগ হইয়াছে, তাহাতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহাকে এখনি পুলিসে দিই।"

আমিনা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না, না, এরূপ কিছু করিয়া কাজ নাই। তাহাতে একটা অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারকে খুব বড় করিয়া তোলা হইবে। লোকটা কি আমাদের পরিচিত ?"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "সে যে সমাজের লোক তাহারা আপনাদের জুতা সাফ্ করিবারও যোগ্য নয় ; নাম শুনিলেও তাহাকে চিনিতে পারিবেন না। তবে তাহার নাম বলিতে আমার আপত্তি নাই, তাহার নাম হীরাজি, আমি একবার তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলাম।"

আমিনা বলিলেন, "বোধ হয় ইহা তাহার আসল নাম নহে ; কিন্তু আপনি কি অব্যর্থ প্রমাণের কথা বলিতেছিলেন ?"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "সেই কথাই আপনাকে বলিতে যাইতে ছিলাম। হীরাজি আমাকে বলিল, 'মারোয়ানজি সাপুরজির কি হইয়াছে তাহা মেটা সাহেবের স্ত্রী সমস্তই জানেন। সাপুরজির যে সকল পত্র

তাঁহার কাছে আছে, তাহাতে কতক রহস্য জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু বায়রামজি এজরার যে সকল পত্র তাঁহার কাছে আছে, তাহাতেই সকল ঘটনা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়'।"

এবার আমিনার মুখ ম্লান হইয়া গেল, তিনি ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কাছে পত্র আছে ?"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "হাঁ, আপনার কাছেই এ সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত চিটি পত্র ছিল; কিন্তু হীরাজি আমার কাছে স্বীকার করিয়াছে, সেই সকল পত্র তাহার হস্তগত হইয়াছে।"

নিদ্রিতা সিংহীকে কেহ আচম্বিতে অস্ত্রের খোঁচা দিলে, সে যেমন আর্ত্তনাদ করিয়া একদিকে ছুটিয়া যায়, আমিনা সেইভাবে উঠিয়া তাঁহার কক্ষের দিকে ছুটিলেন; ডাক্তারকে আর কোন কথা বলিবারও তাঁহার অবসর হইল না।

ডাক্তার স্থিরভাবে সেইখানে বসিয়া রহিলেন, মনে মনে বলিলেন, "যত ইচ্ছা খোঁজ কর, পত্র আর ফিরিতেছে না।"

প্রায় ১৫ মিনিট পরে আমিনা ডাক্তার লালুভায়ের নিকট ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার সে ধীর স্থির শান্ত মূর্ত্তি আর নাই; তাঁহার কেশদাম খসিয়া পড়িয়া স্কন্ধের উপর লুটাইতেছিল, পরিধেয় বস্ত্র অসম্বৃত, আয়ত নেত্র বিস্ফারিত, বক্ষঃস্থল ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে ছিল; তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে ডাক্তারের কাছে আসিয়া অত্যন্ত হতাশভাবে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সব চুরি গিয়াছে!"

ডাক্তার লালুভাই বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি

চুরি গেল! আপনি এত অধীর হইবেন না; যাহাতে চাকরদের মনে কোনও সন্দেহ না জন্মে এমন ভাবে কথা বলুন।"

আমিনা বলিলেন, "আমার পত্র! সকল পত্রই চুরি গিয়াছে।"

আমিনা হতাশ ভাবে একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িলেন; ডাক্তার ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন; "কি সর্ব্বনাশ! তবে কি হীরাজির কথাই ঠিক?"

আমিনা আবেগ ভরে বলিলেন, "হাঁ ঠিক; যে আমার পত্রগুলি চুরি করিয়াছে, সে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমার সমস্ত অলঙ্কার, বসন, ভূষণ, ও নগদ টাকা যাহা কিছু ছিল, সে সকলই চুরি করিয়া পত্রগুলি রাখিয়া গেল না কেন? সে কে, কেমন লোক, আর কিছু না লইয়া পত্রগুলিই লইল কেন?—অদ্ভুত রহস্য! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

ডাক্তার লালুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল পত্র জনসমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে আপনার পক্ষে কি কিছু লজ্জার কারণ আছে?"

আমিনা বলিলেন, "মান সম্ভ্রম সমস্ত নষ্ট হইবে, সমাজে মুখ দেখাইবার পথ থাকিবে না, আমার সর্ব্বনাশ হইবে।—প্রথম যৌবনে আমার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ছিল না, বুদ্ধি তখন পরিপক্ক হয় নাই; আমি তখন দিবারাত্রি প্রতিহিংসার স্বপ্ন দেখিতাম, কিরূপে প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিব, তাহাই চিন্তা করিতাম। প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য যে অস্ত্রে ক্রমাগত শান দিয়া তাহা তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়া ছিলাম, তাহাই শেষে আমার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল!"

ডাক্তার কোনও কথা বলিলেন না, সবিস্ময়ে আমিনার কথা শুনিতে লাগিলেন।

আমিনা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "যদি এ সকল পত্র আমার স্বামীর হাতে পড়ে, তাহার পূর্ব্বেই যেন আমার মৃত্যু হয়। উঃ, কি সর্ব্বনাশের কথা! ডাক্তার আপনি বলিয়াছেন, আপনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী;—কি করিলে এই সকল পত্র আমার স্বামীর হস্তে পড়িবে না তাহা বলুন। এ সকল পত্র কাহার নিকট আছে? সে কি চোর, না দস্যু, না ঐন্দ্রজালিক? আমার দুর্ভেদ্য লোহার সিন্দুকে সুদৃঢ় ক্যাস বাক্সের মধ্যে সেই সকল পত্র রাখিয়াছিলাম; সিন্দুক ও ক্যাস বাক্সের চাবি মুহূর্ত্তের জন্যও আমি কাছ-ছাড়া করি না; তবু পত্রগুলি চুরি গেল! বলুন ডাক্তার, সেই চোর কি চায়? কত টাকা পাইলে সে আমার পত্রগুলি ফিরাইয়া দিতে পারে?"

ডাক্তার লালুভাই সহজ স্বরে বলিলেন, "তাহারা টাকা চায় না।"

আমিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা চায়না! তবে তাহারা কি চায়? হীরা মণি মুক্তা জহরত—যাহা তাহারা চায়, তাহাই দিব; পত্রগুলি আপনি আমাকে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করুন।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "আপনার কন্যার সহিত যে দিন পেষ্টনজি সাপুরজির বিবাহ হইবে, সেই দিন বিবাহের পর আপনি পত্রগুলি ফেরৎ পাইবেন;—সকল পত্রই আপনার হস্তগত হইবে।"

আমিনা এই কথা শুনিয়া প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন; দারুণ বিস্ময়ে তাঁহার অধীরতা অন্তর্হিত হইয়াছিল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন; তাঁহার

হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা বহিতে আরম্ভ হইল ; তিনি আবেগ ভরে বলিতে লাগিলেন, "না, না, ইহা অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব !—ডাক্তার, আপনার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই। ডাক্তার, আপনি যান, সেই চোর, সেই দস্যু, সেই শয়তানদের বলুন, যদি তাহাদের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে আমার সেই সকল পত্রই আমার স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিতে পারে ; সেই সকল নরপিশাচকে বলিবেন, আমার পত্র চুরি করিয়া তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না ; আমি লজ্জা ও কলঙ্কে ডুবিবার পূর্ব্বেই আত্মহত্যা করিলে তাহারা কি করিবে ?"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "আপনি এত উতলা হইতেছেন কেন ?"

আমিনা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওঃ—সেই সকল তস্কর কি মনে করিয়াছে, আমি মৃত্যুভয়ে ভীত ? কতদিন হইতে আমি পরমেশ্বরের নিকট মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করিয়াছি,তিনি আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই; চিরজীবন আমাকে অনুশোচনার অনলে দগ্ধ করাই বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা !—ডাক্তার, আপনি হয়ত মনে করিতেছেন সার কার্সে টজি মেটার পত্নী আমিনা বাই, আমার জীবন কত সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্যের কুললক্ষ্মীরও আকাঙ্ক্ষনীয় ; আপনি বোধ হয় মনে করিয়াছেন, আমার জীবন নিরন্তর অনন্ত সুখের তরঙ্গে ভাসিতেছে ; দুঃখ কষ্ট আমাকে কখনও স্পর্শ করিতেও পারেনা। ভুল ডাক্তার ! আপনি জানেন না দিবানিশি আমার বুকের মধ্যে কি ভীষণ নরকের আগুণ জ্বলিতেছে !—মৃত্যু ইহা অপেক্ষা শতগুণে—সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয় ; তাহা ত পরিত্রাণ লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ! আমি মনের জ্বালা ভুলিবার জন্য দিবানিশি আমোদে মগ্ন থাকি, বৃথা কার্য্যে জলের

মত অর্থব্যয় করি ;—আমার বিচিত্র ব্যবহার দেখিয়া লোকে হয়ত সময়ে সময়ে মনে করে, আমি ক্ষেপিয়াছি ! হাঁ সত্যই আমি ক্ষেপিয়াছি ; আমি ক্ষিপ্তা, আমি উন্মত্তা। দুঃসহ স্মৃতির দহন আমার অসহ্য—অসহ্য।"

জীবনের সকল সুখ সকল আশা বিসর্জ্জন দিয়া আত্মঘাতিনী হইবার সংকল্প না করিলে, কোনও নারী এভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, তাহা বুঝিয়া ডাক্তার লালুভাই শঙ্কিত হইলেন ; কিন্তু তিনি কি করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিবেন ?—তাঁহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

আমিনা ক্ষিপ্তার ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "আমার সমস্ত জীবনটা কেবল অশান্তির বোঝা টানিতেই কাটিয়া গেল ! এই জীবনে যত কষ্ট পাইয়াছি, যত যাতনা সহ্য করিয়াছি ; কোন কৃষকের কন্যাকে কি তাহার সহস্রাংশ কষ্ট যন্ত্রণাও সহ্য করিতে করিতে হইয়াছে ? নিরাশার তপ্ত রক্ত-স্রোতে এই জীবন ভাসিতেছে।—কিন্তু আজি তাহার শেষ ; আজ রাত্রেই আমি এই জীবনের অবসান করিব।"

ডাক্তার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না ; তিনি বলিলেন, "অন্ততঃ আপনার কন্যার মুখের দিকে চাহিয়াও আপনার মন স্থির করা উচিত ; আপনি যাহা বিপদ বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা যদি সত্যই বিপদ হয়, তথাপি তাহার এখনও অনেক বিলম্ব আছে ; আপনি হতাশ হইবেন না, আমি যথাশক্তি আপনার সাহায্য করিব ; কিরূপে এই বিপদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, আসুন, অগ্রে তাহাই স্থির করি।"

আমিনা বলিলেন, "কিন্তু আমার বোধ হয় আমার বিরুদ্ধে কোনও

একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র হইয়াছে! নতুবা এত মূল্যবান জিনিস থাকিতে বহুদিনের পুরাতন কতকগুলা পত্র চুরি যাইবে কেন?"

ডাক্তার লালুভাই সে কথায় উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেষ্টনজি সাপুরজি বোধ হয় আপনার নিতান্ত অপরিচিত লোক নহেন; তাঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে আপনার আপত্তির কোনও কারণ আছে কি?"

আমিনা বলিলেন, "না, আপত্তির তেমন কোনও কারণ নাই।"

ডাক্তার বলিলেন, "তবে কেন আপনি এত হতাশ হইতেছেন? পেষ্টনজি সদ্বংশ জাত, অল্প বয়স্ক, রূপবান যুবক; দোষের মধ্যে তাঁহার একটু চরিত্র-দোষ আছে, আর তেমন বেশী টাকাকড়ি নাই; কিন্তু চরিত্র-দোষটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, আজ কাল সম্ভ্রান্ত সমাজের উহা অলঙ্কার বিশেষ! আর অর্থাভাব ও প্রতিবন্ধকতার কারণ হইতে পারেনা; আপনার অনেক সম্পত্তি, আপনার কন্যাই তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী. সুতরাং অর্থাভাবে আপনার কন্যা-জামাতার কষ্ট পাইবার শঙ্কা নাই; বিশেষতঃ পেষ্টনজির দাদার যে সকল সম্পত্তি আছে, তাহাও তিনিই পাইবেন।"

আমিনা বলিলেন, "সব বুঝিলাম, কিন্তু আমার স্বামী এ সকল কথা শুনিবেন কেন? তিনি দীনজা কাওয়াসজি দস্তুরকে কন্যা সম্প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "কন্যার বিবাহে মায়ের মতই অগ্রগণ্য; আপনি একটু চেষ্টা করিলেই আপনার স্বামীর মত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।"

আমিনা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, সেকাল আর নাই ; এমন সময় ছিল, যখন আমি আমার স্বামীর হৃদয়ে অপ্রতিহত ভাবে আধিপত্য করিতাম ; আমার প্রত্যেক অনুরোধ তিনি প্রসন্ন মনে নতশিরে পালন করিতেন ; আমার একবিন্দু হাসির জন্য, আমার একটি স্নেহপূর্ণ সুকোমল কটাক্ষের লোভে তিনি অনায়াসে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিতেন ;—তখন তিনি আমাকে ভাল বাসিতেন ! কিন্তু আমি না বুঝিয়া তাঁহার গভীর প্রেমের অমর্য্যাদা করিয়াছি ; তাঁহার হৃদয়ভরা ভালবাসার প্রতিদান দিই নাই ; স্বহস্তে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমকে জীবনান্তকর কালকূটে পরিণত করিয়াছি !—এখন আর কিসের বলে তাঁহাকে ফিরাইব ? তাঁহাকে আমার সংকল্প পথে চালাইব ? আশা নাই ।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "কিন্তু আপনি ত একবার চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পারেন ।"

আমিনা বলিলেন, "আর কর্ণেলিয়া যদি দস্তুরকে ভাল বাসিয়া থাকে ? তাহাও যে, একটা প্রকাণ্ড অসুবিধার কথা !"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনি বুদ্ধিমতী, কন্যায় মন পরিবর্ত্তিত করা আপনার পক্ষে কঠিন হইবে না ।"

আমিনা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, আমি আপনার নিকট অনেক কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছি ; যে সকল গুপ্ত কথা বলা উচিত নহে, তাহাও বলিয়াছি । কিন্তু এখনও কোন কোন কথা বলিতে বাকী আছে ; তাহা আপনার নিকট গোপন করিব না । সকল কথা শুনিলে আমার শোচনীয় অবস্থার কথা আপনি ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিবেন । আমার স্বামীর সহিত আমার কথা-বার্ত্তা একরূপ বন্ধ ;

স্বামী-স্ত্রীর বাহ্যিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে মাত্র। দুঃখের কথা বলিব কি, কর্ণেলিয়া পর্য্যন্ত আমাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না।—স্বামীকে বা কন্যাকে আমার মতে আনিবার আমার বিন্দুমাত্র সামর্থ্য নাই।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "আপনি হতাশ হইলে কোনই ফললাভ হইবেনা। বলে যে কার্য্য না হয়, কৌশলে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে; এসম্বন্ধে আমি আপনাকে অধিক আর কি বুঝাইব? আপনি ডুবিবেন কেন? আপনার ভয়ের কোনও কারণ নাই। আপনার সাহায্যের জন্য আমি এ জীবন উৎসর্গ করিলাম। আমার পরামর্শানুসারে কাজ করুন; পেষ্টনজির সহিত আপনার কন্যার বিবাহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। দুইমাসে না হউক, ছয় মাসের চেষ্টাতেও আপনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন। এই সময় মধ্যে আপনার হস্তলিপিগুলি যাহাতে আপনার স্বামীর হস্তে না পড়ে, আমি তাহার উপায় করিব; আমার এ কথায় আপনি নির্ভর করিতে পারেন।"

আমিনা কিছুকাল চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আমি আপনার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম, কাল হইতেই আমি এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিব।"

ডাক্তার লালুভাই বিদায় লইয়া উঠিলেন, তখন রাত্রি ৮টা বাজিয়া গিয়াছিল।

ডাক্তার লালুভাই মেটা সাহেবের দেউড়ী অতিক্রম করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার পিঠে কাহার অঙ্গুলি স্পর্শ হইল; তিনি চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন—জেমসেট্‌জি!

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগীর অবস্থা কেমন?"

ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "অনেক চেষ্টায় বাঁচিবার একটু আশা হইয়াছে।"

জেমসেট্‌জি সোৎসাহে বলিলেন, "তবে সুখবর ?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, সুখবর ; কিন্তু মুমূর্ষুকে বাঁচাইবার জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রটা লইয়া একেবারে ওলোট্‌-পালট্‌ করিতে হইয়াছে !"

নবম পরিচ্ছেদ

চিত্রকর সদনে

জেমসেট্‌জির সহিত সাক্ষাতের সময় প্রেমজি একবার কল্পনাও করে নাই যে, সহসা তাহার এইরূপ সৌভাগ্যোদয় হইবে। যাহার উদরান্ন-সংস্থানের কোনও উপায় বর্ত্তমান ছিল না, পরদিন কি খাইয়া দিন কাটিবে এই চিন্তায় যাহার হৃদয় প্রতিমুহূর্ত্তে অবসন্ন হইতেছিল, ভীষণ দারিদ্র্যের কশাঘাত অসহ্য মনে করিয়া যে আত্মহত্যায় উদ্যত হইয়াছিল, সে সহসা প্রায় বিনাচেষ্টায় মাসিক তিনশত টাকা বেতনের চাকরী পাইল!—প্রেমজি প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিল না ইহা সত্য না স্বপ্ন; কিন্তু অবশেষে যখন সে একমাসের অগ্রিম বেতন হাতে পাইল, তখন সে বুঝিতে পারিল, সত্যই তাহার অদৃষ্ট ফিরিয়াছে, ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন। ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনায় তাহার শুষ্ক নীরস হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার মস্তিষ্কে মত্ততা উপস্থিত হইল, সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া জেমসেট্‌জির আফিস হইতে রাজপথে উপস্থিত হইল; এবং প্রথমে কোন্ দিকে যাওয়া যায়, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ প্রেমজির মনে পড়িল, সে অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়া কিছুদিন পূর্ব্বে একজন চিত্রকরের নিকট পঁচিশটাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। অর্থাভাবে

সে টাকা এতদিন পর্য্যন্ত ফেরৎ দেওয়া হয় নাই। এই চিত্রকরের নাম নওরোজি। বোম্বাইয়ের একটি হোটেলে নওরোজির সহিত প্রেমজির পরিচয় হয়। নওরোজি ও প্রেমজি উভয়েই সমবয়স্ক, উভয়েই পিতৃমাতৃহীন অনাথ; সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল; বিশেষতঃ, এমিলির দৃষ্টিতে এমন একটি সকরুণ ও বেদনা-ব্যাকুল ভাব ছিল, যে প্রেমজি তাহার অভাবের কথা জানাইবা-মাত্র নওরোজি নিজের যথেষ্ট অসচ্ছলতা সত্ত্বেও তাহাকে টাকা ধার দিয়াছিলেন; তিনি যে টাকা কয়টা ফেরৎ পাইবেন, এরূপ আশা রাখিয়া তিনি তাহা ধার দেন নাই।

নওরোজি বোম্বাই সহরের অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির অট্টালিকার অভ্যন্তরে ও বহিঃপ্রাচীরে নানারূপ চিত্রের কাজ করিতেন; চিত্র-বিদ্যায় তাঁহার অখণ্ড অনুরাগ ছিল, কিন্তু ঘরদ্বার চিত্র করিয়া তিনি যে জীবনপাত করিবেন, এরূপ তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। তৈলচিত্রের অঙ্কণেই তিনি প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতেন। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের গৃহ-প্রাচীরাদি চিত্র করিয়া তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই তাঁহার ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত; অবসর কালে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র বাসগৃহের নিভৃত কক্ষে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে নানাপ্রকার তৈলচিত্র অঙ্কিত করিতেন। আব্দররহমন ষ্ট্রীটের একটী ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি অপ্রশস্ত অট্টালিকার তৃতীয় তলে কয়েকটি কক্ষ ভাড়া লইয়া তিনি সেখানে বাস করিতেন। প্রেমজি নওরোজির ঠিকানা জানিত; একখানি ভাড়াটে গাড়ী লইয়া সে নওরোজির গৃহসন্নিধানে উপস্থিত হইল।

এই বাড়ীর একতালায় কয়েকখানি দোকান, দ্বিতলে, অন্য লোকের বাস। দ্বিতলের পাশ দিয়া তেতালায় উঠিবার সিঁড়ি। দোতালা পর্য্যন্ত উঠিয়া প্রেমজি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এমন সময় দোতালার একটি পরিচারিকার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সেই দাসীর নিকট প্রেমজি জানিতে পারিল, তেতালায় একটী লোক একাকী বাস করে; লোকটা একজন চিত্রকর।

একথা শুনিয়া প্রেমজির আর কোনও সন্দেহ রহিল না; তেতালায় নওরোজির কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, দ্বার রুদ্ধ! প্রেমজি কক্ষদ্বারে মৃদু করাঘাত করিবামাত্র নওরোজি ভিতর হইতে বলিলেন, "তুমি কে? দরজা খোলাই আছে; একটু জোরে ঠেলিয়া ভিতরে এস।"

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রেমজি দেখিল, নওরোজি তুলি লইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ক্যাম্বিসের উপর অঙ্কিত একখানি সুবৃহৎ অসমাপ্ত চিত্রপটে রং দিতেছেন। প্রেমজিকে দেখিবামাত্র নওরোজি তুলি রাখিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন; অভিবাদন করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "অনেক দিন পরে দেখা হইল; কেমন আছেন?"

প্রেমজি বলিল, "এখন ভালই আছি: কিন্তু এপর্য্যন্ত বিস্তর দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে।"

নওরোজি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কেমন?—এমিলি বিবি?"

প্রেমজি বলিল, "সেও ভাল আছে। আমি আপনার কাছে যে পঁচিশ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম, এতদিন তাহা ফেরৎ দেওয়া হয় নাই, সে জন্য

লজ্জিত আছি। অসময়ে আপনি আমার বড় উপকার করিয়াছিলেন, আজ আপনাকে টাকাকয়টি ফেরৎ দিতে আসিয়াছি।"

নওরোজি একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "সে টাকার কথা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম ; তাহা না পাওয়াতেও আমার কোন অসুবিধা হয় নাই। আপনার অসুবিধা করিয়া আমাকে এ টাকা দিবেন না।"

প্রেমজি বলিল, "না, না, এ সামান্য দেনা পরিশোধ করিতে এখন আমার আর কোনও কষ্ট নাই ; আমার মাসিক তিনশত টাকা বেতনের চাকরী হইয়াছে।"

প্রেমজি ভাবিয়াছিল, এই কথা শুনিবামাত্র নওরোজি হয়ত বিস্ময়ে হতজ্ঞান হইয়া পড়িবে ! তাহার মত অল্পবয়স্ক যুবক মাসিক তিন শত টাকা বেতনের চাকরী পাইয়াছে শুনিলে তাহার মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইতে পারে। কিন্তু নওরোজির মনে বিস্ময় বা ঈর্ষ্যা স্থান পাইল না ; তিনি মৃদু হাস্যে বলিলেন, "আপনার সৌভাগ্যে আমি সুখী হইলাম। আপনাকে কি কাজ করিতে হয়,—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

প্রেমজি এই প্রশ্নে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল ; কারণ তাহার কি চাকরী, তাহা তখনও সে জানিতে পারে নাই ! সুতরাং কথাটা চাপা দিয়া প্রেমজি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এখনও সেই রকম মিস্ত্রীর কাজ করিতেছেন ?"

নওরোজি বলিলেন, "কি করি ? আমার ধনবান আত্মীয় স্বজন বা কুটুম্ব কেহই নাই। শৈশবে অনাথাশ্রমে প্রতিপালিত হইয়াছি ; বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এক রকম সুখেই কাটিয়াছে। তাহার

পর হইতে জীবিকার্জ্জনের জন্য সংসার-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে ; কুলী মজুরের কাজ পর্য্যন্তও করিয়াছি। কিন্তু চিত্রবিদ্যায় আমার বড় অনুরাগ, সব ছাড়িয়া শেষে এই কাজ লইয়া পড়িয়াছি। লোকের ঘর দরজা চিত্র করিয়া যাহা পাই, তাহাতেই খরচপত্রটা কোন রকমে চলিয়া যায় ; অবসর কালে ঘরে বসিয়া একটু-আধটু তৈলচিত্র আঁকিতে শিখি ; এখন কিছু কিছু শিখিয়াছি।"

প্রেমজি বলিল, "হাঁ আপনার চেষ্টা আছে,আপনি উন্নতি করিতে পারিবেন ; বোধ করি এ বিষয়ে আপনার একটু-আধটু প্রতিভাও আছে।"

নওরোজি মৃদু হাস্যে বলিলেন, "প্রতিভা আছে কিনা জানিনা, তবে এই কার্য্যে আমি অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতে পারি ; আর তাহাতে বড় আমোদ পাই।"

"আপনার অঙ্কিত চিত্রগুলি একবার দেখি"—এই কথা বলিয়া প্রেমজি সেই কক্ষের বিভিন্ন অংশে সংস্থাপিত কতকগুলি চিত্র ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। সেই কক্ষের এক প্রান্তে একখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র কাপড় দিয়া ঢাকা ছিল ; প্রেমজি সেই চিত্রখানির সম্মুখে আসিয়া বলিল,"এইখানিই বোধ হয় আপনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র ?" —প্রেমজি হাত বাড়াইয়া চিত্রখানির আবরণোন্মোচনে উদ্যত হইল।

নওরোজি একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন ; প্রেমজিকে সেই পটখানির আবরণ-উন্মোচনে উদ্যত দেখিয়া তিনি এক লম্ফে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বাধা দিয়া বলিলেন, "এই ছবিখানি ঢাকিয়া রাখিবার কারণ, কেহ ইহা দেখে এরূপ আমার ইচ্ছা নহে।"

নওরোজির এই ব্যবহারে প্রেমজি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল,"আচ্ছা থাক্, আমি আপনার গোপনীয় চিত্র দেখিতে চাই না।"—অনন্তর সে টেবিলের কাছে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া নওরোজির ছবির 'আল্‌বাম'খানি নাড়িতে লাগিল। নওরোজি তুলিটা তুলিয়া লইয়া পুনর্ব্বার স্বকার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন।

'আলবাম'খানি নাড়িতে নাড়িতে প্রেমজি কখন যে তাহা খুলিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ ফটোগুলি দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, নওরোজি তাহা লক্ষ্য করেন নাই। একখানি ছবির দিকে চাহিয়া প্রেমজি বলিয়া উঠিল, "বেশ সুন্দর ছবি ত!"

প্রেমজির এই কথায় নওরোজির দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল; তিনি বিরক্তিভরে উঠিয়া আসিয়া প্রেমজির হাত হইতে ঈষৎ জোরে 'আলবাম্'খানি টানিয়া লইলেন; তাহার পর রুক্ষস্বরে বলিলেন, "মহাশয়, মাপ করিবেন; আমার এই 'আলবাম্'খানি সকলকে দেখাইবার জন্য নয়। আমার পরম বন্ধুদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমি এই ঘরে লইয়া আসি না; আজ আমার সে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।"

নওরোজির ব্যবহারে প্রেমজি অত্যন্ত অপমান বোধ করিল, তাহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল; সে বিরক্তিভরে বলিল, "মহাশয়, আমি আপনার নিকট ঋণী না থাকিলে কখনই আপনার গৃহে পদার্পণ করিতাম না; ঋণ পরিশোধের জন্যই এখানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি অকারণে আমার যেরূপ অপমান করিলেন, তাহা আপনার মত ইতর কারিগরের পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছে।"

প্রেমজি সবেগে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বিতলের সিঁড়ী

পর্য্যন্ত আসিয়াছে, এমন সময় সে পূর্ব্ববর্ণিত দাসীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল; দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "উপরে যে লোকটা বাস করে, সে কেমন লোক?"

দাসী বলিল, "উহার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই; কাহারও সহিত উহাকে মিশিতেও দেখি না। কোন ভদ্রলোকও উহার কাছে বড় একটা যায় না। প্রায় সারাদিন সে নিজের ঘরেই বসিয়া থাকে। তবে দেখিয়াছি মধ্যে মধ্যে একটি যুবতী অবগুণ্ঠন দিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসে; আমি কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই যুবতীর মুখ দেখিতে পাই নাই।"

প্রেমজি সিদ্ধান্ত করিল, যে চিত্রখানি সে বস্ত্রাবৃত অবস্থায় দেখিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই এই রমণীর ছবি। যাহার ছবি সেই যুবতী এখানে আসে; দাসী তাহাকেই দেখিয়া থাকিবে।—প্রেমজি সিঁড়ী দিয়া নামিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল, এবং গলির মোড়ে একটি অট্টালিকার অন্তরালে সে কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বর্ষাকাল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল; অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রেমজি আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে কি না ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল, ইতিমধ্যে একটি অবগুণ্ঠনবতী যুবতী একজন পরিচারিকার সহিত ত্রস্তপদে সিঁড়ী দিয়া সেই অট্টালিকায় উঠিল। প্রেমজি আগ্রহে মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল, একটা দমকা বাতাস আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য যুবতীর মুখের আবরণ সরাইয়া দিল। প্রেমজি দেখিল, নওরোজির 'আলবাম' এ যে যুবতীর ফটো দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল, এ সেই যুবতী!

দশম পরিচ্ছেদ

প্রেমের বিচিত্র গতি

নওরোজির কক্ষে প্রবেশ করিয়া কর্ণেলিয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করিল ; মৃদুহাস্যে বলিল, "আমার কি আসিতে বেশী বিলম্ব হইয়াছে ?"

নওরোজি বলিলেন, "না, একটুও বিলম্ব হয় নাই ; কিন্তু পাছে বিলম্ব হয়—এই ভয়ে আমি অধীর হইয়া ছিলাম ।"

কর্ণেলিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করিল ।

এই স্থানে আমাদিগকে একটু পূর্ব্বকথার আলোচনা করিতে হইতেছে । মহাসম্ভ্রান্ত লক্ষপতির একমাত্র কন্যা কর্ণেলিয়া, নওরোজির ন্যায় অর্থহীন, নিরাশ্রয়, অনাথাশ্রমে প্রতিপালিত, বংশগৌরব-বঞ্চিত যুবকের বাসগৃহে একটি পরিচারিকামাত্র সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল ! ইহা কি সম্ভব ? পারসী সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুবকগণ যাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা মনে করিতে পারিত, যাহার অলোকসামান্য রূপ পারসী ধনপতিগণের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার একটি ক্ষুদ্র আদেশ পালনের জন্য শত দাসদাসী কৃতাঞ্জলিপুটে নতমস্তকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে,—সেই মহা ঐশ্বর্য্যশালিনী রূপবতী গুণবতী বুদ্ধিমতী কর্ণেলিয়া একটি দরিদ্র যুবককে প্রণয়াস্পদ জ্ঞান করিয়া আজ একটি অপরিচ্ছন্ন পল্লীর সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে অবস্থিত জীর্ণ ও ক্ষুদ্র অট্টা

লিকায় তাহার প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাতের বাসনায় পদব্রজে উপস্থিত হইয়াছে!—ইহা কি সম্ভব? ইহা কি স্বাভাবিক?

কিন্তু ভগবানের বিধানে ইহা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। মনুষ্য-হৃদয়ের অচিন্ত্যনীয় নিগূঢ় রহস্য কে ভেদ করিতে পারে? কর্ণেলিয়ার ন্যায় মহাসম্ভ্রান্ত ধনপতির কন্যা ও নওরোজির ন্যায় এক জন নগণ্য শ্রমজীবীর মধ্যে কিরূপে গুপ্তপ্রেম জন্মিল, ইহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ না করিলে পাঠকের সংশয় দূর হইবে না।

তিন বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ নওরোজির বয়স যখন ২০।২১ বৎসর, সেই সময় নওরোজি মেটা সাহেবের নৌসেরা নগরস্থ নবনির্ম্মিত একটি সুরম্য হর্ম্ম্য চিত্রিত করিবার জন্য সেখানে প্রেরিত হন। বোম্বাই সহরের একজন সুপ্রসিদ্ধ পারসী ইঞ্জিনিয়ার নওরোজির চিত্র-নৈপুণ্যের পক্ষ-পাতী ছিলেন। মেটা সাহেব যখন তাঁহাকে নৌসেরার প্রমোদ-গৃহ চিত্রিত করিবার জন্য একজন ভাল চিত্রকর পাঠাইতে বলেন, তখন তিনি নওরোজিকেই সে জন্য মনোনীত করেন; এবং একশত টাকা মাসিক বেতন স্থির করিয়া তাঁহাকে সেখানে পাঠাইয়া দেন।

নৌসেরা নগর বরোদা রাজ্যের অধিকার ভুক্ত, এখন ইহা বরোদা রাজ্যের একটি জেলার সদর ষ্টেশন; ইহা সুরাটের অদূরে অবস্থিত। এই সুন্দর ক্ষুদ্র নগরটি প্রকৃতি রাজ্ঞীর নয়নাভিরাম পুষ্পোদ্যান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গুর্জ্জর প্রদেশের অধিকাংশ স্থানই শুষ্ক, মরুতুল্য; নদীবিরল, বৃক্ষলতা শূন্য, বহুদূর-বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র ধূ ধূ করিতেছে। মরু প্রদেশের ভীষণদৃশ্য চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। কিন্তু নৌসেরায় উপস্থিত হইলে মনে হয়, ইহা যেন ইন্দ্রের নন্দন কানন! নৌসেরা সমুদ্রতীরে

অবস্থিত। বাধাবন্ধন হীন মুক্ত সমীরণ-প্রবাহ আরব সাগরের অনন্ত বারিরাশির সংস্পর্শে শীতল হইয়া দিবানিশি এই সুন্দর নগরটিকে পরম সমাদরে বীজন করিতেছে; আর নৌসেরা যেন কুসুমদামে সজ্জিত হইয়া তন্বী নাগরীর ন্যায় বসন্তের রাণীর মত সমুদ্রতীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! প্রভাতে মধ্যাহ্নে নিশায়—সুনীল সমুদ্র-বক্ষপ্রবাহিত মুক্ত সমীরণের অশ্রান্ত হিল্লোল বাঁশরীর সুস্বরে ক্রমাগত যেন তাহার কর্ণে অব্যক্ত প্রেমসঙ্গীত গায়িতেছে।

নৌসেরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এইরূপ সুমধুর ও প্রীতিকর বলিয়া বোম্বাই প্রদেশের বহু সম্ভ্রান্ত ধনকুবের ও পারসী সওদাগর এখানে এক একখানি প্রমোদভবন নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে নৌসেরার দূরত্বও অধিক নহে; বোম্বাইয়ের কোলাবা ষ্টেশনে রেলে চাপিলেই বোম্বে-বরদা-মধ্য ভারতীয় রেলপথে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নৌসেরায় উপস্থিত হওয়া যায়। বোম্বাই বৈষয়িকের সহর; কর্ম্মস্রোত সেখানে দিবারাত্রি প্রবল বেগে নাকে মুখে প্রবেশ করিতেছে, বিশ্রামের কিছু মাত্র অবসর নাই; সুতরাং কর্ম্মশ্রান্ত ধনাঢ্য নরনারীগণ একটু অবসর পাইলেই নৌসেরার মুক্ত বায়ুপ্রবাহে আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।

বোম্বাইয়ের অন্যান্য পারসী ধনপতিগণের ন্যায় সার কার্সেট্জি মেটারও নৌসেরায় একখানি প্রমোদভবন ছিল; কিন্তু সেই অট্টালিকাটি তেমন সুবৃহৎ সুন্দর বা সুগঠিত ছিল না। বিশেষতঃ, তাহা অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া জীর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া পড়িয়া ছিল। তাই মেটা সাহেব বহু অর্থব্যয়ে সেই অট্টালিকার অদূরে নূতন ফ্যাসানের সুবৃহৎ একটি

অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই অট্টালিকাটিই চিত্রিত করিবার ভার নওরোজির হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল।

নওরোজি যে সময়ে এই নবনির্ম্মিত অট্টালিকাটী চিত্রিত করিতে আসিলেন, তখন মাঘমাস প্রায় শেষ হইয়াছিল। নব বসন্ত সমাগমে মেটা সাহেবের এই পরম রমণীয় উদ্যানভবন নববিকসিত কুসুমের ও আম্র মঞ্জরীর মধুর সৌরভে যেন যুগান্ত পূর্ব্বের কোনও অপূর্ব্ব অজ্ঞাত রহস্য বহন করিয়া আনিতেছিল। প্রকৃতির হৃদয়বিমোহন সৌন্দর্য্যে নওরোজির ভাবপ্রবণ হৃদয় অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত হইল; বিশেষতঃ, দুই চারি দিনের মধ্যেই মেটা সাহেবের অনিন্দ্যসুন্দরী, দেববালার ন্যায় সরলতা ও পবিত্রতাময়ী ষোড়শী কন্যা তরুণী কর্ণেলিয়া তাঁহার হৃদয় মোহিত করিল। কর্ণেলিয়াকে দেখিয়া নওরোজির মনে হইল, এতদিন তিনি যে সৌন্দর্য্যের আদর্শকে হৃদয়ের নিভৃত অন্তরালে সংস্থাপিত করিয়া অতি সন্তর্পণে দিবানিশি পূজা করিতেছিলেন, সেই আরাধ্য মানসী দেবী তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তের সুকঠোর সাধনার অবসানে তাঁহাকে অমরতা বরদানের জন্যই যেন মোহিনী নারী মূর্ত্তিতে আজ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন! রূপমুগ্ধ তরুণ চিত্রকর সেই সৌন্দর্য্যের নিকট মস্তক অবনত করিলেন; তাঁহার অঙ্গুলি হইতে তুলিকা স্খলিত হইয়া পড়িল; তাঁহার বিস্ময় প্রকাশেরও অবসর-মাত্র রহিল না।—কর্ণেলিয়া ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে তাহার প্রাচীনা পিতৃস্বসার সহিত বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য নৌসেরার কুঞ্জভবনে বাস করিতে আসিয়াছিল।

সেখানে কর্ণেনিয়ার কোনও সখী বা অন্য কোন আত্মীয়া ছিলেন না;

সেই নির্জ্জন প্রবাসে তাহার একক জীবনযাপন অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। নওরোজি মিষ্টভাষী, বিনয়ী, আলাপে সুনিপুণ, সুকণ্ঠ ও রূপবান যুবক। কর্ণেলিয়ার হৃদয় যেমন সুকোমল তেমনই তাহা মমতা ও সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল; একদিন সে কথাপ্রসঙ্গে শুনিতে পাইল, নওরোজির পিতামাতা ভ্রাতা বা ভগিনী কেহই নাই, এই বিশ্ব-পৃথিবীতে তাঁহাকে স্নেহ করিবার, তাঁহাকে যত্ন করিবার একটী প্রাণীও বর্ত্তমান নাই; এমন কি, তাঁহার নিজের গৃহ পর্য্যন্তও নাই! আবাল্য তিনি অনাথাশ্রমে প্রতিপালিত, এবং যৌবনারম্ভ হইতেই তিনি একমুষ্টি অন্নের জন্য এই শ্রমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত!—নওরোজির এই সকরুণ আত্মকাহিনী শুনিয়া তখনই কর্ণেলিয়ার সুকোমল নারী-হৃদয় কি এক অব্যক্ত বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল, করুণায় ও সমবেদনায় তাহার নয়নে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় অশ্রুর সঞ্চার হইল; অল্প দিনের মধ্যেই যুবক যুবতীর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রগাঢ় হইয়া উঠিল, এবং তাহা শীঘ্রই ভাবান্তরে পরিণত হইল। কিন্তু উভয়ের কেহই মনের সেই অতৃপ্তি ও অব্যক্ত ব্যাকুলতা পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না।

নওরোজির নৌসেরায় উপস্থিত হইবার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে একদিন কর্ণেলিয়া আহারের সময় কথাপ্রসঙ্গে তাহার পিসিমাকে বলিল, "দেখ পিসিমা, আমাদের নূতন বাড়ী চিত্রিত করিবার জন্য যে চিত্রকরটি আসিয়াছে, উহার বয়স বড় কম, দেখিয়া বোধ হয় কোনও ভদ্রলোকের ছেলে, নিরুপায় হইয়া অগত্যা এই রকম সামান্য কাজ করিতেছে! উহার কথাবার্ত্তা রকম-সকম সামান্য কারিগরের মত নহে।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "পরমেশ্বর ত সকলকে সমান অবস্থায় রাখেন না ; কত বড় লোক অদৃষ্ট-দোষে গরিব হইয়া যাইতেছে, তাহাদের ছেলে মেয়েরা দুটি উদরান্নের জন্য কত সামান্য কাজ করিতেছে কে বলিবে ?"

কর্ণেলিয়া বলিল, "শুনিলাম উহার পিতামাতা ভাই ভগিনী কেহই নাই, এমন কি ঘরবাড়ী পর্য্যন্তও নাই ! তাহা হইলে ত উহার বড় কষ্ট পিসিমা ?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "পরমেশ্বর যাহাকে যে অবস্থায় রাখেন, তাহাকে সেই অবস্থাতেই থাকিতে হয় ; কষ্ট হইলে আর উপায় কি ?"

কর্ণেলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "শুনিলাম উহাকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাইতে হয় ; তা আমরা ত একটা কাজ করিতে পারি পিসিমা !"

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কাজ ?"

কর্ণেলিয়া বলিল, "আমাদের এখানে ত অনেক লোকের রান্না হয় ; নওরোজি এখানেই সমস্ত দিন কাজ করে ; উহাকে দু' বেলা দুটি খাইতে দিলে কি আমাদের কিছু অসুবিধা হয়, পিসিমা ?"

পিসিমা এবার মুখ তুলিয়া কর্ণেলিয়ার মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন করুণা ও সমবেদনায় কর্ণেলিয়ার সুন্দর মুখখানি সদ্য-বিকসিত পরিমলপূর্ণ শতদলের ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে।

বৃদ্ধা সস্নেহে বলিলেন, "তোমার বাপের অন্ন কতজনে খাইতেছে, একটা মিস্ত্রীকে দুবেলা দুটী খাইতে দিবে, সে আর বেশী কথা কি ? তাহাকে বলিয়া পাঠাইও, কাল হইতে সে আমাদের এখানেই খাইবে।"

পিসিমার সদাশয়তায় কর্ণেলিয়ার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল ; সেই

দিন অপরাহ্নেই সে নওরোজির নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিল। নওরোজি প্রথমে এই অনুগ্রহ গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু সারল্যের প্রতিমা-স্বরূপিণী সহৃদয়া কর্ণেলিয়াকে ব্যথিত করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না; অগত্যা তাঁহাকে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল।

আহার উপলক্ষে বৃদ্ধার গৃহে যাতায়াতে দুই চারি দিনের মধ্যে তাঁহার সহিত নওরোজির পরিচয় হইয়া গেল; কিন্তু বৃদ্ধা প্রথম-প্রথম তাঁহাকে অনুকূল চক্ষে দেখেন নাই। যাহারা ঘরদরজা চিত্রিত করে, কায়িক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জনে বাধ্য হয়, তাহারা যে ভদ্রলোক হইতে পারে, সম্ভ্রান্তবংশীয়া ঐশ্বর্য্যশালিনী বৃদ্ধা একথা কল্পনা করিতেও পারিতেন না। তিনি নওরোজির সহিত যে দুই চারিটি কথা কহিতেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরের আজন্মপোষিত কুসংস্কার ও অবজ্ঞা পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। এই অবজ্ঞা নওরোজির পক্ষে অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক হইত; কিন্তু তিনি তাঁহার আন্তরিক কষ্টের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না।

চিত্রবিদ্যায় নওরোজির সুন্দর দক্ষতা জন্মিয়াছিল, তিনি কয়েক দিনের পরিশ্রমে বৃদ্ধার একখানি অতি সুন্দর তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে উপহার দিলেন। চিত্রখানি এতই স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া পিসিমা বুঝিলেন, ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা না থাকিলে, কেহ এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে না। সেই দিন হইতে পিসিমা নওরোজিকে ভিন্ন চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, এবং পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে একটি মূল্যবান সোনার ঘড়ি উপহার দিলেন।—কর্ণেলিয়ার আনন্দের সীমা রহিল না।

উভয়ের দিন জলের মত কাটিতে লাগিল। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী সেই নির্জ্জন পল্লীভবনে যুবক যুবতীর জীবন পরস্পরের সখ্যতা ও প্রণয়ে, গল্পে ও আনন্দে—যেন সুমধুর মিলন-স্বপ্নের মত, বসন্তের সুধাময় মলয় হিল্লোলের মত, শরতের বিমল চন্দ্রকর-বিধৌত রজনীগন্ধার স্নিগ্ধগন্ধ-সমাকুল শুভ্র যামিনীর মত কাটিতে লাগিল। বৃদ্ধা নিজের খেয়ালেই সর্ব্বদা বিভোর থাকিতেন, কর্ণেলিয়া কি করিতেছে না করিতেছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না। প্রভাতে কয়েক ঘণ্টা ও মধ্যাহ্নে আহারাদির পর কিছুকাল নওরোজি অট্টালিকার চিত্রাঙ্কণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন; কিন্তু অপরাহ্ণ কালে যখন শ্রান্ত দিবাকর লোহিতালোকে পশ্চিম গগন সুরঞ্জিত করিয়া অস্তাচল-শিখরে অবতরণ করিতেন, তাহার পূর্ব্বেই নওরোজি—তাঁহার তুলি পরিত্যাগ করিয়া অট্টালিকা-সংলগ্ন পুষ্পকাননে আসিয়া দাঁড়াইতেন; এবং তিনি সেখানে আসিলেই দেখিতে পাইতেন, বিবিধ বিহঙ্গমকূজিত চন্দন তরুমূলে তাঁহার হৃদয়ের উপাস্য দেবী তাঁহারই প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

সেখান হইতে উঠিয়া তাঁহারা উভয়ে কোনও দিন একত্র পুষ্পচয়ন করিতেন, কোনও দিন কোন নিবিড়পত্র বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসিয়া পরস্পরের বাল্য জীবন সম্বন্ধে কত অতীত কথার আলোচনা করিতেন। কোন দিন বা সেই উপবন মধ্যবর্ত্তী নির্ম্মল সলিলশালিনী বক্রগামিনী ঝিলের মধ্যে ক্ষুদ্র একখানি সুদৃশ্য তরণীতে আরোহণ করিয়া তাঁহারা বায়ুসেবন করিতেন; নওরোজি দাঁড় টানিতেন, কর্ণেলিয়া হাল্ ধরিয়া বসিয়া থাকিত; এবং দীর্ঘকাল পরস্পরের প্রতি অনিমিষ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়াও প্রণয়ীযুগল তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। যুবক যুবতীর

নবযৌবনের সেই গভীর আবেগ ও উন্মত্ততা, চাঞ্চল্য ও ব্যাকুলতা, পরস্পরের মুহু-বিলোকন ও বহু-আলাপন, প্রতিমুহূর্ত্তে নব প্রেমের ভাববৈচিত্র্য লেখনী মুখে পরিস্ফুট করিবার আশা নাই।

এই ভাবে তিন মাস কাটিয়া গেল। নওরোজির সময়ে সময়ে সন্দেহ হইত তাঁহার ন্যায় হতভাগ্যের অদৃষ্টে ভগবান এত সুখ স্থায়ী করিবেন না; হয়ত একমুহূর্ত্তে তাঁহার সুখের স্বপ্ন মরিচীকা-ভ্রান্ত পথিকের ভ্রান্তির ন্যায় দূরে চলিয়া যাইবে। তথাপি ভগবান তাঁহাকে যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অতুল আনন্দের অধিকারী করিয়াছিলেন, সেজন্য তিনি বিধাতার নিকট অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন।

অবশেষে সত্যই কঠোর দুঃখের দিন আসিল। একদিন প্রভাতে নওরোজি তুলি ধরিয়া সবেমাত্র একটি হরিৎ লতাবিতান মধ্যবর্ত্তী প্রস্ফুটিত কুসুমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এমন সময় একজন খানসামা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, কর্ত্রী তাঁহাকে ডাকিতেছেন, অবিলম্বেই সেখানে যাইতে হইবে।—নওরোজি তুলি ফেলিয়া, "ভারা" হইতে নামিলেন; তাঁহার মনে কেমন একটা সন্দেহের ছায়াপাত হইল, তিনি বড় অসচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, এতদিন পরে হয়ত অকস্মাৎ তাঁহার সুখের কুঞ্জ দাবানলে দগ্ধ হইবে; তিনি অত্যন্ত ভীত ভাবে ভৃত্যের সঙ্গে কর্ত্রীর নিকট চলিলেন; শেষে তিনি দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হইলে ভৃত্য নিম্নস্বরে বলিল, "ব্যাপার কি মহাশয়? কর্ত্রী যে রাগিয়া আগুন হইয়াছেন! এমন ভয়ঙ্কর রাগ ত তাঁহার কখনও দেখি নাই। গতিক ভাল বোধ হয় না; আপনি একটু সাবধানে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবেন।"

সত্যই কর্ত্রী ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন ; নওরোজি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া ঝড়ের মত বেগে তিনি তাঁহার উপর অনর্গল তিরস্কার বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

নওরোজি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমায় কেন এত তিরস্কার করিতেছেন ?"

এই প্রশ্নে কর্ত্রী আরও অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "নির্লজ্জ, আবার তুই জিজ্ঞাসা করিতেছিস্ কেন আমি তিরস্কার করিতেছি ? বামন হইয়া তুই চাঁদ ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিস্ ! তোর মত ছোট লোকের এত বড় স্পর্দ্ধা ! তুই দরিদ্র মজুর মাত্র- মহাসম্ভ্রান্ত লক্ষপতির কন্যার প্রতি তুই লোভ করিস্ ?—এমন দুষ্ট প্রবৃত্তি তোকে কে দিল ?"

নওরোজির আরক্তিম মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল ; তিনি জড়িতস্বরে বলিলেন, "আমি কোনও অপরাধ করি নাই।"

কর্ত্রী দ্বিগুণ বেগের সহিত বলিলেন, "অপরাধ করিস্ নাই ? তোর মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছি—তুই অপরাধী। তুই পথের কুকুর, সার কার্সেটজি মেটার কন্যার প্রতি লোভ ? কি স্পর্দ্ধা ! কি সাহস ! তুই কি মনে করিয়াছিস কর্ণেলিয়ার মনোরঞ্জন করিতে পারিলেই তাহার পিতা সাধিয়া তোর হাতে কন্যা সম্প্রদান করিবেন ?"

এবার নওরজি অপেক্ষাকৃত দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "আমি ঈশ্বরের নামে দিব্য করিয়া বলিতে পারি—"

বৃদ্ধা বাধা দিয়া উগ্রস্বরে বলিলেন, "ঈশ্বরের দিব্য ! কুলী মজুরের

মুখে ভদ্রলোকের ভাষা কাণে কোনমতে বরদাস্ত হয় না ; কি বলিব আজ বুড়া কর্ত্তা বাঁচিয়া নাই, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে, জুতার চোটে তোর হাড় গুঁড়া করিয়া দিতেন ; তবে আমার বড় দয়ার শরীর, আমি তোকে তেমন কোনও শাস্তি দিতে চাহি না ; কিন্তু এখনই এ বাড়ী হইতে চলিয়া যা। তোর জিনিস পত্র যা কিছু আছে, বাঁধিয়া লইয়া এখান হইতে এখনই দূর হ।”

কর্ত্রীর এই কঠোর আদেশে নওরোজি পদমাত্রও নড়িলেন না, যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন সেই খানেই স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন ; একবার কাতর নেত্রে ঊর্দ্ধে বাতায়নের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সেখানে পদ্মপত্রের ন্যায় ঢল ঢল দু'খানি সহাস্য নয়নপল্লব তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল না ; কর্ণেলিয়া তখন সেখানে ছিল না।—নওরোজি হতাশ ভাবে তাঁহার-উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টি অবনত করিয়া আবার তাহা মৃত্তিকা-সংলগ্ন করিলেন।

কঠোর তিরস্কারেও নওরোজিকে পলায়নোদ্যত বা বিচলিত না দেখিয়া কর্ত্রীর মনে কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। তাঁহার ক্রোধের প্রথম আক্রমণ হ্রাস হইলে, তিনি অপেক্ষাকৃত সংযতস্বরে বলিলেন, “আমি বোধ হয় তোমাকে কিছু অধিক তিরস্কার করিয়াছি, তোমার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়াছি ; কিন্তু কেবল তুমি একা নহ, আমিও তিরস্কার লাভের যোগ্য। কারণ,আমি চক্ষু মেলিয়া কোন দিকে চাহিয় দেখি নাই,অন্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম ; কর্ণেলিয়াকে আমি সময়ে সাবধান করি নাই। আমি প্রাচীন হইয়াছি, তাই ভুলিয়া গিয়াছি, স্বাধীনত পাইলে যুবক যুবতী কিরূপে তাহার অপব্যবহার করে। আমি নিশ্চিত্ত

ভাবে বসিয়া ছিলাম, এদিকে লোকের মুখে কলঙ্কের ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছে!"

এবার যেন কশাঘাতে সুপ্ত সিংহ জাগিয়া উঠিল, নওরোজির বিবর্ণ মুখ সহসা লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। তিনি সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিস্কলঙ্কচরিত্রা, শুভ্র কুসুমের ন্যায় পবিত্রহৃদয়া, সরলতার মূর্ত্তি-স্বরূপিনী কর্ণেলিয়ার চরিত্রে দোষারোপ করিতে পারে, এমন নরাধম কাপুরুষ কে আছে? আমি এখনই তাহার মুণ্ড ছিঁড়িয়া আনিব।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "দেখিতেছি তোমার শরীরে শক্তি আছে; তুমি কথায় যাহা বলিতেছ কাজে তাহা করিতে পার, একথা আমি অবিশ্বাস করি না; কিন্তু কয়জনের মুণ্ড ছিঁড়িবে? সকলের মুখ কিরূপে বন্ধ করিবে? কলঙ্কে যখন চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিবে, তখন কর্ণেলিয়ার নিস্কলঙ্ক শুভ্র কুমারী জীবন ও কুলমানের গৌরব কিরূপ রক্ষা পাইবে? —এখনও সকল লোক এ কথা জানিতে পারে নাই। বহু কর্ণে এ কলঙ্ক-কাহিনী প্রবেশের পূর্ব্বে তুমি নৌসেরা ছাড়িয়া চলিয়া যাও, কর্ণেলিয়াকে চিরজীবনের মত ভুলিয়া যাও; আর কখনও এপথে পদার্পণ করিও না।"

এরূপ আদেশ না করিয়া বৃদ্ধা যদি তাঁহাকে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা তৎক্ষণাৎ হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিবার আদেশ প্রদান করিতেন, তাহা হইলেও তিনি এরূপ বিস্মিত, বিচলিত ও ব্যথিত হইতেন না। তিনি কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "এতদিন পর্য্যন্ত আপনি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, দয়া করিয়া আমার একটি কথায় কর্ণপাত করুন; আমি অদূরদর্শী যুবক মাত্র, স্বীকার করি, আমার

সাংসারিক জ্ঞান নাই ; কিন্তু আমার সাহস আছে,উদ্যম আছে, সংসারে প্রতিষ্ঠাস্থাপনের আশাও আছে ! আপনি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইবেন না।”—

নওরোজি এমন স্বরে এত আবেগ ও আন্তরিকতার সহিত এই কথা কয়টী বলিলেন যে, তাহা বৃদ্ধার হৃদয় স্পর্শ করিল ; কিন্তু তিনি বিচলিত হইলেন না। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমাকে এ সকল কথা বলিয়া কোনও ফল নাই। কর্ণেলিয়া আমার কন্যা নহে , তাহার উপর আমার কোনও অধিকার নাই ; তবে আমি তোমার নিকট এই-টুকু অঙ্গীকার করিতে পারি যে, তাহার পিতামাতার কর্ণে তোমার এই বেয়াদপির কথা যাহাতে স্থান না পায়, তাহার ব্যবস্থা করিব। কার্সেটজি যে রকম রাগী, তাহাতে তাহার কাণে একথা উঠিলে সে একটা মহা অনর্থ ঘটাইয়া বসিবে ; সে জন্যই তোমাকে বলিতেছি, সময় থাকিতে তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, নতুবা তোমার ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটিবে।”

নওরোজি উন্মত্তের মত স্খলিত পদে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ; উদ্ভ্রান্ত চিত্তে অট্টালিকা হইতে অবতরণ করিলেন। অট্টালিকার সম্মুখেই পুষ্প কানন ; তাহার পাশ দিয়া তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন ; কিছু দূরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, একটি কামিনী তরু তলে কর্ণেলিয়া দণ্ডায়মান আছে ; তাহার মুখ গম্ভীর, দৃষ্টি স্থির, যেন সে ছবির মত নিস্পন্দ !

নওরোজিকে দেখিয়া কর্ণেলিয়া বলিল, “নওরোজি আমি সকলই শুনিয়াছি !”

নওরোজি নৈরাশ্যবিজড়িত স্বরে বলিলেন, "হাঁ আজ সব শেষ। আমার চাকরী গিয়াছে, আমি এখান হইতে বিতাড়িত হইয়াছি।"

কর্ণেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবে, কোথায় যাইবে?"

নওরোজি বলিলেন, "পরমেশ্বর জানেন, সে সকল কথা আমি চিন্তা করি নাই। এখান হইতে আমার চলিয়া যাইবার অর্থ আমার সকল আশায় অবসান।"

কর্ণেলিয়া একপদ অগ্রসর হইল, সে তাহার সুকোমল করপল্লবে নওরোজির হাত ধরিয়া সস্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এত হতাশ হইতেছ কেন?"

নওরোজি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এখনও আশা! দেখিতেছ না আমাদের মিলনের পথে পর্ব্বত-প্রমাণ বিঘ্ন? বুঝিতেছ না পৃথিবীতে তোমার সহিত আমার মিলনের কোনও সম্ভাবনা নাই। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, আমি কখনও তোমাকে লাভ করিতে পারিব না. ইহার পর আমার অদৃষ্টে কি আছে না আছে, তাহা জানিবার জন্য আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই।"

এবার কর্ণেলিয়া অতি সুকোমল সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে নওরোজির মুখের দিকে চাহিল, তাহার নারী হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রেম সেই দৃষ্টিতে উচ্ছ্সিত হইল। সে গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু যদি তুমি আমার নিকটে একবিন্দু—অতি ক্ষুদ্র এক বিন্দুও আশা পাও, তাহা হইলে তুমি কি করিবে?"

নওরোজি উৎসাহের সহিত বলিলেন, "তাহা হইলে আমি কি করিব? তাহা হইলে আমি না করিতে পারি কি? মানুষের যাহা সাধ্য

আমার তাহা অসাধ্য হইবে না। সহস্র বাধা বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া আমি জয়লাভ করিব, কোন দুষ্কর কর্ম্মসাধনেই আমি নিরুৎসাহ বা পশ্চাৎপদ হইব না। আমি দরিদ্র, অর্থোপার্জ্জন করিয়া আমি সমাজে ধনবান বলিয়া পরিচিত হইব; আমি বংশ-গৌরব হীন, প্রাণপণ চেষ্টায় খ্যাতি উপার্জ্জন করিয়া যশস্বী হইব। তখন বোধ হয় আমি আর তোমার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইব না।"

কর্ণেলিয়া বলিল, "সহিষ্ণুতাই তোমার একমাত্র অবলম্বন।"

নওরোজি বলিলেন, "আমার সহিষ্ণুতারও অভাব নাই; তোমার নিকট একটি আশার কথা পাইলে, পরম সহিষ্ণু চিত্তে আমি জীবনের যুদ্ধে অগ্রসর হইব।"

কর্ণেলিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "যাও, জীবনের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, কখন হতাশ হইও না। বিজয়ী বীরের ন্যায় খ্যাতি লাভ কর; বিপুল ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হও, সমাজ তোমার যশে ও গৌরবে পূর্ণ হউক। আমি তোমার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমার; জীবনে আমি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না।"

নওরোজি অশ্রু-সজল নেত্রে কর্ণেলিয়ার মুখের দিকে প্রেমপূর্ণ সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুণ্ণমনে সেই উদ্যানভবন পরিত্যাগ করিলেন।

তাহার পর দিন হইতে আর কেহ তাঁহাকে নৌসেরায় দেখিতে পায় নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রমণী না পিশাচী ?

নৌসেরা পরিত্যাগ করিয়া নওরোজি বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং সেখানে তিনি স্বাধীনভাবে চিত্রকরের কাজ করিতে লাগিলেন। সে সময় গৃহ-চিত্রকরের সংখ্যা একালের মত এত অধিক ছিল না ; উৎকৃষ্ট গৃহ-চিত্রকর বলিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বোম্বাইয়ের সম্ভ্রান্ত সমাজে তিনি পরিচিত হইয়া উঠিলেন। সুতরাং জীবিকার্জ্জনের জন্য আর তাঁহার কোনও চিন্তা রহিল না। বোম্বাইয়ে আসিয়া তিনি যে বাসা ভাড়া লইয়াছিলেন, তাহার কথা পাঠকগণ পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছেন।

নওরোজির নৌসেরা-ত্যাগের প্রায় তিনমাস পর মেটা সাহেবের বৃদ্ধা ভগিনীর মৃত্যু হয়। পিতৃস্বসার মৃত্যুর পর কর্ণেলিয়া বোম্বাইয়ে চলিয়া আসিল। বোম্বাইয়ে আসিয়া কর্ণেলিয়া কয়েক বার গোপনে নওরোজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। এমন কি, কর্ণেলিয়া নওরোজির বাসায় যাইতেও কুণ্ঠিত হয় নাই ; কিন্তু সে কথা কর্ণেলিয়ার বিশ্বস্ত পরিচারিকা ইস্তু বাই ভিন্ন আর কেহ জানিত না।

কর্ণেলিয়া উপবেশন করিয়া নওরোজিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আমাকে কেমন দেখাইতেছে ?"

নওরোজি মৃদু হাস্যে বলিলেন, "অতি সুন্দর।"

কর্ণেলিয়া বলিল, "ঠাট্টা নয়, তোমার প্রশংসার লোভে আমি একথা জিজ্ঞাসা করি নাই। আমার ছবিখানি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; তুমি বলিয়াছিলে, ছবি শেষ করিবার পূর্ব্বে আমার আর একবার বসিবার দরকার; সেই জন্য আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আমাকে নিরুৎসাহ বা বিমর্ষ দেখাইতেছে কিনা?"

সত্যই কর্ণেলিয়া বড় সুন্দরী; কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যে লালসার ভাব বিজড়িত ছিল না। নববসন্তে কুসুমকুন্তলা বনলতা যেরূপ শোভা ধারণ করে, বর্ষায় কুল-প্লাবিনী তরঙ্গিণীর তরঙ্গ-ভঙ্গে যে সৌন্দর্য্য রাশি উছলিয়া উঠে, শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে সুনীল সরোবরের নির্ম্মল বক্ষে প্রস্ফুটিত কুমুদিনীর সুকোমল দলে যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া ভাবুকের হৃদয় বিমোহিত হয়, উষার অরুণরাগে যে সৌন্দর্য্য সন্দর্শনের আশায় তামসী নিশার অবসানে জীব-জগৎ প্রফুল্ল মনে নয়ন উন্মীলন করে,—কর্ণেলিয়ার মুখের দিকে চাহিলে দর্শকের মনে সেইরূপ সৌন্দর্য্যানুভূতির সঞ্চার হইত। পাঠক এই উপন্যাসের প্রারম্ভ ভাগে আর একটি অতুলনীয়া সুন্দরীর পরিচয় পাইয়াছেন। এমিলিও সুন্দরী। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য যেন ভোগ ও বিলাসের পঙ্কিলতায় সমাচ্ছন্ন। কর্ণেলিয়ার রূপ বিশ্বরূপের সৃষ্টি-মাধুর্য্য প্রকাশ করিত, আর এমিলির রূপ ভোগাভিলাষীকে শৃঙ্খলের ন্যায় পৃথিবীর দিকে টানিয়া রাখিত। কর্ণেলিয়ার রূপে চক্ষু শীতল হইত, এমিলির রূপে চক্ষু ঝলসিয়া যাইত। এমিলির চক্ষে যে তীব্র মাদকতা ছিল, তাহা মানুষকে উন্মত্ত করিতে পারিত; কিন্তু কর্ণেলিয়ার চক্ষে সরলতা, পবিত্রতা ও নারী হৃদয়ের কোমলতা প্রতিবিম্বিত হইত।

সেই মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নওরোজি বলিলেন, "কর্ণেলিয়া আমি যখন তোমার মুখখানি ভাল করিয়া দেখি—তখন আমার অযোগ্যতা ও চিত্রকুশলতার অভাবের কথা স্মরণ করিয়া ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হই ; নিজের দৈন্য বুঝিতে পারি। তুমি এখানে আসিবার পূর্ব্বে আমি তোমার এই ছবিখানি অনেকবার দেখিয়াছি ; কিন্তু এক বারও মনে হয় নাই যে, ইহাতে কোনও খুঁত আছে। এখন তুমি আসিয়াছ, এখন বুঝিতেছি কায়ায় ও ছায়ায় কত প্রভেদ! ছবিখানি এত চেষ্টাতেও নিখুঁত করিতে পারিলাম না!"

নওরোজি যাহাই বলুন, তাঁহার অঙ্কিত কর্ণেলিয়ার এই চিত্রখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল। নবীন চিত্রকরের পক্ষে এরূপ চিত্রাঙ্কণ যথেষ্ট গৌরব ও শ্লাঘার কথা ; কিন্তু তথাপি নওরোজির মন উঠিতেছিল না!

কর্ণেলিয়া হাসিয়া বলিল, "তুমি কেন বৃথা ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছ ? আমার ছবি সত্যই নিখুঁত হইয়াছে।"

নওরোজি বলিলেন, "ছবি কেবল নিখুঁত করিয়া আঁকিতে পারা তেমন গৌরবের কথা নয় ; ভাল ফটোও নিখুঁত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ও তৈলচিত্রে প্রভেদ কি ? আমি তোমার ছবি যথাসাধ্য নিখুঁত করিয়া আঁকিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার চক্ষুর ঐ প্রেমময় চাহনি, তোমার মুখের ঐ প্রীতিপ্রফুল্ল ভাব, তোমার সুকোমল গণ্ডের ঐ লজ্জারুণ আভা জীবন্তবৎ আমার চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে কি ? সেই জন্যই বলিতেছি ছবি ঠিক হয় নাই ; তাই আমার ইচ্ছা হইতেছে, নূতন করিয়া আর একখানি ছবি আঁকি।"

কর্ণেলিয়া বলিল, "তাহার আর সুবিধা হইবে না।"

নওরোজি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুবিধা হইবে না কেন ?"

কর্ণেলিয়া বলিল, "তোমার সহিত আমার এই শেষ সাক্ষাৎ।"

কর্ণেলিয়ার কথায় নওরোজি মর্ম্মাহত ভাবে ক্ষণকাল বসিয়া রহিলেন; তাহার পর কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কর্ণেলিয়া, কোনও কারণে কি তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছ ? কর্ণেলিয়া, আমার কোন্ অপরাধে আমার প্রতি তুমি এইরূপ গুরুতর দণ্ডবিধান করিতেছ ?"

কর্ণেলিয়া ধীর স্বরে বলিল, "না তোমার কোনও অপরাধ নাই। অপরাধের কথা কেন বলিতেছ ? তুমি আমায় ফটো চাহিয়াছিলে, তাহা তোমাকে দিয়াছি। আমার ছবি আঁকিবার সময় কয়েক দিন তোমার সম্মুখে থাকা আবশ্যক বলিয়াছিলে, আমি তোমার সে অনুরোধও রক্ষা করিয়াছি। এজন্য কয়েক বার আমাকে তোমার বাসায় আসিতে হইয়াছে। তুমি কি মনে কর আমার ন্যায় সম্ভ্রান্তবংশীয়া কুমারীর পক্ষে এ ব্যবহার সঙ্গত হইয়াছে ? আমার এই আচরণ লক্ষ্য করিয়া যদি কেহ আমার নিন্দা করে, যদি আমার কলঙ্ক প্রচার করে, তাহার প্রতিবাদে আমার কি বলিবার আছে ? তাহাতে কি আমার পিতামাতার উন্নত মস্তক্ অবনত হইবে না ? এতদ্ভিন্ন আরও একটা কথা আছে। তুমি এত যত্নে আমার যে ছবি আঁকিয়াছ, তাহা কোন্ কাজে লাগিবে ? ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবারও ত তোমার অধিকার নাই; প্রকাশ করিলে কলঙ্কপ্রিয় নিন্দুকের মুখে অনেক অমূলক জনরব শুনিতে পাওয়া যাইবে। স্মরণ রাখিও—প্রচুর পরিমাণে

খ্যাতি ও অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ না হইলে, তুমি যে আমাকে লাভ করিতে পারিবে, সে আশা নাই।"

নওরোজি বলিলেন, "একথা আমার স্মরণ আছে।"

কর্ণেলিয়া বলিল,"স্মরণ রাখিও—তুমি আমার প্রণয়ী একথা ভাবিয়া যেন আমাকে কোনও দিন অনুতপ্ত বা লজ্জিত হইতে না হয়।"

নওরোজি বলিলেন, "আমি তোমার পিতাকে জানি। হয়ত ভবিষ্যতে আমি অর্থে ও গৌরবে তোমাকে বিবাহ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি; কিন্তু আমি সম্ভ্রান্ত বংশজাত নহি। তোমার পিতার আভিজাত্যের অভিমান অত্যন্ত অধিক; তিনি আমার ন্যায় অজ্ঞাত কুলশীল যুবকের হস্তে কোনও দিন কন্যা সম্প্রদান করিবেন, এ আশা স্বপ্নেরও অগোচর।"

কর্ণেলিয়া বলিল, "এখন যদি তুমি এ সকল কথা ভাবিয়া কাতর হও, তাহা হইলে কার্য্যক্ষেত্রে তুমি কিরূপে অগ্রসর হইবে? কোন্ আশায় সহিষ্ণুচিত্তে সহস্র বাধাবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিবে? অগ্রে তুমি আমার পাণিগ্রহণের যোগ্য হও, তাহার পর আমার পিতাকে তোমার অভিপ্রায় জানাইও। তখন যদি তিনি তোমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে, আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে আত্মসমর্পণ করিব,—চিরদিনের জন্য পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিব।"

নওরোজি বলিলেন, "পরমেশ্বর করুন আমি যেন তোমার যোগ্য হইতে পারি। তোমার দেখা না পাইলেও আমি ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইব না। আমি সংসার সমুদ্রে ভাসিয়াছি, কিন্তু স্মরণ রাখিও, এ সমুদ্রে তুমিই আমার ধ্রুব তারা।"

কর্ণেলিয়া হাসিয়া বলিল, "ধ্রুবতারা সংসার সমুদ্রের এই ক্ষুদ্র পোতখানিকে কোনও দিন ভুলিয়া থাকিবে না; তবে সম্প্রতি একটা বড় গণ্ডগোল উপস্থিত। শুনিতেছি দীনসা কাওয়াসজি দস্তুর আমাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন!"

নওরোজি সবিস্ময়ে বলিলেন, "দীনসা কাওয়াসজি দস্তুর? বোম্বাইয়ের মধ্যে তিনি যে একজন প্রধান ধনবান ব্যক্তি!"

কর্ণেলিয়া বলিল, "হাঁ, তিনি খুব টাকার মানুষ; কিন্তু আমি তোমাকে আমার মনের কথা বলিয়াছি। বুঝিতে পারিতেছি বাবা ও মা এ বিবাহের জন্য আমার উপর বড় পীড়াপীড়ি করিবেন; আমি আপত্তি করিলে তাঁহারা আপত্তির কারণ জানিতে চাহিবেন। আমি যে তাঁহাদিগকে কোনও সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই; কারণ দস্তুরের মত পতি লাভ করা পারসী সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্তবংশীয় রূপবতী কুমারীগণের পক্ষেও বড় অহঙ্কার ও গৌরবের বিষয়। দস্তুর সাহেব কেবল যে অসাধারণ ঐশ্বর্য্যবান, ইহাই নহে; তিনি রূপবান, সুশিক্ষিত, সহৃদয়, প্রেমিক ও রসিক পুরুষ; এখন স্বামী লাভে কোন্ যুবতীর অনিচ্ছা? না, পিতা মাতার কাছে আমার কোনও আপত্তি টিকিবে না। সেইজন্য আমি স্থির করিয়াছি, দস্তুর সাহেবকে আমি স্বয়ং সকল কথা খুলিয়া বলিব; আমি বলিব, আমি তাঁহার যোগ্যা নহি; বলিব, আমি মহাপাপিষ্ঠা, অন্যের প্রেমে আমি মুগ্ধা; অন্যের প্রতি অনুরাগে আমার হৃদয় পূর্ণ। অন্যের প্রেমে আসক্তা যুবতীকে কোন্ বুদ্ধিমান যুবক বিবাহ করিতে সম্মত হইবে? আমার বিশ্বাস, আমার একথা শুনিলে দস্তুর স্বয়ং এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন।"

নওরোজি বলিলেন, "কিন্তু দস্তুর বিবাহে অসম্মত হইলেও আর একজন উমেদার জুটিতে কতক্ষণ?"

কর্ণেলিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "সেজন্য তোমার আশঙ্কা নাই।"

নওরোজি বলিলেন, "আমার আশঙ্কা না থাকিতে পারে, কিন্তু তুমি একদিনের জন্যও শান্তি ভোগ করিতে পারিবে না; তোমার পিতার কথার ক্রমাগত প্রতিবাদ করিতে করিতে তোমার জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিবে।"

কর্ণেলিয়া একথার কোনও উত্তর না দিয়া নওরোজির নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় বলিল, "কালই আমি দস্তুরের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

কর্ণেলিয়া প্রস্থান করিবার অল্পকাল পরেই, নওরোজি বাসা হইতে বাহির হইয়া বাজারের দিকে চলিলেন। তখন সন্ধ্যা গাঢ় হইয়াছিল। তিনি একটি আলোকোজ্জ্বল দোকানের সম্মুখ দিয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইয়াছেন,এমন সময় নারীকণ্ঠে কে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল,"নওরোজি সাহেব, নমস্কার!"

নওরোজি থমকিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন, সেই দোকানের সম্মুখে বৃহৎ অশ্বযুগল-সংযোজিত একখানি 'ব্রুহাম' গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া একটি পরমাসুন্দরী যুবতী হাস্যমুখে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে! সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গ বহুমূল্য পরিচ্ছদে আবৃত; উজ্জ্বল হীরকালঙ্কার তাহার কর্ণে, কণ্ঠে, প্রকোষ্ঠে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। সেই অলঙ্কারে ও পরিচ্ছদে রূপসীর রূপপ্রভা যেন শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। গাড়ীখানি মূল্যবান, এবং অশ্বদুটীকে

দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, তাহা কোনও ধনকুবেরের সম্পত্তি। ঘোড়ার সাজ ও কোচম্যান সহিসের পরিচ্ছদের প্রতি পথিকগণের সবিস্ময় দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছিল।

নওরোজি চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর গাড়ীর কাছে আসিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমিলি বিবি! আমি ঠিক ঠাহর করিতে পারি নাই।"

যুবতী খল খল করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি আর এখন এমিলি বিবি নই, আমি এখন 'গুল বাই সাহেবা'!"

ঠিক সেই সময়ে একটি যুবক পাশের সেই দোকান হইতে নামিয়া সেই গাড়ীতে উঠিল; যুবকটি বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইলেও তাহার মুখ খানি প্রায় মর্কটের মুখের মত!—সম্ভ্রান্ত সমাজে এমন কদাকার মূর্ত্তি অত্যন্ত দুর্লভ।

এই মর্কটাকৃতি যুবকটি এমিলির নূতন প্রণয়ী জাহাঙ্গীর জি কামা। যুবকের বয়স—একুশ বাইশ বৎসরের অধিক নহে।

যুবক একবার বক্র কটাক্ষে নওরোজির দিকে চাহিয়া এমিলিকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কে?"

এমিলি বলিল,"উনি আমার একটি বন্ধু, উঁহার নাম নওরোজি।"

জাহাঙ্গীর জি বলিল, "তোমার এই বন্ধুটির নাম যেন আমার পরিচিত বোধ হইতেছে; উনি করেন কি?"

এমিলি বলিল, "উনি চিত্রকর।"

জাহাঙ্গীর জি বলিল, "আপনি আমার পিতা দোরাবজি কামা সাহেবের অট্টালিকা চিত্রিত করিবার ভার পাইয়াছেন না?"

নওরোজি বলিলেন, "হাঁ। আপনি কামা সাহেবের পুত্র ? নমস্কার মহাশয়, সাক্ষাতে বড় সুখী হইলাম।"

জাহাঙ্গীরজি সহৃদয়, সদাপ্রফুল্ল, অমিতব্যয়ী, ও চরিত্রহীন যুবক। এমিলির রূপে মুগ্ধ হইয়া সে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, এ সংবাদ পাঠক অবগত আছেন। ঐশ্বর্য্য লোভে আকৃষ্ট হইয়া এমিলি প্রেমজিকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। এখন সে কিরূপ ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াছে, তাহা সে নওরোজিকে না জানাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। সেই রাত্রেই সে নওরোজিকে তাহার গৃহে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিল।

নওরোজি প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন ; কিন্তু যখন জাহাঙ্গীরজি পর্য্যন্ত অনুরোধ করিল, তখন তিনি অগত্যা নিমন্ত্রণ রক্ষায় সম্মত হইলেন।

যথাসময়ে নওরোজি এমিলির গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জাহাঙ্গীরজি তাহাকে ইন্দ্রপুরীর মত ভবনে বাস করিতে দিয়াছে! এমিলি ব্যগ্রভাবে তাঁহাকে তাহার গৃহসজ্জা ও রত্নালঙ্কারাদি দেখাইতে লাগিল।

সে রাত্রে এমিলি আরও কয়েকটি যুবকের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল : তাহারা আসিতে আরম্ভ করিলে, এমিলি নওরোজিকে একটি কক্ষে বসাইয়া রাখিয়া তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য বারান্দায় চলিল।

নওরোজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেমজিও আসিবে ত ?"

এই প্রশ্নে এমিলির চোখ্ মুখ লাল হইয়া উঠিল ; সে বলিল "এমন হতভাগা ছোট লোককে আমি নিমন্ত্রণ করিনা ; যতদিন তাহার সঙ্গে

ছিলাম, কোনও দিন দুই বেলা আহার জোটে নাই। তাহাকে চির-দিনের জন্য ত্যাগ করিয়াছি।”

নওরোজি বলিলেন, “কিন্তু তাহার সঙ্গে আজ আমার দেখা হইয়াছিল, শুনিলাম সে তিন শত টাকা বেতনের একটি চাকরী পাইয়াছে।”

এমিলি অবজ্ঞাভরে বলিল, ”মিথ্যাবাদী, শঠ! যাহার তিন পয়সা উপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই, তাহাকে মাসিক তিনশত টাকা বেতন দিয়া পুষিবে এমন নির্ব্বোধ কে আছে?—এমন অপদার্থের কথা আপনি আমার কাছে আর বলিবেন না।”

এমিলি নিমন্ত্রিত ভদ্র লোকদের অভ্যর্থনার জন্য চলিয়া গেল।

নওরোজি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, “নারীর প্রেম কি এতই অসার? এতই অল্পস্থায়ী? প্রিয়তমের দুর্ভাগ্যের দিনে যে নারী আত্মসুখের লোভে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হয়, সে রমণী না পিশাচী?”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রভু ও ভৃত্য

প্রেমজি যেদিন জেমসেট্‌জির নিকট মাসিক তিনশত টাকা বেতনের চাকরী লাভ করিল, তাহার পর দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে সে জেমসেট্‌জির আফিসে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

জেমসেট্‌জি অন্যান্য কাজ শেষ করিয়া আফিসে আসিয়া প্রেমজিকে দেখিতে পাইলেন, বলিলেন,"তোমার ত এত সকালে এখানে আসিবার কথা ছিল না।"

প্রেমজি বলিল, "আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এমিলি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।"

জেমসেট্‌জি হাসিয়া বলিলেন, "এই বুঝি তোমার সর্ব্বনাশ? পরমেশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন, তাই তোমার গলগ্রহটা বিনা চেষ্টায় বিদায় হইয়াছে।"

প্রেমজি বলিল, "আপনি অন্যায় কথা বলিতেছেন। আমি তাহাকে ভাল বাসিতাম, একটু আর্থিক সচ্ছলতা হইলেই তাহাকে বিবাহ করিব, এইরূপ আমার অভিপ্রায় ছিল; আমার সুখের সকল আশা বিফল হইয়া গেল।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তোমার নূতন আশা সফল হইবে, তাহার পথ হইল।—কিরূপে সে পলাইল?"

প্রেমজি বলিল, "কাল আপনার নিকট বিদায় লইয়া আমি হোটেলে ফিরিলাম। আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানে এমিলি নাই, টেবিলের উপর একখানি পত্র পড়িয়া আছে; পত্রখানির উপর এমিলির হস্তাক্ষর দেখিয়া তাহা আমি খুলিয়া পড়িলাম; সে লিখিয়াছে,—'প্রেমজি, তোমাকে সত্য কথা বলিতে আর আমার আপত্তি নাই; সত্যই তোমার উপর আমার কিছু মাত্র ভালবাসা বা বিশ্বাস নাই। তোমার সঙ্গে আমার আর এক মূহূর্ত্তও বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। তুমি আমার সহিত সাক্ষাতের আর চেষ্টা করিওনা; মনে করিও, আমি তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি; মনে করিও, জীবনে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তোমার সহিত এতদিন বাস করিয়া যে কি দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে; কিন্তু কাল হইতে আর আমি দরিদ্র থাকিব না; সুসজ্জিত প্রকাণ্ড গৃহে বাস করিব, আমার ইঙ্গিতে কত দাস দাসী পরিচালিত হইবে, কত মূল্যবান সুন্দর অলঙ্কারে আমার এই কোমলাঙ্গ মণ্ডিত হইবে; আমি প্রতিদিন যত অর্থ ব্যয় করিব, সমস্ত জীবনে তুমি তাহা উপার্জ্জন করিতে পারিবে না। তোমার মত চিরদরিদ্রের জীবনসঙ্গিনী হইয়া কোনও লাভ নাই তাহা বুঝিয়াই আজ তোমাকে আমি পরিত্যাগ করিলাম।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "এই পত্র পড়িয়াই বুঝি তোমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল?"

প্রেমজি বলিল, "ইহাতে আমার মনে আঘাত না লাগিবে কেন? এখনও দুই দিন পূর্ণ হয় নাই সে আমার নিকট স্বীকার করিয়াছিল,

আমাকে ভিন্ন সে আর কাহাকেও ভালবাসে না ; আর কাহাকেও ভাল বাসিতে পারিবে না। দুই দিন না যাইতেই সে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিল! আমাকে ত্যাগ করাই যদি তাহার অভিপ্রায় ছিল, তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলিয়া আমাকে ভুলাইয়াছিল কেন? এত অপ্রিয় কঠিন কথা বলিয়াই বা আমাকে মর্ম্মাহত করিবার কি আবশ্যক ছিল? আমি বাসায় ফিরিবার সময় কত আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম আমার ভাল চাকরী হইয়াছে শুনিলে এমিলি কত আনন্দ প্রকাশ করিবে, তাহার নিরাশাপূর্ণ মুখ খানি হাস্যপ্রফুল্ল দেখিয়া আমি কত তৃপ্তি লাভ করিব ; কিন্তু আমার আশার ইন্দ্রধনু দেখিতে দেখিতে শূন্যে মিলাইয়া গেল! জানিতাম না এমিলি এমন কঠিনহৃদয়া।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তোমার হৃদয়বেদনায় আমি দুঃখিত হইলাম। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, প্রণয় জিনিসটাকে তোমরা যে চক্ষে দেখ আমি তাহা হইতে ভিন্ন চক্ষে দেখি ; আমার মনে হয়, উহা যৌবনের চাপল্য মাত্র, যুবক-যুবতীর উদ্দেশ্যহীন খেলা।"

প্রেমজি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আপনি যাহাই মনে করুন, এমিলিকে আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না।"

জেমসেট্‌জি ভ্রুভঙ্গি করিয়া বিরক্তি ভরে বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি? একটা সামান্য স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হইয়া তোমার জীবনের শত উচ্চভিলাষ, ভবিষ্যৎ উন্নতির সকল আশা ত্যাগ করিতে চাও? এমিলি তোমার উন্নতি পথের প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল। দেখিতেছি তোমার কিছুমাত্র আত্ম সম্মান বা আত্মাভিমান নাই। এমিলি ত তোমাকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছে, সে তোমার সহিত বাস করিয়া দারিদ্র্য,

যন্ত্রণা সহ্য করিতে সম্মত নহে; তাহার সঙ্গে দেখা করিলে সে হয় ত তোমাকে এখন চিনিতেই পারিবে না!"

প্রেমজি বলিল, "কিন্তু সে যাহাই লিখুক, আমার বিশ্বাস সে সত্যই আমাকে ভালবাসে, এবং একদিন সে আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "যে যুবতী স্বেচ্ছায় তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের অঙ্গশায়িনী লইয়াছে, সে আবার তোমার কাছে ফিরিয়া আসিবে, তোমাকে ভাল বাসিবে, নিতান্ত পাগল না হইলে তুমি একথা বলিতে না। তাহার কথা মুখাগ্রে আনিতেও যে তোমার লজ্জা হইতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্য! তুমি আমার উপদেশ শুন, তাহার কথা একবারে ভুলিয়া যাও। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, এমিলি তোমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে তোমার কিরূপ সৌভাগ্য লাভের আশা আছে তাহা শুনিলে তুমি আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিবে।"

প্রেমজি বলিল, "আপনি দয়া করিয়া আমাকে তিনশত টাকা বেতনের চাকরী দিয়াছেন, ইহাই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্যের কথা; ইহা অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য লাভের আর কি আশা আছে তাহা জানিনা।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তোমার জন্য আমি যাহা করিয়াছি তাহা অতি যৎসামান্য; আমার সাহায্যে তুমি এরূপ বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে যে, তাহা কল্পনা করিতেও পার না। আমি ধনবান; বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আমার পুত্র কন্যা নাই; যদি তুমি এমিলিকে চিরজীবনের মত বিস্মৃত হও, তাহা হইলে তুমি আমার পুত্রস্থানীয় হইয়া আমার

সকল সম্পত্তির অধিকারী হইবে। বল, তুমি এমিলিকে ভুলিতে পারিবে ?”

প্রেমজি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে জেমসেট্‌জির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আপনার অবাধ্য হই আমার এমন ক্ষমতা নাই, আমি এমিলির চিন্তা ত্যাগ করিলাম।”

জেমসেট্‌জি সস্নেহে বলিলেন,“বৎস, ইহাই ত তোমার যোগ্য কথা। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের জন্য চিরজীবন আমাকে প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। জীবনের যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইয়া আমি জয়লাভ করিয়াছি, বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু তোমাকে সে ভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে না ; তুমি গুণবান যুবক,আমি তোমাকে তোমার গুণের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিব। তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তোমার প্রতি আমার বড় স্নেহ হইয়াছে ; তোমার সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য আমার যতটুকু সাধ্য তাহা করিতে কোন দিন কুণ্ঠিত হইব না। তুমি যে কেবল আমার বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইবে এরূপ নহে ; রূপে, গুণে, বংশমর্য্যাদায়, অর্থ গৌরবে, সুশিক্ষায় এমিলি যাহার পদস্পর্শেরও যোগ্য নহে, এমন যুবতীর সহিত তোমার বিবাহ দিব ; সেই যুবতী এমিলি অপেক্ষা সহস্রগুণে তোমার চিত্ত-বিনোদনে সমর্থ হইবে। কিন্তু একটা প্রতিবন্ধক আছে ; তুমি তোমার জননীর জারজ পুত্র, কিন্তু কোনও প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশের শোণিত যে তোমার দেহে প্রবাহিত হইতেছে না, এ কথা কে বলিবে ? হয়ত এ কথাও সত্য হইতে পারে যে, তুমি কোন ধনাঢ্য পারসীর বিপুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী, তোমার জীবনকাহিনী বিচিত্র রহস্যে পূর্ণ ;

হয়ত তোমার পিতা তাঁহার অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবার জন্য নানা স্থানে তোমার অনুসন্ধান করিতেছেন। অবশ্য এ সকল আমার অনুমান মাত্র, কিন্তু আমার এ অনুমান যে অমূলক নহে, তাহা ক্রমে জানিতে পারিবে।”

প্রেমজি বলিল, “আমাকে এখন কি করিতে হইবে বলুন।”

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তোমার কোনও নির্দ্দিষ্ট চাকরী নাই, আমি তোমাকে যখন যে আদেশ করিব তাহাই তোমাকে পালন করিতে হইবে ; কেবল তাহাই নহে, আমার হস্তে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। আমি যাহা করিতে বলিব, তাহা যতই অসম্ভব হউক, কোন প্রশ্ন না করিয়া অন্ধভাবে তাহা পালন করিবে, কোনও আপত্তি করিবে না।”

প্রেমজি বলিল, “আপনি আমার পিতৃস্থানীয়, আপনার প্রত্যেক আদেশ আমার নিকট অলঙ্ঘনীয় ; আমি আপনার সকল আদেশই তাহা যতই অন্যায় হউক—নত শিরে পালন করিব। যদি আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহা হইলে আর পরিত্যাগ করিবেন না।”

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আমি এক কথার মানুষ ; যাহা বলি তাহা করি। তোমার সঙ্গে আরও অনেক গুরুতর কথা আছে, ক্রমে সে সকল কথা হইবে। এখানে আপাততঃ আমার কিছু কাজ আছে, তাহা শেষ করিয়া তোমাকে আমার একটি বন্ধুর নিকট লইয়া যাইব ; যে যুবতীর সহিত তোমার বিবাহদানের সংকল্প করিয়াছি, সেখানে তাহাকে তুমি দেখিতে পাইবে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, তোমার জীবন নাটকের নূতন অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জহরতের দোকান

বোম্বাই সহরে লালুভাই মতিওয়ালা একজন জহরী, তাহার জহরতের দোকান বোম্বাই অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষ সমাজে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। পারসী ধন কুবেরেরা বাপুভাইয়ের যথেষ্ট পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতেন; সম্ভ্রান্ত পারসী মহিলাগণ স্বয়ং সেই দোকানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পছন্দ মত অলঙ্কারের বায়না দিয়া আসিতেন। হ্যামিণ্টনের বাড়ীর অলঙ্কার যেমন কলিকাতা অঞ্চলের অনেক বাড়ীর সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষের অহঙ্কারের বিষয়, সেইরূপ বাপুভাই মতিওয়ালার দোকানের অলঙ্কার সম্ভ্রান্ত পারসী মহিলাগণের অহঙ্কারের বিষয় ছিল। বাপুভাই নগদ মূল্য না পাইলেও অনেক সময় অনেক রূপসী পারসী মহিলাকে অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিত, এবং টাকা কড়ি ধার দিত। কিন্তু যিনি একবার তাঁহার ঋণজালে জড়িত হইতেন, তাঁহার আর উদ্ধারের আশা থাকিত না; এমন কি, এইরূপ ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া অনেক সুন্দরীকে অনেক সময় নানারূপ অন্যায় কার্য্যেরও প্রশ্রয় দিতে হইত।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা যে দিনের কথা বলিয়াছি, সেই দিন অপরাহ্নে জেমসেট্‌জি প্রেমজিকে সঙ্গে লইয়া অদূরবর্ত্তী একটি হোটেলে জলযোগ শেষ করিয়া বাপুভাই মতিওয়ালার দোকানে উপস্থিত হইলেন।

বাপুভাইয়ের দোকান খানি দেখিলে ইন্দ্রালয় বলিয়া ভ্রম জন্মে। এই দোকানের কক্ষে কক্ষে পারস্য দেশোৎপন্ন অতি সুদৃশ্য মূল্যবান গালিচা প্রসারিত, এবং প্রাচীরে উজ্জ্বল ও সুদৃশ্য ফ্রেমে আবদ্ধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুন্দর ছবি; মেহগ্নি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত অতি সুন্দর "সো-কেস" গুলির ভিতর সহস্র সহস্র মুদ্রা মূল্যের হীরক জহরতাদির অলঙ্কার স্তরে স্তরে সজ্জিত!

জেমসেট্‌জি স্ফটিকনির্ম্মিত দরজা ঠেলিয়া দোকানে প্রবেশ করিলেন। প্রেমজি তাঁহার অনুসরণ করিল।

'সো-রুমে' প্রবেশ করিয়া প্রেমজি কিছু হতভম্ব হইয়া পড়িল! সেই মহামূল্য বৈচিত্র্যপূর্ণ বহু অলঙ্কার-সমাকীর্ণ অট্টালিকায় বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় উজ্জ্বলরূপিনী বিচিত্র বেশধারিণী সম্ভ্রান্তবংশীয়া রূপসীর দল কক্ষের বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাবিধ রত্নালঙ্কার পরীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের রূপের আভায় কক্ষটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল; যেন সরোবরে সোনার কমল ফুটিয়া চারিদিক আলো করিয়া রাখিয়াছে। প্রেমজি দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, অগ্রসর হইতে তাহার সাহস হইল না। জেমসেট্‌জি তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "সঙ্কোচ ত্যাগ কর; যে কুবের-কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিব বলিয়াছি, তাহাকে এখানেই দেখিতে পাইবে।"

প্রেমজি সসঙ্কোচে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রেমজি নবীন যুবক, তাহার উপর অত্যন্ত রূপবান; এমন কি, এমন রূপবান যুবক সম্ভ্রান্ত পারসী সমাজেও অধিক ছিল না, সুতরাং মহিলা-

গণের দৃষ্টি সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল; তাঁহাদের কলকণ্ঠের গুঞ্জন থামিয়া গেল; সকলেই বিস্ময়বিমুগ্ধ ভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। লজ্জায় প্রেমজির মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে কোন কোন যুবতীর মুখের দিকে দুই একবার চাহিয়াই দৃষ্টি অবনত করিল। প্রেমজির এই ভাব দেখিয়া জেমসেট্‌জি অনুচ্চস্বরে তাহাকে বলিলেন, "তুমি কি কখনও ভদ্র সমাজের মহিলাগণের সম্মুখে যাও নাই? তোমার এত ভয় হইতেছে কেন? তোমার ঠিক দক্ষিণে যে যুবতী দাড়াইয়া আছে, তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখ; এই যুবতীই তোমার ভাবী পত্নী।"

জেমসেট্‌জি যে যুবতীর কথা বলিলেন. সে তখন তাহার সম্মুখস্থ একটি 'সো কেসে'র উপর হইতে চক্ষু ফিরাইয়া বক্রদৃষ্টিতে ঘন ঘন প্রেমজিকে দেখিতেছিল। তাহার বয়স আঠার উনিশ বৎসর হইতে পারে। যুবতী সুন্দরী, কিন্তু জেমসেট্‌জি তাহার রূপের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, যুবতী তত সুন্দরী নহে; তবে তাহার পরিচ্ছদের ও অলঙ্কারের যেরূপ পারিপাট্য ছিল, তাহাতে হঠাৎ দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত সুন্দরী বলিয়াই মনে হইত।

জেমসেট্‌জির নির্দ্দেশানুসারে প্রেমজি সেই যুবতীর দিকে চাহিবা-মাত্র পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হইল, মুহূর্ত্তের জন্য উভয়েরই হৃদয় কম্পিত হইল। প্রেমজির মনে হইল, এমন রূপসী জীবনে সে অধিক দেখে নাই। যুবতীও তাহার মানসিক চাঞ্চল্য গোপনের জন্য অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

জেমসেট্‌জি প্রেমজিকে লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেই কক্ষের অপর

প্রান্তে উপস্থিত হইলেন ; নিকটে কেহ নাই দেখিয়া তিনি প্রেমজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলে ?"

প্রেমজি উৎসাহের সহিত সহাস্যে বলিল, "অতি চমৎকার !"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "কেবল রূপেই চমৎকার নয়—অর্থেও চমৎকার ! উহার পিতার লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি, আর এই যুবতী তাহার পিতার একমাত্র কন্যা।"

প্রেমজি বলিল, "যদি তাঁহার পিতার এক পয়সারও সম্পত্তি না থাকিত, তাহা হইলেও আমি এই যুবতীর প্রেমাকাঙ্ক্ষায় তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইতে পারিতাম। উঁহার নাম কি ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "উহার নাম নাথুরা বাই।"

প্রেমজি দূরে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে নাথুরাকে দেখিতে লাগিল ; সে ভাবিয়াছিল তাহার এই সতৃষ্ণ দৃষ্টি কেহই দেখিতে পায় নাই, কিন্তু ইহা তাহার ভ্রম ; সেই কক্ষের বিভিন্ন অংশের প্রাচীরে যে সকল সুবৃহৎ দর্পণ বিলম্বিত ছিল, সেই সকল দর্পণের সহায়তায় নাথুরা বাই প্রেমজির প্রত্যেক অঙ্গ ভঙ্গি ও মুখভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছিল।

ইতিমধ্যে পাশের একটী স্ফটিকময় দ্বার খুলিয়া জহরী বাপুভাই মতিওয়ালা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, জেমসেট্‌জিকে সম্মুখে দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনি কখন আসিয়াছেন ? আমার জন্য বোধ হয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন ; আমি একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। এই যুবকটী বোধ হয় আপনার সঙ্গী ? আপনারা আসুন, আমার আফিস-ঘরে চলুন।"

জহরী বাপুভাই মতিওয়ালা জেমসেট্‌জি ও প্রেমজিকে সঙ্গে লইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ-করিল।

জেমসেট্‌জি বাপুভাইকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অল্পদিনের মধ্যে সার কার্সেটজি মেটার স্ত্রী কোনও অলঙ্কার কিনিয়াছেন কি?"

বাপুভাই বলিল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি হিসাব দেখিয়া বলিতেছি।"

বাপুভাই একখানি জমাখরচের খাতা খুলিয়া বলিল, "দশ দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার কন্যার জন্য দুই হাজার টাকা মূল্যের একছড়া নেক্‌লেস্ লইয়া গিয়াছেন।"

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার নিকট কত টাকা বাকী আছে?"

বাপুভাই বলিল, "পূর্ব্বের হিসাবে তাঁহার নিকট তিন হাজার টাকা পাইতাম। মেটা সাহেব একদিন সন্ধান লইয়াছিলেন, আমাদের কাছে তাঁহার স্ত্রীর কোন দেনা আছে কি না; তাঁহার স্ত্রীর নিকট আমরা তিন হাজার টাকা পাইব শুনিয়া তিনি রাগ করিয়া বলিলেন, তাঁহার স্ত্রীর কোনও দেনার জন্য তিনি দায়ী নহেন। তাহার পর হইতে আর দেনায় তাহাকে কোনও অলঙ্কার দেওয়া হয় না; কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে সে দিন ঐ দু'হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছি।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "মেটাসাহেবের স্ত্রী যখন যে জিনিস চাহিবেন, তাহাই তাঁহাকে দিবে, কিন্তু ঘন ঘন টাকার তাগাদা করিতে ভুলিবে না। ইতিমধ্যে কোন নূতন ক্রেতা জুটিয়াছে?"

বাপুভাই বলিল, "হাঁ একটী নূতন ক্রেতা পাইয়াছি, সুবিখ্যাত ধনী দোরাবজি কামার পুত্র জাহাঙ্গীরজি কামা—সেদিন আড়াই হাজার টাকা মূল্যের এক সেঠ ব্রেস্‌লেট্ লইয়া গিয়াছে; টাকা এখনও পাই নাই। জাহাঙ্গীরজির সঙ্গে একটি যুবতী ছিল, শুনিলাম তাহার নাম গুলবাই, তাহার জন্যই এই ব্রেস্‌লেট্।"

জেমসেটজি বলিলেন, "এই ছোকরাটা আমার বড় শত্রু, তাহাকে জব্দ করিবার একটী ফন্দী বাহির করিতে হইবে।"

বাপুভাই বলিল, "ছুঁড়ীটাকে লইয়া জাহাঙ্গীরজি যেরূপ মত্ত হইয়া উঠিয়াছে দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইল সে তাহার জন্য সকল রকম দুষ্কার্য্যই করিতে পারে। তাহার টাকার বড় দরকার—অথচ পিতা বর্ত্তমান; তাহার ইচ্ছানুযায়ী টাকা হাতে পাইবার উপায় নাই। সে আমার কাছে কিছু টাকা কর্জ্জ চাহিতেছিল। আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে সে যখন যে টাকা চাহিবে তাহাই তাহাকে দেওয়া যাউক; তাহার পর যখন তাহার ঋণের পরিমাণ অনেক অধিক হইবে, তখন কোন রকম করিয়া যদি তাহার নিকট হইতে অন্যের নাম জাল করা দুই একখানি হ্যাণ্ডনোট বাহির করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেই আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "এরূপ ফন্দী করিলে তাহাকে বিপন্ন করিতে পারা যাইবে কি অন্য কোনও উপায় আছে তাহা ভাবিয়া দেখিব। তোমাকে আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে, রমলা বাই জিজিভাইয়ের নিকট তুমি কত টাকা পাইবে?"

বাপুভাই বলিল, "অনেক টাকা। একমাসের মধ্যে তিনি প্রায় আট

দশ হাজার টাকার অলঙ্কার লইয়াছেন ; তাঁহারা স্বামী ফজল ভাই জিজিভাইয়ের নিকট আমি টাকার কথা বলি নাই ; আমার বিশ্বাস, তাঁহার নিকট এ টাকা চাহিলেই পাওয়া যাইবে।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটিকে হাতে পাইলে, আমাদের কিছু সুবিধা হইতে পারে ; ইহার নিকট ঘন ঘন টাকার তাগাদা করিবে।"

বাপুভাই বলিল, "গত সপ্তাহে রমলাবাই সাহেবা আমাদের অনেক টাকা দিয়াছেন ; আবার ইহার মধ্যেই টাকার তাগাদা করিলে খরিদদারটি হাত ছাড়া হইবে না ত ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "সেজন্য তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে না ; ক্ষতিগ্রস্ত হইবারও ভয় নাই। রমলা বাই সাহেবার নামে যে সকল বিল আছে তন্মধ্যে পুরাতন বিলখানি কত টাকার ?"

বাপুভাই পকেট বই খুলিয়া হিসাব দেখিয়া বলিল, "অধিক নয়, আড়াই হাজার টাকা।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "উত্তম কথা ; এই বিলখানি লইয়া কাল বেলা তিনটার সময় তাঁহার নিকট তাগাদায় যাইবে। সে সময় রমলা বাই পেষ্টনজি সাপুরজির সহিত আলাপে ব্যস্ত থাকিবেন, সুতরাং চাকর তোমাকে অপেক্ষা করিতে বলিবে ; কিন্তু তুমি বাধা না মানিয়া একেবারে রমলা বাইসাহেবার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, এবং কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সাপুরজির সম্মুখেই সেই বিলখানি রমলা বাই সাহেবাকে দিয়া বলিবে 'আমার টাকার বিশেষ আবশ্যক। এ অনেক দিনের বিল, আজই আমাকে টাকা দিতে হইবে'।"

বাপু ভাই বলিল, "আর যদি তিনি চাকর ডাকিয়া আমার ঘাড় ধরিয়া আমাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দেন ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "সে সম্ভাবনা আছে বলিয়াই চাকর না পাঠাইয়া তোমাকে স্বয়ং যাইতে বলিতেছি ; কিন্তু ভয় করিও না ; তুমি স্পষ্ট বলিবে, 'আজ টাকা না পাইলে এই বিল লইয়া আপনার স্বামীর নিকট যাইব'।"

বাপুভাই ভগ্নোৎসাহ হইয়া বলিল, "কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি করা কি ভাল হইবে ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "ইহাতে আমাদের একটা গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ; তোমাকে টাকার জন্য এরূপ পীড়াপীড়ি করিতে দেখিয়া পেষ্টনজি সাপুরজি তাঁহার পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া সবেগে তোমার সম্মুখে নিক্ষেপ করিবেন, এবং তোমাকে বলিবেন, 'তোমার প্রাপ্য টাকা এই ব্যাগে পাইবে, তাহা লইয়া তুমি দূর হও'।"

বাপুভাই বিস্ময় দমন করিতে পারিল না, সে বলিল, "আমি কি টাকা গুলা লইয়াই চলিয়া আসিব ?"

জেমসেট্‌জি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ চলিয়া আসিবে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এই মর্ম্মে একখানি রসীদ লিখিয়া দিয়া আসিবে, 'আমি অমুকের নিকট অলঙ্কারের মূল্য বাবদ একখানি বিলের হিসাবে আড়াই হাজার টাকা মাননীয় পেষ্টনজি সাপুরজি মহাশয়ের নিকট পাইয়া এই রসীদ লিখিয়া দিলাম।'—কালি কলম সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুলিও না।"

বাপুভাই বলিল, "এরূপ করিবার কোনও মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "পরে মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে, এখন আমার উপদেশে কাজ করিয়া যাও; আপাততঃ তুমি এইটুকু জানিয়া রাখ কোন কোন বিষয়ে রমলা বাই সাহেবের সহায়তা লাভ আমাদের একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমি তাহার গতিবিধির প্রতি অনেক দিন হইতেই দৃষ্টি রাখিয়াছি; অনেকে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কলঙ্কের কথা বলে বটে, কিন্তু সে সকল নিতাই জনরব মাত্র। আবশ্যক হইলে আমি প্রমাণ করিতে চাই যে, এসকল জনরবের মূলে সত্য আছে।"

বাপুভাই বলিল, "আমি আপনার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিব, কিন্তু দেখিতেছি এরূপ ব্যবহারে অনেক গুলি খরিদদার আমার হাত-ছাড়া হইবে।"

বাপুভাইয়ের কথা শেষ হইতে না হইতে দোকানের মধ্যে হঠাৎ গোলমাল হওয়ায় বাপুভাই ব্যস্ত ভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, জাহাঙ্গীরজি কামা ক্রুদ্ধভাবে অত্যন্ত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে; তাহার পশ্চাতে সুন্দরী গুলবাই, অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা এমিলি!

জাহাঙ্গীরজি বাপুভাইকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "দোকানে আসিয়া দুই ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হয়, এ বড় অন্যায়! চাকর গুলাও অত্যন্ত বেয়াদব; ক্রমাগত বলিতেছি তোমাদের মনিবকে খবর দাও, কিন্তু কথা তাহাদের গ্রাহ্যই হয় না!"

বাপুভাই বলিল, "আমি একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম, কি দরকার? কোনও অলঙ্কারের আবশ্যক থাকিলে এতক্ষণ তাহা পছন্দও করিতে পারিতেন।"

জাহাঙ্গীরজি জিজ্ঞাসা করিল, "হীরা বসান চুড়ি কত দামের মত আছে দেখাও।"

প্রেমজি 'সো রুমে' প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এমিলিকে দেখিতে পাইল; তাহাকে দেখিয়া দুঃখে ও ক্রোধে এবং নিদারুণ অন্তর্যাতনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। হঠাৎ তাহার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র এমিলি তৎক্ষণাৎ শিহরিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল; সেই কক্ষে যেন তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের উপযুক্ত বায়ুর হঠাৎ অভাব হইয়া উঠিয়াছে, এই ভাবে সে হাঁপাইতে লাগিল।

বুদ্ধিমান জেমসেট্‌জি তৎক্ষণাৎ সকলই বুঝিতে পারিলেন। প্রেমজি পাছে আত্মসংবরণে অসমর্থ হয় এই ভয়ে জেমসেট্‌জি আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া প্রেমজির হাত ধরিয়া দোকানের বাহিরে আসিলেন।

পথে আসিয়া জেমসেট্‌জি প্রেমজিকে বলিলেন, "কেমন, আমার কথা ঠিক ত?"

প্রেমজি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছি। যেমন করিয়া হউক আমাকে ধনবান হইতেই হইবে; এজন্য আপনি আমাকে যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। যদি আমাকে অধঃপতনের শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে হয়, তাহাতেও আমি আপত্তি করিব না। আজ আমি যে অপমান ও অন্তর্যাতনা সহ্য করিয়াছি জীবনে তাহা বিস্মৃত হইব না।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আজ তোমার ক্রোধ হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় তোমাকে এত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখিতেছি।"

প্রেমাজ বলিল, "কালে আমার ক্রোধ দূর হইতে পারে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তাহা হইলে স্মরণ রাখিও, আজ তোমার পুরাতন জীবনের অবসান, কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমার নূতন জীবনের আরম্ভ হইবে। স্মরণ রাখিও, আজ রজনীর অবসানের সঙ্গে তোমার স্বাধীনতার দীপ চিরনির্ব্বাপিত হইবে, তোমাকে আমার ক্রীত দাসের স্থান অধিকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তুমি যাহা পাইবে, সমস্ত জীবন প্রাণপণ পরিশ্রম করিলেও তাহা পাইবে না। কাল আমার বন্ধু ডাক্তার লালুভাই তোমাকে সুবিখ্যাত ধনপতি মাণিকজি ফ্রামজির সহিত পরিচিত করিয়া দিবেন, এবং তিন মাসের মধ্যে নাথুরার সহিত তোমার বিবাহ হইবে ; কেবল তাহাই নহে, হয়ত একদিন তুমি এই প্রদেশের একজন সর্ব্বপ্রধান ধনাঢ্য ব্যক্তির অগাধ সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইতে পার ! কিন্তু ধীরে—বৎস, ধীরে।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নূতন রহস্য

কর্ণেলিয়া তাহার প্রণয়ী নওরোজিকে বলিয়াছিল, সে স্বয়ং দীনসা কাওয়াসজি দস্তুরকে তাহাদের বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিবার জন্য অনুরোধ করিবে ; কিন্তু গৃহে ফিরিয়া সকল দিক ভাবিয়া সে বুঝিতে পারিল, কাজটী সে প্রথমে যত সহজ মনে করিয়াছিল, তাহা তত সহজ নহে ; যিনি তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি তাহার পিতামাতার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বিবাহ-ভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপন করা তাহার পক্ষে সহজ নহে।

সেদিন রাত্রে তাহার নিদ্রা হইল না, সমস্ত রাত্রি নিদারুণ দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল। প্রভাতে উঠিয়া কর্ণেলিয়া অত্যন্ত অবসাদ অনুভব করিতে লাগিল ; তাহার মুখমণ্ডলে ক্লান্তি ও বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল ; কিন্তু সে তাহার মনের অসচ্ছন্দতার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। অনেক চিন্তার পর সে দস্তুর সাহেবকে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাকে তাহার মনোভাব জ্ঞাপন করাই সঙ্গত মনে করিল। সে পত্র লিখিতে বসিয়াছে, এমন সময় দেউড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল, দুইটী সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ ওয়েলার সংযোজিত একখান ব্রুহাম গাড়ী তাহাদের দেউড়ীতে প্রবেশ করিতেছে ; আর

পত্র লেখা হইল না। ইহা যে দস্তর সাহেবের গাড়ী, তাহা কর্ণেলিয়ার অজ্ঞাত ছিল না।

গাড়ী দেখিয়া কর্ণেলিয়ার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল; সে সাগ্রহে দস্তর সাহেবের আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, পরমেশ্বর তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন।

কর্ণেলিয়া তাহার বিশ্বস্তা পরিচারিকা ইস্মুবাইকে ডাকিয়া বলিল, "মা এখনও তাঁহার ঘর হইতে বাহির হন নাই, এখন দুইটা বাজিয়াছে মাত্র; তিনটার পূর্ব্বে তিনি বাহির হইবেন না। বাবা লাইব্রেরীতে আছেন, দস্তর সাহেব তাঁহাকে সংবাদ দিতে না বলিলে এখন কেহই তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করিবে না। এই অবসরে আমি দস্তর সাহেবকে দুই একটা গোপনীয় কথা বলিতে চাই; তিনি বাবাকে কি মাকে তাঁহার আগমন সংবাদ জানাইবার পূর্ব্বেই তুই তাঁহার নিকট গিয়া বল্, আমি তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করিব।"

ইস্মুবাই কর্ণেলিয়ার মনের কথা সকলই জানিত, সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। কর্ণেলিয়া বারান্দায় আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল।

দীনসা কাওয়াস জি দস্তর বোম্বাই সহরের ধনপতি সমাজে কেবল যে মহা সম্মানিত ব্যক্তি, তাহাই নহে। বিদ্বৎ সমাজেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি। তাঁহার বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হইলেও বয়স পাঁয়ত্রিশের অধিক হয় নাই; তিনি মিষ্টভাষী, সুরসিক, বিজ্ঞান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুবক্তা। তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ, মুখখানি সদা প্রসন্ন এবং চক্ষু দুটি প্রতিভার আলোকে প্রদীপ্ত। দস্তর সাহেব

রাজনৈতিক গণ্ডগোলে মিশিতে ভাল বাসিতেন না; তিনি সাহসী, মিতভাষী ও উদার প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। মহিলা সমাজেও তাঁহার বড় সমাদর ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ইউরোপ আমেরিকা ও এসিয়া খণ্ডের বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া জনসমাজ ও ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হন, কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য সার দীনসা নসরণজি দস্তর অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকেই তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

কর্ণেলিয়ার পরিচারিকা ইস্‌বাই দস্তর সাহেবকে কর্ণেলিয়ার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি ঈষৎ বিস্মিত হইলেন; কারণ, কর্ণেলিয়া কোনও দিন তাঁহার সহিত এভাবে সাক্ষাতের অভিপ্রায় প্রকাশ করে নাই। তিনি মার্ব্বেল বিনির্ম্মিত শুভ্র সুবিস্তৃত সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে পদার্পণ করিবামাত্র লজ্জাবনতমুখী কর্ণেলিয়াকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিলেন। কর্ণেলিয়া মস্তক ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া তাঁহার অভিবাদন করিল; এবং ঈষৎ উদ্বেগকম্পিত স্বরে বলিল, "আপনাকে আমার গোপনে দুই একটি কথা বলিবার আছে।"

দস্তর সাহেব মৃদু হাস্যে বলিলেন, "কর্ণেলিয়া, তোমার সকল কথা শুনিবার জন্য আমি প্রস্তুত আছি।"

কর্ণেলিয়া একজন ভৃত্যকে ড্রয়িং রুমের দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া দস্তরের সঙ্গে ধীরে ধীরে সেই কক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইল।—দস্তর সাহেব ড্রয়িং রুমে একখানা চেয়ারে বসিলেন; কিন্তু কর্ণেলিয়া না বসিয়া টেবিলের উপর দুইহাতের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া

নিম্নস্বরে বলিল, "আজ এই নির্জ্জন কক্ষে একাকী আপনার সম্মুখে আসিয়াছি ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছেন, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কতদুর প্রগাঢ়।"

দস্তর সাহেব একথার কোন উত্তর না দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কর্ণেলিয়া না জানি কি কথা বলিবে!—ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কর্ণেলিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আমার পিতা মাতা উভয়েরই সহিত আপনি ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত;—সুতরাং তাঁহাদের উভয়ের মনোমালিন্যের কথা আপনার অজ্ঞাত নহে। পিতামাতা উভয়েই বর্ত্তমান থাকিলেও ভাগ্য দোষে আমার অবস্থা পিতৃ মাতৃহীনা অনাথার অবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে।"

আবার একটু থামিয়া কর্ণেলিয়া বলিতে লাগিল, "কিন্তু এবিষয়ের আলোচনার জন্য আমি আপনাকে এখানে লইয়া আসি নাই, আপনার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে।"—কর্ণেলিয়া হঠাৎ নীরব হইল।

দস্তর সাহেব সদয় ভাবে বলিলেন, "কর্ণেলিয়া, তুমি বোধ হয় আমাকে তোমার মনের কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছ; তোমার যাহা বলিবার আছে, অসঙ্কোচে বলিতে পার।"—দস্তর সাহেবের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল।

কর্ণেলিয়া বলিল, "আজ আমি আপনার নিকট একটী অনুগ্রহ ভিক্ষা চাহিতেছি। আপনি আমাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন, এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন; কিন্তু আমার পিতা মাতা যেন বুঝিতে পারেন আপনি স্বেচ্ছা ক্রমেই এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিতেছেন।"

এবার দস্তর সাহেবের বিস্ময় দমন করা অসম্ভব হইল; তিনি

আবেগ কম্পিতস্বরে বলিলেন, "কর্ণেলিয়া!"—তাঁহার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ও অন্তর্বেদনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল।

কর্ণেলিয়া তাঁহাকে আর কোনও কথা বলিবার অবসর না দিয়াই বলিল, "হাঁ, আমাকে এ অনুগ্রহ করিতেই হইবে। আমি জানি ইহাতে আপনার কোনও ক্ষতি হইবেনা। আমাদের উভয়ের হৃদয়ে এমন কোনও বন্ধন নাই, যাহা ছিন্ন করিতে আপনার মনে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হইতে পারে। পারসী সমাজে আমার অপেক্ষা রূপবতী ও গুণবতী বিবাহযোগ্যা কুমারীর অভাব নাই। তাহাদের কাহাকেও বিবাহ করিলে, বোধ করি আপনার সুখ শান্তির অভাব হইবে না।"

দস্তর সাহেব ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিলেন, "আমার ব্যবহার দেখিয়া যদি তুমি মনে করিয়া থাক তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র স্নেহ নাই, তাহা হইলে, আমাকে স্বীকার করিতে হইবে তুমি ভ্রমে পড়িয়াছ; এবং আমার প্রতি তুমি অবিচার করিতেছ। আমি চপলমতি বালক নহি, কোনও গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সকলদিক বিবেচনা করিয়া দেখিবার আমার বয়স হইয়াছে; নারী চরিত্রেও আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়াই যে আমি তোমাকে বিবাহের সঙ্কল্প করিয়াছি এরূপ নহে; আমি তোমার হৃদয়ের, তোমার বুদ্ধির, তোমার চরিত্র মাধুর্য্যের পরিচয় পাইয়াছি। তোমাকে বিবাহ করিলে আমার জীবন সুখে ও শান্তিতে কাটিবে, আমার এরূপ বিশ্বাস না থাকিলে আমি তোমার পাণিগ্রহণে উদ্যত হইতাম না।"

কর্ণেলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাতে বাধা দিয়া দস্তর সাহেব বলিলেন, "তুমি কি কোনও কারণে আমার প্রতি

অসন্তুষ্ট হইয়াছ? যাহাতে তোমার মনে বিরাগ জন্মে, আমি জ্ঞাতসারে এমন কোনও কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।"

দস্তুর সাহেবের এই কথা গুলিতে এমন অব্যক্ত বেদনা ও নিরাশা ধ্বনিত হইতেছিল, যে তাহা কর্ণেলিয়া করুণ হৃদয় ব্যথিত করিয়া তুলিল। কর্ণেলিয়া কাতর ভাবে বলিল "আপনার কোন কার্য্যে, আপনার কোন ব্যবহারে আমি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হই নাই; আপনি যে কাহারও মনে বেদনা দিতে পারেন, এ বিশ্বাসও আমার নাই। আপনি আমার প্রতি যেরূপ সদয় তাহা আমি বুঝিতে পারি। আপনাকে পতিরূপে লাভ করা যে কোন রমণীর পক্ষে সুখের ও গৌরবের কথা।"

হঠাৎ কর্ণেলিয়ার কথা বাধিয়া গেল, নয়নের অশ্রু বাধা না মানিয়া তাহার প্রস্ফুটিত শতদল তুল্য লোহিতাভ সুকোমল গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। দস্তুর সাহেবের বিস্ময় আশঙ্কায় পরিণত হইল। এই নবীনা যুবতীর হৃদয়ের নিভৃত অন্তরালে কোন্ গুপ্ত সঙ্কল্প, কি নিগূঢ় রহস্য লুক্কায়িত আছে, এই অশ্রুর আবরণ ভেদ করিয়া তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে তোমার আশা পরিত্যাগ করিতে কেন অনুরোধ করিতেছ, তাহা কি আমি জানিতে পারি না?"

এইবার কঠিন সমস্যা উপস্থিত! কিন্তু আর সঙ্কোচের সময় নাই, সত্য কথা প্রকাশ করিতেই হইবে। কর্ণেলিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কারণ, আমি আপনার যোগ্য নহি, আমি অন্যকে ভালবাসি।"

কর্ণেলিয়ার এই শেষ কথায় তাঁহার সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি বসিয়াছিলেন, সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার সুগোল মুখমণ্ডল এক মুহূর্ত্তে আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার সেই উত্তেজিত ভাব অপগত হইল, তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল, নির্ব্বাক ভাবে তিনি কর্ণেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু তাঁহার এইরূপ ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়াও কর্ণেলিয়া নিরস্ত হইল না, বিন্দু মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ আমি আর একজনকে ভাল বাসিয়াছি। যাঁহাকে আমি হৃদয় সমর্পণ করিয়াছি আমার পিতা মাতার সহিত তাঁহার পরিচয় নাই। তিনি তাঁহাদের পরিচয়ের যোগ্য ব্যক্তি নহেন, কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতেছি—এই যুবকই আমার প্রাণেশ্বর। আমার এ কথা শুনিয়া আপনি আমার উপর বিরক্ত হইবেন না; আপনার সহিত আমার পরিচয় হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই সেই যুবককে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি। আমার এই প্রিয়তম, আমার এই প্রাণের দেবতা ঐশ্বর্য্যে বা পদগৌরবে আপনার ছায়া স্পর্শেরও যোগ্য নহেন। আপনি যে সমাজের চূড়ায় উপবিষ্ট আছেন, তিনি তাহার সোপান-প্রান্তে এখন ধূলায় লুটাইতেছেন। আপনি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব, ধনাঢ্য ব্যক্তি; তিনি দরিদ্র শ্রমজীবি মাত্র; আপনি লক্ষপতি, আর তাঁহাকে জীবিকার জন্য প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়! কিন্তু আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি, প্রতিভার অরুণকিরণে তাঁহার ললাট দীপ্যমান, তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভালোকে একদিন ভারতের আকাশ পূর্ণ হইবে।"

প্রেমবিহ্বলা, সরলহৃদয়া, উত্তেজিতা কর্ণেলিয়া, আপনা-ভুলিয়া যখন এই ভাবে অসঙ্কোচে তাহার মনের কথা বলিতে লাগিল, তখন তাহার সৌন্দর্য্য যেন শত গুণ বাড়িয়া উঠিল! নিজের কথা ভুলিয়া, সংসারের সুখ দুঃখ ও আনন্দ বিষাদ বিস্মৃত হইয়া দস্তর সাহেব একদৃষ্টে কর্ণেলিয়ার সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার মনে হইল, যদি তিনি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও সেই নামযশহীন, সংসার-সংগ্রামে পরিশ্রান্ত অসহায় দরিদ্র যুবকের স্থান অধিকার করিতে পারিতেন, তাহাতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কর্ণেলিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আপনি এতক্ষণে বোধ হয় আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি জানি আমি কোন্ সমাজের লোক,আর আমার সেই প্রাণাধিক কোন্ সমাজের লোক; আমি জানি এই উভয় সমাজের মধ্যে সমুদ্রবৎ সুবিস্তীর্ণ ও সুগভীর ব্যবধান বর্ত্তমান। আমি ইহাও বুঝিতেছি যে, এই প্রেম ভবিষ্যতে আমার কঠোর নির্য্যাতন ও দুঃসহ দুঃখের কারণ হইবে; কিন্তু আপনি স্থির জানিবেন, এজন্য কেহ এক দিনের জন্যও আমার মুখে আক্ষেপ শুনিতে পাইবে না।"

দস্তর সাহেব স্থির ভাবে বসিয়া কর্ণেলিয়ার এই গুপ্তপ্রেম কাহিনী শ্রবণ করিলেন; তাঁহার মুখ-ভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। কর্ণেলিয়ার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল, সে অনুরাগ তিনি কোনদিন ভাষায় বা আকার-ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেন নাই; তিনি আবাল্য যে সংযমের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহারই বলে এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে তিনি তাঁহার দুর্জ্জয় মনোবৃত্তিকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন; তাঁহার

বাক্যে বা ব্যবহারে চিত্তের অধীরতা ব্যক্ত হইল না।—কর্ণেলিয়ার সকল কথা শুনিয়া তাহার প্রতি সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল।

ক্ষণকাল চিন্তার পর দস্তুর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যুবকের সহিত তোমার পরিচয় হইল কিরূপে?"

কর্ণেলিয়া বলিল, "তিনি আমাদের নৌসেরার বাড়ীতে চাকরী করিতেন। এখানে আসিয়া আমি তাঁহার চিত্রাগারেও কয়েকবার গিয়াছি।"

দস্তুর সাহেব সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিত্রাগারে?"

কর্ণেলিয়া বলিল, "হাঁ তিনি একজন চিত্রকর; তিনি আমার এক খানি 'অয়েল পেণ্টিং' আঁকিতে ছিলেন, সে জন্য আমাকে কয়েকবার তাঁহার বাসায় যাইতে হইয়াছিল।—আপনি সকলই শুনিলেন, আমার মত একজন রমণীর পক্ষে একজন পুরুষের নিকট এই সকল কথা প্রকাশ করা যে কত লজ্জার বিষয়, তাহা আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন; কিন্তু বড় দায়ে পড়িয়াই আমি আপনার নিকট এ সকল কথা প্রকাশ করিলাম।"

দস্তুর সাহেব নত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাহাকে তিনি চির জীবনের সঙ্গিনী করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যাহার প্রতি স্নেহে প্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল, যে সুন্দরী মোহিনী নারীরত্নকে তিনি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কামনার সামগ্রী মনে করিতেন, সে আজ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুস্পষ্ট স্বরে বলিল, "আমি আর একজনকে ভালবাসি, তুমি আমাকে বিবাহ করিবার সংকল্প ত্যাগ কর।"—দস্তুর সাহেবের মনে হইল, পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা হৃদয়বিদারক ব্যাপার

আর কিছুই নাই। অন্যের প্রণয়িনীকে নিজস্ব করিয়া লইবার মত ইতরতা তাঁহার ছিল না। এখন তাঁহার কর্ত্তব্য কি? তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

অনেকক্ষণ পরে তিনি মাথা তুলিয়া সংযত স্বরে বলিলেন, "আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। আজ রাত্রে বিবাহের প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া তোমার পিতার নিকট পত্র লিখিব। জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম কথার খেলাপ করিলাম; জানি না আমার এই ব্যবহারে তোমার পিতা মাতা কি মনে করিবেন!"

কর্ণেলিয়া কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে দস্তুর সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া আবেগ কম্পিত স্বরে বলিল, "মহাশয় আপনি অভাগিনীর প্রাণদান করিলেন, পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমি জানিতাম আপনার ন্যায় মহৎহৃদয় ব্যক্তি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না; আশাকরি, অতঃপর আমার আর কোনও ভয়ের কারণ রহিল না।"

দস্তুর সাহেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, ইহা তোমার ভ্রম মাত্র। তুমি সুশিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতি, কিন্তু তোমার বয়স অল্প; সংসার সম্বন্ধে তোমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। একে তুমি নিরুপমা সুন্দরী, তাহার উপর তোমার পিতার অগাধ সম্পত্তি, এবং তুমি তাঁহার সমগ্র সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী; তুমি আপনাকে যে রূপে নিরাপদ মনে করিতেছ, প্রকৃত পক্ষে সেরূপ নিরাপদ নহ। আমি তোমাকে বিবাহ করিব না, এ কথা গোপন থাকিবে না; ইহা প্রচারিত হইবামাত্র অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তোমাকে বিবাহ করিবার আশায় তোমার পিতার নিকট ঘটক পাঠাইতে আরম্ভ

করিবে ; তখন তোমার অবস্থা আরও বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে। অন্য কোনও যুবকের সহিত তোমার পিতা যখন তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিবেন, তখন তুমি কি বলিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবে ?”

কর্ণেলিয়া বলিল, “তখন কি করিব সে কথা আমি চিন্তা করি নাই। আমার বিশ্বাস, পরমেশ্বর আমাকে এই বিপদে রক্ষা করিবেন।”

দস্তর সাহেব বলিলেন, "আমি ত কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছি না ; তুমি আমার একটা পরামর্শ শুনিবে ?”

কর্ণেলিয়া বলিল, “বলুন।”

দস্তর সাহেব বলিলেন, “আমাদের বিবাহের প্রস্তাব যেমন স্থির আছে, তেমনই থাক্, আপাততঃ তাহা ভাঙ্গিবার আবশ্যক নাই ; যতদিন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধ না ভাঙ্গিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত কোনও দিক হইতে তোমার বিপন্ন হইবার আশঙ্কা নাই। কোন একটা কারণ দেখাইয়া আপাততঃ এক বৎসরের জন্য বিবাহ স্থগিত রাখা তেমন কঠিন হইবে না ; তাহার পর সম্বন্ধ ভাঙ্গিলেই চলিবে, কি বল ?”

কর্ণেলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, মুখ তুলিয়া বলিল, "লোকের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য এ প্রস্তাব অতি উত্তম সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ ছলনা আপনার বা আমার যোগ্য নহে। চাতুর্য্যের সহায়তা গ্রহণ ইতরের কাজ বলিয়া মনে হয়।”

দস্তর সাহেব এ কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া বলিলেন, “তুমি যখন আমাকে এতখানি বিশ্বাস করিতেছ—তখন কি তুমি তোমার প্রণয়ীর নাম আমার কাছে প্রকাশ করিতে পার না?—ইহাতে তোমার কোনও ভয়ের কারণ নাই।”

কর্ণেলিয়ার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে বলিল, "আপনাকে আমার কিছুই গোপন করিবার নাই ; তাঁহার নাম নওরোজি ; এখানে তিনি গৃহচিত্রকরের কাজ করেন।"

দস্তুর সাহেব কর্ণেলিয়ার প্রণয়ীর নাম ও ঠিকানা মনে মনে আবৃত্তি করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুমি মনে করিও না যে আমি অনাবশ্যক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার প্রণয়ীর নাম ও ঠিকানা জানিয়া লইলাম। তোমাকে সুখী করিবার জন্য আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি কোন দিন তোমার কোন উপকার করিতে পারি তাহা আমার পক্ষে যথেষ্ট সুখের বিষয় হইবে। আমি নিজে যাহা পারিব তাহা ত করিবই, তদ্ভিন্ন আমার যে সকল প্রতিপত্তিশালী সম্রান্ত বন্ধু বান্ধব আছেন, তাঁহাদিগকেও আমি——"

দস্তুর সাহেবের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কর্ণেলিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার সহৃদয়তার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমি বুঝিতেছি সদাশয়তার বশবর্ত্তী হইয়াই আপনি নওরোজির কোনরূপ সহায়তা করিবার কল্পনা করিতেছেন ; কিন্তু নওরোজিকে আমি ভাল করিয়াই জানি, তিনি অনাহারে থাকিলেও কাহারও নিকট কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণে সম্মত হইবেন না। তিনি দরিদ্র, এ কথা সত্য, কিন্তু আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরে তিনি কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন।"

কর্ণেলিয়া ভৃত্যকে ডাকিবার জন্য সহসা ঘণ্টাধ্বনি করিল ; একজন ভৃত্য দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হইলে কর্ণেলিয়া তাহাকে বলিল, "দস্তুর সাহেব আসিয়াছেন, মাকে সংবাদ দিতে হইবে।"

ভৃত্য বলিল, "আজ তাঁহার শরীর অসুস্থ আছে, তিনি আজ

কাহারও সহিত দেখা করিবেন না বলায় তাঁহার নিকট সংবাদ দেওয়া হয় নাই ; আপনি যদি বলেন তাহা হইলে সংবাদ দিতে পারি।"

দস্তুর সাহেব ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না, না, তাঁহাকে আর বিরক্ত করিয়া কাজ নাই ; তাঁহার সহিত সাক্ষাতের তেমন বিশেষ আবশ্যকও নাই ; আমি এখন উঠিলাম।"—তিনি কর্ণেলিয়ার নিকট বিদায় লইয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনে ধীরে ধীরে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

দস্তুর সাহেব প্রস্থান করিবার অল্পক্ষণ পরে কর্ণেলিয়া সিঁড়ীর নীচে কোলাহল শুনিতে পাইল। কর্ণেলিয়া কান পাতিয়া শুনিল, কে একজন ভদ্র লোক উত্তেজিত ভাবে চাকরদের বলিতেছেন, "তোদের মনিব কি হুকুম দিয়াছে না দিয়াছে, তাহা আমি শুনিতে চাহি না ; তোদের মনিবের হুকুম তোরা মানিতে পারিস, আমি মানিতে যাইব কেন ? আমি আমার বন্ধু কার্সেটজির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, তোরা তাহাতে বাধা দিতে আসিস্ ? তোদের সাহস ত কম নয় ! ফের যদি কথা কহিস, তাহা হইলে কান ছিঁড়িয়া দিব।"

মেটা সাহেবের বন্ধু খাঁ বাহাদুর বেনানজি পেটেল, দুপ্‌দাপ্‌ করিয়া সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন ; তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর দ্বিতলের কক্ষে মেটা সাহেবের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল. তিনি পায়ের বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইলেও অতি কষ্টে তাঁহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। খাঁ বাহাদুর মেটা সাহেবকে দেখিয়াই অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "দীনশা দস্তুরের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ এখনই ভাঙ্গিয়া ফেল. নতুবা আমাদের দু'জনেরই বড় বিপদ !"

মেটা সাহেব ব্যস্তভাবে নিম্নস্বরে বলিলেন, "তুমি কি ক্ষেপিয়াছ নাকি? কর্ণেলিয়া এখানেই আছে; তোমার কথা শুনিলে সে কি মনে করিবে?"

কিন্তু সত্যই কর্ণেলিয়ার কর্ণে এ কথা প্রবেশ করিয়াছিল; অজ্ঞাত ভয়ে তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে বুঝিল দস্তর সাহেবের সহিত বিবাহে তাহার পিতা ও পিতৃবন্ধুর ঘোর বিপদের আশঙ্কা আছে, কিন্তু সে কি বিপদ?—ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কর্ণেলিয়া সংকল্প করিল, তাহার পিতার সহিত তাঁহার বন্ধুর কি কথাবার্ত্তা হয়, লুকাইয়া তাহা শুনিতেই হইবে।

মেটা সাহেব বন্ধুর সহিত যে কক্ষে প্রবেশ করিলেন, সেই কক্ষে ও 'ড্রয়িং রুমের' মধ্যে একটি দরজা ছিল, এই দরজার সম্মুখে একটা সুচিত্রিত সুদৃশ্য পরদা। কর্ণেলিয়া 'ড্রয়িং রুমে' প্রবেশ করিয়া এই দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া পরদা টানিয়া দিল; তাহার পর উৎকর্ণ হইয়া উভয়ের কথা শুনিতে লাগিল।

খাঁ বাহাদুর বেনানজি পেটেল উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "বড়ই বিষম ফ্যাসাদে পড়া গিয়াছে, আহার নিদ্রা নাই বলিলেও চলে; তাহার উপর মেজাজ এমন বিগড়াইয়া গিয়াছে যে, লোকের কোনও কথা বরদাস্ত হইতেছে না। ভাবিলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসি; তোমার চাকর বেটারা বলে 'হুজুরের সঙ্গে এখন দেখা হইবে না'; আমি কি তোমার খানাবাড়ীর প্রজা যে দেখা করিবার জন্য দরবার করিতে হইবে? আর একটু বেশী গোল করিলে তোমার বেয়াদপ চাকর গুলাকে লাঠাইয়া দুরস্ত করিতাম।"

মেটা সাহেব বলিলেন, "এত বাজে বকিতেছ কেন! নেশা-টেশা করিয়াছ নাকি? কি হইয়াছে তাই বল।"

প্রবল ঝটিকায় বৃক্ষ শাখা যে ভাবে আন্দোলিত হয় খাঁ বাহাদুর সেই ভাবে দুই হাত নাড়িয়া বলিলেন, "যা হইয়াছে সে কথা শুনিলে তোমার আনন্দাশ্রুপাত হইবে! বৎসর ২০।২৫ পূর্ব্বে মালবারের জঙ্গলে মৃগয়া করিতে যাওয়া হইয়াছিল মনে পড়ে?—সেই ব্যাপারটা সব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আজ সকালে চা খাইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছি, এমন সময় ডাকে আমার নামে এক বেনামি চিঠি উপস্থিত! কোন্ রাস্কেল্ যে সে চিঠি লিখিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু বড় সর্ব্বনেশে কথা লিখিয়াছে; যদি দস্তুরের সহিত কর্ণেলিয়ার বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিবার জন্য আমি তোমাকে বাধ্য না করি তাহা হইলে আমাদের দুই জনেরই বড় ভয়ঙ্কর বিপদ হইবে। হতভাগাটা আরও লিখিয়াছে, সেই দুই যুগ পূর্ব্বের মনুষ্য-মৃগয়ার কথা তাহারা প্রমাণ করিতে পারিবে।"

মেটা সাহেব সহজ স্বরে বলিলেন, "তুমি কি পত্র খানা লইয়া আসিয়াছ?"

খাঁ বাহাদুর পকেট হইতে পত্রখানা বাহির করিয়া মেটা সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন। মেটা সাহেব পত্র খানির উপর একবার দৃষ্টিপাত করিলেন মাত্র, তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র বিস্ময়ের সঞ্চার হইল না; ইহার কোন কথাই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

পত্রখানি মুড়িয়া টেবিলের উপর রাখিয়া মেটা সাহেব খাঁ বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সেই বৎসরের পুরাতন ডাইরি খানা আছে ত।"

খাঁ বাহাদুর বলিলেন, "তোমার কাছেও ঐ রকম চিঠি আসিয়াছে নাকি ? এই চিঠি পাইয়া আমার মনে খট্‌কা লাগায় আলমারি হইতে সেই ডাইরি টানিয়া বাহির করিলাম, দেখিলাম তাহার ভিতর হইতে কয়েকখানি পাতা চুরি গিয়াছে ! চোর খুব পণ্ডিত লোক ; পাতা কয়খানি রাখিয়া—অবশিষ্ট ডাইরিখানা চুরি করিলেও ক্ষতি হইত না।"

মেটা সাহেব বলিলেন, "কে চুরি করিয়াছে, তাহার কিছু সন্ধান পাইয়াছ ? তোমার চাকরদের উপর সন্দেহ হয় না ত ?"

খাঁ বাহাদুর বলিলেন,"আমার সর্দ্দার খানসামা রণছোড় বিশবৎসর আমার কাছে চাকরি করিতেছে ; তাহাকে কখনও কোনও অবিশ্বাসের কাজ করিতে দেখি নাই ; অন্য কোনও চাকরের আমার লাইব্রেরিতে প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। অল্পদিন পূর্ব্বে রণছোড় পীড়িত হইয়া ছুটী লইলে, নূতন একজন লোক তাহার পরিবর্ত্তে কিছুদিন কাজ করিয়াছিল ; এই সাধু কার্য্যটি সেই মহাত্মার কিনা ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেছি না।"

মেটা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূতন চাকরটাকে কোথা হইতে আমদানী করিয়াছিলে ?"

খাঁ বাহাদুর বলিলেন, "জেমসেটজি নামক একজন লোকের দাসাশ্রয় নামক একটা আড্ডা আছে, সেখানে চাকর খুঁজিলেই পাওয়া যায় ; আমার কোচম্যান সেই আড্ডা হইতে এই নূতন চাকর বেটাকে আনিয়া দিয়াছিল।"

মেটা সাহেব বলিলেন, "বুঝিতেছি প্রকাণ্ড একটি ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি

হইয়াছে ; যাহারা তোমাকে বেনামী চিঠি লিখিয়াছে, তোমার নূতন চাকরটা তাহাদেরই হাতের লোক ! ষড়যন্ত্রজাল চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে, আমাদের খুব সাবধান থাকা আবশ্যক ; তোমার নির্ব্বুদ্ধিতাতেই এ সকল বিপদ উপস্থিত। ডায়রীর মধ্যে এ সকল গুপ্ত কথা লিখিবার কি দরকার ছিল ?”

খাঁ বাহাদুর রাগ করিয়া বলিলেন, “তুমি একটা মানুষকে বাঘ ভালুকের মত গুলি করিয়া মারিতে পারিলে, আর আমি খাতায় সে কথা লিখিলাম বলিয়া আমার এত অপরাধ হইল ?”

পাশের কক্ষে পরদার অন্তরালে দাঁড়াইয়া কর্ণেলিয়া সকল কথাই সুস্পষ্ট শুনিতে পাইল ; তাহার পিতা নরহন্তা ! এতদিনে সেই গুপ্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ?—কর্ণেলিয়ার মাথা ঘুরিতে লাগিল ; দুই হস্তে কপাট ধরিয়া সে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণ চিন্তার পর মেটা সাহেব অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বলিলেন, “আমাদের পরস্পরের উপর দোষারোপ করিয়া কোনও লাভ নাই ; যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাও আর ফিরিবে না। এখন যেমন করিয়া হউক, যাহাতে জনসমাজে মুখ দেখাইবার পথ বন্ধ না হয়, তাহার উপায় করিতেই হইবে ; আর ত কোন উপায় দেখিতেছি না, দস্তুরের সহিত কর্ণেলিয়ার বিবাহের প্রস্তাব ভঙ্গ করিয়া দস্তুরকে শীঘ্রই পত্র লিখিতে হইবে।”

অল্পক্ষণ পরে খাঁ বাহাদুর মেটা সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মেটা সাহেব আবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রৌঢ় দম্পতির প্রেমালাপ

মেটা সাহেব তাঁহার পায়ের বেদনা ভুলিয়া গিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার কক্ষমধ্যে অত্যন্ত চিন্তাকুল চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। যে জটিল দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্রজাল তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তিনি কিরূপে মুক্তিলাভ করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। দুর্ব্বৃত্তের ভয় প্রদর্শনে আজ তিনি তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ ভঙ্গ করিলেন; কিন্তু কাল যদি তাহারা তাঁহাকে কোনও গুরুতর স্বার্থত্যাগে বাধ্য করে, তাহা হইলে উপায় কি? পুলিসের সহায়তা লইয়াও কোন ফল নাই, তাহাতে কলঙ্ক প্রচার মাত্রই সার হইবে।

এই সকল কথা ভাবিয়া, তিনি এরূপ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কতক্ষণ হইতে তাঁহার এই ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা তিনি ধারণা করিতে পারিলেন না।

আমিনা ধীরে ধীরে স্বামীর নিকটে গিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ? তোমার হইয়াছে কি, কি এমন দুর্ভাবনায় পড়িয়াছ?"

মেটা সাহেব গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "যাও যাও! এখন আমাকে বিরক্ত করিও না।"

আমিনা বলিলেন, "মেজাজ দিবা রাত্রিই চটিয়া আছে। কেমন আছেন জানিতে চাহিলাম, উনি কামড়াইতে আসিলেন! মরণ আর কি?"

মেটা সাহেব ততোধিক গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি! তুমি আমাকে কুকুর বলিলে?"

আমিনা বলিলেন, "আমি ত চোখের মাথা খাই নাই যে, তোমাকে কুকুর বলিব! কুকুরের চারিখানা পা আছে, গায়ে লোম আছে, এবং একটি লেজ আছে; তোমার এ সকলের কি আছে যে, তোমাকে কুকুর বলিব? ভাল কথা এমন মন্দ ভাবে লইলে সংসার অচল হয়।"

মেটা সাহেব বলিলেন, "অচল হয় হউক, কিন্তু আমি তোমাকে বলিতেছি,—আমার মনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, দীনসা কাওয়াস্‌জি দস্তুরের সঙ্গে আমি কর্ণেলিয়ার বিবাহ দিব না।"

বিষম বিস্ময়ে আমিনা ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বাক্ রহিলেন। এ কি অদ্ভুত রহস্য! ডাক্তার লালুভায়ের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে তিনি ক্রমাগত চিন্তা করিতেছিলেন, তিনি স্বামীকে কিরূপে এই বিবাহ বন্ধ রাখিবার জন্য অনুরোধ করিবেন, কিরূপে ডাক্তারের নিকট তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন; আর তাঁহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনিই সর্ব্বাগ্রে বিবাহ ভঙ্গের প্রস্তাব করিয়া বসিলেন! একি স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল? তাঁহার একবার সন্দেহ হইল, তাঁহার সহিত ডাক্তারের গোপনে যে কথা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্বামীর কর্ণগোচর হইয়াছে,

তাঁহার মনের ভাব বুঝিবার জন্য মেটা সাহেব পরিহাস করিয়া এরূপ কথা বলিতেছেন; কিন্তু তাঁহার স্বামীর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের কোনও আভাস পাইলেন না; সুতরাং স্বামীর মন বুঝিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি রকম কথা বলিতেছ? কর্ণেলিয়ার এরূপ সুপাত্র আর কোথায় পাইবে?"

মেটা সাহেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সে ভাবনায় তোমার দরকার কি? এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিলেও মেয়ের বিবাহ আটকাইয়া থাকিবে না।"

আমিনা বলিলেন, "তবে কি আর কোনও স্থান হইতে কর্ণেলিয়ার আরও ভাল সম্বন্ধ আসিয়াছে? আমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই কি তুমি যেখানে খুসী মেয়ের বিবাহ দিতে চাও?"

মেটা সাহেব বলিলেন, "হাঁ চাই, তোমার পরামর্শে মেয়ের বিবাহ দিয়া আমি বিপদে পড়িতে পারিব না। আমার কতকগুলা শত্রু আছে, তাহারা আমার যৌবনকালের একটা গুরুতর অন্যায় কার্য্যের সন্ধান পাইয়া আমাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সম্বন্ধ না ভাঙ্গিলে, আমার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না, আমাকে কলঙ্ক-সাগরে ডুবিয়া মরিতে হইবে।"

আমিনা বলিলেন, "তোমার আবার কলঙ্কের ভয়! এমন কি অপরাধ করিয়াছ যে, শত্রুরা ইচ্ছা করিলেই তোমার কাণ ধরিয়া উঠাইবে বসাইবে?"

মেটা সাহেব বলিলেন, "সত্যই আমি যৌবনে একটি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম। আমি নরহত্যা করিয়াছিলাম। মৃগয়া ক্ষেত্রে গুলি করিয়া আমার একটি কর্ম্মচারীর প্রাণ বধ করিয়াছিলাম। লোকে

জানিত ইহা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র ; কিন্তু আমি যে স্বেচ্ছাক্রমে নরহত্যা করিয়াছি, এতদিন পরেও তাহা প্রমাণিত হইতে পারে।"

আমিনার মুখ অত্যন্ত মলিন হইয়া গেল, ওষ্ঠ শুষ্ক হইল, বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইল ; তিনি টেবিলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মেটা সাহেব, আমিনার ভাব পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "এতদিন পরে আমার এ হস্তে নররক্তের কোনও চিহ্ন নাই বটে, কিন্তু এতকাল চেষ্টা করিয়াও স্মৃতির দংশন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলাম না। এই ২২।২৩ বৎসর ধরিয়া মিনিটে মিনিটে তিল তিল করিয়া আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে ; কতদিন আমি স্বপ্নে সেই মর্ম্মাহত হতভাগ্যের অন্তিম আর্ত্তনাদ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছি। কিন্তু তাহাকে আমি কেন বধ করিয়াছি, তাহা তুমি জান না ; আজ আমি সে কথা বলিব। প্রথম যৌবনে তোমাকে আমি চিরজীবনের উপাস্য দেবী মনে করিতাম ; তোমার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল ; কিন্তু সে আমাকে কথায় কথায় বলিয়াছিল, তুমি অসতী,তুমি কলঙ্কিনী, তুমি বিশ্বাসঘাতিনী ! এই কথা শুনিয়া আমি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারি নাই, আমি তাহার প্রাণ বধ করিয়াছিলাম। একদিন তাহার কথা আমার মিথ্যা মনে হইয়াছিল, কিন্তু পরে আমি জানিতে পারি, এ কথা মিথ্যা নহে,সত্য ; জানিতে পারি, আমার সেই কর্ম্মচারী দাদাচান্‌জী— হতভাগ্য দাদাচান্‌জী যে পল্লী-যুবতীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, সে সামান্য দরিদ্র শ্রমজীবীর কন্যা হইলেও, সতীধর্ম্মে সে গৌরবান্বিতা ছিল, তাহার চরিত্রে আমি অন্যায় কটাক্ষপাত করিয়াছিলাম। সেই দরিদ্রা

কৃষকবালা আমার সম্ভ্রান্তবংশীয়া উদ্ধতা কুলটা অবিশ্বাসিনী পত্নী অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রী।"

আমিনা কাতরস্বরে বলিলেন, "আমাকে দয়া কর, ক্ষমা কর, আর বাক্যবাণে বিদ্ধ করিও না; আমি কুলটা নহি, অবিশ্বাসিনী নহি, কেন তোমার এ অন্যায় সন্দেহ?"

মেটা সাহেব বলিলেন, "আগে আমাকে সকল কথা বলিতে দাও। আমি দাদাচান্‌জিকে বধ করিলাম, যে যুবতী তাহাকে ভালবাসিত, আমি স্বহস্তে তাহার সকল সুখ, সকল আশা নষ্ট করিলাম। দাদা-চান্‌জির মৃত্যুকালে, যুবতী গর্ভবতী ছিল,অল্প দিনের মধ্যেই তাহার এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল; যুবতীর পিতা কলঙ্কিনী জ্ঞানে কন্যাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল। অভাগিনী তাহার নবপ্রসূত পুত্রটিকে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া ফিরিতে লাগিল, কিন্তু দুশ্চারিণী ভাবিয়া তাহার প্রতি কাহারও দয়া হইল না, সকলেই তাহাকে দ্বারপ্রান্ত হইতে তাড়াইয়া দিল। সমাজের এই অত্যাচারে মাতা ও সন্তান উভয়েই হয়ত অকালে প্রাণত্যাগ করিত; কিন্তু আমি তাহাদের দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া আমার পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিলাম, তাহাদের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিলাম। যতদিন পর্য্যন্ত এই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই, ততদিন আমি তাহাদের ভরণ পোষণের সকল ব্যয় বহন করিয়াছি।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে মেটা সাহেব যেন উন্মত্তের মত হইয়া উঠিলেন, নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল; তাঁহার প্রতি লোমকূপ হইতে যেন বিদ্যুতের স্রোত বহিতে

লাগিল। তিনি পূর্ব্ববৎ মর্ম্মভেদী ভাষায় বলিতে লাগিলেন, "সেই পথপ্রান্ত-বাসিনী সর্ব্বস্ববঞ্চিতা অভাগিনীর সহিত তোমার তুলনা করিয়া কি অন্যায় করিয়াছি? তাহার অপেক্ষা তুমি কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ? তুমি যে সকল পাপ করিয়াছ সেজন্য তোমাকে কি কখনও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না?

আমিনা তাঁহার স্বামীর তিরস্কারের কোন উত্তর দিলেন না, নত মস্তকে সকল কথা শুনিতে লাগিলেন; তাহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। মেটা সাহেব পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন, "রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম বটে, কিন্তু তুমি আমার অভিশাপরূপে এই গৃহে প্রবেশ করিলে! দুর্ভাগ্য ও কলঙ্কের কশাঘাতে আমার উন্নত মস্তক মাটীর সহিত মিশিয়া গেল। যখন তুমি প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকের ন্যায় সুকুমার যৌবন-মহিমামণ্ডিত দেহ-ভার লইয়া ফুলবালা বেশে তোমার পিতৃগৃহ প্রান্তবর্ত্তী উপবনে যৌবনসুলভ আমোদে নিমগ্ন থাকিতে, তখন কি কাহারও একবারও সন্দেহ হইত কি দুর্ভেদ্য ও দুর্ব্বোধ্য গুপ্ত রহস্য তোমার হৃদয়ের অন্তস্তলে সংগুপ্ত রহিয়াছে? যখন আমি তোমার রূপ যৌবনে বিমুগ্ধ হইয়া তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তখন আমি কি একবার স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম, তুমি চম্পকদলের ন্যায় সুকোমল অঙ্গুলিতে তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকা ধারণ করিয়া আমারই হৃদয় বিদ্ধ করিবার জন্য তাহা শাণিত করিতেছ? নবযৌবনেও তোমার হৃদয় লালসায় ও কপটতায় পূর্ণ ছিল, কিন্তু তোমার মুখ ও ললাট দেখিয়া তোমাকে মূর্ত্তিমতী সরলতা ও পবিত্রতা বলিয়াই মনে হইত! তোমাকে বিবাহ করিয়া

আমি আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলাম, কিন্তু বিশ্বাসঘাতিনী, তুমি আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করিলে !”

আমিনা মুখ তুলিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন, “মিথ্যা কথা ! এ কথা যে তোমাকে বলিয়াছে, সে ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী।”

মেটা সাহেব ক্রূরহাস্যে উত্তর দিলেন “মিথ্যা কথা নহে, তোমার বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ আছে। কোন দিনও তোমার ছলনা বুঝিতে পারিব না, তুমি কি আমাকে এতই নির্ব্বোধ মনে কর? তুমি মনে করিয়াছিলে, আমার সম্মুখে মায়াদণ্ড উত্তোলিত করিয়া আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়াছ, কিন্তু তাহা সত্য নহে। আমি সকলই বুঝিতে পারিতাম ; কিন্তু তাহা তোমাকে বুঝিতে দিতাম না। কারণ আমি তখনও তোমাকে ভাল বাসিতাম ! তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় প্রেমের নিকট আমার সকল সম্মান, সকল অহঙ্কার, এমন কি, আত্মসম্মানও তুচ্ছ বোধ হইত। আমি তোমাকে সে কথা বলি নাই ; তাহার কারণ, আমি জানিতাম যে দিন আমার মুখ হইতে সত্য কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, সেই দিন হইতে তোমার সহিত আর আমার কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না। তোমাকে আমি জীবনের আলোকরূপিনী মনে করিতাম ; কিন্তু তাহা স্বর্গের প্রেমালোক নহে, তাহা নরকানলের ন্যায় তীব্র। সে আলোকে আমার আঁধার হৃদয় আলোকিত হয় নাই, আমার প্রাণ দিবা নিশি তিল তিল করিয়া দগ্ধ হইয়াছে। তোমাকে অধিক ভাল বাসিতাম, কি অধিক ঘৃণা করিতাম, তাহা আমি কোনও দিন বুঝিতে পারি নাই।”

আমিনা স্বামীর মুখের উপর কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “তোমার এ তিরস্কার আমার অসহ্য, আমাকে ক্ষমা কর।”

মেটা সাহেব নীরস স্বরে বলিলেন "তুমি স্বহস্তে ক্ষমার উৎস রুদ্ধ করিয়াছ। আমার হৃদয়ে ক্ষমার স্থান নাই ; প্রতিহিংসার অনলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু তোমাকে আর অধিক তিরস্কার করিব না, আমি বুঝিয়াছি তিরস্কার সম্পূর্ণ নিষ্ফল। পূর্ব্বে আমার বিশ্বাস ছিল তোমার মনে যাহাই থাক্, একদিন না একদিন তুমি আমাকে ভাল বাসিবে, আমার উচ্ছ্বসিত অজস্র প্রেম তোমার হৃদয়কে কোমল করিতে পারিবে, কিন্তু তাহা আমার ভ্রম মাত্র! তোমার হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠিন, প্রেমের সেখানে স্থান নাই।"

আমিনা হতাশভাবে বলিলেন, "তুমি বড় নির্দ্দয়!"

মেটা সাহেব বলিলেন, "আর তোমার হৃদয়ে অসীম দয়া! স্ত্রী যাহার অবিশ্বাসিনী, তাহার জীবনে কোন্ সুখের আশা আছে? স্ত্রীর সহিত তাহার অন্তরের মিলন কখনও কি সম্ভব? আমার সহিত তোমার সম্বন্ধ ক্রমে দূরতর হইতে লাগিল; ক্রমে তুমি আমার ছায়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলে! কিন্তু তোমার গতিবিধির প্রতি আমি দৃষ্টি রাখি নাই, কারণ, তোমার দেহটিকে মাত্র নজরবন্দী করিয়া কোনও ফল লাভের আশা ছিলনা। কেবল সমাজের ভয়েই এপর্য্যন্ত আমি তোমার সহিত স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিয়া আসিতেছি; পাছে বংশের কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই।"

মর্ম্মপীড়িতা আমিনা বলিলেন, "তুমি যদি এত কথা জানিতে, তাহা হইলে পূর্ব্বে কেন আমাকে বল নাই? কতকগুলি মিথ্যা কথা কুলোকের কাছে শুনিয়া, তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া অন্যায় রাগ করিতেছে; সত্য কথা শুনিবে?"

মেটা সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আর তোমার মিথ্যা রচনা শুনিবার আমার ইচ্ছা নাই, তোমার কোন কথায় আমার মন ভুলিবে না ; তুমি বিশ্বাসঘাতিনী ও পাপিষ্ঠা—এ সংস্কার আমার মন হইতে দূর করিতে পারিব না। আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।"

আমিনা আর সহ্য করিতে পারিলেন না ; এই শেষ আঘাতে তিনি তাঁহার স্বামীর পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মেটা সাহেব তাঁহার স্ত্রীর এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও বিচলিত হইলেন না, ধরা শয্যা হইতে তাঁহাকে তুলিবারও চেষ্টা করিলেন না। দাস দাসীগণের কাহাকেও না ডাকিয়া, তিনি সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া বারান্দায় বাহির হইলেন। সেই সময় একজন ভৃত্য একখানি পত্র আনিয়া তাঁহার হাতে দিল ; পত্র খুলিয়া তিনি পাঠ করিলেন। ইহা দস্তর সাহেবের পত্র। তিনি লিখিয়াছিলেন, বিশেষ কোনও কারণে তিনি কর্ণেলিয়াকে বিবাহ করিতে পারিবেন না, সেইজন্য তিনি তাঁহাদের বিবাহের সম্বন্ধ ভঙ্গ করিলেন।

পত্রখানি পাঠ করিয়া মেটা সাহেবের অধীরতা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল, তাঁহার বিশ্বাস হইল শত্রুদল তাঁহার সর্ব্বনাশের জন্য কেবল তাঁহার নিকটেই চর প্রেরণ করিয়া নিরস্ত হয় নাই, চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে।—তাঁহার হাত হইতে পত্রখানি খসিয়া পড়িল ; তিনি বারান্দার রেলিংএ মস্তক স্পর্শ করিয়া জড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, তাঁহার রুদ্ধ নেত্রের সম্মুখে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় কর্ণেলিয়ার দাসী ঝড়ের ন্যায় বেগে মেটা সাহেবের সম্মুখে আসিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বলিল, "সর্ব্বনাশ হইল! আপনার কন্যাকে রক্ষা করুন।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ত্র্যহস্পর্শ

পরদিন অতি প্রত্যুষে ডাক্তার লালুভাই জেমসেট্‌জির গৃহে উপস্থিত হইলেন। জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূতন সংবাদ কি, ডাক্তার ?"

ডাক্তার বলিলেন, "নূতন খবর আপাততঃ কিছুই দেখিতেছি না।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "প্রেমজির সঙ্গে তোমার দেখা হয় নাই ?"

ডাক্তার বলিলেন, "না, কিন্তু তাহার এখনই এখানে আসিবার কথা আছে।"

জেমসেট্‌জি সবিস্ময়ে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কিছু ভাবান্তর দেখিতেছি। তোমার অসুখ হয় নাই ত ?"

ডাক্তার বলিলেন, "না, শারীরিক অসুখ কিছুই নাই ; সম্মুখে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। আমার বড় দুশ্চিন্তা হইয়াছে, বারুদের মধ্যে বসিয়া চুরুট টানা সকল সময় নিরাপদ নহে ; প্রেমজি শেষ রক্ষা করিতে পারিবে কি না, তাহাই চিন্তার বিষয়।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তাহার মত কাণ্ডজ্ঞানহীন দরিদ্র যুবককে যে প্রলোভনে মুগ্ধ করা গিয়াছে, যে জালে সে জড়িত হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। আজ তাহার এখানে থাকা আবশ্যক। আজ তাহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।"

ডাক্তার বলিলেন, "আমাদের সকল সংকল্প কি তাহার নিকট ব্যক্ত করিবে? সে যদি ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়, আমাদের গুপ্ত কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে, তাহা হইলে তখন কি হইবে?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তুমি ভয় করিও না; মাছি মাকড়শার জালে পড়িলে যদি তাহার সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া যায়—তখন তাহার জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন যেরূপ অসম্ভব, আমাদের হস্ত হইতে প্রেমজির নিষ্কৃতিলাভও সেইরূপ অসম্ভব। তাহার প্রকৃতি যেরূপ দুর্ব্বল ও সে যেরূপ অর্থলোভী, তাহাতে সে আমাদের হস্তে সূত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় পরিচালিত হইবে সন্দেহ নাই; আমাদের ষড়যন্ত্রে সে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে না। কেবল উকীল বামনজিকেই আমাদের ভয়; সে আমাদের কার্য্যে হৃদয়ের সঙ্গে যোগদান করিবে, এ আশা অল্প।"

ডাক্তার লালুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বামনজিকে এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে না আনিলে ক্ষতি কি? যদি আমাদিগকে কখনও তাহার মক্কেলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়—তাহা হইলে সে কি আমাদের সাহায্য করিবে?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "দীর্ঘকাল হইতে আমরা একসঙ্গে কাজ করিয়া আসিতেছি, সে আমাদের অনেক ষড়যন্ত্রের সন্ধান রাখে; উপস্থিত ষড়যন্ত্রেও যদি আমরা তাহাকে দলভুক্ত করিয়া না লই, তাহা হইলে সে যেরূপ বুদ্ধিমান, তাহাতে মনে হয়, একদিন সে এ ব্যাপারের সন্ধান পাইবে; তখন আমাদিগকে বিপন্ন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব না হইতেও পারে। তদ্ভিন্ন তাহাকে হাতে রাখিলে অনেক কাজ পাওয়া

যাইবে। এ সকল কথা এখন থাক্; কাহার পায়ের শব্দ শুনিতেছি, বোধ হয় বামনজি আসিতেছে।"

ক্ষণকাল পরে উকীল বামনজি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বামনজি অনেক দিনের উকীল, তাঁহার কূটবুদ্ধি, শ্রমশীলতা ও মামলা-মোকদ্দমা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না; কিন্তু তথাপি তিনি আদালতে পসার করিতে পারেন নাই। তিনি দেওয়ানী অপেক্ষা ফৌজদারী মোকদ্দমা ভাল বুঝিতেন; এবং জাল প্রবঞ্চনা-ঘটিত অনেক মামলাই তাঁহার হাতে আসিত। সদুপায়ে মামলায় জয়লাভ করা কঠিন হইলে, প্রতারণা প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। সম্ভ্রান্ত উকীল সমাজ তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু সেজন্য তাঁহার আক্ষেপ ছিল না;—তিনি জানিতেন, পেটে খাইলেই পিঠে সয়।

জেমসেট্‌জি বামনজিকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "অনেক কথা আছে, এস।"

বামনজি বলিলেন, "তুমি বল কি! আমার কোথাও কি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার যো আছে? দশটা সঙ্গীন ফৌজদারী মামলার কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে ফেলিয়া আসিয়াছি; একটু মনোযোগের অভাবে কাহার যে জেল হয়, আর কাহার ফাঁসী হয়, তাহা বলা যায় না। তুমি বন্ধু মানুষ, খবর পাঠাইয়াছ তাই আসিতে হইয়াছে। কাজ কর্ম্ম যে রকম বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে কোথাও আর নড়িবার যো নাই।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "ভয় নাই এখানে তোমার দুই মিনিট

বিলম্ব হইলে তুমি দেউলিয়া হইয়া পড়িবে না ; বিশেষ কাজের জন্যই তোমাকে খবর দেওয়া গিয়াছে।”

বামনজি জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিশেষ কাজটা কি ?”

জেমসেট্‌জি বলিলেন, “পূর্ব্বে আমাদের যে সঙ্কল্প ছিল তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে, আমি ও ডাক্তার উভয়ে তদনুসারে কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি ; পেষ্টনজি সাপুরজিও সাধ্যানুসারে আমাদের সাহায্য করিবে অঙ্গীকার করিয়াছে। তোমাকেও আমাদের সাহায্য করিতে হইবে ; তোমার কোনও আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।”

বামনজি বলিলেন, “আমাকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া তোমরা বড় ভুল করিতেছ ; এ সকল গণ্ডগোলের মধ্যে আমি নাই।”

জেমসেট্‌জি উঠিয়া দ্বাররোধ করিয়া দাঁড়াইলেন ; ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন, “বটে ? তুমি কি মনে করিয়াছ এখন সাধু সাজিলেই তুমি পরিত্রাণ লাভ করিবে ?”

বামনজি বলিলেন, “তোমার কি বলিবার আছে বল।”

জেমসেট্‌জি বলিলেন, “তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে যদি হঠাৎ কোন বিপদে পড় এই ভয়েই তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাহিতেছ না ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। কোন কোন বিষয়ে তোমার সহায়তা গ্রহণ আবশ্যক হইবে ; তোমার সহায়তা ভিন্ন আমাদের কৃতকার্য্য হইবার আশা অল্প।”

বামনজি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৃতকার্য্য হইলে কি ফললাভ হইবে ?”

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "ফল এই হইবে যে, আমরা প্রত্যেকে চার পাঁচলক্ষ টাকা হস্তগত করিতে পারিব; অবস্থানুসারে লাভের পরিমাণ আরও অধিক হইতে পারে। এখন তুমি বল, আমাদের কার্য্যে যোগদান করিবে কি না?"

উকীল বামনজি বলিলেন, "না, আমি সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া বলিতেছি ইহাতে যোগদান করিতে আমি প্রস্তুত নহি; তোমাদের সংশ্রব পরিত্যাগে কেন উদ্যত হইয়াছি, তাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতেও আমার আপত্তি নাই। অনেকদিন পূর্ব্বে আমি তোমাদের জানাইয়াছিলাম, তোমাদের সহিত আমি আর কোনও সংস্রব রাখিব না, কিন্তু সে কথা তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ। স্বীকার করি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া আমি অনেক কুকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু অভাবের তাড়নায় আমরা যে কার্য্য করিয়াছিলাম, অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থায় আর তাহা শোভা পায় না।"

ডাক্তার বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলিলেন, "কিন্তু কুকর্ম্মের সহায়তায় আমরা যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছি, তাহার অংশ গ্রহণ তোমার পক্ষে শোভা পায়। অতি চমৎকার ধর্ম্মজ্ঞান!"

বামনজি বলিলেন, "আমি বখরা লইতেছি সত্য, কিন্তু যে কারবার হইতে লাভের অংশ পাইতেছি, সেই কারবারটিকে এখন লাভজনক করিয়া তুলিবার জন্য আমি কাহারও অপেক্ষা অল্প পরিশ্রম করি নাই; সুতরাং তাহার লভ্যাংশে আমার ন্যায্য অধিকার আছে। কারবার বন্ধ করিলে, আমি এক পয়সাও চাহিব না। কিন্তু যদি তোমরা নূতন নূতন উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের ফন্দিতে প্রতিপদে বিপন্ন হইতে প্রস্তুত

থাক, তাহা হইলে তোমাদের সহিত আমি কোনও সংস্রব রাখিব না। ইহাতে আমাকে কাপুরুষ বলিতে হয় বল, নির্ব্বোধ বলিতে চাও, তাহাতেও আপত্তি নাই। একদিন তোমরা বুঝিতে পারিবে বিপদ মানুষকে চিরদিন ভুলিয়া থাকে না।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তোমার যুক্তি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, কারণ তুমি এখন ধনবান হইয়াছ।"

বামনজি বলিলেন, "যদি আমি দু'পয়সা সঞ্চয় করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি তাহার অধিকাংশই ওকালতী ব্যবসায় হইতে করিয়াছি; তোমাদের নিকট আমি যে টাকা পাইয়াছি, তাহা পরিমাণে অধিক নহে। সর্ব্বপ্রথম আমরা যখন একত্র জীবনযাত্রা আরম্ভ করি, তখন আমরা সকলেই সমান দরিদ্র ছিলাম; তাহার পর আমরা যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা নিতান্ত অল্প নহে। তোমরা তোমাদের লভ্যাংশ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ, আমি অপব্যয় না করিয়া সঞ্চয় করিয়াছি; আমার আর তেমন অভাব নাই, সুতরাং অর্থ লোভে আমি এখন বিপদকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করি না।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "কিন্তু তুমি ছাড়িলেও আমরা ছাড়িব না; আমরা সকলেই এক নৌকার যাত্রী, যদি ডুবিতে হয়, সকলে এক সঙ্গে ডুবিব।"

বামনজি বলিলেন, "তোমাদের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগে আর ভয় কি?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "না, তুমি পুণ্যাত্মা ব্যক্তি, তোমার ভয়ের কোনও কারণ বর্ত্তমান নাই! কিন্তু প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে আমি লছিমন নাম্নী অনাথা যুবতীকে আশ্রয় দিয়া প্রতিপালন করিতেছিলাম,

সেই যুবতীর কথা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে। আমি বুঝিয়াছিলাম এমন একদিন আসিতে পারে যেদিন তুমি নিরাপদ হইবার জন্য আমাদিগকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না, সেইজন্য আমি পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়াছিলাম ; কিন্তু এত অল্পদিনের মধ্যেই যে, তুমি আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, তাহা কল্পনা করিতেও পারি নাই! যাহা হউক, 'বোম্বাই টাইমস্'এ শীঘ্রই একজন ডাক্তারের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশিত হইবে ; কাহিনীটির মর্ম্ম এইরূপ,—

"এই সহরের কোনও একজন উকীল অত্যন্ত স্বদেশানুরাগী ও সচ্চরিত্র বলিয়া জনসমাজে পরিচিত, কিন্তু তিনি গোপনে পাপাচরণের প্রশ্রয় দেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই উকীল মফস্বলের কোনও পল্লীবাসিনী একটি সুন্দরী অনাথা যুবতীকে তাঁহার গৃহে দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করেন. ক্রমে তিনি তাহাকে নানা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া কুপথে লইয়া যান ; পরে যখন যুবতীর পাপ গোপনের অন্য কোন উপায় বর্ত্তমান রহিল না, তখন সেই বুদ্ধিমান সচ্চরিত্র উকিলটি অভাগিনীর গর্ভপাত করাইয়া তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন!—অবশ্য সংবাদ পত্রে উকীলের প্রকৃত নামটি প্রকাশিত হইবে না, কিন্তু পুলিস যখন এই ব্যাপারের তদন্ত আরম্ভ করিবে, তখন তাহাদের কোনও কথা জানিতে বাকী থাকিবে না।"

জেমসেট্‌জির কথা শুনিয়া আতঙ্কে বামনজির মুখ শুকাইয়া গেল ; তিনি অধীর ভাবে বলিলেন, "জেমসেট্‌জি, আমি তোমার দয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

জেমসেট্‌জি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "মনে কর তোমার বাগানের মালী যদি বাগানের পূর্ব্ব দিকে প্রাচীরের এক কোণে একটি গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেখান হইতে কোন গুপ্ত সামগ্রী টানিয়া তোলে ——"

বামনজি এবার অধিকতর কাতর হইয়া বলিলেন, "জেমসেট্‌জি, আর বলিতে হইবে না যথেষ্ট হইয়াছে, আমি তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "না, না, এত অল্প কারণে তোমার ভয় পাইবার আবশ্যক নাই; কারণ তোমার মালী সেইস্থানের মাটী পাতাল পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া দেখিলেও সেখানে কিছুই পাইবে না; কিন্তু তথাপি ঘটনাটি যে সত্য, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইবে না। গত জানুয়ারী মাসের শেষে একদিন গভীর রাত্রে তুমি সেই গর্ত্তে একটি সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ একখানি আলোয়ানে মুড়িয়া পুঁতিয়া রাখ। সেই আলোয়ান খানি তুমি তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বে আবদার রহমান ষ্ট্রীটের একজন বোরা দোকানদারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলে, ইহার প্রমাণ আছে।"

বামনজি ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আলোয়ানখানা কি তোমার কাছে আছে?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "না, হীরাজি তাহার সন্ধান রাখে। এতদ্ভিন্ন সেই সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহটিও কবর হইতে তুলিয়া আরকের মধ্যে সযত্নে সংরক্ষিত করা হইয়াছে। আমরা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের সাহায্য করিলে তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা

নাই ; কিন্তু আমাদের সহিত বিন্দুমাত্র বিশ্বাসঘাতকতা করিলেই সংবাদপত্রে সকল কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। আলোয়ানের সঙ্গে লছিমনের একখানা রুমাল ও কয়েকটি ব্যবহার্য্য দ্রব্য জড়াইয়া রাখা হইয়াছে, তাহা হইতে তোমার অপরাধ প্রতিপন্ন করা কঠিন হইবে না।"

বামনজি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখ শুকাইয়া উঠিল, ঘর্ম্ম ধারায় সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে তিনি কাতর ভাবে বলিলেন, "তুমি আমার প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছ !"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "লোকের প্রাণবধ করিয়া বেড়ান আমার ব্যবসা নয়, তবে কার্য্যোদ্ধারের জন্য সময়ে সময়ে অস্ত্র বাহির করিতে হয় বটে। আবশ্যক হইলে আমি তোমাকে কি পরিমাণে বিপন্ন করিতে পারি, তাহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত তোমাকে দেখাইলাম ; আমার বিশ্বাস ইহাতেই তোমার চৈতন্য সঞ্চার হইয়াছে। তোমার উকীলী বুদ্ধি অপেক্ষা আমাদের পাটোয়ারী বুদ্ধি যে প্রখর, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলে ; এখন তোমাকে কি করিতে হইবে বলি শুন, তোমার মক্কেল বায়রামজি এজরা তোমার হস্তে একটি গুরুতর রহস্যভেদের ভার দিয়াছেন ?"

বামনজি সবিস্ময়ে বলিলেন, "ইহাও তুমি জান !"

জেমসেট্‌জি মৃদুহাস্যে বলিলেন, "আমাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য যে ঘটনার যতটুকু জানা আবশ্যক, আমি তাহা সকলই জানি। এই রহস্য-ভেদ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই তুমি গোয়েন্দার সহায়তা গ্রহণে উদ্যত হইয়াছিলে, তাহাও আমার অজ্ঞাত নয়।"

বামনজি বলিলেন, "দেখিতেছি তুমি সর্ব্বজ্ঞ, এখন আমাকে কি করিতে হইবে বল।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তোমার উপর তোমার মক্কেল যে ভার দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তুমি যেখানে যাহা জানিতে পার, তাহা সর্ব্বাগ্রে আমাকে বলিবে; আমার পরামর্শ না লইয়া এজরা সাহেবের নিকট কোনও কথা প্রকাশ করিবে না, এবং আমার মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে।"

বামনজি বলিলেন, "আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।"

কথা শেষ হইয়াছে এমন সময়, প্রেমজি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। জেমসেট্‌জি তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "এস বৎস, আমি তোমাকে আমার একটি পুরাতন ও পরম শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুর সহিত পরিচিত করিয়া দিই।"——তারপর তিনি বামনজির দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এই যুবকের নাম প্রেমজি, অতি সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী যুবক; ইহার পিতা মাতা কেহই নাই; আমি ইহার প্রতিপালনের ভার লইয়াছি; তোমাকেও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে।"

জেমসেট্‌জির কথা শুনিয়া বামনজি চমকিয়া উঠিলেন, তিনি জেমসেট্‌জির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। জেমসেট্‌জি কি জন্য এজরা সাহেবের গুপ্তরহস্যের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে অতি ভীষণ পরীক্ষা উপস্থিত!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গুপ্তলিপি

পেষ্টনজি সাপুরজি অত্যন্ত অলস প্রকৃতির লোক ছিলেন ; জেমসেট্জি তাঁহাকে বেলা ১২টার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ১টা বাজিয়া গেল, তখনও সাপুরজির দেখা নাই। অবশেষে প্রায় দুইটার সময় তিনি ঢুলু ঢুলু আরক্ত নেত্রে সোণার চসমা আঁটিয়া, চুরুট টানিতে টানিতে ও দক্ষিণ হস্তে বেত্র আস্ফালন করিতে করিতে জেমসেট্জির কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পেষ্টনজি সাপুরজির বয়স প্রায় ত্রিশ হইলেও তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি বর্ষের অধিক বয়স্ক বোধ হয় না। তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষীণ ; প্রথম যৌবনে তাঁহার দেহে যে লাবণ্য ছিল, নানাবিধ অত্যাচার, ব্যসন ও ব্যভিচারে সেই লাবণ্য বিকৃত হইয়া তাহা এমন রূঢ়তায় পরিণত হইয়াছিল যে, সে মুখে পিশাচের মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হইত। পেষ্টনজির বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ ছিল, কিন্তু সে বুদ্ধি কোনও দিন সুপথে পরিচালিত হয় নাই। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই বিলাসিনী সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহার সকল অর্থ ও উৎসাহ ব্যয়িত হইয়াছিল ; অবস্থার অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই

তিনি বিলাসী পার্শিসমাজে একজন প্রথম শ্রেণীর 'কাপ্তেন' হইয়া উঠিয়াছিলেন। যে সময় জেমসেট্জির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল, তখন তাঁহার বৈষয়িক অবস্থা প্রায় গজভুক্ত কপিত্থবৎ; তিনি তখন আকণ্ঠ ঋণে মগ্ন।

পেষ্টনজি সাপুরজি জেমসেট্জির কক্ষে উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, "ঘণ্টা দুই ধরিয়া আমরা আপনার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি; আমি আপনার সহিত এই তিনটি ভদ্রলোকের পরিচয় করাইয়া দিব, ইহাঁরা সকলেই অতি সম্ভ্রান্তলোক; ইনি আমার বন্ধু ডাক্তার লালুভাই, ইনি বামনজি আমার আর একটি বন্ধু, ইনি বোম্বাই হাইকোর্টের একজন বড় উকীল; আর ইনি প্রেমজি, আমাদের সেক্রেটারী।"—পেষ্টনজি দন্ত বাহির করিয়া এবং ঘাড় নাড়িয়া নবপরিচিত ব্যক্তিত্রয়কে অভিবাদন করিলেন।

জেমসেট্জি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমি আর আপনাকে অনর্থক সন্দেহের মধ্যে ফেলিয়া রাখিতে চাহি না, অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর অন্যের নিকট শোভা পাইতে পারে, কিন্তু আপনার ন্যায় স্বাধীনচেতা বুদ্ধিমান লোকের নিকট তাহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।"

পেষ্টনজি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে খুব উচ্চ শ্রেণীর প্রশংসা পত্র দিলেন; নিন্দুকেরা কিন্তু ইহা শুনিলে বলিত, আপনি তোষামোদ করিতেছেন; কারণ আমি এতখানি প্রশংসার যোগ্য নহি।"

জেমসেট্জি বলিলেন, "আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলি শুনুন; আমার ও আমার বন্ধুগণের চেষ্টায় আপনার বিবাহের প্রস্তাব ঠিক হইয়া গিয়াছে; মেটা সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী এই বিবাহে সম্মত হইয়া-

ছেন। আপনি যদি মেটা সাহেবের কন্যা কর্ণেলিয়াকে কোনরূপে রাজি করিতে পারেন, তাহা হইলেই আপনি জীবনের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন।"

পেষ্টনজির চুরুটের আগুন অনেকক্ষণ নিবিয়া গিয়াছিল, তিনি চুরুটটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন, "একটা যুবতীকে বিবাহে রাজী করা আর কি কঠিন কাজ? অনেক দিন হইতেই আমি এ বিষয়ে অভ্যস্ত। ভাল ভাল গাড়ী ঘোড়া, পোষাক পরিচ্ছদ, হীরা মুক্তা ও জহরতের অলঙ্কার প্রভৃতি বিলাসসামগ্রী পাইলে সকল যুবতীই যে কোনও যুবককে বিবাহ রাজী হয়; কর্ণেলিয়ার মত করিতে এক মিনিটও বিলম্ব হইবে না; তবে একটা গোলের কথা এই দেখিতেছি যে, মেটা পরিবারের সহিত আমার তেমন আলাপ পরিচয় নাই, ঘনিষ্ঠতা করিবার পূর্ব্বে ভাল রকম আলাপ পরিচয়ের আবশ্যক, এজন্য কোন লোক ঠিক করিতে হইবে।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "ফজলভাই জিজিভায়ের স্ত্রী রমলাবাই সাহেবা আলাপ করিয়া দিলে চলে না কি?"

পেষ্টনজি উৎসাহের সহিত বলিলেন, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব, আমার বোধ হয় ইনি মেটা সাহেবের আত্মীয়া!"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তা ঠিক জানি না, তবে আমি আপনাকে বলিতে পারি রমলাবাই সাহেবা আপনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যথাসাধ্য ওকালতী করিবেন; কিন্তু টাকা কড়ির একটা বন্দোবস্ত শীঘ্র শেষ করা উচিত।"

পেষ্টনজি বলিলেন, "সেজন্য আপনাদের কোনও অসুবিধা হইবে না,

শুনিয়াছি মেটা সাহেব এই বিবাহে তিন লক্ষ টাকার যৌতুক দিবেন, আপনি কৃতকার্য্য হইলে ইহার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন।”

জেমসেট্‌জি বলিলেন, “লক্ষ টাকাকে আমি অধিক অর্থ মনে করি না ; এই বিবাহের জন্য আমাদিগকে যে পরিশ্রম করিতে হইবে, তাহার তুলনায় লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক অত্যন্ত অল্প।”

পেষ্টনজি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহা হইলে আপনি কত টাকা চান বলুন।”

জেমসেট্‌জি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “আপনি যদি টাকা না দিতে চান তাহাতেও আমাদের আপত্তি নাই ; এমন কি, আমাদের নিকট আপনার যে ঋণ আছে, সে টাকাও আমরা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি।”

পেষ্টনজি এবার একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, “আপনি অত্যন্ত উদারতা প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু আপনার প্রকৃত মনোভাব কি, প্রকাশ করিয়া বলুন। সংসার সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে : আমি জানি সাংসারিক লোক অকারণে এত উদার হয় না।”

জেমসেট্‌জি বলিলেন, “তবে সকল কথা খুলিয়া বলি শুনুন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি ও আমার সহযোগীগণ, প্রথম যৌবনপথে পদার্পণ করি, তখন আমাদের অবস্থা ঠিক এখনকার মত ছিল না ; তখন আমরা সচ্চরিত্র ও সাধুপ্রকৃতি যুবক ছিলাম ; তখন আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না, সম্মুখে যতদূর চাহিতাম, দেখিতাম পৃথিবী আলোকে ও পুলকে, আনন্দে ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। তখন

আমরা দরিদ্র ছিলাম, আমরা জীর্ণ কুটীরে বাস করিয়া,একবেলা আহার করিয়া, ছিন্ন ও মলিন শয্যায় রাত্রি যাপন করিতাম বটে, কিন্তু তখন আমাদের পরস্পরের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা, বিশ্বাস যেমন আন্তরিক, সেইরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল।"

এই সকল ব্যক্তি গত আলোচনা পেষ্টনজির ভাল লাগিতে ছিল না, তিনি কিছু অধীর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া জেম-সেট্‌জি আবেগ ভরে তাঁহার অতীত জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যের কাহিনী বলিতে লাগিলেন ; তিনি বলিলেন, "আমরা তিন বন্ধুতে একত্র সংসার সংগ্রাম প্রবৃত্ত হই ; তিনজনেই আমার অত্যন্ত দরিদ্র ছিলাম, সংসারে আমার আর কেহ ছিল না, আমি কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতাম, তাহাতেই আমাদের তিন বন্ধুর দিনপাত হইত। কিন্তু কত দুঃখে আমাদের দিন কাটিত, সে সকল কাহিনী বিস্তৃতভাবে বলিবার আব-শ্যক নাই ; কিন্তু একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য,চিরদিন তাহা আমার মনে থাকিবে।—একটি যুবতীকে আমি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতাম, ভীষণ যক্ষ্মা রোগে তাহার জীবনান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু চিকিৎসা দূরের কথা, তাহার উদরান্নের পর্য্যন্ত সংস্থান ছিল না। কি রূপে তাহাকে বাচাইব, এই চিন্তায় আমি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম ; কিন্তু কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া এক দিন আমি মনে করি-লাম, আমি যে সকল ছাত্রকে প্রাইভেট পড়াইতাম, তাহাদের কাহারও নিকট উপস্থিত হইয়া কিছু সাহায্য চাই ; তখন যদি পাঁচ টাকা সাহায্য পাইতাম, তাহাহইলেও পাঁচ শত টাকার কাজ হইত। আমি যাহাদের পড়াইতাম, যদি তাহাদের কাহারও সাক্ষাৎ পাই, এই আশায় এল্‌ফিন্-

ষ্টোন কলেজের দেউড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম, সেখানে সন্ধানে জানিলাম আমার দুই একটি ছাত্র নিকটস্থ হোটেলে টিফিন খাইতে গিয়াছে। আমি সেই হোটেলে প্রবেশ করিয়া একটি কক্ষে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে একটি যুবক সেই কক্ষে উপস্থিত হই-লেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার নিজের দুঃখ কষ্ট সকলই বিস্মিত হইলাম; তেমন নিরাশাপূর্ণ অবসন্ন ও কাতর ভাব আমি জীবনে কাহারও মুখে দেখি নাই। যুবক হতাশ ভাবে এক খানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া একজন ভৃত্যের নিকট দোয়াত কলম কাগজ চাহিলেন। এই যুবকটীকে দেখিয়াই আমার মনে হইয়াছিল, তাঁহার জীবনের সহিত আমার জীবন কোন অদৃশ্য সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে। আমার মনে কেন এভাবের উদয় হইয়ছিল, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেখান হইতে উঠিতে পারিলাম না, তিনি কি করেন, বলিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে দোয়াত কলম ও কাগজ আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবকটী একখানি কাগজে তাড়াতাড়ি কি লিখিলেন, কিন্তু লেখাটা বোধ হয় তাঁহার মনঃপুত হইল না, তিনি তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; তাহার পর আর একখানি পত্র লিখিলেন, কিন্তু সে পত্র খানিও তাঁহার ইচ্ছানুরূপ না হওয়ায় তাহা খণ্ডখণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ছিন্ন খণ্ডগুলি পকেটে নিক্ষেপ করিলেন; অনন্তর তৃতীয় বার—আর এক খানি পত্র লেখা হইল, এই পত্র খানি দুই তিন বার পড়িয়া, আর এক একখানি কাগজে তিনি তাহা নকল করিলেন, এবং শেষোক্ত পত্রখানি লেফাপায় পুরিয়া তাহার উপর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া তাহা একজন বেহারার জিম্মা করিয়া দিলেন; বেহারাকে বলিলেন, 'এই চিঠিতে যে

ঠিকানা লেখা আছে, সেই ঠিকানায় পত্রখানি লইয়া যাও, যে উত্তর পাইবে তাহা আমার বাড়ীতে দিয়া আসিবে ; আমার নামের এই কার্ড লও, ইহাতে আমার বাড়ীর ঠিকানা লেখা আছে।'—নগদ দুইটাকা বকশিস পাইয়া বেহারা চিঠি লইয়া চলিয়া গেল, যুবক তাঁহার খসড়া পত্র খানি খণ্ড খণ্ড করিয়া টেবিলের নীচে ফেলিয়া দিলেন ; তাহার পর যৎকিঞ্চিৎ জল যোগ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন, আমি তখনও সেখানে বসিয়া রহিলাম।"

"কিন্তু আমার মনে বড় একটা কৌতূহল জন্মিয়াছিল, এই ভদ্রলোক কাহাকে পত্র লিখিলেন ? পত্রে এমন কি গুরুতর কথা লিখিলেন যে, পত্র খানি দুই তিন বার ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইল ! সেই কক্ষে অন্য কোন লোক ছিল না, কৌতূহল ভরে আমি ধীরে ধীরে টেবিলের নিকট গিয়া পত্র খানির ছিন্ন খণ্ড গুলি কুড়াইয়া আনিলাম ; দেখিলাম তন্মধ্যে একটি টুকরাতে লেখা আছে 'গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিব' ; ভয়ে আমি শিহরিয়া উঠিলাম ! আর এক টুকরা খুলিতেই দেখিলাম, 'লজ্জা ও ভয়ে আমি মৃতবৎ' ; তৃতীয় টুকরাতে পড়িলাম, 'আজ রাত্রেই বিশ হাজার টাকা'—ব্যাপারটা কতক বুঝিতে পারিলেও আমি অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া ছিন্ন খণ্ড গুলি মিলাইয়া লইয়া পত্রখানি পাঠ করিলাম, তাহা এই রূপ,——

'প্রিয় ইদলজি,

আজ রাত্রেই আমার বিশহাজার টাকার দরকার, তুমি ভিন্ন আর কেহ এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে এ টাকা দিতে পারিবে না। টাকা গুলি না পাইলে আমার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে ইহা ভাবিয়া

লজ্জা ও ভয়ে আমি মৃতবৎ হইয়াছি; তুমি কি দুই ঘণ্টার মধ্যে আমাকে এই টাকা পাঠাইতে পার না? তোমার উত্তরের উপর আমার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে; যদি টাকা পাই, তাহা হইলেই আমার প্রাণ ও মান রক্ষা হইবে; নতুবা গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিব।'

"সে অনেক দিনের কথা হইলেও, পত্রখানির ভাষা অবিকল আমার মনে আছে, একথা আপনার নিকট বিস্ময়কর বোধ হইতে পারে; কিন্তু এত কাল পরেও সেই হস্তাক্ষর যেন আমি চক্ষুর সম্মুখে জাজ্বল্যমান দেখিতেছি। এই পত্রের নিম্নে যাঁহার নাম স্বাক্ষরিত দেখিয়াছিলাম, পার্শি সদাগর সমাজে তিনি সুপরিচিত ব্যক্তি। আমার হৃদয়ে দুর্নিবার লোভের সঞ্চার হইল; আমার মনে হইল, আমার আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে এই গুপ্ত লিপির সহায়তায় আমি নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ লাভবান হইতে পারি। একখানা সাদা কাগজ লইয়া এই পত্রের ছিন্ন অংশগুলি আটা দিয়া জুড়িয়া লইলাম, তার পর হোটেলের একজন কর্ম্মচারীর নিকট একখানি ডাইরেক্টরী চাহিয়া লইয়া পত্র লেখকের বাড়ীর ঠিকানা দেখিয়া লইলাম। বাজার গেট ষ্ট্রীটে তাঁহার বাড়ী; সেখানে যাইতে আমার প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দ্বার প্রান্তে একজন দারোয়ান বসিয়া আছে; তাহার নিকটে গিয়া বলিলাম, 'তোমার মনিবের সঙ্গে একবার দেখা করিতে চাই।' দ্বারবান উত্তর দিল, 'আমার মনিব এসময় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।' আমি বলিলাম, 'যদি তোমার মনিবকে কোন ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার নিকটে

গিয়া বল, তিনি কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে কোন ভদ্রলোককে যে পত্র লিখিয়াছেন,একজন লোক সেই পত্রের খসড়াখানি লইয়া আসিয়াছে।' আমার কথা শুনিয়া দ্বারবান আর কোনও আপত্তি না করিয়া তাহার মনিবকে সংবাদ দিতে গেল, এবং মিনিট দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,'সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করিতে রাজী হইয়াছেন।'—আমি দ্বারবানের সঙ্গে তাহার মনিবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ; তাঁহার মুখখানি শুষ্ক ও রক্তহীন, কিন্তু চক্ষু দুটী যেন জ্বলিতেছে ! আমি কি বলিব কোন কথা খুঁজিয়া পাইলাম না।"

"যুবক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমিই কি আমার পত্রের টুকরা গুলা কুড়াইয়া লইয়া আসিয়াছ ?' আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া পকেট হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম।—যুবক বলিলেন, 'তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি, উহার জন্য তুমি কত টাকা চাও ? আমি তোমাকে একশত টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।"

"অন্যের গুপ্তকথা বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিব, এরূপ দুরভিসন্ধি এপর্য্যন্ত এক দিনও আমার মনে স্থান পায় নাই ; আমার ইচ্ছা ছিল, বলি, 'আমি আপনার এই পত্র কুড়াইয়া আনিয়াছি, ইহা অন্য লোকের হস্তগত হইলে,হয়ত আপনার কোনও অপকার হইতে পারিত, তাই ইহা আপনাকে দিতে আসিয়াছি,—আমি দরিদ্র, কিঞ্চিৎ পুরস্কার পাইলেই অনুগৃহীত হইব।'—কিন্তু আমি একথা বলিলাম না, বলিতে পারিলাম না। যুবকের কথায় আমার মনে লোভের সঞ্চার হইয়াছিল, আমি বলিলাম, 'ইহার পরিবর্ত্তে আমি দুইশত টাকা চাই।'

যুবক উঠিয়া একটি আলমারির দেরাজ খুলিলেন, এবং দশ টাকার কুড়িখানা নোটের একটি তাড়া আমার মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'পত্রখানি রাখিয়া এই টাকা লইয়া এখনই চলিয়া যাও।'

"নোটগুলি লইয়া আমি সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম বটে, কিন্তু অপমানে, লজ্জায় ও ঘৃণায় আমি উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলাম: আমার পদতল হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। আমি কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি তাহা সহজে করি নাই, এবং আমার মনও তখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। আমার প্রিয়তমা তখন মৃত্যুশয্যাশায়িনী, তাহার উদরে অন্ন নাই, চিকিৎসক ডাকাইবার সামর্থ্য নাই, এবং কখন তাহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবে তাহারও স্থিরতা নাই; আমি পাপ পুণ্যের বিচার পরিত্যাগ করিয়া গৃহমুখে ধাবিত হইলাম। গৃহ হইতে যখন বাহির হইয়াছিলাম, তখন আমি সচ্চরিত্র ধর্ম্মভীরু সাধু যুবক, কয়েক ঘণ্টা পরে যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন আমি প্রতারক প্রবঞ্চক তস্করের অধম! একটা দোকান হইতে কয়েকখানা নোট ভাঙ্গাইয়া লইয়া আমি আমার জীর্ণ কুটীরে উপস্থিত হইলাম; সেখানে আমার বন্ধুদ্বয় ব্যাকুলভাবে আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; আমাকে দেখিয়া তাঁহারা খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং আমার হাত ধরিয়া তাঁহাদের কাছে বসাইতে উদ্যত হইলেন। আমি দুই হাতে তাঁহাদের ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিলাম, 'সরিয়া যাও, তোমরা আমাকে স্পর্শ করিও না; আমি নীচ, অধম, কলুষিত; আমি ঘোর প্রবঞ্চক, আমি কোনও সাধু ব্যক্তির ছায়া স্পর্শের

যোগ্য নহি।—তোমরা টাকা চাও, টাকা আনিয়াছি, এই লও।' আমি রুমালে বাঁধা টাকাগুলি সবেগে মেঝের উপর নিক্ষেপ করিলাম।"

"আমার প্রিয়তমা আশায় উৎফুল্ল হইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, 'টাকা পাইয়াছ? তাহা হইলে আমাদিগকে আর না খাইয়া মরিতে হইবে না; এ যাত্রা বোধ হয় আমি বাঁচিব।' কিন্তু আমার বন্ধুদ্বয় নির্ব্বাক ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহারা বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, আমি এ টাকা চুরি করিয়া আনিয়াছি।"

"আমি তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, 'না, আমি ইহা চুরি করিয়া আনি নাই; আমি এমন কোনও উপায়ে এ টাকা হস্তগত করি নাই, যে অপরাধে পুলিস আমাকে ধরিয়া ফৌজদারীতে দিতে পারে: কিন্তু আত্মসম্মান বিক্রয় করিয়া আমি এই টাকা লাভ করিয়াছি; ইহা উপার্জ্জন করিতে আমাকে ভদ্রতা, সুনীতি ও মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে।'

"তাহার পর দুই এক সময় এই দুষ্কর্ম্মের জন্য আমার মনে অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু মদ্যের প্রবাহে ও আমোদের স্রোতে তাহা কোথায় ভাসিয়া লুপ্ত হইয়া গেল! আমাদের তিনজনেরই মনে হইল, অর্থোপার্জ্জনের পথ যখন এত সহজ, তখন আমরা এই পথে না যাই কেন? লোকে দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, পাপ করিয়া তাহা গোপন রাখিতে চায়; এই সকল গুপ্ত পাপের সন্ধান লইয়া আমরা যদি সেই পাপিষ্ঠগণের নিকট হইতে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করি, তবে তাহাতে দোষ কি? এইরূপে আমাদের নূতন ব্যবসায়ের সূত্রপাত।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নূতন ব্যবসায়

দীর্ঘ বক্তৃতার পর জেমসেট্‌জি ক্ষণকাল নীরব হইলেন; তাহার পর তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "আমি এ পর্য্যন্ত আপনাকে যে সকল কাহিনী বলিলাম, তাহাতে একখানি লোমাঞ্চকর রহস্যপূর্ণ বিচিত্র উপাখ্যান রচিত হইতে পারে, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি তাহা ঔপন্যাসিক ঘটনার ন্যায় আশ্চর্য্য হইলেও সত্য কথা। যে রাত্রে আমি আমার জীবনের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া বাসায় ফিরিলাম,—আমরা সেই রাত্রেই প্রতিজ্ঞা করিলাম, আত্মসম্মান, ধর্ম্ম, পরোপকার, মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যপালন প্রভৃতির সহিত জীবনে আর কোন সম্বন্ধ রাখিব না; স্বার্থসিদ্ধির জন্য অকুণ্ঠিতচিত্তে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইব। তাহার পর গত পঁচিশবৎসর ধরিয়া আমরা তিন বন্ধুতে আমাদের সংকল্পানুসারে কাজ করিয়া আসিতেছি। সাপুরজী সাহেব, আপনি কি জানেন কোন কোন আম্রের মধ্যে কীট জন্মে? সুপক্ক আম্র, সুগোল সুন্দর ও সুদৃশ্য, তাহার সুগন্ধে মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু তাহা কাটিয়া দেখুন, তাহার ভিতর কৃমি কীটের ন্যায় সহস্র সহস্র কীট কিল্‌ কিল্‌ করিতেছে; মানব সমাজও অনেকটা এইরূপ। অন্ততঃ, আমাদের

সমাজ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি, ইহা অতি সম্ভ্রান্ত সমাজ ; আমাদের সমাজে লক্ষপতি বা কোটীপতির অভাব নাই, শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব নাই, সমাজ সংস্কারকেরও অভাব নাই ; বিলাস, বিভব চতুর্দ্দিকে তরঙ্গিত হইতেছে। বাহিরে শত ধারায় সুখ শান্তি ও আনন্দের স্রোত বহিতেছে ; কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে নিত্য কত পৈশাচিক কাণ্ডের—কত বীভৎস নারকীয় অনুষ্ঠানের অভিনয় চলিতেছে, কে তাহার সন্ধান রাখে ? যদি কোন লোক কোন বিশেষ শক্তির সাহায্যে সমাজের এই সকল গুপ্তরহস্য আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অল্পদিনের মধ্যে কিরূপ অসাধারণ ক্ষমতালাভের সম্ভাবনা আছে তাহা ভাবিয়া দেখুন। তাহার প্রত্যেক কথায় সমাজের সম্ভ্রান্ত দলপতিগণকে পরিচালিত হইতে হয়, দুর্নীতিপরায়ণ লক্ষপতিগণ তাহার প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত মুক্ত হস্তে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হয় না।—আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি সেই অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইব ; ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে না পারি, শয়তানের সহায়তায় জীবনের ব্রত সফল করিব।

"অনন্তর কার্য্য আরম্ভ করিলাম ; সহজ ভাষায় ইহা পাপানুষ্ঠানের টেক্স মাত্র। ধনাঢ্য যুবকগণ নানা প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া কে কিরূপ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমি নানা উপায়ে তাহার সন্ধান লইতে লাগিলাম ; তারপর সুবিধা বুঝিয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ উৎকোচ আদায় করিতে লাগিলাম। আমার এই ব্যবসায় নূতন নহে ; এই বোম্বাই সহরেই আমি এরূপ অনেক লোককে জানি, যাহারা এইরূপ ব্যবসায়ে বহুদিন হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে ; এবং আমার একটি পরিচিত লোক এই উপায়ে

চারি পাঁচ বৎসরে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে। সে ডাকঘরে পিয়নের কাজ করিত; সে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের চিঠিপত্র গোপনে খুলিয়া দেখিত, এবং এইরূপে অনেক গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করিয়া, কখনও ভয় দেখাইয়া, কখনও বা অন্য পক্ষের নিকট গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া, অনেক টাকা উপার্জ্জন করিত। পুলিশ আমাদের প্রধান শত্রু, সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে তাহাদের মুখ বন্ধ করিতে হয়। আমাদের এই ব্যবসায়ে সাবধানতার বড় প্রয়োজন।

"আমাদের দেশে এই ব্যবসায়টি নূতন, ইংরাজ এ বিষয়ে আমাদের গুরু। ইংলণ্ডের শত শত লোক এই ব্যবসায়ে জীবিকার্জ্জন করিতেছে। আবার এমন লোকও অনেক আছে, যাহারা পয়সা দিয়া লোকের দুর্নাম ও কলঙ্কের কাহিনী ক্রয় করে! মার্কিন সাম্রাজ্যেও এই ব্যবসায়ের প্রতিপত্তি বড় অল্প নহে; যাহারা ইহাতে লিপ্ত থাকে, নিউইয়র্ক, বোষ্টন প্রভৃতি নগরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহাদিগকে পুলিসের অপেক্ষা অধিক ভয় করে। কিন্তু অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় এই লাভজনক ব্যবসায়টিও একাকী চলে না; এজন্য আমি আমার বন্ধু ডাক্তার লালুভাই ও উকীল বামনজিকে আমার সহযোগীরূপে গ্রহণ করিয়াছি। সমাজে বাস করিতে হইলে, ডাক্তার ও উকীল ভিন্ন এক দিনও চলিবার উপায় নাই; তাঁহারা ভদ্রলোকের পারিবারিক রহস্য যত জানিতে পারেন, বাহিরের লোকেরা তত জানে না। আমি এই দলের সর্দ্দার; কিন্তু সর্দ্দার বলিয়াই যে আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, এরূপ মনে করিবেন না। পাছে আমাদের উপর অন্যের দৃষ্টি পড়ে ও আমাদের গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত হয়, এই ভয়ে লোকের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপের জন্য আমি

'দাসাশ্রয়' নামক এই আড্ডাটি খুলিয়াছি ; ইহার কাজ বেশ শৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে। ঘরের বাহিরে যাহাকে বিশেষ ধনবান ও অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়, যদি তাহার অন্দরের সকল সংবাদ লওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক স্থলেই দেখা যায়, তাহার মত হতভাগ্য ও দুঃখী জগতে অতি অল্পই আছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বড় লোক, তাঁহাদের গৃহে দাস দাসী সরবরাহের ভার আমরা গ্রহণ করিয়াছি ; আমাদের প্রদত্ত দাস দাসীরা তাঁহাদের সকল পারিবারিক সংবাদ জানিতে পারে ; সুতরাং বড় লোকের বাড়ীর কোনও রহস্য আমাদের অজ্ঞাত থাকে না। এমন কি, যদি কেহ রাত্রিকালে শয়ন কক্ষের দরজা ও জানালা রুদ্ধ করিয়া অনুচ্চস্বরে তাহার স্ত্রীকে কোন গুপ্ত কথা বলে, তাহা হইলেও সে কথা পরদিন প্রভাতে আমাদের কর্ণগোচর হয়।"

সাপুরজি জেমসেট্‌জির কথা শুনিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। জেমসেট্‌জি তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার কথা বোধ হয় আপনার বিশ্বাস হইতেছে না, কিন্তু আমার কোনও কথা মিথ্যা নহে। আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি আমার হস্তে অসীম ক্ষমতা বর্ত্তমান ; পঁচিশ বৎসরের ক্রমাগত চেষ্টায় আমি এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছি ; এখন ফলভোগের সময় আসিয়াছে। পুলিস নানা গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য গোয়েন্দা ও সন্ধানি লোকদের প্রতি বৎসর কত টাকা প্রদান করে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন ; কিন্তু আমার গোয়েন্দারা পুলিসের গোয়েন্দা অপেক্ষা অনেক কাজের লোক, অথচ তাহাদিগকে হাতে রাখিতে আমার কিছুমাত্র অর্থব্যয় নাই। প্রত্যহ প্রায় দুই শত দাস দাসী আমার

আফিসে যাতায়াত করিতেছে ; এ অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে কত গুপ্ত সংবাদ সংগৃহীত হইতে পারে, বুঝিয়া দেখুন।

"আপনি মনে করিবেন না যে, আমার অধীনস্থ এই সকল দাস দাসী আমার গুপ্ত অভিপ্রায়ের কথা অবগত আছে ; আমি কি মতলবে তাহাদের সহিত কোন্ কথার আলোচনা করিতেছি, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না, অথচ অতি সহজেই আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। কার্য্যোদ্ধারের এই শক্তিকেই আমি আমার প্রতিভা বলিয়া মনে করি। কোনও গুপ্ত রহস্যের যৎসামান্য আভাসমাত্র পাইলেই আমি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র রহস্যটিকে আয়ত্ব করিয়া লইতে পারি। এখন এই ব্যবসা হইতে প্রতিবৎসর আমাদের প্রত্যেকের ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা আয় হয়।"

প্রেমজি বসিয়া বসিয়া সকল কথা শুনিতেছিল ; সে নব্য যুবক, পাপ ও কুকর্ম্মে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ; এই সকল শয়তানির কথা শুনিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল ; সে দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিল।

প্রেমসেট্‌জি বলিতে লাগিলেন, "এপর্য্যন্ত আমরা সাবধানেই কাজ চালাইয়া আসিয়াছি ; সহজে যে আমরা বিপন্ন হইব, সে আশঙ্কাও নাই। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের দুর্ভাবনা দূর হয় না। এখন আমরা প্রাচীন হইয়াছি, এখন একটু নির্ভাবনায় কাল কাটাইবার জন্য বড়ই আগ্রহ হইয়াছে ; সেই জন্য মনে করিতেছি, এই বিপজ্জনক ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া এমন একটা কিছু করিতে হইবে, যাহাতে নিরাপদে অবশিষ্ট জীবনের জন্য কিছু

সংস্থান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই নূতন সংকল্পসাধনে আপনাকে আমাদের সহায়তা করিতে হইবে।”

সাপুরজি বলিলেন, “কিন্তু আমাকে কি ভাবে আপনাদের সাহায্য করিতে হইবে, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না; তবে আমার উপর আপনি অধিক নির্ভর করিবেন না।”

জেমসেট্‌জি বলিলেন, “আমি একটি নূতন যৌথ কারবার খুলিতে চাই; আপনাকে এই কারবারের অধ্যক্ষ হইতে হইবে। সম্ভ্রান্ত সমাজে আমি তেমন পরিচিত নহি; ডাক্তার লালুভাই বা উকীল বামনজি এই ব্যবসায়ের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলে লোকে তাঁহাদের উপর যথেষ্ট নির্ভর করিতে পারিবে, এরূপ বোধ হয় না; তবে ইঁহারা আমাদের দলে থাকিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।”

সাপুরজি বলিলেন “কিন্তু লোকে আমাকে দেখিয়াই যে বিশ্বস্ত চিত্তে এই কারবারের সেয়ার ক্রয় করিবে, আপনি কি জন্য এরূপ আশা করিতেছেন? বিশেষতঃ, আপনারা কি কারবার খুলিতে চান, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই।”

জেমসেট্‌জি বলিলেন,“কারবারের কথা আপনাকে পরে বলিতেছি; লোকে আপনাকে দেখিয়া আমাদের এই ব্যবসায়ের সেয়ার কিনিবে, এসম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক, ও সাধারণের নিকট সুপরিচিত; আপনি একটা কারবারের অধ্যক্ষ হইলে, লোকে বুঝিবে এ কারবারের ‘সেয়ার’ অনায়াসেই ক্রয় করা যাইতে পারে; এইজন্যই বড় বড় যৌথ কারবারে সম্ভ্রান্তবংশীয় অধ্যক্ষগণকে অনেক টাকা বেতন দেওয়া হয়। আপনার অনেক টাকা দেনা

আছে জানি, সাধারণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, প্রস্তাবিত কারবারের অধ্যক্ষ হইবার পূর্ব্বেই আপনাকে সেই সকল ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে; ইহাতে আপনার উপর লোকের বিশ্বাস গভীর হইবে। তাহার পর সাধারণে যখন শুনিতে পাইবে, সুবিখ্যাত ধনকুবের মেটা সাহেবের একমাত্র কন্যার সহিত আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন আপনার সম্মান দশগুণ বর্দ্ধিত হইবে, আপনি অধ্যক্ষ পদের অযোগ্য একথা কেহই মনে করিতে পারিবে না। কতকগুলি টাকা সংগ্রহ করিয়া আমরা ব্রহ্মদেশে একটা জহরতের কারবার খুলিব, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।”

সাপুরজি, বলিলেন “কোথায় বোম্বাই, আর কোথায় ব্রহ্মদেশ! আপনারা কি ভাবে এ ব্যবসা চালাইবেন—তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিনা; ইহার পরিণামই বা কি হইবে?”

জেমসেট্‌জি বলিলেন,“ইহা ব্যবসায় নহে, ব্যবসায়ের অভিনয় মাত্র; সুতরাং ব্রহ্মদেশ যতদূরেই হউক, আর সেখানে কোথায় কিরূপ জহরৎ পাওয়া যায়, এ সকল বিষয়ে লক্ষ্য করিবার আবশ্যক নাই। আমাদের যত টাকার সেয়ার বিক্রয় করা আবশ্যক, তাহা বিক্রীত হইলে আপনি আফিস বন্ধ করিয়া দিবেন; তাহার পর কোম্পানীর ভাগ্যে যাহা থাকে হইবে।”

সাপুরজি সক্রোধে মাথা তুলিয়া বলিলেন, “আপনি কি আমাকে আপনার সিঁদকাটিতে পরিণত করিতে চান? আপনি কি জানেন না সাধারণকে এভাবে প্রতারিত করিলে আমাকে ফৌজদারীতে পড়িতে হইবে? কারাদণ্ড হইতে আমি কিরূপে মুক্তি লাভ করিব?”

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আপনার বিশ্বাস করা উচিত যাহারা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, আইনের চক্ষে তাহারা অনায়াসে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে। আইনকে ফাঁকি দিতে না পারিলে অসাধু উপায়ে ধনবান হওয়া যায় না।"

ডাক্তার লালুভাই এতক্ষণ চুপ করিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন, তিনি সাপুরজিকে বলিলেন, "আপনি কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। আমরা যে কারবার খুলিব তাহার সেয়ারগুলি জেমসেট্‌জি সাহেবের মক্কেলরাই যাহাতে ক্রয় করেন, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে; সাধারণে যাহাতে সেয়ার ক্রয় করিতে না আসে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যখন এই কারবারের অনুষ্ঠানপত্র ও নিয়মাবলী প্রস্তুত হইবে, তখন সকল কথাই বুঝিতে পারিবেন। জাল 'গুটাইবার সময় জেমসেট্‌জি তাঁহার মক্কেলদের বলিবেন, 'কারবার ফেল হইয়াছে, সুতরাং তোমাদের সেয়ারের টাকা ফেরত দিবার সম্ভাবনা নাই; আমাদের খালাস দাও।'—জেমসেট্‌জির কোনও মক্কেলের এত সাহস নাই যে,মূলধন নষ্ট হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে নালিশের ভয় দেখাইবে।"

সাপুরজি জেমসেট্‌জিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলিতে পারেন একথা সম্পূর্ণ সত্য? আপনার মক্কেলেরা এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও কোনরূপ প্রতীকারের চেষ্টা করিবে না?"

জেমসেট্‌জি এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া দেরাজের ভিতর হইতে একখানি খাতা খুলিয়া বলিলেন, "আমি একে একে আপনার নিকট আড়াই শত লোকের নাম পাঠ করিতে পারি, যাহারা প্রত্যেকে অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকার সেয়ার ক্রয় করিবে।—প্রথম নাম, মিঃ বি,—ইনি

একজন ইঞ্জিনিয়ার; দুইটী প্রকাণ্ড পুল বাঁধাইতে ইনি কত হাজার টাকা চুরি করিয়াছিলেন, তাহার অব্যর্থ প্রমাণ বর্ত্তমান। এই উপায়ে তিনি দুই তিন লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। (২) মিঃ এফ—ইনি সওদাগর; গতবার যখন ইনি দেউলিয়া হন, তখন দেউলিয়া আদালতে আশ্রয় লইবার জন্য ইনি কিরূপ প্রবঞ্চনার সাহায্য লইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এইরূপে তিনি তাঁহার মহাজনদের আড়াই লক্ষ টাকা ফাঁকি দিয়াছেন। (৩) শ্রীমতী এইচ,—বিবাহের পূর্ব্বে ইনি গর্ভবতী হইয়াছিলেন; আবশ্যক হইলে একথা আমরা অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারিব। এখন ইনি একজন খুব বড় জমিদারের স্ত্রী; এই জমিদারের আয় বার্ষিক দেড়লক্ষ টাকার কম নহে। (৪) মিঃ আর,—ইনি একটি 'লিমিটেড' কোম্পানীর খাতাঞ্জী; ইনি এ পর্য্যন্ত কত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত নহে; এবং ইচ্ছা করিলেই আমরা তাঁহাকে ধরাইয়া দিতে পারি।"

এই সকল নাম পাঠ করা হইলে সাপুরজি বলিলেন, "আর অধিক নাম পড়িয়া সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। আমি বুঝিয়াছি আপনার শক্তি অসাধারণ; পুলিস সহজে আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি; আপাততঃ কি করিতে হইবে বলুন।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "আমরা যে কারবার খুলিব, সর্ব্বপ্রথমে তাহার নিয়মাবলী ও অনুষ্ঠান পত্র লিখিতে হইবে। আপনি আমার উকীলবন্ধু বামনজির সহিত পরামর্শ করিয়া আজই তাহার একটা খসড়া লিখিয়া ফেলুন। এখন প্রেমজির সঙ্গে আমার গুটিকত কথা আছে;

আপনারা অন্য কক্ষে গিয়া উপস্থিত কার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিলে ভাল হয়।”

জেমসেট্‌জির কথা শুনিয়া পেষ্টনজি সাপুরজি,—ও উকীল বামনজি সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন, কেবল ডাক্তার লালুভাই সেখানে বসিয়া থাকিলেন। তিনি উঠিয়া দরজাবন্ধ করিয়া দিলে জেমসেট্‌জি প্রেমজিকে বলিলেন, “প্রেমজি, তুমি আমাদের এই গুপ্ত পরামর্শের কিছু বুঝিতে পারিলে কি?”

প্রেমজি বলিল, “আমার বোধ হইতেছে এই কঠিন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে, আমাকেও আপনাদের আবশ্যক আছে। আমি সাপুরজি সাহেবের ন্যায় ধনবান নহি, কিন্তু আপনি আমাকে তাঁহার মতই বিশ্বাস করিতে পারেন; বলুন আমাকে কোন্ কার্য্যের ভার লইতে হইবে।”

জেমসেট্‌জি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “তোমাকে যে কাজের ভার দিব, তাহা বড় সহজ কাজ নয়; সাপুরজির উপর যে ভার দিয়াছি, ইহা তাহা অপেক্ষাও কঠিন এবং ইহাতে বিপদের সম্ভাবনাও অধিক; সুতরাং বলা বাহুল্য, ইহাতে অধিক লাভের আশা করিতে পার। আমি তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব, এ বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছি; সুবিখ্যাত ধনপতি মাণিকজি ফ্রামজির কন্যা নাথুরা বাইয়ের সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি, আপাততঃ ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট প্রলোভন।”

প্রেমজি বলিল, “আমার প্রতি আপনার দয়ার পরিচয় পাইয়াছি; আশা করি আপনার উপদেশে চলিলে, আমি নিরাপদে কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিব; কিন্তু কাজটি কি জানিতে ইচ্ছা করি।”

জেমসেট্জি বলিলেন, "এজন্য তোমার অসীম সাহস, আত্মনির্ভরের শক্তি ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। কেবল তাহাই নহে, তোমার বর্ত্তমান অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে হইবে, তোমাকে আর একজন মানুষ সাজিতে হইবে; তাহার নাম তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার আচার ব্যবহার ও দোষগুণ সমস্ত তোমাকে আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে। সর্ব্বদা তোমাকে মনে রাখিতে হইবে, তুমি প্রেমজি নহ, আর একজন। ইহা পারিবে ত?"

প্রেমজি উৎসাহের সহিত বলিল, "এ বিষয়ে আপনি সন্দেহ করিবেন না।"

জেমসেট্জি সোৎসাহে বলিলেন, "বৎস, যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তোমার অন্ধকার হৃদয়কে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই তোমাকে সিদ্ধির সুবর্ণমণ্ডিত পথে লইয়া যাইবে।"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ, এ কথা ঠিক।"

ঠিক সেই সময়ে সেই কক্ষের দ্বারে করাঘাত হইল। জেমসেট্জি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলে, একজন দ্বারবান তাঁহার হস্তে দুইখানি পত্র দিল।

জেমসেট্জি একখান পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন, তাহা এইরূপ;—

"মহাশয়, আপনি নিশ্চিত হউন; জাহাঙ্গীরজি কাল পাঁচ খানি বিলে কুঠীয়াল মাণিকজি ফ্রামজির নাম জাল করিয়াছে; বিলগুলি আমার কাছেই আছে; আপনার যেরূপ অভিপ্রায় জানাইবেন। ইতি—

অনুগত—

বাপুভাই মতিওয়ালা।"

দ্বিতীয় পত্রখানি খুলিয়া জেমসেট্‌জি পাঠ করিলেন ;—

"মাননীয় মহাশয়, মেটা সাহেবের কন্যা কর্ণেলিয়ার সহিত দীনসা কাওয়াসজি দস্তুর সাহেবের বিবাহের যে সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কর্ণেলিয়া অত্যন্ত পীড়িত ; ডাক্তারেরা বলিতেছেন, তাঁহার জীবনের আশা বড়ই অল্প।

অনুগত ভৃত্য—

বেজানজি।"

জেমসেট্‌জির হাত হইতে পত্রখানি খসিয়া পড়িল, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল ; তিনি শূন্যে চাহিয়া হতাশভাবে বলিলেন, "সব গোল হইয়া যায় দেখিতেছি! ছুঁড়ীটা যদি না বাঁচে, তাহা হইলে আমাদের যোগাড়যন্ত্র সমস্তই বৃথা হইবে।"—তিনি চিন্তিতভাবে সেই কক্ষে পদচারণ করিতে লাগিলেন ; তারপর মধ্যপথে হঠাৎ থামিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি যে দিন দস্তুরের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়াছে, সেইদিন হইতেই তাহার পীড়া ; অথচ আমরা জানি কর্ণেলিয়া দস্তুরকে বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত, সে অন্যের প্রেমে আসক্তা ; সুতরাং এই সম্বন্ধভঙ্গ তাহার পীড়ার কারণ, এরূপ অনুমান করা যায় না। ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। এ রহস্য কি, তাহা আমাদের জানিতে হইবে ; কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা কোনও কাজে হাত দিতে পারিব না, তাহাতে উপকার না হইয়া অপকার হইবারই সম্ভাবনা।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন "আমি কি একবার মেটা সাহেবের বাড়ী পর্য্যন্ত যাইব ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন "এ মন্দ কথা নয়, গাড়ী ত প্রস্তুতই আছে।"

ডাক্তার উঠিলেন; কিন্তু তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া জেমসেট্‌জি অগ্রসর হইয়া বলিলেন "দাঁড়াও, তোমার যাওয়া হইবে না। ওদিকে এখন আমাদের কাহারও যাইবার আবশ্যক নাই। আমার বোধ হইতেছে, আমাদের ষড়যন্ত্রের কোন একটা অংশ ফাঁসিয়া গিয়াছে; মেটা সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী পরস্পরের নিকট স্ব স্ব গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। বোধ হয় কোন রকমে তাহাই শুনিতে পাইয়া কর্ণেলিয়া মনে দারুণ আঘাত পাইয়াছে, এ বিষয়ে বেজানজির উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে।"—তাহার পর জেমসেট্‌জি ডাক্তারকে এক কোণে টানিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন, "আমি এখন চলিলাম। প্রেমজি আমাদের অনেক গুপ্ত কথা জানিয়াছে, তাহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিবে। আজ রাত্রে তোমার ঘরে তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে হইবে, যেন বাহিরে যাইতে না পারে; অথচ আমরা যে তাহাকে এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, এ কথা যেন সে বুঝিতে না পারে।"

"এ বিষয়ে কোন ত্রুটি হইবে না"—এই কথা বলিয়া ডাক্তার লালুভাই প্রেমজিকে সঙ্গে করিয়া দাসাশ্রয়ের আফিস পরিত্যাগ করিলেন। জেমসেট্‌জি, সাপুরজি ও উকীল বামনজির বৈষয়িক পরামর্শের ফল জানিবার জন্য কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

———

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী

দীনসা কাওয়াসজি দস্তুর মেটা সাহেবের অট্টালিকা হইতে কর্ণেলিয়ার নিকট বিদায় লইয়া রাজপথে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গাড়ী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাতে না উঠিয়া কোচম্যানকে বিদায় দিয়া পদব্রজে ভিন্ন পথে চলিলেন।

তখন তাঁহার হৃদয়ে ঝটিকা বহিতেছিল, তাঁহার স্বাভাবিক ধীরতা অন্তর্হিত হইয়াছিল ; তাঁহার মুখ বিষণ্ণ ; পথে চলিতে চলিতে দুই চারিজন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিল, কিন্তু তিনি তাহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না ; তাহারা বিস্মিত হইয়া রহিল। আর কেহ কখনও তাঁহার এরূপ ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে নাই ; এমন কি, তাঁহাকে এই ভাবে কখনও পদব্রজেও চলিতে দেখে নাই।

দস্তুর সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, "সংসারে সুখের স্বপ্ন এইরূপ অলীক ; একটি বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া আমি আকাশে সুখের সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, অদৃষ্টের একটি ফুৎকারে নিমিষ মধ্যে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল : একটি বালিকার বেদনাব্যাকুল দুইখানি ছল ছল নেত্রের কাতর দৃষ্টিপাতে আমার জীবনের সকল সংকল্প ব্যর্থ হইল!"

দীনসা দস্তুর কর্ণেলিয়াকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন, এ স্নেহ বা প্রেম নব যৌবনের উন্মত্ত অন্ধ আবেগ মাত্র নহে ; তাহাতে মোহ বা আবিলতা মিশ্রিত ছিল না। কর্ণেলিয়াকে তিনি ভাল বাসিতেন সত্য, কিন্তু কতখানি ভাল বাসিতেন, তাহা পূর্ব্বে অনুভব করিতে পারেন নাই। যে দিন কর্ণেলিয়া-রত্ন লাভের আশা তাঁহার হৃদয় হইতে চির-কালের জন্য বিলুপ্ত হইল,সেইদিন তিনি তাঁহার প্রেমের প্রগাঢ়তা সম্যক রূপে অনুভব করিলেন ; সেইদিন কর্ণেলিয়া তাঁহার নিকট সহস্র গুণে অধিক সুন্দরী বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি দীনসা কাওয়াসজি দস্তুর, অর্থে, গৌরবে, সামাজিক মানসম্ভ্রমে, ও বংশ মর্য্যাদায় পারসী সমাজের একজন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি ; রূপে তিনি কার্ত্তিকেয় তুল্য, গুণে তিনি অতুলনীয় ; তিনি ইচ্ছা করিলে পারসী সমাজের যে কোনও সুন্দরী কুমা-রীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিতে পারিতেন,—আজ তিনি একটি বালিকার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইলেন ! ক্ষোভে, দুঃখে, তাঁহার হৃৎপিণ্ড টন্‌টন্‌ করিতে লাগিল, তাঁহার সমস্ত দেহের রক্ত যেন চন্‌ চন্‌ করিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিতে লাগিল।

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সংসারক্ষেত্রে কর্ণেলিয়া আমার যোগ্যা সঙ্গিনী হইতে পারিত। এমন বুদ্ধিমতী, এমন মধুর প্রকৃতি, এমন পুষ্পের ন্যায় পবিত্র হৃদয়া, সুরসুন্দরী তুল্য এমন সৌন্দর্য্য-ময়ী নারীরত্ন আমি আর কোথায় পাইব? আমি অনেক যুবতীকে দেখিয়াছি, তাহাদের সহিত আলাপও করিয়াছি ; তাহারা অনেকেই অত্যন্ত সুন্দরী, অনেকে যে প্রেমময়ী, তাহাতেও সন্দেহ নাই ; কিন্তু অলঙ্কার, পরিচ্ছদ ও বিলাসলালসাতেই তাহারা উন্মত্ত ; কর্ণেলিয়ার

সহিত তাহাদের কাহারও কি তুলনা হইতে পারে? কর্ণেলিয়ার কি গভীর বিশ্বাস! আমাকে বিশ্বাস করিয়া অনায়াসে সে তাহার হৃদয়-বেদনার কথা প্রকাশ করিল। কর্ণেলিয়াকে যখন পাইবার আশা নাই, তখন জীবনে আমি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না।—এতদিনে মনে হইতেছে জীবনটাই ব্যর্থ হইল!"

দস্তুর সাহেব ঘুরিতে ঘুরিতে 'ক্লাবে' উপস্থিত হইলেন; তাঁহার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া অনেকেই বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইল না। তিনি বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিবার জন্য মেটা সাহেবকে পত্র লিখিতে বসিলেন; পরপর দুইতিন খানি পত্র লিখিলেন, কিন্তু কোন খানিই তাঁহার মনের মত হইল না। সেগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি আর একখানি পত্র লিখিয়া একজন দারোয়ানের হস্তে তাহা মেটা সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

অধিক রাত্রে তিনি বাড়ী ফিরিলেন। শয্যায় শয়ন করিয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না; কর্ণেলিয়ার সুন্দর মুখখানি পুনঃপুনঃ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। শুইয়া শুইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কর্ণেলিয়ার প্রণয়ী লোকটা কে? তাহার এমন কি অসাধারণ গুণ আছে যে, কর্ণেলিয়া পৃথিবীর সকল সুখের আশা ত্যাগ করিয়া, সমাজের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সেই দরিদ্র শ্রমজীবির সহিত মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে? কিন্তু তিনি ক্ষণকালের জন্যও কর্ণেলিয়ার বুদ্ধির দোষ দিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস হইল, কর্ণেলিয়া কখনই অযোগ্য পাত্রে প্রণয় সমর্পণ করে নাই; দরিদ্র হইলেই

মানুষ নির্গুণ বা অপদার্থ হয় না। কিন্তু কর্ণেলিয়ার এই প্রেমের পথে যে সহস্র বিঘ্ন ও বিপদ রাক্ষসের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, তাহা তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, সংসারে এই নিরাশ্রয় অসহায় দরিদ্র শ্রমজীবি জীবন-সংগ্রামে বহুবার পরাজিত হইবে; তাহাকে নিরন্তর ভগ্নোদ্যম, ব্যথিত ও ক্ষতবিক্ষত হইতে হইবে; কিন্তু সে বিপদ তাহার একার নহে, কর্ণেলিয়াকেও বিপন্ন হইতে হইবে। অনেক ক্ষণ চিন্তার পর তিনি দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "এই যুবক কে, সে কিরূপ লোক, তাহা আমাকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে; যদি সে কর্ণেলিয়ার প্রেমের যোগ্য হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব; কিন্তু যদি সে কর্ণেলিয়ার যোগ্য না হয়, তাহাহইলে কর্ণেলিয়াকে সাবধান করিয়া দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য।"

দস্তুর সাহেব পরদিন প্রত্যুষেই নওরোজির সহিত সাক্ষাতের সঙ্কল্প করিলেন। কর্ণেলিয়ার মুখে শুনিয়াছিলেন, নওরোজি একজন চিত্রকর; সুতরাং তিনি বুঝিলেন, তাহার সহিত সাক্ষাতের একটা উপলক্ষ্য স্থির করিয়া লওয়া কঠিন হইবে না।

অপরাহ্নে বেলা তিন ঘটিকার সময় তিনি এক জোড়া সুবৃহৎ 'ওয়েলার' সংযোজিত সুদৃশ্য শকটে আরোহণ করিয়া নওরোজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। যথাসময়ে গাড়ী নওরোজির বাসার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বে আমরা যে দাসীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, সে সোপানপ্রান্ত হইতে শকট খানি দেখিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেল! তাহার মনে হইল, আরোহীর বাড়ী ভুল হইয়াছে; সেই শকটের আরোহীর সেরূপ গৃহে পদার্পণের কোনও সম্ভাবনা নাই; কিন্তু দস্তুর সাহেব

তৎক্ষণাৎ তাহার সন্দেহ দূর করিলেন; তিনি দাসীকে নওরোজির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র দাসী ব্যগ্রভাবে তাঁহাকে সিঁড়ি দেখাইয়া দিল।

দস্তর সাহেব সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বিতলের একটি কক্ষে প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইলেন, একটি যুবক একখানি তোয়ালে দ্বারা গলা হইতে জানু পর্য্যন্ত ঢাকিয়া, এক বাল্তি জল লইয়া ভিন্ন কক্ষে যাইতেছে।

দস্তর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "নওরোজি কাহার নাম?"

বালতি রাখিয়া নওরোজি বলিলেন, "আমারই নাম নওরোজি।" নওরোজি সবিস্ময়ে দস্তর সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার গৃহে এরূপ সম্ভ্রান্ত যুবকের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ কি, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

দস্তর সাহেব নওরোজিকে বলিলেন, "বিশেষ একটা কাজের জন্য তোমার কাছে আসিয়াছি।"

নওরোজি দস্তর সাহেবকে তাঁহার 'ষ্টুডিও'র মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গিয়া একখানি চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "আমি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না বলিয়াই আপনাকে কিছু অসুবিধায় পড়িতে হইল, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।"

দস্তর সাহেব সদয়ভাবে বলিলেন, "পূর্ব্বে কোনও সংবাদ না দিয়া তোমার কাছে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছি, আমার পক্ষেও ইহা ত্রুটি বলিতে হইবে; আমি কোন বন্ধুর পরামর্শক্রমেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আমার সেই বন্ধুটি তোমার প্রতিভার বড়ই

প্রশংসা করেন। সংপ্রতি আমার ড্রয়িং রুমের জন্য একখানি অয়েল পেণ্টিংএর আবশ্যক হইয়াছে; তাহা অঙ্কিত করিবার ভার তোমাকেই লইতে হইবে।"

নওরোজি সবিনয়ে বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ; আশা করি কার্য্যে আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব। কিন্তু আপাততঃ আপনাকে আমার অঙ্কিত কোনও নূতন চিত্র দেখাইতে পারিতেছি না, কিছুদিন হইতে বাহিরের একটা কাজ লইয়া আমি বড় ব্যস্ত আছি।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "তোমার যোগ্যতায় আমার অবিশ্বাস নাই; সুতরাং তোমার যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য আমি ব্যস্ত হই নাই।"

নওরোজি জিজ্ঞাসা করিলেন,"কোন্ বিষয়ের চিত্র আঁকিতে হইবে?"

দস্তুর সাহেব নওরোজিকে চিত্রপূর্ণ একখানি পুস্তক দিতে বলিলেন। নওরোজি 'সেল্‌ফ' হইতে একখানি সুবৃহৎ স্থূল পুস্তক টানিয়া আনিয়া তাহা দস্তুর সাহেবের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। পুস্তক খানির মধ্যে দুই শতাধিক সুন্দর সুন্দর ছবির নক্সা ছিল; দস্তুর সাহেব তাহা প্রায় দশ মিনিট কাল মনোযোগের সহিত দেখিয়া একখানি নক্সা মনোনীত করিলেন। সেই ছবিখানি 'প্রভাতে একটি যুবতীর পুষ্পচয়নের চিত্র';—তরুণ অরুণ তখন সবেমাত্র পূর্ব্বগগনে সমুদিত হইয়াছে; পূর্ব্বাকাশের ঊর্দ্ধে খণ্ডবিখণ্ড ধূসর মেঘস্তরে তাহার হেমকান্তি বিকাশ লাভ করিয়াছে, এবং পুষ্প কাননের অদূরবর্ত্তী সরোবরের নীল জলে প্রাতঃসূর্য্যের সেই কনক কান্তি মায়াচিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। যুবতী বাম হস্তে পুষ্প বৃক্ষের উন্নত শাখা ঈষৎ অবনত করিয়া দক্ষিণ হস্তে প্রস্ফুটিত কুসুমরাজি আহরণ করিয়া তাহা তাহার পদপ্রান্তবর্ত্তী শ্যামল দূর্ব্বাদলে

সঞ্চয় করিতেছে; সুকোমল কর স্পর্শ-বিকম্পিত-তরুশাখাস্থিত নির্ম্মল শিশির বিন্দুগুলি তাহার ললাটে গণ্ডে ওষ্ঠে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছে।

এই ছবিখানি নওরোজিকে দেখাইয়া দস্তুর সাহেব বলিলেন, "ইহারই আমি একখান অয়েল পেণ্টিং চাই; ছবিখানি কত বড় হইবে তাহা নিরূপণের ভার তোমার উপরেই দিলাম। তবে আমি একটা কথা জানিতে চাই; এই ছবির জন্য আমাকে কত টাকা দিতে হইবে?"

নওরোজি বলিলেন, "ইহার দাম কত হইবে তাহা এক্ষণে আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; ইহার অঙ্কন-সাফল্যের উপর ইহার মূল্য নির্ভর করে। অঙ্কন-কৌশলের অভাবে ছবির মূল্য হয়ত, যে ক্যাম্বিসের উপর তাহা আঁকিব, সেই ক্যাম্বিসের মূল্য অপেক্ষাও অল্প হইতে পারে; আবার যদি ছবি ভাল উৎরাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার মূল্য হাজার হাজার টাকা হইতে পারে। অঙ্কন শেষ হউক, তাহার পর আপনি মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, তথাপি আমি ইহার কত টাকা দাম দিতে পারি, সে সম্বন্ধে তোমার একটা ধারণা থাকা আবশ্যক; উপযুক্ত মূল্য পাইবার আশা থাকিলে, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে মনে যে উৎসাহ জন্মে তাহাতে কাজ অনেক ভাল হয়, একথা বোধ হয় তুমি অস্বীকার করিবে না; সেই জন্যই মনে করিতেছি, আমি ইহার একটা মূল্য ঠিক করিয়া দিয়া যাইব। আমি এই অয়েল পেণ্টিংখানির মূল্য পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারি। ইহা কি খুব কম হইল মনে কর?"

নওরোজি বলিলেন, "না, আমার ন্যায় নবীন চিত্রকরের পক্ষে

চিত্রের এ মূল্য অল্প নয়; আমি ইহার অধিক প্রত্যাশা করিতে পারি না। আমার-উপর যদি মূল্য নিরূপণের ভার দিতেন, তাহা হইলে ছবিখানি আশানুরূপ সুন্দর হইলেও আপনার নিকট আমি তিন হাজার টাকার অধিক চাহিতাম না; আমার বিবেচনায় ইহার উপযুক্ত মূল্য তিন হাজার টাকা।"

দস্তর সাহেব সহাস্যে বলিলেন "তুমি ইহার যাহা উপযুক্ত মূল্য মনে করিতেছ তাহাই তোমাকে দিব, আপাততঃ আমি তোমাকে তোমার পারিশ্রমিকের অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম দিয়া যাইতেছি।"

দস্তর সাহেব তাঁহার পকেট হইতে একটি সুন্দর 'নোটকেস' বাহির করিয়া তাহা খুলিলেন; এবং দেড় হাজার টাকার দুই কেতা নোট বাহির করিয়া নওরোজির হস্তে তাহা প্রদানে উদ্যত হইলেন।

নওরোজি তাহা গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত না করিয়া ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলিলেন, "আমি কৃতকার্য্য হইব কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই, অগ্রিম টাকা কেন দিতেছেন?"

দস্তর সাহেব বলিলেন, "আমি যে নিয়মে কাজ করি অন্যের আপত্তিতে সে নিয়ম লঙ্ঘন করিবার আমার অভ্যাস নাই; এ টাকা তুমি রাখ।"

নওরোজি বলিলেন, "আমি আপনাকে বলিয়াছি, এখন আমি বাহিরের কাজ লইয়া ব্যস্ত আছি; অন্ততঃ ছয় মাসের পূর্ব্বে আমি আপনাকে ছবিখানি শেষ করিয়া দিতে পারিব না।"

দস্তর সাহেব বলিলেন "তোমার যতদিন সময় লাগে লইতে পার, আমার কিছুমাত্র তাড়াতাড়ি নাই।"

ইহার পর নওরোজি টাকা লইতে আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। দস্তর সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন এবং দ্বার প্রান্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমার বাড়ীতে তোমার নিমন্ত্রণ থাকিল, একদিন তুমি অবসর মত সেখানে গিয়া আমার ড্রয়িং রুমের অয়েল পেণ্টিং গুলি দেখিয়া আসিও; আমি অনেক টাকা দিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিয়াছি; তোমার মত চিত্রকরের তাহা কেমন লাগে, আমার জানিবার আগ্রহ রহিল।"

দস্তর সাহেব একখানি শুভ্র মসৃণ চতুষ্কোণ কার্ড নওরোজির হস্তে প্রদান করিলেন; এই কার্ডে তাঁহার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা লেখা ছিল।

কার্ডখানি হাতে লইয়া নওরোজি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহা টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিলেন, এবং সিঁড়ির কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত দস্তর সাহেবের অনুসরণ করিলেন।

দস্তর সাহেব প্রস্থান করিলে হঠাৎ কার্ডখানিতে নওরোজির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; তিনি চমকিয়া উঠিলেন, ক্রোধে তাঁহার চোখ মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। মুহূর্ত্তে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দী লক্ষপতি দীনসা কাওয়াসজি দস্তর তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্যই এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন! নওরোজি তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলেন—দস্তর সাহেব শকটে আরোহণ করিতেছেন।

নওরোজি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার সঙ্গে আমার আরও কথা আছে।"

দস্তর সাহেব তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া নওরোজির কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নওরোজি সক্রোধে বলিলেন, "আপনার টাকা ফেরৎ লইয়া যান, আমি আপনার কাজ করিব না।"

দস্তর সাহেব বলিলেন, "যখন তুমি টাকা লও তখন ত একথা বল নাই ; দুই মিনিটের মধ্যে মত পরিবর্ত্তনের কারণ কি ?"

নওরোজি দস্তর সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইহার কারণ আপনি জানেন না, একথা আমি বিশ্বাস করি না ; তবে কেন একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?"

দস্তর সাহেব বুঝিলেন, কর্ণেলিয়া নওরোজির নিকট তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন ; তিনি বলিলেন, "আমি কি জানি না জানি সে কথা লইয়া আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কি কারণে তুমি আমার কাজ করিবে না, ইহা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি।"

নওরোজি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, " মনে করুন আপনার উপর আমার শ্রদ্ধা নাই, আপনার কাজ আমার হাত দিয়া সুন্দররূপে উৎরাইবে না ; এ অবস্থায় আপনি কি বলিতে চান ?"

দস্তর সাহেব বলিলেন, "বলিতে চাই যে তুমি ইচ্ছা করিলে আমার মত একজন বিশিষ্ট ভদ্র লোককে এ ভাবে অপমানিত না করিলেও পারিতে।"—তাঁহার স্বরে বিন্দু মাত্র ক্রোধের বা বিরাগের চিহ্ন ছিল না।

কিন্তু নওরোজি দস্তর সাহেবের এই ধীরতায় অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আমার কথা যদি আপনার নিকট অপমানসূচক মনে হইয়া থাকে, তবে সেজন্য আমার অপেক্ষা আপনিই অধিক দায়ী।"

এবার দস্তুর সাহেবের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, ক্রোধে ক্ষণকালের জন্য তিনি আত্মবিস্মৃতি হইলেন, আরক্তিম মুখে বিরক্তিভরে তিনি সিঁড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার ক্রোধ অধিক কাল স্থায়ী হইল না; তৎক্ষণাৎ তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "নওরোজি, আমি তোমার সহিত যে কপটাচরণ করিয়াছি, আমার সে ব্যবহার তুমি মার্জ্জনা কর। আমি স্বীকার করিতেছি, এরূপ ব্যবহার আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই; সর্ব্বপ্রথমেই তোমাকে আমার নাম জানান উচিত ছিল; আমি সকলই জানি।"

নওরোজি জড়িত স্বরে বলিলেন, "আমি আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "তুমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছ, সত্যই আমার এ অপমানের জন্য আমিই দায়ী। তুমি নিশ্চিন্ত হও, কর্ণেলিয়া সরল ভাবে সকল কথা আমাকে খুলিয়া বলিয়াছে; বোধ হয় আমার কথা তোমার বিশ্বাস হইতেছে না, কিন্তু এ কথা সত্য; তোমার ঐ পর্দ্দা-ঢাকা ছবিখানি যে কর্ণেলিয়ার ছবি, ইহা আমি তাহার মুখেই শুনিয়াছি। আরও শুন, কর্ণেলিয়ার অনুরোধেই আমি গত কল্য আমার সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া তাহার পিতাকে পত্র লিখিয়াছি।"

নওরোজি অতঃপর দস্তুর সাহেবকে কি বলিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না; দস্তুর সাহেবের মহত্বে ও সহৃদয়তায় তিনি মুগ্ধ হইলেন; অবশেষে বলিলেন, "মহাশয়, আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা করিবেন, মনুষ্য সমাজে আপনার ন্যায় মহৎ হৃদয় ব্যক্তি এ কালে দুর্লভ।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "আমার যাহা কর্ত্তব্য মনে হইয়াছে তাহাই করিয়াছি; এজন্য আমাকে কোনরূপ অসাধারণ স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয় নাই। কিন্তু কর্ণেলিয়া অকপট চিত্তে আমার নিকট যে সকল কথা বলিয়াছে তাহা শুনিয়া আমার হৃদয়ে আঘাত লাগে নাই, একথা বলিলে স্বীকার করিতে হইবে, আমি সত্য গোপন করিতেছি। তুমি যদি আমার অবস্থায় পড়িতে, তাহা হইলে তুমিও কি এরূপ করিতে না?"

নওরোজি বলিলেন, "অন্ততঃ তাহাই স্বাভাবিক।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "তাহা হইলে আর তোমার সহিত আমার বিরোধের কোনও কারণ নাই; আজ হইতে তুমি আমার বন্ধু; আশাকরি আমাকে তোমার বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে লজ্জা বা সঙ্কোচের কোনও কারণ নাই।"—দস্তুর সাহেব উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া নওরোজিকে স্বীয় বক্ষঃস্থলে টানিয়া লইলেন।

ক্ষণ কাল পরে দস্তুর সাহেব নওরোজির হাত ধরিয়া বলিলেন,"আর আমাদের ছবির কথা তুলিবার আবশ্যক নাই; তোমার সহিত পরিচিত হইবার অভিপ্রায়েই আমি এই ছলে এখানে আসিয়াছিলাম। আমি তোমার এখানে আসিবার পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলাম, কর্ণেলিয়া যে যুবকের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছে,সেই যুবক যদি তাহার প্রেমের অযোগ্য না হয়, তাহা হইলে আমি তাহাদের বিবাহে সাহায্য করিব।—সেই জন্য তুমি কিরূপ লোক, তাহা পরীক্ষা করিতে আমি এখানে আসিয়াছিলাম। আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, এবং তোমাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করা আমি গৌরবের বিষয় মনে করিতেছি। আমার মান সম্ভ্রম, ক্ষমতা প্রতিপত্তি কিছুরই অভাব নাই; আমার ধন ভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ আছে,

শক্তিশালী সম্ভ্রান্ত বন্ধুও আমার অনেক ; তোমার আবশ্যক হইলে সকল রকম সাহায্যই পাইতে পার, কি চাই বল।"

নওরোজি দস্তুর সাহেবের কথার একবর্ণও অবিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন,"আমার প্রতি করুণায় আপনার হৃদয় পূর্ণ, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি ; আপনার অনুগ্রহ আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। কিন্তু আপনি যখন সরল ভাবে আমার নিকট আপনার মনের সকল কথা বলিয়াছেন, তখন আমার মনের ভাব আপনার নিকট গোপন করাও সঙ্গত নহে। আমার কথা শুনিয়া আপনি হয়ত আমাকে নির্ব্বোধ মনে করিবেন ; কিন্তু একথা আপনি নিশ্চয় জানিবেন, দরিদ্র বলিয়া আমি আত্মসম্মান বিক্রয় করিতে বসি নাই। আমি কর্ণেলিয়াকে ভাল বাসি, আমি তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি ;—কিন্তু আমার কথা শুনিয়া আপনি দুঃখিত বা বিরক্ত হইবেন না,—যদি কর্ণেলিয়ার আশা জীবনের মত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, আপনার অনুগ্রহে আমি জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে ইচ্ছা করি না।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "তুমি এ কি পাগলের মত কথা বলিতেছ ?"

নওরোজি বলিলেন, "না মহাশয়, ইহা পাগলের মত কথা নয় ; নিজের উপর যাহার বিশ্বাস আছে,সে ভিন্ন অন্য কেহ এরূপ কথা বলিতে পারে না। আমার জন্য এইভাবে ত্যাগস্বীকারে উদ্যত হইয়া আপনি যে মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, সেই মহত্ত্বের তুলনায় আমার দৈন্য আমি ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারির না। আপনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সমাজস্থ সর্ব্বসাধারণের বিপুল সম্মান লাভের অধিকারী হইয়াছেন, আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ; আর আমি সংসারে

একাকী, অসহায়, বন্ধুহীন; আত্মমর্য্যাদা ভিন্ন আর কোন্ বিষয়ে আমি আপনার সমকক্ষ হইবার যোগ্য? আমার সেই আত্মমর্য্যাদা আমি আপনার অনুগ্রহের বিনিময়ে বিসর্জ্জন দিতে পারিব না।"

দস্তর সাহেব সবিষাদে বলিলেন "কিন্তু আমার হৃদয়ও দারিদ্র্যের হাহাকারে পূর্ণ। আমার হৃদয়ে সুখ নাই, শান্তি নাই, আনন্দের লেশ মাত্র নাই। জীবনে আমাকে যত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, তুমি বোধ হয় এপর্য্যন্ত তত কষ্ট পাও নাই! তোমার বয়সে আমি তোমার অপেক্ষা অনেক অধিক অসুবিধা সহ্য করিয়াছি; আমি দরিদ্রের সন্তান, বাল্যে আমি ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হই নাই। তুমি কি মনে কর, বাল্যে, কৈশরে ও আমার প্রথম যৌবনে নিত্য দুর্ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া আমি কোনও শিক্ষা লাভ করিতে পারি নাই?"

নওরোজি বলিলেন "তাহা হইলে আপনি আমার মনের ভাব আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। কর্ণেলিয়া আমাকে ভাল বাসেন; কিন্তু তাঁহার আন্তরিক কামনা যেন আমি তাঁহার প্রেমের যোগ্য হইতে পারি। তাঁহার এ কামনা পূর্ণ করিতে হইলে আমাকে আপনার সমকক্ষ হইতে হইবে; কিন্তু যদি আমি আপনার অনুগ্রহকেই আমার উন্নতির অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করি, তাহা হইলে চিরদিন আমাকে খাটো হইয়াই থাকিতে হইবে। কর্ণেলিয়ার যাহা ইচ্ছা, তাহা পূর্ণ করিতে আমি প্রাণ পণ করিব; প্রাণ যায় ক্ষতি নাই।"

নওরোজি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু আপনি কর্ণেলিয়ার প্রতি যে উদার ব্যবহার করিয়াছেন, সেজন্য

আমি আপনার নিকট অত্যন্ত ঋণী—একথা মনে না রাখিলে আমার ত্রুটি হইবে। আপনি আমার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।”

দস্তর সাহেব নোট দুখানি তাঁহার ‘নোটকেসে’র মধ্যে পুনঃ স্থাপিত করিয়া বলিলেন, “তুমি মানুষের মত কথা বলিয়াছ, তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও দীনশা কাওয়াসজি দস্তর তোমার সুখে দুঃখে অকপট বন্ধু, আমার বন্ধুত্বে তুমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পার; এখন বিদায়।”

দস্তর সাহেবের প্রস্থানের প্রায় আধঘণ্টা পরে নওরোজি একখানি পত্র পাইলেন। কর্ণেলিয়ার কোনও সংবাদ না পাইয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন; তিনি পত্রখানি খুলিয়া তাহার নিম্নে কর্ণেলিয়ার দাসী ইস্থবাইয়ের নাম স্বাক্ষরিত দেখিলেন। কর্ণেলিয়ার দাসী তাঁহাকে পত্র লিখিল কেন? তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন, কর্ণেলিয়া সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন!

নওরোজি তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া অবিলম্বে তাঁহার বাসা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণা

কর্ণেলিয়ার পীড়ার সংবাদে নওরোজি দুশ্চিন্তায় আকুল হইয়া মেটা সাহেবের অট্টালিকার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। রাজপথগুলি গ্যাসালোকে আলোকিত হইতেছে,—পথে ক্রমে জন সংখ্যাও হ্রাস হইতেছে, এমন সময় নওরোজি স্খলিত পদে মেটা সাহেবের দেউড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং অধীর ভাবে সেখানে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু আধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়াও সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কর্ণেলিয়া তখন কেমন আছে, তাহা জানিবার কোন উপায় হইল না।

অন্যমনস্ক ভাবে পকেটে হাত দিতেই হাতে একখানি কাগজ ঠেকিল, কাগজখানি একখানি কার্ড; গ্যাসালোকে তিনি দেখিতে পাইলেন, কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে দস্তুর সাহেব তাঁহাকে নিজের ঠিকানাযুক্ত যে কার্ডখানি দিয়াছিলেন, ইহা সেই কার্ড। নওরোজি মনে করিলেন, দস্তুর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে হয়ত কর্ণেলিয়ার সংবাদ জানিবার কোনও সুবিধা হইতে পারে। তিনি এলফিনৃষ্টোন সার্কেলে দস্তুর সাহেবের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দস্তর সাহেবের প্রাসাদোপম অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া নওরোজি দেখিলেন, দ্বারবান সঙ্গীনকণ্টকিত বন্দুক লইয়া দ্বারপ্রান্তে পাদচারণ করিতেছে। নওরোজি তাহাকে বলিলেন, "আমি একবার দস্তর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

দ্বারবান ক্ষণকালের জন্য নওরোজির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেউড়ীর গ্যাসালোকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার আপাদ মস্তক দেখিয়া লইল, তাহার পর গম্ভীরস্বরে বলিল, "সাহেব বাড়ী নাই।"

নওরোজি বড়লোকের পরিচারকগণের মেজাজ বুঝিতেন; তিনি পকেট হইতে দস্তর সাহেবের নামাঙ্কিত কার্ডখানি বাহির করিয়া তাহার উপর পেন্সিল দিয়া লিখিলেন, "এক মিনিটের জন্য সাক্ষাতের প্রার্থনা।—নওরোজি।"

কার্ডখানি দ্বারবানের হস্তে দিয়া নওরোজি বলিলেন, "ইহা এখনই তোমার মনিবকে দাও।"

দ্বারবান এবার আর আপত্তি করিতে পারিল না; সে বুঝিল, যে ব্যক্তি তাহার মনিবের নামের কার্ড লইয়া আসিয়াছে,—সে যতই সামান্য ব্যক্তি হউক, সে তাহার মনিবের অপরিচিত নহে। কার্ডখানি লইয়া দ্বারবান কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাহা একজন ভৃত্যের হস্তে প্রদান করিল, এবং স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্ববৎ বিরাট গাম্ভীর্য্যের সহিত পাদচারণ করিতে লাগিল।

দুই মিনিটের মধ্যে দস্তর সাহেব ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিলেন, দ্বারবান তাঁহাকে দেউড়ীর সন্নিকটে আসিতে দেখিয়া তিন হস্ত দূরে সরিয়া গিয়া বন্দুক নামাইয়া সামরিক কেতায় সেলাম করিল। দস্তর

সাহেব সে দিকে না তাকাইয়া দুই হাত দিয়া নওরোজিকে জড়াইয়া ধরিলেন, সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন অসময়ে আসিয়াছ যে! খবর কি?"

নওরোজি অবনত দৃষ্টিতে বলিলেন, "কর্ণেলিয়ার বড় অসুখ।" নওরোজি কিরূপে কর্ণেলিয়ার পীড়ার সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা দস্তুর সাহেবের গোচর করিলেন।

দস্তুর সাহেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে বল?"

নওরোজি বলিলেন, "আপনি নিজে একবার কর্ণেলিয়াকে দেখিয়া না আসিলে রোগ কিরূপ, তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছে না।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "কাজটা আমার পক্ষে কিরূপ সঙ্গত হইবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। কাল আমি বিবাহের সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া মেটা সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছি—আমার পক্ষে তাহা শিষ্টাচার-সঙ্গত হয় নাই; তাহার পর চব্বিশ ঘণ্টা যাইতে না যাইতে তাঁহার কন্যা কেমন আছেন, তাহা দেখিতে যাওয়া বা জানিবার জন্য পত্র লেখা ভয়ঙ্কর ধৃষ্টতা! অনেকেই ভাবিতে পারে আমার রূঢ় ব্যবহারে মনোকষ্ট পাইয়াই কর্ণেলিয়া পীড়িত হইয়াছে, এ অবস্থায় আমার অপরাধ কাহারও চক্ষে মার্জ্জনীয় মনে হইবে না।"

নওরোজি ক্ষুণ্নভাবে বলিলেন, "আপনার এ কথা ঠিক।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "কিন্তু তুমি হতাশ হইও না, আমার একটি দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া আছেন, তাঁহার নাম রম্বলাবাই জিজিবাই, তাঁহার স্বামী ফজলভাই জিজিভাই মেটা সাহেবের আত্মীয়; এই

সূত্রে রমলা প্রায় সর্ব্বদাই মেটা সাহেবের বাড়ী যান ; তাঁহাকে অনুরোধ করিলে তিনি বোধ হয় কর্ণেলিয়াকে গিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন। রমলা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তিনি সকল সংবাদ লইয়া আসিতে পারিবেন। আমার গাড়ী প্রস্তুত আছে, আমি একবার তাঁহার কাছে যাই, তুমিও চল।"

দস্তর সাহেব আর নওরোজির উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া নিজের গাড়ীতে টানিয়া তুলিলেন, এবং তাঁহাকে তাঁহার পাশে বসাইয়া ফজল ভাই সাহেবের বাড়ীতে যাইবার জন্য কোচম্যানকে আদেশ দিলেন।

দ্বারবান নিঃশব্দে তাহার মনিবের কাজ দেখিতেছিল : একটা নগণ্য নোংরা সামান্য শ্রমজীবির সহিত তাহার মনিবকে এরূপ সমকক্ষের ন্যায় ব্যবহার করিতে দেখিয়া সে তাহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না ; কিন্তু তাহার যে চক্ষুর দোষ ঘটিয়াছে এরূপ মনে করিতেও তাহার কষ্ট হইল ; সুতরাং বেচারা অগত্যা বন্দুকটা বাম-স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ স্কন্ধে লইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে বিচরণ করিতে লাগিল।

দশ মিনিটের মধ্যেই দস্তর সাহেবের 'ল্যাণ্ডো' দ্রুতবেগে ফজলভাই জিজিভাই সাহেবের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। গাড়ী থামিতে না থামিতে দস্তর সাহেব তাড়াতাড়ি নামিয়া নওরোজিকে বলিলেন, "তুমি গাড়ীতেই থাক, আমি এখনই আসিতেছি।"

এখানে আমরা বাই সাহেবার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। রমলা সুন্দরী, পারসী সমাজে এমন সুন্দরীর সংখ্যা অত্যন্ত বিরল ; তাঁহার সৌন্দর্য্যে

কোনও খুঁত ছিল না, দেহ যেমন সুপক্ক আঙ্গুরের মত রসে ভরা, মুখ খানি তেমনই চতুর্দ্দশীর চাঁদের মত হাস্যে ঢল ঢল, তাহার উপর চক্ষু দুটী প্রস্ফুটিত শতদলে উপবিষ্ট ভৃঙ্গ যুগলের ন্যায় অতি সুন্দর। তাঁহার কালো কেশের রাশি দেখিলে বর্ষার আকাশের সজল মেঘস্তরের কথা মনে পড়ে; অথচ সে কেশ এমন তরঙ্গিত যে, বসন্তের মলয় হিল্লোলে বীচি বিক্ষোভ-চঞ্চল তরঙ্গিণীর বক্ষ ভিন্ন অন্য কোথাও তাহার উপমা পাওয়া যায় না। রমলা সদা প্রফুল্লতাময়ী; নাচিতে, গাহিতে, রসিকতা করিতে, সরস আলাপে সকলের মনোরঞ্জন করিতে তাঁহার সমকক্ষ রসিকা যুবতী পারসী সমাজে তখন আর দ্বিতীয় ছিল না। পরিচ্ছদের আড়ম্বরে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। রমলা চতুরা, রসিকা, মুখরা, তাহার উপর তাঁহার রমণীসুলভ লজ্জার ও সঙ্কোচের বিশেষ অভাব ছিল; এই জন্য তাঁহার চরিত্রের কথা লইয়া অনেক নিষ্কর্ম্মা লোক নানা রূপ কাণাকাণি করিত; কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কোনও দোষ ছিল না, স্বামীকে তিনি যথেষ্ট ভাল বাসিতেন, ভয়ও করিতেন।

একটি সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সুরসুন্দরীর ন্যায় নয়ন-মনোমোহিনী মূর্ত্তিতে রমলা কোনও বান্ধবীর গৃহে নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় দস্তুর সাহেব তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। রমলা দূর সম্পর্কে তাঁহার ভগিনী হইতেন, কিন্তু উভয়েই পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকিতেন। রমলা তাঁহাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দীনসা, এমন সময় তুমি হঠাৎ এখানে! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না এ ইন্দ্রজাল?"— বারান্দায় ধপ্ ধপ্ করিয়া একটা আলো জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে

দপ্তর সাহেবের মুখ দেখিয়া রমলার রহস্যভাব অর্দ্ধ পথেই থামিয়া গেল, তিনি কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,"কোনও দুঃসংবাদ আছে নাকি ?"

দপ্তর সাহেব বলিলেন, "সংবাদ খুব ভাল নয়; কর্ণেলিয়া সাংঘাতিক পীড়িত।"

রমলা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য নাকি ? কি সর্ব্বনাশ ! তাহার কি অসুখ ?"

দপ্তর সাহেব বলিলেন, "আমি কিছুই জানি না, ব্যাপারখানা কি, তাহা জানিবার জন্য তুমি একটা দাসী পাঠাইতে পার না ?"

রমলা তাঁহার আয়ত চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া দপ্তরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছ নাকি ? তুমি নিজে না গিয়া আমাকে লোক পাঠাইতে বলিতেছ !"

দপ্তর সাহেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমার পক্ষে আর সেখানে যাওয়া অসম্ভব। সকল কথা জানিলে, আমার কথা শুনিয়া তুমি এত বিস্মিত হইতে না ; কিন্তু এখন তোমার কৌতূহল দূর করিতে পারিতেছি না। আমাকে কোন কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি যাহা বলিতেছি তদনুসারেই কাজ কর ; আর দোহাই তোমার, একথা তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। তোমার পেটে কথা থাকে না, তাহা আমি বেশ জানি।"

রমলা অতি কষ্টে দপ্তরের সহিত ভীষণ তর্ক যুদ্ধের প্রলোভন সম্বরণ করিলেন ; তিনি বলিলেন, "বাড়ীতে একটা নাবালক পুরুষ মানুষ আছে, আমি কাছে বসিয়া গল্প না করিলে তাহার খাওয়া হয় না ; আহার প্রস্তুত, তাহাকে খাওয়াইয়া রাখিয়া আমি স্বয়ং কর্ণেলিয়াকে

দেখিতে যাইব ; একটা নিমন্ত্রণ ছিল, দেখিতেছি সেখানে আর যাইবার সুবিধা হইবে না।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "তুমি আমার বড় উপকার করিলে ; এখন আমি বাড়ী চলিলাম, তুমি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে খবরটা দিও।"

রমলা বলিলেন, "সে কি হয়? উপস্থিত ত্যাগ করিতে নাই, খাবার প্রস্তুত, তুমি এইখানেই খাইয়া যাও।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "তাহাতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার একটি বন্ধুকে গাড়ীতে বসাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি ; সেই জন্য বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।"

রমলা বলিলেন, "তবে আর কি বলিব, যত শীঘ্র পারি ফিরিয়া তোমাকে সকল সংবাদ জানাইব।"

দস্তুর সাহেব গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন ; নওরোজিকে বলিলেন, "যদি কর্ণেলিয়ার পীড়া কঠিন হইত, তাহা হইলে রমলা নিশ্চয়ই এ সংবাদ পাইতেন। কিন্তু রমলা কিছুই জানেন না, সুতরাং বোধ হইতেছে, কর্ণেলিয়ার তেমন কোনও কঠিন পীড়া হয় নাই ; যাহা হউক, দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই সকল কথা জানিতে পারা যাইবে, কিন্তু সংবাদ না লইয়া তুমি বাসায় যাইতে পাইবে না ; সে সময়টা আমরা গল্প করিয়া কাটাইব ; আমার ওখানেই খাইবে।"

নওরোজি বলিলেন, "আপনার বাড়ীতে খাইব !"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "দোষ কি? আমরা ত হাতী ঘোড়া খাই না, আর তোমার জন্য বিশেষ কিছু আয়োজনও করিতে হইবে না ; দুই জনেই একত্র আহার করা যাইবে।"

নওরোজি আর কোনও আপত্তি করিলেন না, দস্তুর সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার লাইব্রেরীতে গিয়া বসিলেন। দস্তুর সাহেব তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু গল্প তেমন জমিল না। দশটার মধ্যেই উভয়ে আহার শেষ করিলেন।

সুদৃশ্য 'ম্যাণ্টল্‌পিসে'র উপর ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল; তাহার ঠিক দুই মিনিট পরে ঝটিকার ন্যায় আবর্ত্ত তুলিয়া, এসেন্সের সৌরভে ও অলঙ্কারের ঝঙ্কারে সেই কক্ষটিকে চঞ্চল করিয়া রমলা ক্ষিপ্র পদে দস্তুর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

দস্তুর সাহেব অবিবাহিত যুবক, তাঁহার গৃহ রমণীসংস্পর্শ শূন্য; এত রাত্রে রমলা একাকিনী দস্তুর সাহেবের গৃহকক্ষে প্রবেশ করিলেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে; কিন্তু এসকল কার্য্যে রমলার সঙ্কোচ ছিল না।

রমলা দস্তুর সাহেবের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন, বলিলেন, "আমি তোমাকে চিঠি লিখিব বলিয়াছিলাম, কিন্তু দায়ে পড়িয়া নিজেই আসিলাম; তুমি বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছ; যে কাজ তুমি করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে আর ভদ্রলোক বলিতে ইচ্ছা হয় না।"

দস্তুর সাহেব অনুনয়ের সুরে বলিলেন, "রমলা থাম।"

রমলা চটিয়া বলিলেন, "আর তুমি মুখ নাড়িয়া কথা কহিও না; তোমার পেটে-পেটে এত নষ্টামি তাহা পূর্ব্বে কে জানিত? আমি ভাবিলাম, কর্ণেলিয়াকে নিজে দেখিতে না গিয়া আমাকে যাইতে বলে কেন? তুমি জান, কর্ণেলিয়ার এই পীড়ার জন্য যদি কেহ দায়ী হয়, তাহা হইলে, সে তুমি? দেখিতেছি তুমি ভয়ঙ্কর পাপিষ্ঠ!"

দস্তুর সাহেব সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে উপবিষ্ট নওরোজির দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কেমন ? আমি তোমাকে বলিয়াছি পীড়া কঠিন নয় ।"

সেই কক্ষের অন্য দিকে যে আর একজন লোক বসিয়া আছে, রমলা তাহা দেখেন নাই ; দস্তুর সাহেবের কথায় তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, তিনি বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ ! আমি ভাবিতেছিলাম তুমি এখানে একাকী আছ ।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "তাহাতে কোনও ক্ষতি হয় নাই, ইনি আমার একটি নূতন বন্ধু ; নওরোজির সহিত তোমার পরিচয় করাইয়া দিই । এখন ইহাঁর পরিচয় দিবার মত কিছু নাই বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আমার এই বন্ধুর খ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িবে ।"

নওরোজি মাথা নোয়াইয়া রমলাকে অভিবাদন করিলেন । রমলা সবিস্ময়ে নওরোজির দিকে চাহিয়া রহিলেন ; এমন দরিদ্র নগণ্য যুবককে যে, দস্তুর সাহেব বন্ধু বলিয়া তাঁহার নিকট পরিচিত করিতে লজ্জিত হইলেন না, ইহা রমলার নিকট বড়ই অদ্ভুত মনে হইল ।

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "তাহা হইলে কর্ণেলিয়া সত্যই পীড়িত হইয়াছেন ; তুমি তাহাকে কেমন দেখিলে ?"

রমলা বলিলেন, "কেমন আর দেখিব ? এসময় যদি তুমি একবার তাহাকে দেখিতে, তাহা হইলে তোমার পাষাণহৃদয়ও বিদীর্ণ হইত ; তাহার প্রতি তোমার বর্ব্বরের মত আচরণের কথা স্মরণ করিয়া তুমি নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইতে । কর্ণেলিয়াকে দেখিয়া আর চিনিবার যো

নাই, শরীর একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে, তাহার চক্ষু দুটী সর্ব্বদা জলে ভাসিতেছে।"

এ সংবাদে নওরোজির আত্মসংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল, তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝি কর্ণেলিয়া বাঁচিবে না।" যে স্বরে তিনি একথা বলিলেন, তাহা রমলার ন্যায় সম্পূর্ণ অপরিচিতা বিলাসিনী রমণীরও হৃদয় স্পর্শ করিল; তিনি সদয় ভাবে বলিলেন, "না মহাশয়, আপনি কর্ণেলিয়ার অবস্থা যত মন্দ মনে করিতেছেন প্রকৃত পক্ষে তাহা তত মন্দ নয়। ডাক্তার বলিয়াছে, আপাততঃ ভয়ের কোনও কারণ নাই; হঠাৎ মনে অত্যন্ত কঠিন আঘাত পাওয়াই এই পীড়ার কারণ বলিয়া ডাক্তারের বিশ্বাস।"

নওরোজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ মনে এমন কি আঘাত লাগিল?"

রমলা বলিলেন, "সে কথা আমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই, এবং জিজ্ঞাসা করিলেও ঠিক উত্তর পাইতাম কিনা সন্দেহ। আমার অনুমান হইতেছে, দীনসা হঠাৎ বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে কর্ণেলিয়ার মনে গুরুতর আঘাত লাগিয়া থাকিবে।"

দস্তুর সাহেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি নিশ্চয় জানিও তুমি যে কারণ বলিতেছ, সে কারণে তাহার এই মানসিক চাঞ্চল্য ঘটে নাই। আমি বুঝিতে পারিয়াছি আমার নিকট তুমি কোন কোন কথা গোপন করিতেছ; তোমার সঙ্কোচের আবশ্যক নাই, যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছ সব বল।"

রমলা বলিলেন, "সত্যই আমি কাহারও নিকট কোন কথা জানিতে

পারি নাই, কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সুবিধা হয় নাই। আমি গিয়া দেখিলাম কর্ণেলিয়া নিস্পন্দভাবে শয্যায় পড়িয়া আছে, আর তাহার পিতা মাতা তাহার মাথার কাছে কোচে বসিয়া নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন; তাঁহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হইল তাঁহারা যেন কন্যার নিকট কোনও গুরুতর অপরাধে অপরাধী; যেন তাঁহারাই স্বহস্তে কন্যাটিকে বধ করিতে বসিয়াছেন! তাঁহাদের মুখ দেখিয়া আমার মনে ভয় হইল, তাই আমি যতটুকু পারিয়াছি সন্ধান না লইয়া ফিরি নাই। সে দিন তোমার সঙ্গে কর্ণেলিয়ার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু তুমি চলিয়া আসিবার পর কি হইয়াছিল, কেহই বলিতে পারে না; তবে জানিতে পারিলাম, সেদিন সে বাহিরে যায় নাই, কিংবা কাহারও নিকট হইতে কোন পত্রও পায় নাই। তুমি চলিয়া আসিবার ঘণ্টা দুই পরে কর্ণেলিয়ার দাসী তাহাকে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল, তখন তাহার মুখ ভয়ানক বিমর্ষ, মুখে যেন রক্ত ছিল না; সেখানে হঠাৎ সে চীৎকার শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তাহার পর হইতেই অজ্ঞান!"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "এসকল সংবাদ তুমি আমাকে পত্রে না লিখিয়া এত রাত্রে স্বয়ং এখানে আসিয়া ভাল কর নাই। অনেকে তোমার দুর্ণাম রটায়, ইহা দুঃখের কথা বটে, কিন্তু অসঙ্গত নয়।"

রমলা হাসিয়া বলিলেন, "সেজন্য ত দুশ্চিন্তায় রাত্রে আমার ঘুম নাই!"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "কিন্তু যখন আমার সাক্ষাতে কেহ তোমার নিন্দা করে, তখন আমি তোমার পক্ষ লইয়া তাহার সঙ্গে খুব ঝগড়া

করি। তোমার দোষ এই যে, তুমি নিজের খেয়ালেই চল, কলঙ্কভয় তোমার নাই। কিন্তু আমি জানি, তোমার হৃদয় যেমন কোমল, তেমনই উদার; তোমার চরিত্রে দোষ স্পর্শ করিতে পারে না।"

রমলা ভুবনমোহন হাস্যে সেই কক্ষের উজ্জ্বল দীপালোক অধিকতর সমুজ্জ্বল করিয়া বলিলেন, "দীনসা, আজ কাল তুমি স্তুতিবাদে খুব পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছ! এই নূতন বিদ্যা তোমাকে কে শিখাইল? ইহার আবশ্যকই বা কি? তোমার মতলবটা খুলিয়া বল দেখি।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "রমলা আমি তোমাকে একটা গুপ্ত কথা বলিতে চাই, কথাটা কিন্তু সামান্য নয়; এই কথার উপর দুই জন লোকের মান সম্ভ্রম, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত নির্ভর করিতেছে।"

দস্তুর সাহেব কি কথা বলিবেন, নওরোজি তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিলেন; তিনি উদ্বেগ ভরে দস্তুর সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন।

দস্তুর সাহেব তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "নওরোজি, এই ব্যাপারের সহিত কেবল যে তোমার মানসম্ভ্রম বিজড়িত এরূপ নয়, আমিও ইহার মধ্যে আছি।" তাহার পর রমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কর্ণেলিয়ার দাসীর মুখে তুমি আর কিছু শুনিতে পাও নাই?"

রমলা বলিলেন, "দুই একটা কথা শুনিয়াছি বটে। তুমি মেটা সাহেবের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিবার অল্পক্ষণ পরে তাঁহার বন্ধু খাঁ বাহাদুর বেনানজি পেটেল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি মেটা সাহেবের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া আরম্ভ করিলেন; কিছু ক্ষণ কথা-

বার্ত্তার পর খাঁ বাহাদুর বাড়ী চলিয়া যান ; তারপর কর্ত্তা গিন্নীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কর্ণেলিয়া বোধহয় তাঁহাদের ঝগড়া কিছু কিছু শুনিয়াছিল।”

দস্তুর সাহেব বলিলেন, “রমলা, আমার বোধহয় ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় রহস্য আছে ; সব কথা শুনিলে, রহস্য ভেদ করা তোমার মত বুদ্ধিমতীর পক্ষে কঠিন হইবে না।”—দস্তুর সাহেব কর্ণেলিয়ার সহিত নওরোজির প্রেমকাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন।

রমলা স্তব্ধ ভাবে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিতে লাগিলেন ; শুনিতে শুনিতে এক একবার তাঁহার মুখ হাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল ; এক একবার বা দুর্ভাগ্য প্রণয়ী-যুগলের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও করুণায় তাঁহার কোমল হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সকল কথা শুনিয়া তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ‘দীনসা, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি না জানিয়া তোমায় অন্যায় তিরস্কার করিয়াছি।”

দস্তুর সাহেব বলিলেন “সেজন্য তুমি দুঃখিত হইও না ; আমার মনে হইতেছে আমার এই বন্ধুর প্রেমের পথে হয়ত কোনও নূতন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। কর্ণেলিয়ার অনুরোধে আমি তাহাকে বিবাহ করিবার আশা ত্যাগ করিয়াছি, সে যদি ইঁহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হয়, তাহাতে আমার আপত্তি নাই ; কিন্তু সেই সুযোগে অন্য একজন যে ফাঁকি দিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবে, ইহা আমি কখনই সহ্য করিব না।”

রমলা বলিলেন, “ভিতরে ভিতরে কি যে হইতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।”

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "যদি আমি তোমার সহায়তা পাই, তাহা হইলে আমি সহজেই সকল রহস্য ভেদ করিতে পারি।"

রমলা উৎসাহের সহিত বলিলেন, "এ অতি সামান্য কথা, তুমি যাহা বলিবে তাহাতেই আমি প্রস্তুত আছি, কোন মতলব ঠিক করিয়াছ কি ?"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "না, এখনও কোন মতলব ঠিক করিতে পারি নাই ; তবে আপততঃ তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে, কর্ণেলিয়ার দাসীকে তুমি একবার আমার এই বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিবে। তাহার পর যাহা করিতে হয় করা যাইবে।"

ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল। রমলা সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ইহারই মধ্যে রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল! আমার স্বামী জানেন, আমি নিমন্ত্রণে গিয়াছি। যাহা-হউক, আমি চলিলাম, কাল্ আবার দেখা হইবে।"

দস্তুর সাহেব নওরোজিকে বলিলেন, "রমলার কাছে সম্ভবতঃ কাল কোন কোন কথা শুনিতে পাইব ; তবে তাহার যেরূপ ভুলো মন, আজিকার কথা তাহার মনে থাকিলে হয়।"

পরদিন অপরাহ্নে কর্ণেলিয়ার দাসী ইস্বুবাই নওরোজির সহিত সাক্ষাৎ করিল। নওরোজি তাহার মুখে শুনিতে পাইলেন, কর্ণেলিয়ার অবস্থা আশাপ্রদ নহে। দাসী ভরসা দিয়া গেল, সে প্রত্যহ তাঁহাকে কর্ণেলিয়ার সংবাদ জানাইয়া যাইবে।

তৃতীয় দিন সকালে ইস্বুবাই তাহাদের মিলন স্থলে আসিয়া সংবাদ দিল, কর্ণেলিয়া জ্বর বাড়িয়াছে। সে যখন নওরোজির সহিত কথা কহিতেছিল, সেই সময় মেটা সাহেবের খানসামা বেজানজি ডাকের বাক্সে

একখানি চিঠি ফেলিবার জন্য সেই পথ দিয়া যাইতেছিল,সে বক্র দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল; দাসী বা নওরোজি কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না। দাসী নিম্নস্বরে বলিল, "ডাক্তার বলিয়াছে, আজ বৈকালে জ্বর ছাড়িতে পারে, সন্ধ্যার সময় আপনি এখানে আসিবেন, আমি সংবাদ দিয়া যাইব।"

নওরোজি সমস্ত দিনটা অত্যন্ত উদ্বেগে কাটাইলেন, যেন দিন আর কাটে না; সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি যথা স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্যাকুলভাবে দাসীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্ধকার বেশ ঘোর হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় দাসী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "আর কোন ভয় নাই, জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে; বেশ ঘুমাইতেছেন।"

দাসী চলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই দস্তুর সাহেব সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কর্ণেলিয়ার জ্বর ছাড়িয়াছে শুনিয়া উভয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে দুইজন লোক পথপ্রান্তবর্ত্তী একটি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে তাঁহাদের লক্ষ্য করিতেছিল;—ইহাদের একজন জেমসেট্জি, অন্য জন বেজানজি।

দাসী প্রস্থান করিলে দস্তুর সাহেব নওরোজির হাত ধরিয়া অন্য দিকে চলিলেন। জেমসেট্জি বেজানজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ ছোকরাটাই কি তোমার মনিবকন্যার প্রণয়ী?"

বেজানজি বলিল, "তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

জেমসেট্জি বলিলেন, "ছোকরাটার পরিচয় জানিতে হইতেছে।"

বেজানজি বলিল, "আমি একদিন উহাকে আমার মনিবের বাড়ীর কাছে ঘুরিতে দেখিয়া উহার সঙ্গ লইয়াছিলাম; উহার বাসা পর্য্যন্ত

দেখিয়া আসিয়াছি। একটা দাসীর কাছে সন্ধান পাইয়াছি, উহার নাম নওরোজি, লোকটা চিত্রকরের কাজ করে।"

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর উহার সঙ্গী ভদ্র লোকটী কে?" বেজানজি বলিল, "উঁহার নাম দস্তর সাহেব; উঁহার সঙ্গেই আমার মনিবকন্যার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল।"

জেমসেট্‌জি একথা শুনিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এক যুবতীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুইজন লোক পরস্পরের বন্ধু হইতে পারে না; ইহাদের বন্ধুত্বের কারণ কি? ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে।"

বেজানজি বলিল, "তাহা থাকিতে পারে, কিন্তু আমি তাহা জানিনা।"

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেটা সাহেব দস্তর সাহেবের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন না—একথা দস্তর সাহেবকে জানাইয়াছেন ত?"

বেজানজি বলিল, "না, দস্তর সাহেবই এ বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।"

কথাগুলি জেমসেট্‌জির নিকট প্রহেলিকাবৎ বোধ হইল; তিনি কিছু বুঝিতে না পারিয়া কতক্ষণ পর্য্যন্ত হাঁ করিয়া বেজানজির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তারপর সক্রোধে বলিলেন, "একটা ছোকরা আমার এতদিনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবে? আমার সঙ্কল্প নষ্ট করিবে? —সাবধান, নওরোজি! যদি তুমি আমার পথের কণ্টক হও, তাহা হইলে পদাঘাতে তোমাকে এমন স্থানে পাঠাইব, যেখান হইতে কেহ কোনদিন ফিরিয়া আসে নাই।"

একবিংশতি পরিচ্ছেদ

পিতা ও পুত্র

নওরোজি দস্তুর সাহেবের সহিত প্রস্থান করিলে, জেমসেট্‌জির একজন গুপ্তচর নিঃশব্দে তাঁহাদের অনুসরণ করিল। কর্ণেলিয়ার আরোগ্য সংবাদে নওরোজির মন অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়াছিল। উভয়ে দস্তুর সাহেবের গৃহে উপস্থিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা কথার আলোচনা করিলেন; নওরোজি বলিলেন, "আজ আমার মনে এত উৎসাহ হইয়াছে যে, আবার আমাকে কাজে নামিতে হইবে, সংপ্রতি একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা চিত্রিত করিবার ভার লইয়াছি;—মন খারাপ থাকায় কয়েক দিন কাজ কর্ম্ম করিতে পারি নাই, কাল্ হইতে সেখানে আমি কাজে যাইব।"

এই অট্টালিকার অধিকারী সুপ্রসিদ্ধ পারসী ধনপতি দরাবজি কামা। অট্টালিকাটি সুচিত্রিত করিবার ভার তিনি নওরোজির হস্তেই প্রদান করিয়াছিলেন। কার্য্যারম্ভের দিন প্রভাতে নওরোজি বৃদ্ধ কামার সহিত সাক্ষাতে চলিলেন।

কি কারণে বলা যায় না, কামা সাহেব তখন বড় চটিয়া ছিলেন; নওরোজি দ্বারবানের নিকট তাঁহার ক্রোধের কথা শুনিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দ্বারবান বলিল, "সাহেবের উকীল তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি আসিবার পর হইতেই

হুজুরের মেজাজ ভয়ঙ্কর গরম! কেহ সম্মুখে যাইলে তাহাকে না কামড়াইয়া ছাড়িতেছেন না।"

নওরোজি বলিলেন,"কিন্তু আমার আজ দেখা করিবার কথা আছে।"

দ্বারবান বলিল, "কথা থাকে যান, শেষে তাড়া খাইয়া পলাইবার পথ পাইবেন না।"

বৃদ্ধ কামা সাহেব নওরোজিকে স্নেহ করিতেন, সেই ভরসায় তিনি তাঁহার বসিবার কক্ষের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নওরোজি দ্বারে মৃদু করাঘাত করিবামাত্র ভিতর হইতে মোটা গলায় কামা সাহেব হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "কে আবার আমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছিস্?"

নওরোজি দ্বার ঠেলিয়া বৃদ্ধ কামাসাহেবের সম্মুখে আসিলেন, বৃদ্ধকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি আপনার আদেশানুসারেই আপনার সহিত সাক্ষাতে আসিয়াছি!"

কামা সাহেব নওরোজিকে দেখিয়া একটু ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন, "তুমি আসিয়াছ বেশ করিয়াছ, ঐ চেয়ার খানায় বস; তুমি বড় ভাল ছেলে, তোমাকে দেখিলেই আমার আনন্দ হয়। তোমার মত সুশীল, শান্ত একটি ছেলে থাকিলে আমি কত সুখী হইতাম। তোমার যদি কোন সাহায্যের আবশ্যক হয়, তবে আমাকে বলিও; আমি তোমাকে সকল রকম সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

নওরোজি বলিলেন, "আমার প্রতি মহাশয়ের বড়ই অনুগ্রহ, কিন্তু আপাততঃ আমার কোনরূপ সাহায্যের আবশ্যক নাই।"

কামা সাহেব বলিলেন, "তোমার কথা ভাবিয়া সময়ে সময়ে আমার

বড় দুঃখ হয়। তোমার পিতা মাতা বাঁচিয়া থাকিলে, তোমার ন্যায় গুণবান পুত্রকে লইয়া তাঁহারা কত সুখী হইতেন! ছেলে যদি ভাল হয়, তাহা হইলে তাহার পিতা তাহার জন্য সকলই করিতে পারেন। তুমি আমার ছেলেকে চেন?"

এইবার নওরোজি বৃদ্ধের ক্রোধের কারণ কতকটা বুঝিতে পারিলেন, তিনি বুঝিলেন, তিনি পুত্রের কোনও ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া একথা বলিতেছেন। বৃদ্ধের প্রশ্নে তিনি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আপনার পুত্রের সহিত আমার যৎসামান্য পরিচয় আছে।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার ছেলের কত গুণ তাহা বোধ হয় তুমি জান না। তাহার স্বভাব চরিত্র ও চাল-চলন অত্যন্ত বিগড়াইয়া গিয়াছে; তাহার আর একটা খেয়াল হইয়াছে, সরকারের নিকট হইতে একটি খেলাৎ না পাইলে আর তাহার মন স্থির হইতেছে না! আমাকে পিতা বলিয়া পরিচয় দিতে তাহার লজ্জা হয়! কিন্তু কণ্ট্রাক্টরি করিয়া আমি যে লাখ লাখ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা ধূলিমুষ্টির মত উড়াইতে তাহার আপত্তি নাই।"

নওরোজি বলিলেন, "তাঁহার বয়স এখনও কম; বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধের ক্রোধ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল, তিনি উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "দাড়ী গোঁপ পাকিলে আবার তাহার বুদ্ধি গজাইবে! হতভাগাটা এমন নিরেট যে, তাহার বাপের টাকা আছে বলিয়াই লোকে তাহার তোষামোদ করে, তাহা সে বুঝিতে পারে না। তাহার বয়স এখনও বিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, এই বয়সেই সে একেবারে

অধঃপাতে গিয়াছে ; ক্রমাগত রাত্রি জাগরণে, মদ্যপানে ও কুক্রিয়ায় তাহার উদ্যম, উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি—সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন দেখিতেছি, আমিই আদর দিয়া তাহার মাথা খাইয়াছি। অতি অল্প বয়সেই তাহার মায়ের মৃত্যু হয়, ঐ একটি পুত্র ভিন্ন তখন সংসারে আমার আর কোনও বন্ধন ছিল না, তাই আমার কাছে অত্যন্ত আদর পাইয়া সে একবারে বখিয়া গেল। এখন আর তাহাকে আমি শাসন করিতে পারিতেছি না। আমি তাহাকে মাসে হাজার টাকা পকেট খরচা দিই, তদ্ভিন্ন তাহার মায়েরও অনেক টাকা তাহার হাতে পড়িয়াছিল, কিন্তু হতভাগা সব টাকা উড়াইয়া দিয়াছে! জানি না সংসারে আর কত লোক এই প্রকার হতভাগ্য সন্তানের হাতে পড়িয়া মর্ম্মান্তিক কষ্ট ভোগ করিতেছে।”

বৃদ্ধ দরাবজির কথা শেষ হইতে না হইতে তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরজি কামা সেই কক্ষে উপস্থিত হইল ; অন্তরাল হইতে সে পিতার কোন কোন কথা শুনিতে পাইয়াছিল ; সে মুখের কুৎসিত ভঙ্গী করিয়া বলিল, “খুব যে আমার নিন্দা চলিতেছে! এত পরনিন্দা ভাল নয়, পরকালে নরকে বাস করিতে হইবে। নিজে বড় গুণবান ব্যক্তি কি না, তা আবার পরের দোষ ধরা হইতেছে।”

দরাবজি পুত্রের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, “এই দেখ আমার কুলপ্রদীপ পুত্র! উহার এখন ইচ্ছা কি জান? আমি কবে মরিব, হতভাগাটা তাহারই সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে।”

জাহাঙ্গীরজি চীৎকার করিয়া বলিল, “না, না, মিথ্যা কথা।”

বৃদ্ধ সক্রোধে বলিলেন, “আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে তোর লজ্জা

হয় না ? আমি তোর দুর্ব্ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও কথা বলি না বলিয়াই তুই বুঝি মনে করিস্—আমি অন্ধ, কিছুই দেখিতে পাই না। কিন্তু তুই এ পর্য্যন্ত যে সকল কীর্ত্তি করিয়াছিস্, তাহার কিছুই আমার অগোচর নাই জানিস্ ?"

জাহাঙ্গীরজি অবজ্ঞাভরে বলিল, "বটে ! তাহা হইলে ত আমি ভয়ে মরিয়া গেলাম।"

বৃদ্ধ নওরোজির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ নওরোজি, মধ্যে কিছুদিন বাতের বেদনায় আমি বড় কষ্ট পাইতেছিলাম, বাতে আমি প্রায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছিলাম। সেই সময় এই হতভাগাটা সর্ব্বদা আমার কাছে বসিয়া থাকিত ; তাহা দেখিয়া ভাবিতাম,ছেলের মতি ফিরিয়াছে, আমার উপর তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে ; কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম, আমার উপর ভক্তি বা ভালবাসার জন্য অষ্টপ্রহর সে আমার মাথার কাছে বসিয়া থাকিত না ; আমি বিষয় সম্পত্তির কিরূপ বন্দোবস্ত করি, কি ভাবে উইল করি,তাহাই জানিবার জন্য সে দিবারাত্রি আমার কাছে 'ধন্না' দিয়া বসিয়া থাকিত। একদিন আমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিলে, সে যশুয়া নামক একটা সুদখোরের নিকট গিয়া দশ হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়া আসে ; তাহাকে বলিয়া আসে, আর দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি চক্ষু মুদিব।"

জাহাঙ্গীরজি গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা ; এ কথা যে বলে, সে হাজারবার মিথ্যাবাদী।"

বৃদ্ধের সম্মুখে একখানি খালি চেয়ার পড়িয়াছিল,পুত্রের কথা শুনিয়া তিনি ক্রোধে জ্ঞান হারাইলেন ; তৎক্ষণাৎ সেই চেয়ারখানির একটি

পায়া ধরিয়া শূন্যে তুলিলেন, এবং পুত্রের মস্তক লক্ষ্য করিয়া তাহা নিক্ষেপে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু নওরোজি মধ্যপথে চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া তাহা একটু দূরে রাখিয়া দিলেন। জাহাঙ্গীরজি পিতার ক্রোধে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিল, "দেখ দেখ, বুড়োর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে ; আমাকে খুন করিতে চায়! নির্ব্বংশ হইবার ভয় নাই ?"

নওরোজি এক লম্ফে উঠিয়া জাহাঙ্গীরের মুখ চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, "আপনি চুপ করুন, আর একটা কথাও বলিবেন না।"

কিন্তু জাহাঙ্গীরজি ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, নওরোজিকে বলিল, "তুমি সরিয়া যাও, বুড়োর কত ক্ষমতা একবার দেখি !"

বৃদ্ধ দরাবজি বলিতে লাগিলেন, "স্বীকার করি আমার কাছে কিছু নগদ টাকা আছে, কিন্তু এ টাকাগুলা উহার হাতে পড়িলে হত-ভাগাটা তিন দিনের মধ্যেই তাহা উড়াইয়া দিবে। হতভাগার কাণ্ডজ্ঞান একবারে লোপ না পাইলে কি ও রাস্তা হইতে একটা ছুঁড়ীকে কুড়াইয়া আনিয়া তাহার মনোরঞ্জনের জন্য হাজার হাজার টাকা অপব্যয় করে? কোনও সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান কি একটা বেশ্যাকে লইয়া এ ভাবে উন্মত্ত হইতে পারে ?"

জাহাঙ্গীরজি সক্রোধে বলিল,"কি ! তুমি গুলবাই সাহেবার অপমান করিতে সাহস কর ? তাঁহার মত সুশিক্ষিতা সুন্দরী মহিলাকে তুমি ছুঁড়ী বলিয়া অপমান করিলে ? তাহাও না হয় সহ্য করিলাম, কিন্তু তাঁহাকে তোমার বেশ্যা বলিতে লজ্জা হইল না ? বুড়া হইয়া তোমার হিতাহিত জ্ঞান একবারে লোপ পাইয়াছে !"

বৃদ্ধ কামা সাহেব সরোষে বলিলেন, "তুই একবারে উচ্ছন্নে গিয়াছিস্; সে হারামজাদি তোকে যাদু করিয়াছে! কিন্তু আমার কাছেও যাদুর ঔষধ আছে, আমি সেই বেশ্যা মাগীকে রাতারাতি এমন যায়গায় পাঠাইয়া দিব যে, তুই তো তুই, তোর সাতপুরুষ আসিয়া মাথা খুঁড়িলেও তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে না।"

জাহাঙ্গীরজি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুমি গুলবাইকে গাপ্ করিয়া রাখিবে? কি সর্ব্বনাশ! তাহার আগে আমার মাথাটা কাটিয়া ফেল।"

বৃদ্ধ দরাবজি বলিলেন, "তোর নাক কান কাটিলে যখন লজ্জা হয় না, তখন মাথা কাটিলে আর কি শিক্ষা হইবে? আমি লোকজন পাঠাইয়া দিয়াছি, তাহারা এতক্ষণ কাজ হাসিল করিয়াছে।"

"আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ!" এই বলিয়া জাহাঙ্গীরজি সেখান হইতে দ্রুতবেগে কোথায় ছুটিয়া চলিল; সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধও তাহার অনুসরণ করিলেন।

নওরোজী জাহাঙ্গীরের অধঃপতন দেখিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিষ্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে কামা সাহেব সেই কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নওরোজিকে বলিলেন, "হতভাগাটাকে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিলাম! এখন দিনকতক সে সেখানে কয়েদ থাক।"

নওরোজি বলিলেন, "কিন্তু জাহাঙ্গীর যদি রাগের ঝোঁকে আত্ম-হত্যা করেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "সে ভয় করিও না, তুমি তাহাকে চেন না, আত্ম-হত্যা করিবার সাহস তাহার নাই; ঘরের মধ্যে সে এখন কি করিতেছে

তাহা আমি বলিতে পারি ; সে বিছানায় লম্বা হইয়া শুইয়া সেই ছুঁড়ীটার বিরহে চোখের জলে ভাসিতেছে। এই নচ্ছার মাগীগুলা এক একটা শয়তানি; একটু পয়সাওয়ালা লোকের অকালকুষ্মাণ্ডদের দেখিলেই ইহারা রূপের ফাঁদ পাতিয়া তাহাদিগকে বন্দী করে, ও তাহাদের সর্ব্বস্ব হস্তগত করিয়া হাতে খোলা তুলিয়া দেয়। জাহাঙ্গীরটা এমন হতভাগা ও নরপিশাচ যে, যদি উহার গর্ভধারিণী পরম পতিব্রতা না হইতেন, তাহা হইলে সে যে আমার সন্তান, একথা কোন মতেই বিশ্বাস করিতাম না।"—বৃদ্ধ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নতমস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নওরোজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি কিছু কষ্ট হইতেছে ?"

কামা সাহেব বলিলেন,"হাঁ আমি মনে বড় বেদনা পাইয়াছি ; আমি উহার পিতা বটে, আর আমার স্নেহ মমতারও অভাব নাই, কিন্তু ভদ্র-লোকের যাহা কর্ত্তব্য আমাকে এখন তাহা করিতেই হইবে। আজই আমি আমার এটর্ণীকে লিখিয়া পাঠাইব, আমি উহার ঋণের জন্য দায়ী নহি, একথা যেন তিনি সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন। আমার টাকা কড়ি যাহা কিছু আছে, কোনও দেশহিতকর কার্য্যে আমি সমস্ত দান করিয়া যাইব, হতভাগাকে এক পয়সাও দিব না। আমার ছেলে যে চির দিন একটা বেশ্যার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবে ও তাহাকে লইয়া সমাজে ঢলাঢলি করিবে ; আমার বংশের সম্মান, গৌরব সকলই নষ্ট করিয়া ফেলিবে, ইহা কোনও মতে আমার সহ্য হইবে না।"

নওরোজি বলিলেন, "এত কম বয়সে এমন বিগড়াইল কেন ?"

কামা সাহেব বলিলেন, "যাহার বাপের পয়সা আছে, তাহার আর

বিগড়াইবার ভাবনা কি ? উকীল, দালাল ও সুদখোরের দল, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য এ সকল ছেলের পরকাল নষ্ট করে। যাক্, ও পাপিষ্ঠের কথা বেশী আলোচনা করিলে আমার ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হয়; এখন চল, আমার বাড়ী খানা কেমন চিত্রিত হইতেছে দেখিয়া আসি।"

কামা সাহেব নওরোজিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নূতন বাড়ী দেখিতে চলিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন কৌশল

নওরোজি নূতন উদ্যমে ও দ্বিগুণ উৎসাহে দরাবজি কামার নূতন অট্টালিকার চিত্রের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কামা সাহেব কাজ দেখিয়া প্রস্থান করিলে, নওরোজি একটি কক্ষ চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে একটি শ্রমজীবি বালক আসিয়া তাঁহাকে জানাইল, একজন ভদ্রলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।

সে সময় কোন ভদ্রলোকের সেখানে তাঁহার সহিত দেখা করিবার সম্ভাবনা ছিল না; তথাপি তিনি তুলি ফেলিয়া বিস্মিত ভাবে অট্টালিকা হইতে নামিয়া আসিলেন; নীচে আসিয়া দেখিলেন, দস্তুর সাহেব তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন!

নওরোজি তাঁহার নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আপনি যে আসিয়াছেন, এ কথা আমি অনুমান করিতে পারি নাই; কোন সংবাদ আছে কি?"—হঠাৎ দস্তুর সাহেবের মুখের উপরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; দস্তুর সাহেবের মুখে গাম্ভীর্য্য ও বিষাদ সুপরিস্ফুট দেখিয়া নওরোজি সঙ্কুচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কর্ণেলিয়ার অসুখ কি বাড়িয়াছে? আপনাকে এত গম্ভীর ও বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "কর্ণেলিয়ার অসুখ বাড়িলেও এত দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না, কেবল তোমার জন্যই আমি দুইবার কর্ণেলিয়ার সহিত

সাক্ষাৎ করিয়াছি। বিশেষ গুরুতর কথা আছে, আমার সঙ্গে তোমার একটু যাইবার সুবিধা হইবে ?"

নওরোজি বলিলেন, "আমার হাতে রং লাগিয়া রহিয়াছে, হাত ধুইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসিতেছি।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "তোমার যদি কাজের ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে সাজ সজ্জার জন্য বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, এই বেশেই চল।"

নওরোজি অগত্যা এক বালতি জলে সেইখানেই হাত ধুইয়া দস্তুর সাহেবের সহিত প্রস্থান করিলেন।

দস্তুর সাহেব নওরোজিকে লইয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আজ সকালে কর্ণেলিয়ার দাসী তোমার জন্য অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াছিল।"

নওরোজি বলিলেন, "সে যে আজ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, তাহা জানিতাম না।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "আমাকে ঐ পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া তোমার জন্য সে আমাকে এক খানা চিঠি দিয়াছে; সে জানে পত্র আমার হাতে দিলে তাহা তোমার পাইতে বিলম্ব হইবে না; তোমাকে সেই পত্র খানি দিবার জন্যই এখানে ডাকিয়া আনিলাম।"

দস্তুর সাহেব টেবিলের উপর হইতে একটি স্ফটিক নির্ম্মিত সুদৃশ্য কাগজ চাপা সরাইয়া একখানি পত্র লইয়া নওরোজির হস্তে প্রদান করিলেন, নওরোজি ব্যগ্র ভাবে তাহা খুলিয়া পাঠ করিলেন ;—

"প্রিয়তম নওরোজি,—

আমি তোমাকে ভাল বাসি, দেহে যতদিন প্রাণ থাকিবে, তোমাকে ভাল বসিব; কিন্তু প্রেম ভিন্ন আমার অন্য কর্ত্তব্যও আছে, সে সকল কর্ত্তব্য অতি পবিত্র ও অবশ্য পালনীয়। আমার সুনাম ও বংশমর্য্যাদার অনুরোধে সেই সকল কর্ত্তব্য পালন্ না করিয়া উপায় নাই; এজন্য যদি প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার। তোমাকে আমার অনুরোধ, জীবনে যেন তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। এই পত্রখানি তোমার নিকট আমার শেষপত্র বলিয়াই জানিবে। ইহার পর তুমি আমার নিকট আর কোন পত্র পাইবার আশা করিও না। কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি শুনিতে পাইবে, অন্যের সহিত আমার বিবাহের সমন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। আমি বুঝিতেছি, এ সংবাদে ক্ষোভে ও দুঃখে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে; কিন্তু প্রিয়তম, আমার দুর্ভাগ্য, তোমার অপেক্ষা অল্প নহে। ঈশ্বর আমাদের ন্যায় হতভাগ্যকে দয়া করুন। নওরোজি, তুমি হৃদয় হইতে আমার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিও। হায়, আমার যে মরিবারও অধিকার নাই। তোমার হৃদয়ে শেলাঘাত করিয়া তোমার নিকট চির বিদায় লইল—তোমার অনাথিনী অভাগিনী কর্ণেলিয়া।"

দস্তুর সাহেব দাসীর নিকট এই পত্রের মর্ম্ম জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি নওরোজির কর্ম্মস্থানে পত্রখানি লইয়া যান নাই। পত্রখানি পাঠ করিয়া নওরোজির মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্রে কি পড়িলে?"

নওরোজি পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "পড়িয়া দেখুন।"

দস্তুর সাহেব পত্রখানি পাঠ করিয়া, সকরুণ দৃষ্টিতে নওরোজির মুখের

দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি হতাশ হইওনা ; সাহস ও ধৈর্য্যই মনুষ্যের সর্ব্ব প্রধান অবলম্বন।"

নওরোজি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "হতাশ হইব, অধীর হইব, ভীত হইব ? আপনি আমাকে জানেন না ; যখন কর্ণেলিয়া কঠিন রোগ আক্রান্ত হইয়া প্রতিদিন মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছিল, অথচ এ জীবনে তাহার সহিত সাক্ষাতের পর্য্যন্ত আশা ছিল না, তখন আমি নিরাশায় ও দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন তাহার সেই কঠিন রোগ আরোগ্য হইয়াছে, সুস্থ দেহে স্বহস্তে সে আমাকে লিখিয়াছে, সে আমাকে ভাল বাসে, যত দিন বাঁচিবে ভাল বাসিবে। আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক উৎসাহের কথা আর কি থাকিতে পারে ?"

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, নওরোজি আবেগভরে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "কর্ণেলিয়ার বিবাহ হইবে ? কাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে ? ইহা তাহার বিবাহ, না মৃত্যুবন্ধন ? তাহার পিতামাতা পূর্ব্ব হইতেই আপনার সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু আপনি অগ্রে এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়াছেন। কর্ণেলিয়ার অসম্মতিতে তাহার বিবাহ দিয়া তাঁহাদের লাভ কি ? অন্য কাহাকেও খুসী করিবার জন্য কি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? অন্ধকার, আমার চতুর্দ্দিকে সকলই অন্ধকার ! কর্ণেলিয়া যখন আপনার নিকট গোপনে আমাদের প্রেমকাহিনী প্রকাশ করিয়াছিল, সে সময় নিশ্চয়ই এ নূতন প্রস্তাব উঠে নাই, অথবা কর্ণেলিয়া সে কথা জানিতে পারে নাই ; জানিলে সে কথাও সে আপনার গোচর করিত ; কিন্তু তাহার পর, এমন কি

ব্যাপার ঘটিল যে, কর্ণেলিয়া—যে আমার জন্য অনায়াসে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে,—অবলীলাক্রমে অন্যকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল! কোন্ শক্তি দ্বারা সে এমন অভিভূত হইয়া পড়িল, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না।"

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া নওরোজি আবার বলিতে লাগিলেন,—আমার বোধ হইতেছে—ভিতরে কোনও একটা গুরুতর গুপ্ত রহস্য আছে। আপনার নিকট কর্ণেলিয়া যেদিন মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছিল, সেদিন বোধ হয় আপনি তাহার ভাবান্তর দেখিতে পান নাই; কিন্তু আপনি চলিয়া আসিবার ঠিক একঘণ্টা পরেই সে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়, তাহার পরই তাহার পীড়া। পীড়া হইতে সারিয়া উঠিয়াই সে এই পত্রখানি পাঠাইয়াছে। রমলা বাই সাহেবা একদিন বলিতেছিলেন কর্ণেলিয়া রোগ-শয্যায় আশ্রয় লইলে তাহার পিতা মাতা দিবারাত্রি তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া থাকিতেন; ইহা কি কেবল স্নেহের অনুরোধে? না, পাছে কর্ণেলিয়ার মুখ হইতে বিকার-ঘোরে কোন গুপ্ত রহস্য বাহির হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তাঁহারা দুইজনে তাহাকে চৌকী দিতেন? হঠাৎ কাহাকেও সেখানে যাইতে দিতেন না।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "মেটা সাহেবের পরিবারে যে একটা কিছু গুরুতর গুপ্ত রহস্য আছে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।"

নওরোজি বলিলেন, "সে রহস্য কি?"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "রহস্যটা যে কি, তাহা আমি অনুমান করিতে পারিতেছি না।"

নওরোজি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমারও বিশ্বাস, এই বিবাহের মূলেই

কোন গুপ্ত রহস্য লুকায়িত আছে। আপনার সাহায্য পাইলে আমি একবার এ রহস্য ভেদের চেষ্টা করিয়া দেখি। এখন আমি আপনাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব ; কর্ণেলিয়া অন্য কোনও লোককে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে ; কিন্তু সে সামান্য কারণে বা সহজে যে সম্মতি দান করে নাই, একথা কি আপনি বিশ্বাস করেন ?"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "নিশ্চয়ই করি, কর্ণেলিয়া স্বহস্তে নিজের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া তাহার পর এই বিবাহে সম্মতি দান করিয়াছে।"

নওরোজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেটা সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই কি প্রথমে আপনাকে কন্যা সম্প্রদানে সম্মত ছিলেন ?"

দস্তুর সাহেব বলিলেন "হাঁ, উভয়েই সম্মত ছিলেন।"

নওরোজি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ন্যায় সম্ভ্রান্তবংশীয় সুশিক্ষিত, অগাধ অর্থের অধিকারী, সকল বিষয়ে মনের মত বর তিনি সমাজে কি আর খুঁজিয়া পাইতেন ?"

দস্তুর সাহেব মৃদু হাসিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

নওরোজি তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "আপনার তোষামোদের অভিপ্রায়ে আমি একথা জিজ্ঞাসা করি নাই ; আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "যাহা যাহা থাকিলে লোকে কোনও ভদ্র সন্তানের হস্তে কন্যা সম্প্রদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, আমার তাহা সকলই আছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ; সুতরাং সাধারণের দৃষ্টিতে আমি যোগ্য বর ; এবং তোমার মত অনেকেরই বিশ্বাস আমার

অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত পাত্র মেটা সাহেব তাঁহার কন্যা দান করিবার জন্য খুঁজিয়া পাইতেন না।"

নওরোজি বলিলেন, "তাহা হইলে মেটা সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী আপনার সঙ্গেই তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন না কেন?"

দস্তর সাহেব বলিলেন "আমি স্বয়ং এই বিবাহের সম্বন্ধ ভঙ্গ করায় বোধ হয় তাঁহাদের মনে ক্রোধ ও অভিমান হইয়াছে; সম্ভবতঃ এই জন্যই তাঁহারা আর চেষ্টা করেন নাই। আমার প্রত্যাখ্যানের পর কোনও ভদ্রলোক বোধ হয় পুনর্ব্বার আমাকে তাঁহার জামাই হইবার জন্য অনুরোধ করিতেন না।"

নওরোজি বলিলেন, "আমার বিশ্বাস আপনার এ অনুমান ঠিক নহে; কারণ আমি কর্ণেলিয়ার দাসীর মুখে শুনিয়াছি; যে দিন আপনি বিবাহের সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া মেটা সাহেবকে পত্র লেখেন, সেই দিন মেটা সাহেবও আপনার হস্তে কন্যাসম্প্রদান করিবেন না, একথা আপনাকে জানাইবেন স্থির করিয়াছিলেন; আপনার পত্র পাইবার পর তাঁহাকে আর সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতে হইল না। যাহা হউক, এখন এমন কোন নূতন লোক কর্ণেলিয়ার পাণিগ্রহণে উদ্যত হইয়াছে, যাহাকে কর্ণেলিয়াই যে কেবল তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিতে চায়, এমন নহে, তাহার পিতা মাতাকেও সে ব্যক্তি কন্যাসম্প্রদানে বাধ্য করিতেছে।—এ ব্যক্তি কে? কোন্ শক্তির বলে সে সকলকে তাহার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করিতেছে? এই শক্তির মূলে নিশ্চয়ই কোনও ভীষণ পাপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কর্ণেলিয়া তাহার হৃদয়ের মহত্ত্ব-বশতঃই আত্মবলি-দানে উদ্যত হইয়াছে।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "তোমার কথা গুলি অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না ; কিন্তু এখন তুমি কি করিতে চাও?"

নওরোজি বলিলেন, "আপাততঃ আমার কিছুই করিবার নাই ; তবে কর্ণেলিয়া আমাকে অনুরোধ করিয়াছে, হৃদয় হইতে তাহার স্মৃতি বিসর্জ্জন করিতে হইবে ; সম্ভব হইলে আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতাম, কিন্তু এই কার্য্য আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে না। ইচ্ছা করিয়া কে ধমনীর স্পন্দন রুদ্ধ করিতে পারে? ইচ্ছা করিয়া কে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিরোধ করিতে সমর্থ—না, কর্ণেলিয়াকে বিস্মৃত হওয়া আমার সাধ্য নহে। যে নরপিশাচ ছলে বলে বা কৌশলে আমার হৃদয়বৃন্ত হইতে এই পবিত্র কুসুম ছিঁড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে, আমার জীবন নীরস শুষ্ক জ্বালাময় মরুভূমিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে, যেমন করিয়া পারি আমি তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিব।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "নওরোজি সাবধান! যে পথে তুমি অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প করিয়াছ, সে পথে যদি কোন রূপে একবার তোমার পদ-স্খলন হয়, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।"

নওরোজি বলিলেন, "আমি আমার সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি। আমি সেই পাপিষ্ঠের সন্ধান পাইলেই বন্দুকের একটি গুলিতে তাহাকে ভবপারে পাঠাইয়া দিব ; আমার হস্তে তাহার প্রেমের সাধ মিটিবে।"

দস্তুর সাহেব দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তুমি ইহা করিও না, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে না। তুমি নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইবে ;

অপরাধ প্রমাণিত হইলে গুরুতর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে; যে আশায় এই ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা জীবনে পূর্ণ হইবে না। ভাবিয়া দেখ অন্য কোনও উপায় আছে কি না।"

অনেকক্ষণ চিন্তার পর নওরোজি বলিলেন, "বোধ হয় আর একটা উপায় আছে। এ লোকটা যে ভয়ঙ্কর নরপিশাচ তাহাতে সন্দেহ নাই; যে এরূপ দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে যে নূতন পাপে অভ্যস্ত, এরূপ অনুমান করা কঠিন; তাহার জীবন নিশ্চয়ই বহু পাপে ভারাক্রান্ত, ক্রমাগত বহুবিধ দুষ্কর্ম্ম দ্বারা সোপানের পর সোপান নির্ম্মান করিয়া সে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। আমি তাহার গুপ্ত অপরাধ সমূহের অনুসন্ধান করিব, তাহার ছদ্মবেশ ছিন্ন করিব, সমাজে তাহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিব।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "এ পথ বরং ভাল।"

নওরোজি উৎসাহের সহিত বলিলেন, "হাঁ, ইহা করিতেই হইবে; কিন্তু এ বিষয়ে আমি আপনার সহায়তা চাই। আপনি একদিন অনুগ্রহ-পরবশ হইয়া আমার সাহায্যে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন আপনার সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক মনে করি নাই; কিন্তু আমার এই সঙ্কটকালে আপনার উপদেশ ও সহায়তা আমার একমাত্র অবলম্বন বলিয়া মনে করিতেছি। আপনিও আমার ন্যায় জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিয়াছেন; দারিদ্র্য ও অভাবের শিক্ষাগারে আমরা উভয়েই শিক্ষালাভ করিয়াছি; আমরা আমাদের সঙ্কল্প গোপন করিয়া সতর্ক ভাবে অগ্রসর হইতে পারিব।"

নওরোজি উত্তর লাভের আশায় দস্তুর সাহেবের মুখের দিকে

চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না ; তিনি নিস্তব্ধ ভাবে ভাবিতে লাগিলেন।

নওরোজি আবার বলিতে লাগিলেন, "আপনি কি মনে করেন, এই কাজ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইবে ? কিন্তু আমার বিশ্বাস ভিন্ন রূপ ; যে মুহূর্ত্তে আমরা এই নরাধমের নাম জানিতে পারিব, সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমরা সতর্কভাবে ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিব। আবশ্যক হয় সুচতুর গোয়েন্দার সহায়তা গ্রহণ করিব। অর্থ বিনিময়ে তাহারা এই নরাধমের প্রকৃত পরিচয়ের সন্ধান লইয়া তাহা আমাদের গোচর করিবে। আপনার সমাজ ও আমার সমাজ ভিন্ন ; স্ব স্ব সমাজের মধ্যে আমরা অন্যের অজ্ঞাতসারে তাহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিব। আপনি সম্ভ্রান্ত সমাজে অনন্ত বিলাস ও অখণ্ড আমোদের মধ্যে যে সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাহার সন্ধান লওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ; আবার আমি সমাজের নিম্নস্তরে, যেখানে চির দারিদ্র্যের পঙ্কিল স্রোতে কলঙ্ক রাশি স্তূপীকৃত হইতেছে, নানা কুকর্ম্মে ও পাপে যে সমাজের দূষিত স্তর বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে,—আমি সেই সমাজের অন্তস্থলে অনুসন্ধান করিয়া দেখিব, যদি তাহার জীবনের কোন পাপ আবিষ্কার করিতে পারি।—চাকরদের বিভিন্ন আড্ডায়, তাড়িখানায়, নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের আমোদ-প্রমোদের স্থানে, নিঃশব্দপদচারী প্রেতের ন্যায় ঘুরিয়া এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান লইব।"

দস্তুর সাহেব দেখিলেন, তাঁহার কর্ম্মহীন, উদ্দেশ্যহীন অবসর যাপনের পক্ষে ইহা একটী মন্দ উপলক্ষ নয়। তিনি উৎসাহের সহিত

বলিলেন, "তোমার জন্য আমি যথাসাধ্য পরিশ্রমে ক্রটি করিব না, তোমার অনুরোধ আমার স্মরণ থাকিবে ; এ বিষয়ে তুমি আমার উপর নির্ভর করিতে পার।"

দস্তুর সাহেবের কথা শেষ হইতে না হইতে সুন্দরী রমলা সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া উদ্দাম ঝটিকার ন্যায় প্রবেশ করিলেন ; তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেল, "দীনসা, আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, তোমার নিকট সাহায্যের জন্য আসিলাম।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন,"ব্যাপার কি ! তুমি এত হাঁপাইতেছ কেন ?"

রমলা উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, "আমি এখনই আড়াই হাজার টাকা চাই ; তুমি দিতে পারিবে কি না বল।"

দস্তুর সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ইহাই যদি তোমার দুশ্চিন্তার কারণ হয়—তাহা হইলে তুমি নিশ্চিন্ত হইতে পার।"

রমলা বলিলেন, "কিন্তু টাকা গুলি আমি এখনই চাই।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "টাকা তুমি এই মুহূর্তেই পাইতে পার, কিন্তু কথাটা কি আগে খুলিয়া বল।"

রমলা বলিলেন, "কেবল টাকায় হইবে না, তোমার পরামর্শও চাই ; সেই জন্য আরও আসিলাম।"—তিনি একবার বক্রদৃষ্টিতে নওরোজির দিকে চাহিলেন।

তাহা লক্ষ্য করিয়া দস্তুর সাহেব রমলাকে বলিলেন, "কথাটা কি গোপনীয় ?"

নওরোজি সেই কক্ষ ত্যাগের জন্য উঠিলেন ; তাহা দেখিয়া রমলা বলিলেন, "তোমার যাইবার আবশ্যক নাই ; আমি যাহা বলিব, তাহা

গোপনীয় হইলেও তুমি শুনিতে পার। তুমি যে কথা শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ- তাহা পরে বলিব ; আপাততঃ আমার কথাটা বলিয়া লই।"—তাহার পর রমলা দস্তুর সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ দীনসা, কয়েক দিন পূর্ব্বে পেষ্টনজি সাপুরজি নামক একটি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন ; কোন কোন স্থানে ভোজের মজলিসে তাঁহার সহিত আমার দুই একবার মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার যৎসামান্য পরিচয় ছিল। তোমার বোধ হয় মনে আছে তাঁহারই বড় ভাই অনেক দিন পূর্ব্বে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনও খোঁজ-খবর হইল না।"

দস্তুর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটার সঙ্গে তোমার তেমন জানা শুনা নাই, তথাপি সে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে গেল! তাহার মৎলবটা কি ?"

রমলা বলিলেন, "লোকটি খুব জমকাল পোষাক পরিয়া আমার একটি দূর সম্পর্কীয়া পিসির নিকট হইতে একখানি পরিচয় পত্র লইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন ; পেষ্টনজি কাজের কথা কিছুই বলিলেন না, কেবল এ কথা সে কথা লইয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন ; ইহাতে আমার বড় বিরক্তি বোধ হইল। ইতিমধ্যে বারান্দায় গোলমাল শুনিতে পাইলাম ; ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য চাকরদের ডাকিলাম, এমন সময় বাপুভাই মতিওয়ালা জহরী হঠাৎ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাহার প্রাপ্য আড়াই হাজার টাকার একখানি বিল বাহির করিয়া আমার সম্মুখে ধরিল। একজন অপরিচিত

লোকের সম্মুখে সে এইভাবে টাকার তাগাদা করায় আমার বড় রাগ হইল, আমি তাহাকে বলিলাম 'এখানে তোমাকে আসিতে কে বলিল ? ইহা তাগাদার যায়গা নয়,—তুমি বাহিরে যাও।' আমার কথা শুনিয়া জহরী চটিয়া বলিল, 'এই মুহূর্ত্তেই আমার এই বিলের টাকা চুকাইয়া দেন ; বিলখানি অনেকদিন হইতে পড়িয়া আছে ; আর আমি ইহা ফেলিয়া রাখিব না। আপনি যদি এই মুহূর্ত্তে টাকা না দেন, তাহা হইলে আমি আপনার স্বামীর নিকট টাকার তাগাদা করিব।'—তাহার আড়াই হাজার টাকার বিল, কিন্তু সে সময় আমার হাতে আড়াই টাকাও ছিল না ; আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। আমি তাহাকে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে বলিলাম ; কিন্তু 'আজ টাকা না লইয়া উঠিব না' বলিয়া সে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।"

দস্তুর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "জহরীটার সঙ্গে যখন তোমার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, সে সময় পেষ্টনজি কি করিতেছিল ?"

রমলা বলিলেন, "প্রথমে তিনি জহরীর কথা যেন শুনিতেই পান নাই এইভাবে বসিয়াছিলেন। তারপর যখন জহরীটা চেয়ারে চাপিয়া বসিল, তখন তিনি তাঁহার পকেট হইতে একটি 'পকেট কেস্' বাহির করিয়া তাহা তাহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন, "তুমি সামান্য আড়াই হাজার টাকার জন্য এরূপ একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছ ? আমার এই 'পকেট কেসে' আড়াই হাজার টাকার নোট আছে, লইয়া চলিয়া যাও, আর বেয়াদপি করিও না'।"

দস্তুর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "জহরীটা কি তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল ?"

রমলা বলিলেন, "না, সে বলিল, 'আমি যে টাকা পাইলাম, তাহার একটা রসিদ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।' জহরী তাহার পকেট হইতে একটা সিপি-আঁটা দোয়াত ও কলম বাহির করিয়া সেই বিলের পৃষ্ঠে লিখিল, 'আমি ফজলভাই জিজিভাই সাহেবের স্ত্রী রমলা বাই সাহেবার অলঙ্কারের মূল্য বাবদ নগদ আড়াই হাজার টাকা পেষ্টনজি সাপুরজি সাহেবের নিকট বুঝিয়া পাইলাম'।"

দস্তুর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "জহরীটা প্রস্থান করিলে পেষ্টনজি তোমাকে কি বলিল ?"

রমলা বলিলেন, "দেখিলাম তিনি কোনও কথা খুলিয়া বলিতে রাজী নন্; তবে তাঁহার কথার ভাবে বুঝিতে পারিলাম, তিনি আমাদের কর্ণেলিয়াকে ভয়ঙ্কর ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাকে না পাইলে আর তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয় না! অবশেষে তিনি আমাকে জানাইলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আমাকে একবার কর্ণেলিয়ার পিতামাতার নিকট যাইতে হইবে। বিবাহের ঘটকালির ভারটা তিনি আমার উপরেই দিয়াছেন।"

এই কথায় দস্তুর সাহেব ও নওরোজি উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন, তারপর উভয়েই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "এই সেই লোক!"

রমলা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের একথার অর্থ কি ?"

দস্তুর সাহেব উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "আমাদের কথার অর্থ এই যে, এই পেষ্টনজিটা ভয়ঙ্কর পাজী, বদমাইস, প্রবঞ্চক; সে তোমাকে বোকা বানাইতে গিয়াছিল।"—অনন্তর কর্ণেলিয়ার বিবাহ সম্বন্ধে

যে সকল নূতন কথা তাঁহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাহা তিনি সকলই সংক্ষেপে রমলাকে বলিলেন।

সকল কথা মনোযোগের সহিত শুনিয়া রমলা বলিলেন, "তোমার অনুমান সত্য হইতে পারে, কিন্তু পেষ্টনজির মত একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক মেটা সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীকে ভয় দেখাইয়া তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদানে বাধ্য করিতে পারে, ইহা আমার নিকট সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না; তাহার কথার ভাবে বোধ হইল, সে কোন দিন মেটা সাহেবের গৃহে পদার্পণ করে নাই। এ অবস্থায় তাহার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ কি সত্য হইতে পারে?

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "একথা তুমি বলিতে পার, কিন্তু এক বিষয়ে আমি তোমাকে জেরা করিব, তুমি উত্তর দাও। জহরী তোমার নিকট যখন টাকা চাহিল,ও তোমার অপমানে সাহসী হইল, তখন তাহার সেই আচরণটা কি তোমার নিকট অস্বাভাবিক মনে হয় নাই?"

রমলা বলিলেন, "আমার বিশ্বাস কোনও ব্যবসায়ী এ রকম করিয়া খরিদ্দার চটায় না।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "তুমি বোধ হয় অনেক দিন হইতে তাহার নিকট অলঙ্কারপত্র ক্রয় করিতেছ; বৎসরে বোধ হয় অনেক টাকার জিনিস লইয়া থাক।"

রমলা বলিলেন, "হাঁ তা' লই; তবে লোকটা খুব ঘন ঘন তাগাদা করে।"

নওরোজি বলিলেন, "অন্যান্য সময় সে কি নিজে তাগাদায় যায়, না কোন সরকার মারফৎ বিল পাঠায়?"

রমলা বলিলেন, "না সে, নিজে আর কখনও তাগাদায় যায় নাই। এই প্রথম তাহাকে আমার কাছে তাগাদায় যাইতে দেখিলাম।"

নওরোজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেষ্টনজি কি খুব টাকার মানুষ?"

রমলা বলিলেন, "যদি কখনও সে তাহার দাদার সম্পত্তি হাতে পায়, তাহা হইলে সে ধনবান হইতে পারে; এখন শুনিয়াছি দেনার দায়ে তাহার মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকাইয়া আছে।"

নওরোজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত টাকা যাহার দেনা, তাহার পকেটে যে কোন সময় দুই তিন হাজার টাকার নোট থাকা কি সম্ভব? বিশেষতঃ এমন লোক কে আছে, যে কোথাও ভ্রমণে বাহির হইবার সময় বিনা উদ্দেশ্যে এতটাকা পকেটে করিয়া লইয়া যায়? আর জহরীকে যতগুলি টাকা দিতে হইবে, ঠিক ততগুলি টাকা তাহার সঙ্গে ছিল, ইহা কি আপনার নিকট বিচিত্র বোধ হয় না?"

রমলা বলিলেন, "হাঁ খুব বিচিত্র সন্দেহ কি? কিন্তু একথা পূর্ব্বে আমার মনে হয় নাই।"

নওরোজি বলিলেন, "আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব; জহরী টাকার রসিদ লিখিবার পূর্ব্বে নোটগুলা কি গণিয়া লইয়াছিল?"

রমলা বলিলেন, "না, তাহাকে নোট গণিয়া লইতে দেখি নাই।"

নওরোজি বলিলেন, "সে টাকার রসিদ দিল, অথচ ব্যাগে টাকা আছে কিনা তাহা ব্যাগ খুলিয়া দেখিল না! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য কথা!"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "এই ব্যাপারের আগাগোড়া সকলই আশ্চর্য্য!

নওরোজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে বিলখানির টাকা চুকাইয়া দেওয়া হইল, সেই বিলের পরিমাণ কি ঠিক আড়াই হাজার টাকা ?"

রমলা বলিলেন, "না, ঠিক আড়াই হাজার টাকা নয়, পঞ্চাশ ষাট্ টাকা কম হইতে পারে।"

নওরোজি জিজ্ঞাসা করিলেন,"সে টাকা আপনি ফেরৎ পাইয়াছেন ?"

রমলা বলিলেন, "না, আমি তাহা চাই নাই, কিন্তু সে আড়াই হাজার টাকারই রসিদ দিয়াছিল ; সম্ভবতঃ আমার অন্য বিল হইতে অতিরিক্ত টাকাটা বাদ দেওয়া তাহার অভিপ্রায় ছিল ; হয়ত টাকাগুলি ফেরৎ দিবার কথা উত্তেজনা বশতঃ সে ভুলিয়া গিয়াছিল।"

নওরোজি বলিলেন, "কিন্তু পকেট হইতে দোয়াত কলম বাহির করিয়া রসিদ দিতে তাহার ভুল হইল না !"

রমলা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে নওরোজির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নওরোজি বলিলেন, "এই জহরীর সহিত পেষ্টনজির পরিচয় কোথায় ? জহরি টাকা লইয়া যে বিল দিয়া গেল, সেই বিলখানি আপনার কাছে আছে ত।"

এবার রমলার মুখ শুকাইয়া গেল ; তিনি বলিলেন, "আমি বুঝিতেছি আমার বিরুদ্ধে একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র হইয়াছে ; বিলখানা ত আমার কাছে নাই ! পেষ্টনজি তাহা লইয়া অবজ্ঞাভরে টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তার পর উঠিয়া যাইবার সময় সে তাহা পকেটে পুরিয়া লইয়া গিয়াছে।"

নওরোজি বলিলেন, "তাহা হইলে এখন ব্যাপারটা বেশ বুঝা-

যাইতেছে ; কোনও বিশেষ কাজে পেষ্টনজি আপনার সহায়তা লাভ অত্যন্ত আবশ্যক মনে করিয়াছে, কিন্তু পাছে সহজে আপনি তাহার অনুরোধে কর্ণপাত না করেন, এই ভয়ে সে আপনাকে মুঠার মধ্যে রাখিবার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছে।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "তোমার এই অনুমান আমার যথার্থ মনে হয়।"

রমলা বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! পেষ্টনজি সেই বিলখানা লইয়া, কি করিবে?"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "যদি তুমি তাহার সকল আদেশ পালন কর, তাহা হইলে সে কিছুই করিবে না ; কিন্তু যদি তাহার কোন আব্‌দারে অসম্মতি প্রকাশ কর, তাহা হইলে এই বিলখানি সে তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র রূপে ব্যবহার করিবে ; সে অনেকের নিকটেই প্রকাশ করিবে, তুমি গহনা কিনিয়া টাকা দিতে পার না, সে টাকা দিয়া তোমাকে ঋণমুক্ত করিয়াছে ; কেহ তাহার কথা অবিশ্বাস করিলে, সে জহরীর টাকা-প্রাপ্তির রসিদখানি বাহির করিয়া দেখাইতেও কুণ্ঠিত হইবে না। তুমি বোধ হয় বুঝিয়াছ কেহ কাহাকেও নিঃস্বার্থ ভাবে এত টাকা দান করে না ; সুতরাং তোমার চরিত্রের কথা লইয়া চতুর্দ্দিকে কিরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইবে, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ।"

রমলা বলিলেন, "মিথ্যা কলঙ্কে আমার ভয় কি?"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "রমলা এইখানেই তুমি ভুল করিতেছ ; মিথ্যা কলঙ্কই সমাজে অধিক প্রচারিত হয়, আর তাহাতে ক্ষতিও বড় অল্প হয় না। সেই আড়াই হাজার টাকার রসিদখানি পেষ্টনজির কাছে

দেখিয়া লোকে যদি কাণাকাণি করিয়া বলে, তাহার সহিত তোমার অবৈধ সম্বন্ধ আছে ; তাহা হইলে একদিন না একদিন সে কথা তোমার স্বামীর কাণে উঠিতে পারে। তোমার প্রতি তোমার স্বামীর অগাধ বিশ্বাস আছে তাহা জানি ; কিন্তু মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে, তাহা হইতেই আমি একথা বলিতে পারি যে, এই অগাধ বিশ্বাস অতি সহজেই বিচলিত হইতে পারে। তখন তোমার কোথায় দাঁড়াইবার স্থান হইবে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ?"

রমলা অধীর ভাবে বলিলেন, "দীনসা, এখন আমার কর্ত্তব্য কি বলিয়া দাও। এমন দুষ্কর্ম্ম আমি আর কখনও করিব না, আর সেই জহরীর নিকট কোন জিনিস কিনিব না ; এমন কি, তাহার দোকানেও যাইব না। তুমি কি পেষ্টনজির নিকট হইতে সেই রসীদখানা কোন কৌশলে হস্তগত করিতে পার না ?"

দস্তর সাহেব বলিলেন, "তাহা যে না পারি এমন নয়, কিন্তু তাহাতে তোমার সম্মানের হানি হইবে ; আর সহজেও কার্য্যোদ্ধার হইবে না। সেই রসীদ যে তাহার কাছে আছে, আমি ইহার কোন প্রমাণ দেখাইতে পারিব না ; সে রসীদের কথা অস্বীকার করিবে, ও তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে।"

নওরোজি বলিলেন; "কেবল তাহাই নহে, সে সাবধান হইয়া যাইবে ; ভবিষ্যতে আর তাহাকে হাতে পাইবার পথ থাকিবে না।"

রমলা হতাশ ভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে ত দেখিতেছি, আমার পরিত্রাণ লাভের কোনও উপায় নাই, আমাকে চিরদিনই সেই হত-ভাগাটার মন যোগাইয়া চলিতে হইবে।"

নওরোজি বলিলেন, "আপনি সে ভয় করিবেন না, আমরা শীঘ্রই তাহার বিষ দাঁত ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা করিতেছি। যতদিন পর্য্যন্ত তাহার বিশ্বাস থাকিবে, আপনি তাহার সাহায্য করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত সে আপনার ক্ষতির চেষ্টা করিবে না। আমরা তাহার মুখোস খুলিবার জন্য যাহা কর্ত্তব্য হয়, করিব। যত দিন পর্য্যন্ত তাহার মনে কোন সন্দেহ না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্কল্পে সে বিঘ্ন উৎপাদনের চেষ্টা করিবে না; সুতরাং এখন হইতে আমাদিগকে অতি সাবধানে চলিতে হইবে।"

অনন্তর দস্তর সাহেব উঠিয়া আলমারি হইতে আড়াই হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া তাহা রমলার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "টাকাগুলা অবিলম্বে পেষ্টনজির কাছে পাঠাইয়া দিও, এবং সে যে তোমার উপকার করিয়াছে সেজন্য পত্রে তাহাকে ধন্যবাদ জানাইও।"

নওরোজি বলিলেন, "এই টাকার একখানা রসীদ চাহিলে হয় না?"

দস্তর সাহেব বলিলেন, "কিন্তু ইহাতে তাহার মনে খট্‌কা লাগিতে পারে।"

নওরোজি বলিলেন, "আমার বোধ হয় একটি কাজ করিলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে; আপনি আপনার দাসীর হাত দিয়া এই টাকাগুলি পাঠাইবেন, পত্রখানি নোটের সঙ্গে দিবেন না। দাসী প্রথমে সেই পত্র তাহাকে দিবে, তারপর নোটগুলি তাহার হাতে দিয়া বলিবে, 'আপনাকে যে টাকা দিলাম, ইহার কোন প্রমাণ আমি

আমার মনিবকে দিতে চাই।’—তখন পেষ্টনজি বাধ্য হইয়া রসীদ দিবে।”

দস্তুর সাহেব বলিলেন, “এ প্রস্তাব মন্দ নয়, তাহাই করিও।”

এতক্ষণে রমলার উদ্বেগ ও আশঙ্কা দূর হইল, আবার তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল; তিনি বলিলেন, “পেষ্টনজিকে লইয়া আমি উত্তম বাঁদর নাচাইতে পারিব; সম্ভবতঃ সে আমার কাছে তাহার অনেক মনের কথা খুলিয়া বলিবে, তাহা তোমাদের জানিতে বিলম্ব হইবে না; কে কাহাকে মুঠার মধ্যে করিতে পারে দেখা যাইবে। আমি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, এখন উঠিলাম।”

রমলা বাই সাহেবা প্রস্থান করিলেন।

নওরোজি দস্তুর সাহেবকে বলিলেন, “পেষ্টনজির গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য করাই এখন আমাদের প্রধান কাজ। দেখিতেছি সে রমলা সাহেবাকে হস্তগত করিবার জন্য এক খেলা খেলিয়াছে! কোন্ কৌশলে কিরূপ পৈশাচিকতার সাহায্যে সে মেটা সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীকে হস্তগত করিয়াছে, তাহাই এখন আবিষ্কার করিতে হইবে। এই রহস্যভেদের উপর আমাদের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এই গভীর রহস্যটি কি?”

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন মুখোস

জেমসেট্‌জি প্রেমজিকে যে ডাক্তার লালুভায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। প্রেমজি কয়েক দিন পর্য্যন্ত ডাক্তার লালুভায়ের গৃহে বাস করিয়াছিল।

চারি পাঁচ দিন পরে একদিন প্রভাতে হীরাজি প্রেমজির নিকট আসিয়া বলিল, "আমি তোমার জন্য একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর বাড়ী ভাড়া করিয়াছি; পরের বাড়ীতে বেশী দিন থাকিয়া দরকার কি? তুমি সেই বাড়ীতে চল; আমি তাহা সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

প্রেমজি হীরাজির সঙ্গে এই নূতন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রেমজির বোধ হইল, অনেক দিন হইতে কেহ সেই কক্ষে বাস করিতেছিল, যেন প্রেমজির আসিবার দশ মিনিট পূর্ব্বে সে বাহির হইয়া গিয়াছে! প্রেমজি বিস্ময়াকুলনেত্রে গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল, টেবিলের উপর একখানি গানের স্বরলিপি-পুস্তক খোলা রহিয়াছে; তাহার পাশেই একখানি ডিসে একটি অর্দ্ধ দগ্ধ চুরুট; এবং টেবিলের আর এক ধারে, একখানি উৎকৃষ্ট বেহালা,

বেহালার ছড়খানি এমন ভাবে পড়িয়া আছে, যেন কেহ তাহা বাজাইতে বাজাইতে রাখিয়া এইমাত্র উঠিয়া গিয়াছে! টেবিলের নীচে এক জোড়া চটী জুতা, দীর্ঘ ব্যবহারে তাহা বক্র ও বিবর্ণ। একটা সামাদানে একটা বাতি, বাতিটার কিয়দংশ যেন পূর্ব্ব রাত্রে জ্বলিয়া গলিয়া গিয়াছে; শয্যাটির অবস্থা দেখিলে মনে হয়, রাত্রে সেখানে কেহ শয়ন করিয়াছিল।

প্রেমজি হীরাজিকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ীতে কে বাস করিত?"

হীরাজি মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি ত নিজের বাড়ীতেই আসিয়াছ।"

প্রেমজি বলিল, "এ বাড়ী এখন আমার হইতে পারে, কিন্তু আমার এখানে আসিবার পূর্ব্বে এ বাড়ী কাহার ছিল?"

হীরাজি বলিল, "তোমারই ছিল, তুমি কি নিজের বাড়ী চিনিতে পারিতেছ না? আজ এক বৎসর হইতে যে তুমি এই বাড়ীতে বাস করিতেছ!"

প্রেমজির বিস্ময়ের সীমা রহিল না, সে বলিল, "তুমি এ কি বলিতেছ? আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, শেষে কি তুমি আমার সঙ্গে বিদ্রূপ আরম্ভ করিলে?"

হীরাজি গম্ভীর হইয়া বলিল, "বিদ্রূপ? কাহাকেও বিদ্রূপ করিবার অভ্যাস আমার দূরের কথা, আমার বাপ দাদারও ছিল না। বৎসরাধিক কাল হইতে তুমি এই বাড়ীতেই বাস করিতেছ। আমার কথা তোমার বিশ্বাস না হয় ত তোমার দাসী ময়নাকে ডাকিয়া একথা জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

হীরাজি দ্বারপ্রান্ত হইতে 'লয়লা' 'লয়লা' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। একটি স্থূলকায়া প্রৌঢ়া রমণী হীরাজির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং প্রেমজির দিকে চাহিয়া রহিল।

হীরাজি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "লয়লা, ইহাঁকে তুমি চেন ?"

লয়লা ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "হা আমার কপাল! এতদিন ধরিয়া যিনি এই বাড়ীতে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে আমি চিনিনা ? আপনি পাগলের মত কথা বলিতেছেন কেন ?"

হীরাজি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ইহাঁর নাম জান ?"

লয়লা বলিল, "উনি আমার মনিব, উঁহার নাম জানি না ? উঁহার নাম প্রেমজি।"

হীরাজি—"উনি এখানে কি করেন বলিতে পার।"

লয়লা—"উনি গান বাজনায় খুব ওস্তাদ, অনেককে বেহালা শিখাইয়া থাকেন।"

হীরাজি—"টাকা কড়ি কেমন পান ?"

লয়লা—"তা ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় মাসে দুই তিন শত টাকা উপার্জ্জন করেন।"

হীরাজি—"তুমি কত দিন উঁহার চাকরী করিতেছ ?"

লয়লা—"প্রায় এক বৎসর হইয়া আসিল।"

হীরাজি বলিল, "আচ্ছা এখন তুমি যাইতে পার।"

লয়লা চলিয়া গেল।

হীরাজি প্রেমজিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিলে যে ?"

প্রেমজি কোন কথা বলিল না, তাহার চক্ষুর সম্মুখে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে লাগিল!

হীরাজি বলিল, "তোমার হতবুদ্ধি হইলে চলিবে না।"

প্রেমজি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ঐ স্ত্রীলোকটীকে এ সকল মিথ্যা কথা কেন শিখাইয়াছ?"

হীরাজি রাগ করিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা কোন্‌টা হইল? এত দেখিয়া শুনিয়াও কি তুমি কিছু বুঝিতে পারিতেছ না?"

প্রেমজি বলিল, "না আমি তত নির্ব্বোধ নহি, আমি সবই বুঝিতে পারি; আমি বুঝিতেছি এখন হইতে নূতন মুখোস পরিয়া আমাকে নূতন নাটকের অভিনয় করিতে হইবে, তাহারই মহড়া আরম্ভ হইয়াছে।"

হীরাজি বলিল, "হাঁ তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, তোমার জীবনের ব্রত সফল করিতে হইলে এই পথেই চলিতে হইবে; তোমাকে কি ভাবে অভিনয় করিতে হইবে, এবং যদি তুমি অভিনয়ে কৃতকার্য্য হইতে পার, তাহা হইলে তুমি কি পুরস্কার লাভ করিবে, সে কথা পরে জানিতে পারিবে।"

প্রেমজি বলিল, "এখন জানিতে দোষ কি?"

হীরাজি বলিল, "এত ব্যস্ত হইলে চলিবে না, একটা প্রকাণ্ড ইমারত একদিনে প্রস্তুত হয় না। আমি তোমাকে যে পথে চলিতে বলিব, সেই পথেই অন্ধের মত চলিতে হইবে; আমরা তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, আমাদের প্রত্যেক উপদেশ পালনের জন্য তুমি প্রস্তুত হও। ঐ দাসীটা তোমার সম্মুখে যে সকল কথা বলিয়া গেল, তাহা সকলই

সত্য, ইহা স্মরণ রাখিয়া তোমাকে কাজ করিতে হইবে। তোমাকে যে মানুষ সাজিতে হইবে, তুমি যে সেই লোক, এই ধারণাটি তোমার মনে বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক ; যে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সম্পূর্ণ নূতন লোক সাজিতে না পারে, সে কখনও অন্যকে প্রতারিত করিতে পারে না। তোমাকে অন্যের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া সংসারে কৃতকার্য্য হইতে হইবে ; এজন্য তোমাকে কি করিতে হইবে শুন। তুমি কে, কাহার সন্তান, পূর্ব্বে কি করিতে, কোন্ স্ত্রীলোককে তুমি ভালবাসিতে,এ সকল কথা তোমাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে হইবে ; সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে তুমি সে প্রেমজি নও, সেই প্রেমজি ক্ষুধায় যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া হোটেলে আত্মহত্যা করিয়াছে ; দরকার হইলে সেই হোটেলওয়ালাই এবিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। তুমি হয়ত ভাবিতেছ, মানুষ তাহার পূর্ব্বস্মৃতি বিসর্জ্জন দিতে পারে না ; কিন্তু তাহা তোমাকে দিতে হইবে ; কারণ ইহাই তোমার সাধনা। তোমাকে এত দূর পর্য্যন্ত আত্মবিস্মৃত হইতে হইবে যে, যদি পথে তোমার কোন পরিচিত লোক তোমাকে ডাকে, তাহা হইলে সে কথা তুমি কাণেও তুলিবে না, তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না ; এমন কি, তাহাকে চিনিতে পারিয়াছ, এরূপ ভাবও দেখাইবে না।”

এইবার প্রেমজির মুখে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল ; সে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “তবে আমি কে ?”

এই প্রশ্নে পিশাচের মুখে হাসি ফুটিল ; সে বলিল, “তোমার নাম প্রেমজি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; অতি শৈশবকাল হইতেই তুমি একটি অনাথাশ্রমে প্রতিপালিত হইয়াছ ; কিন্তু তোমাকে কে

অনাথাশ্রমে রাখিয়া গিয়াছিল, কে তোমার পিতা মাতা, তাহার কিছুই তোমার মনে নাই। তুমি এই বাড়ীতে এক বৎসর আছ: তাহার পূর্ব্বে দাদরে তোমার বাসা ছিল। এ কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে আমার সঙ্গে একদিন তুমি দাদরে যাইতে পার; সেখানে গিয়া দেখিবে, যে পল্লীতে তুমি বাস করিতে সেখানকার অনেক লোক তোমাকে চেনে, এবং তোমার জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে পারে। তুমি তোমার পিতামাতার কোন সন্ধান রাখ না, কিন্তু আমরা বিশেষ চেষ্টা করিলে তোমার পিতামাতার সন্ধান হইতে পারে।"

প্রেমজি বলিল, "কিন্তু যদি কেহ আমার অতীত জীবন সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আমি কি উত্তর দিব?"

হীরাজি হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই, তোমাকে নিরুত্তর হইয়া থাকিতে হইবে না। তোমার বয়স এখন তেইশ বৎসর; এই তেইশ বৎসরের তোমার জীবনকাহিনী সকলই তুমি জানিতে পারিবে; সে সকল কাহিনী যে সত্য, আবশ্যক হইলে তাহার প্রমাণও উপস্থিত করা যাইবে।"

প্রেমজি জিজ্ঞাসা করিল "তাহা হইলে এখন আমাকে যাহার মুখোস পরিয়া সমাজে বিচরণ করিতে হইবে, সে ব্যক্তি বোধ হয় গান বাজনার ওস্তাদ ছিল।"

হীরাজি বলিল, "আবার তুমি ভুল করিতেছ, সে লোক আর কেহ নহে, তুমিই সেই লোক। এ বাড়ীতে তুমি ভিন্ন গত এক বৎসরের মধ্যে অন্য কোনও লোক বাস করে নাই। লয়লা দাসী যে সকল কথা বলিয়া

গেল, তাহা তুমি ভুলিতেছ কেন? তুমি অনেককে গীত বাজনা শিখাইয়া অর্থোপার্জ্জন কর, ইহা কি ভুলিবার কথা?"

প্রেমজি হতাশভাবে বলিল, "আমি কাহাদের গান বাজনা শিখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করি?"

হীরাজি পকেট হইতে তিন খানি নামের কার্ড বাহির করিয়া তাহা প্রেমজির হাতে দিয়া বলিল, "এই দেখ তোমার ছাত্রদের নাম, সন্ধ্যার পর ইহাদের বাড়ী গিয়া তুমি ইহাদের গানবাজানা শিখাও; একথায় তোমার সন্দেহ হইলে তুমি তোমার ছাত্রদের বাড়ী গিয়া তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিতে পার, তুমি তাহাদের বেহালা শিখাইয়াছ কি না। তাহাদের কথা শুনিলেই তোমার সকল সন্দেহ দূর হইবে।"

প্রেমজি বলিল, "তোমার উপদেশে চলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

হীরাজি বলিল, "আমার উপদেশানুসারে সকল কাজ মনোযোগের সহিত পালন করিবে; তাহার একবর্ণও ভুলিবে না।—এতদিন পর্য্যন্ত কাজকর্ম্ম করিয়া যাহা তুমি সঞ্চয় করিয়াছ, তাহা তুমি বোম্বাই ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছ, তোমার ব্যাঙ্কের রসিদ টেবিলের দেরাজের মধ্যে আছে। আজ আমি চলিলাম, ডাক্তার লালুভাইকে লইয়া আমি এখানে কাল আবার আসিব; স্মরণ রাখিও, তোমার দুঃখের নিশি অবসান হইবে, একদিন তুমি লক্ষপতি হইতে পারিবে।"

হীরাজি যখন বাহির হইয়া যায়, সেই সময় নয়না দাসী তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আপনি আমাকে যে সকল কথা শিখাইয়াছিলেন, তাহা ঠিক ঠিক বলিতে পারিয়াছি ত।"

হীরাজি ব্যস্ত ভাবে বলিল, "আস্তে কথা বলিস, আজ তুই খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিস্, জেমসেটজিকে বলিয়া তোর মাইনা বাড়াইয়া দিব ; কিন্তু আমাদের কথার অবাধ্য হইলে তোর ভয়ঙ্কর বিপদ হইবে। প্রেমজির সহিত যদি কেহ দেখা করিতে আসে, তাহা হইলে, তাহাদের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হয় তাহা লুকাইয়া শুনিয়া আমাকে বলিস্। প্রেমজি কখন বাহিরে যায় ও কখন ফিরিয়া আসে, তাহা যেন আমি জানিতে পারি।"

এই নূতন বাড়ীতে আসিয়া প্রথমটা প্রেমজির যেন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। প্রথম রাত্রে তাহার ভাল ঘুম হইল না, নানা দুশ্চিন্তায় তাহার সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে হীরাজির উপদেশানুসারে প্রেমজি তাহার একজন ছাত্রের গৃহে বেহালা শিখাইতে গেল। হীরাজি তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল ; প্রেমজি তাহার উপদেশানুসারে চলিতেছে, দেখিয়া সে খুব খুসী হইল। পরদিন যখন হীরাজি ডাক্তার লালুভাইকে সঙ্গে লইয়া প্রেমজির গৃহে উপস্থিত হইল, তখন প্রেমজি বাহিরে গিয়াছিল।

ডাক্তার বলিলেন, "হীরাজি, চারিদিকের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ বোধ হইতেছে ; কার্য্যোদ্ধারে বোধ হয় আর অধিক বিলম্ব হইবে না।"

হীরাজি গম্ভীরস্বরে বলিল, "মেটাসাহেবের কন্যার সহিত যতক্ষণ পর্য্যন্ত পেষ্টনজি সাপুরজির বিবাহ না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কোন আশাই করিতে পারিতেছি না ; এই বিবাহটা শেষ করাই সকল অপেক্ষা কঠিন কাজ ; ইতি মধ্যে কখন কোন্ দিক্ হইতে কি বিপদ আসিয়া পড়ে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

ডাক্তার বলিলেন, "কিন্তু অনুষ্ঠানের ত কোনও ত্রুটি হয় নাই।"

হীরাজি বলিল, "না তাহা হয় নাই, কিন্তু যাহা অসম্ভব, তাহা কিরূপে সহজ সাধ্য করা যাইবে তাহাই ভাবিতেছি।"

ডাক্তার বলিলেন, "মানুষের চেষ্টায় অসম্ভব কখনও সম্ভব হয় না; কিন্তু তুমি কি সম্বন্ধে একথা বলিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না।"

হীরাজি বলিল, "তবে শুন; আমাদের কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বাধা উপস্থিত। আচ্ছা ডাক্তার, তুমি বলিতে পার, কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে তুমি এমন কোনও যুবতীকে দেখিয়াছ, যে কোনও প্রলোভনের বশীভূত নয়? প্রেমের অনুরোধে যে সকল প্রকার সুখের, উচ্চাকাঙ্ক্ষার, আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে?"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না; এমন অদ্ভুত যুবতীর কথা উপন্যাসে অনেক পাঠ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার এত বয়স হইল, দাড়ী গোপ পাকিয়া গেল, ডাক্তারী উপলক্ষে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি, অনেকেরই ঘরের খবর রাখি, কিন্তু এমন নভেলিয়ানা প্রেম এ পর্য্যন্ত কোনও পরিবারেই আমি দেখি নাই।"

হীরাজি বলিল, "কিন্তু এরূপ অদ্ভুত যুবতী এই সহরেই আছে; সে একজন লক্ষপতির দুহিতা; এই যুবতী প্রেমিকা, সুতরাং সে যে কোন একটি যুবকের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী তাহা বুঝিতেই পারিতেছ; তুমি হয়ত মনে করিয়াছ এই রূপসী যুবতী কোন কোটীপতির একমাত্র বংশধরের প্রেমসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে; কিন্তু তাহা নয়, তুমি শুনিয়া

বিস্মিত হইবে, তাহার প্রণয়ী অত্যন্ত দরিদ্র সাধারণ লোক, একজন সামান্য চিত্রকর মাত্র। এই হতভাগাই আমাদের পথের প্রধান কণ্টক হইয়া উঠিয়াছে। এই যুবককে আমি দেখিয়াছি, তাহার যে উৎসাহের, যে ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের পরিচয় পাইয়াছি, লক্ষ জনের মধ্যে এক জনেরও তাহা দেখা যায় না।"

ডাক্তার সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি? বন্ধুহীন অর্থহীন সহায় সম্পদহীন একটা ছোকরা—"

হীরাজি ডাক্তারকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল, "না, সে অসহায় নহে, অধিক না হউক, অন্ততঃ একজনও তাহার ধনবান বন্ধু আছে; সেই ব্যক্তি এ সহরে সর্ব্বজন পরিচিত; তুমিও বোধ হয় তাঁহাকে চেন, তাঁহার নাম দীনসা কাওয়াসজি দস্তুর।"

ডাক্তার লালুভায়ের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিলেন, কোনও কথা বলিতে পারিলেন না।

হীরাজি বলিতে লাগিল, "এই প্রকার বিভিন্ন অবস্থার দুইজন লোকের মধ্যে যে কিরূপে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল, তাহা আমার কল্পনা করিবার শক্তি নাই। এক যুবতীর দুইজন প্রণয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীতা-ক্ষেত্রে দাড়াইয়া পরস্পরের বুকে ছুরি না তুলিয়া এমন অকপট বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়, ইহা কখন দেখি নাই, কখন শুনিও নাই। আমার বিশ্বাস, পেষ্টনজি সাপুরজির সহিত যাহাতে কর্ণেলিয়ার বিবাহ না হয়, সেই জন্য ইহারা উভয়ে মিলিয়া চেষ্টা করিতেছে।"

ডাক্তার বলিলেন, "তুমি অতি অসম্ভব কথা বলিতেছ।"

হীরাজি বলিল, "অসম্ভব কিনা বলিতে পারি না, তবে অবিশ্বাস্য

নহে ; কাল রাত্রেও ইহাদের ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। পেষ্টনজির আশা পূর্ণ হইবে কি না, বুঝিতে পারিতেছি না।”

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিন্তু সাপুরজি কিরূপে ভয়ঙ্কর অস্ত্র লইয়া এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে কথা কি তাহারা জানে ?”

হীরাজি শূন্যে চাহিয়া বলিল, “সেনাপতিরা যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যুদ্ধ জয়ের জন্য সকল প্রকার সতর্কতাই অবলম্বন করেন, তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য সামন্তেরাও হয়ত বিশ্বাসী ; কিন্তু তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে যুদ্ধে পরাজয় হওয়া বিচিত্র নহে। পেষ্টনজি সাপুরজি ও লালুভাই মতিওয়ালাকে শিখাইয়া রাখা গেল, যেমন করিয়া হউক ফজলভাই জিজিভাই সাহেবের স্ত্রী রমলাবাই সাহেবাকে হস্তগত করা আবশ্যক ; যে কোনও কৌশলে তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিতে হইবে ; ফাঁদও প্রস্তুত হইল, কিন্তু উহারা উভয়েই এমন নির্ব্বোধ যে, শিকার ফাঁদে ফেলিয়াও তাহাকে হারাইল ! এই সকল নির্ব্বোধের বিশ্বাস, তাহারা বড় বুদ্ধিমান। বোকা পেষ্টনজি প্রথমেই তাঁহাকে তাহার বিবাহের ঘটকালি করিবার জন্য অনুরোধ করিল। রমলা অসাধারণ বুদ্ধিমতী, তিনি সহজেই বুঝিলেন, ভিতরে ভিতরে একটা কিছু ষড়যন্ত্র চলিতেছে ; তিনি তৎক্ষণাৎ দস্তুর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরামর্শ ও সহায়তা চাহিয়াছেন।”

এই সকল কথা শুনিয়া ডাক্তারের প্রায় হৃৎকম্প উপস্থিত হইল. তিনি অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ সকল কথা তোমাকে কে বলিল ?”

হীরাজি বলিল, “কেহই বলে নাই ; সন্ধানে জানিতে পারি-

য়াছি। কার্য্যের ফল দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করা কিছুমাত্র কঠিন নহে।"

ডাক্তার বলিলেন, "তাহা হইলে বল না কেন আমাদের সঙ্কল্পের মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে।"

হীরাজি বলিল, "না, সে কথা আমি স্বীকার করি না, দুষ্কর সাধনায় দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সেই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করাই কার্য্যোদ্ধারের উপায়, হতাশ হইয়া কাজ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলে কার্য্যোদ্ধারের কোনও আশা থাকে না। আমাদিগকে কার্য্যোদ্ধার করিতেই হইবে। এখন তোমার পরামর্শ কি বল।"

ডাক্তার বলিলেন, "আমার বিবেচনায় এ পথ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে মন দেওয়াই কর্ত্তব্য; মেটা সাহেবের কন্যার সহিত যাহারই বিবাহ হউক, সেই চিন্তায় আমাদের আর মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই। যাহাতে ধরা পড়িবার ভয় নাই, অথচ বেশ দু'পয়সা সংগ্রহের আশা আছে, এমন কোন কার্য্য—"

ডাক্তার হঠাৎ হীরাজির মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার ভ্রুকুটী-কুটিল ক্রোধপূর্ণ মুখ দেখিয়া তাঁহার বাক্যস্রোতে বাধা পড়িল, তিনি কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "আমার কথাগুলি বোধ হয় তোমার ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু আমি কি কোনও অসঙ্গত কথা বলিয়াছি?"

হীরাজি বলিল, "অসঙ্গত না হইতে পারে, কিন্তু অসার বটে; ইহা নিতান্ত নির্ব্বোধের মত কথা।"

ডাক্তার বলিলেন, "কেন?"

হীরাজি বলিল, "এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন জাল গুটাইয়া সরিয়া

পড়া তুমি যত সহজ মনে করিতেছ, প্রকৃত পক্ষে তাহা তত সহজ নহে। না, আমাদের এখন আর ফিরিবার উপায় নাই; আমরা ছাড়িলেও শত্রুপক্ষ আমাদের সহজে ছাড়িবে না; আমাদের অস্ত্র লইয়াই আমাদিগকে আক্রমণ করিবে; সুতরাং যুদ্ধ করিতেই হইবে। এই যুদ্ধে যে প্রথমে আঘাত করিতে পারিবে, তাহারই জয়ের সম্ভাবনা অধিক; সেই জন্য আমরাই প্রথমে আঘাত করিব।"

ডাক্তার বলিলেন, "তোমার কথাগুলি শুনিতে ভাল বটে, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করা বড়ই কঠিন।"

হীরাজি বলিল, "কঠিন ত বটেই; কিন্তু আর একদিকও দেখিতে হইবে। পেষ্টনজি সাপুরজি আমাদের সকল গুপ্ত কথাই জানিতে পারিয়াছে, সে বুঝিয়াছে এবার সে নিশ্চয়ই রাতারাতি বড়লোক হইবে। এখন যদি আমরা পিছাইয়া যাই, তাহা হইলে সে আমাদের সকলের অপেক্ষা অধিক প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে; আমরা যে ভাবে এত দিন অন্যকে উৎপীড়িত করিয়া আসিতেছি, কার্য্যোদ্ধারের আশায় সে আমাদিগকেও সেই ভাবে উৎপীড়িত করিবে।"

ডাক্তার বলিলেন, "দেখিতেছি বড়ই নির্ব্বোধের মত কাজ করা গিয়াছে। তাহা হইলে তোমরা কি এখনও এই পথেই অগ্রসর হইতে চাও?"

হীরাজি দৃঢ়স্বরে বলিল, "নিশ্চয়ই, বাধা পাইয়া আমাদের উৎসাহ আরও প্রবল হইয়াছে।"

ডাক্তার বলিলেন, "বহুদিন পূর্ব্বে আমরা এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলাম যে, যতই অসুবিধা বা বিপদ ঘটুক, কেহ কাহাকেও

পরিত্যাগ করিব না। এখনও আমার সেই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু আমি দেখিতেছি, আমরা অন্ধ ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছি; ইহার ফল কি হইবে জানি না, কিন্তু আমার মনে হইতেছে, একদিন হয়ত আত্মহত্যা করিয়া কলঙ্ক ও অপমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইবে।"

হীরাজি উত্তেজিত ভাবে বলিল, "যদি কাপুরুষের মত আত্মহত্যা করিয়াই বাঁচিতে চাও, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তোমার জীবন বিপন্ন না হয়, ততদিন চুপ করিয়া বসিয়া দেখ, আমরা কি করিতে পারি। বিপদ ত আমাদের মত লোকের চিরসহায়; সুতরাং তাহাকেই আমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি দেখিতেছ না, আমাদের কার্য্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় চিত্রকর নওরোজি; তাহাকে সরাইতে পারিলে, আমাদের সকল কাজ সহজ হইয়া আসিবে।"

ডাক্তার শিহরিয়া উঠিলেন; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ভাবে তাহাকে সরাইবার কথা বলিতেছ?"

হীরাজি বলিল, "অত্যন্ত সরল ভাবে; অন্যের হস্তে নিহত হওয়া অপেক্ষা স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করা ভাল।"

নরহত্যার প্রস্তাবে ডাক্তার অত্যন্ত বিষণ্ণ ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, জড়িত স্বরে বলিলেন, "তাহার পর যদি আমরা ধরা পড়ি?"

হীরাজি বলিল, "কি নির্ব্বোধের মত কথা বলিতেছ? কে আমাদের ধরিবে? বিচারালয়ে প্রকৃত অপরাধের উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করা

হয় ; নওরোজিকে হত্যা করিবার আমাদের কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে ? যদি আদালতে মামলা উঠে, তাহা হইলে বিচারক যথেষ্ট অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, দস্তুর সাহেব একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন ; কিন্তু সেই যুবতী তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া নওরোজিকে বিবাহ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।”

ডাক্তার বলিলেন, “অর্থাৎ তুমি বলিতে চাও, এই হত্যাকাণ্ডের অপরাধ দস্তুর সাহেবের উপর নিক্ষিপ্ত হইবে।”

হীরাজি বলিল “তুমি যথার্থই অনুমান করিয়াছ, কিন্তু তুমি একথা মনে করিও না যে, নরহত্যাই আমাদের উদ্দেশ্য, আমি কেবল বলিতে ছিলাম প্রয়োজন হইলে ইহাও করিতে হইবে।

এই পর্য্যন্ত কথা হইয়াছে এমন সময় প্রেমজি একখানি পত্র-হস্তে সেই কক্ষে উপস্থিত হইল ; প্রেমজিকে অত্যন্ত উৎফুল্ল দেখাইতেছিল।

ডাক্তার বলিলেন, “খুব খুসী দেখিতেছি যে ! ব্যাপার কি ?”

হীরাজি বলিল, “প্রেমিক লোকের স্ফূর্ত্তির নানা কারণ থাকিতে পারে, সে সকল কারণ আবিষ্কারের জন্য আমাদের মত নিরীহ ভদ্র লোকের কৌতুহল প্রকাশ অনাবশ্যক।”

প্রেমজি বলিল, “না, আমার গোপন করিবার কিছুই নাই, আমি বাড়ী ফিরিয়া নাথুরা বাইসাহেবার একখানা পত্র পাইয়াছি, তিনি পত্রে কি লিখিয়াছেন পড়িয়া দেখুন।”

ডাক্তার প্রেমজির হাত হইতে পত্রখানি লইয়া অনুচ্চ স্বরে তাহা পাঠ করিলেন ;—

"প্রিয়তম প্রেমজি !

গতবার যখন দেখা হয়, তখন তোমার সঙ্গে মন খুলিয়া কথা বলিতে পারি নাই, সে জন্য আমার মনে অত্যন্ত অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছে ; কাল সমস্ত রাত্রি আমি ঘুমাইতে পারি নাই, বিছানায় পড়িয়া কেবল ছট্‌ফট্‌ করিয়াছি ; তোমার প্রেম পূর্ণ মুখখানি প্রতিমুহূর্ত্তেই আমার মনে পড়িয়াছে। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। প্রিয়তম, আমি কখনও তোমার নিকট আমার মনের ভাব লুকাইব না, তোমাকে আমি আর দুশ্চিন্তায় রাখিতে ইচ্ছা করি না। আমি আমার পিতার মনের ভাব জানিতে পারিয়াছি, ডাক্তার লালুভাই যদি আমার পিতার নিকট আসিয়া আমাদের উভয়েরই মনের মত প্রস্তাব উত্থাপিত করেন, তাহা হইলে জানিও, নিশ্চয়ই তাহা অগ্রাহ্য হইবে না।

তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী

নাথুরা।"

হীরাজি এই পত্র শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল, "দেখিতেছি তুমি তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় বেশ সুখী হইয়াছ, ইহাতে আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি তোমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির করিতে পার নাই, কিন্তু দেখিতেছি, গোপনে গোপনে তুমি সব ঠিকঠাক করিয়া লইয়াছ।"

ডাক্তার বলিলেন, "প্রেমজিকে লইয়া আর কোনও চিন্তা নাই, উনি এখন আমাদেরই একজন হইয়াছেন : উঁহাকে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি। আজ রাত্রে জেমসেট্‌জি একটি গুরুতর রহস্য

ভেদে সমর্থ হইবেন্; কাল বেলা বারটার সময় আফিসে আসিও, সকল কথা শুনিতে পাইবে।”

ইহার পর আর কোনও কথা হইল না; ডাক্তার ও হীরাজি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পথে আসিয়া হীরাজি ডাক্তারকে বলিল, “আমি পেষ্টনজি সাপুরজিকে বলিয়া দিয়াছি, সে যেন এখন কোনও রকম গোলমাল না করে; আমি নওরোজি, রমলা ও দস্তুরের পশ্চাতে গোয়েন্দা লাগাইয়াছি, তাহারা এখন কোন্ পথে চলিতেছে তাহাই জানা আমাদের একান্ত আবশ্যক; গোয়েন্দার মুখে সে সকলই শুনিতে পাইব। আপাততঃ আমাকে যমুনার কাছে যাইতে হইবে। এজরা পরিবারের গুপ্ত রহস্য সে ভিন্ন অন্যে জানে না। সে সহজে এ রহস্য ভেদ করিবে না; কিন্তু সে যতই ধূর্ত্ত হউক, তাহার নিকট হইতে কথা বাহির করা আমার পক্ষে কঠিন হইবে না। এই রহস্য ভেদের উপর আমাদের সকল সাফল্য নির্ভর করিতেছে।”

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিচ্ছিন্ন সূত্র

কয়েক দিন পরে একদিন ডাক্তার লালুভাই জেমসেট্‌জির সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন ; জেমসেট্‌জি তাঁহাকে প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "মেটা সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলে ?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, দেখা করিয়াছি আমি তাঁহাকে বলিয়াছি তিনি যদি তাড়াতাড়ি বিবাহটা শেষ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার পত্রগুলি প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে। একথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, তিনি ও তাঁহার স্বামী আমাদের প্রস্তাবে সম্মত আছেন ; কর্ণেলিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ, কিন্তু তাঁহারা যাহা করিবেন, তাহাতে সে আপত্তি করিবে না।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "উত্তম, এখন যদি সাপুরজি আমার উপদেশ অনুসারে চলে, তাহা হইলে এই বিবাহ নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন হইবে। এমন কি, বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা দস্তুর সাহেব কি নওরোজি পর্য্যন্ত জানিতে পারিবে না। বিবাহ শেষ হইলে আর আমাদের ভয়ের কোন কারণ থাকিবে না। আমরা যে নূতন কারবার করিব তাহার বিজ্ঞাপনাদি লেখা হইয়া গিয়াছে ; তাহা প্রচার করিবার আর বিলম্ব নাই।

এখন আমাদের প্রধান কাজ এজরা সাহেবের উত্তরাধিকারীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা।”

ইতি মধ্যে দ্বারে কে করাঘাত করিল। জেমসেট্‌জি উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া আসিলেন; দ্বার খুলিবামাত্র প্রেমজি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, “আজ বড় সুসংবাদ আছে, নাথুরা বায়ের পিতা বিবাহে সম্মতি দান করিয়াছেন। এখন আমার পক্ষ হইতে প্রস্তাব উঠিলেই বিবাহটা ঠিক হইয়া যাইতে পারে। এবিষয়ে আমি ডাক্তার সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করি।”

সহসা সেই সঙ্গে উকীল বামনজির আবির্ভাব হইল।

জেমসেট্‌জি বামনজিকে বলিলেন, “এজরা পরিবার সম্বন্ধে তুমি যত কথা জান, আমি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জানি। এজরা সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তুমি তাহাই মাত্র শুনিয়াছ; আর তাহা হইতেই তুমি ভাবিয়াছ, সকল রহস্যের মূল আবিষ্কার করিবে, ভ্রম, মহাভ্রম। তুমি জান না, কিন্তু দীর্ঘকাল হইতে আমি এই রহস্য ভেদের চেষ্টা করিতেছি। সর্ব্বপ্রথমে আমি এ রহস্যের সন্ধান কোথায় পাই জান?—তোমার বোধ হয় মনে আছে, এব্রাহিমজি ইরাণী নামক একজন মোক্তার লোককে ভয় দেখাইয়া অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিত; শেষে একটা জালের মামলায় পড়িয়া তাহার জেল হয়। সেই এব্রাহিম্ বড় লোকদের চাকর-বাকরের নিকট হইতে পুরাতন চিঠিপত্র কাগজ প্রভৃতি ক্রয় করিত। সেই সকল কাগজের ভিতর অনুসন্ধান করিয়া সে অনেক গুপ্ত রহস্যের অস্তিত্ব অবগত হইত। পৃথিবীতে এমন কোন্ গুপ্ত ঘটনা ঘটিয়াছে—চিঠি পত্রে যাহার অস্তিত্বের কিছু-না-কিছু আভাস থাকিয়া না যায়?—

এজন্য কত লোক দুঃখ করিয়াছে, কিন্তু হাতের তীর একবার নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা আর হাতে ফিরিয়া আসে না। যাহা হউক, আমি এব্রাহিমের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলাম।—একদিন একখানি কাগজ আমার হাতে আসিল; তাহাতে এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল,—

"ও+চা+বা+ণ+প্রা+র+মা+আ+ও+দা+য়ে+রা+ ফি+কে+ছা+বা+র+ক+য়া+দ+ই+না+য+দো+ন+কো+ র+মা+আ—"

নীচে মোটা মোটা অক্ষরে অন্য রকম হস্তাক্ষরে লেখা—"না, কখন নয়।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "এই পত্রখানি পাইয়াই আমি বুঝিলাম—সঙ্কেতে কোনও গুপ্ত কথা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কি কথা ?"

ডাক্তার লালুভাই ও বামনজি পত্রখানি লইয়া এই কথা গুলি হইতে অর্থ আবিষ্কার করিবার জন্য অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

জেমসেট্‌জি হাসিয়া পত্রখানি পুনঃগ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "তোমাদের মত আমিও প্রথমটা বড় গোলে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আমি সহজে হতাশ হই নাই; আমি বুঝিলাম,এই সাঙ্কেতিক অক্ষর গুলি রমণী হস্তের লেখা, আর নীচের কথা কয়টি পুরুষের হস্তাক্ষর। কিন্তু এ সাঙ্কেতিক অক্ষর ব্যবহারের অর্থ কি ? ইহা কি প্রেমলিপি ? যদি তাহাই হয়, তবে নীচের ছত্রটি সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখিত হয় নাই কেন ? বুঝিলাম প্রথম কথা গুলি যে লিখিয়াছে তাহার মনোভাব সাধারণে প্রকাশ হইলে ক্ষতির আশঙ্কা আছে, কিন্তু শেষের গুলি যে লিখিয়াছে, তাহার

কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই; তাহার পক্ষে সতর্কতা অনাবশ্যক। অনেক চিন্তার পর আমি অনুমান করিলাম, কেহ কাহারও কাছে কিছু প্রার্থনা করিতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাতে অসম্মত। কিন্তু প্রশ্নোত্তর একই কাগজে কেন? হয়ত উভয়ে একই গৃহে বাস করে। যদি ইহা স্বামী-স্ত্রীর পত্র হয়, তাহা হইলে স্ত্রী অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে কোনও বিষয়ের জন্য অনুনয় করিয়া এই সাঙ্কেতিক পত্র পরিচারকের হাত দিয়া তাহার স্বামীর কাছে পাঠাইয়াছিল। স্বামী খুব রাগ করিয়া নীচের ছত্রটি লিখিয়া তাহা সেই ভৃত্য মারফৎ স্ত্রীর নিকট ফেরত পাঠাইয়াছে।—সাঙ্কেতিক কথাটি পাঠের জন্য আট দশ ঘণ্টা কাল চেষ্টা করিয়া হঠাৎ আমার মনে একটা ফন্দি আসিয়া জুটিল, আমি নীচের দিক হইতে পত্রখানি উল্টাভাবে পড়িবার চেষ্টা করিলাম,—হঠাৎ আমি আলোক দেখিতে পাইলাম, আমি পড়িলাম,—

"আমার কোন দোষ নাই + দয়া কর + বাছাকে ফিরায়ে দাও + আমার প্রাণ বাঁচাও।"

এবার লালুভাই জেমসেট্‌জির হাত হইতে পত্রখানি টানিয়া লইলেন; পত্রখানি পাঠ করিতে এবার আর তাহাদের কিছুমাত্র কষ্ট হইল না।

জেমসেটজি বলিলেন, "পত্র ত পড়িলাম, কিন্তু এ পত্র কাহার? অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম কোলাবা অঞ্চলের একটা ক্লাবের চাকরের নিকট হইতে যে সকল কাগজ ক্রয় করা হয়, তাহারই মধ্যে এখানি ছিল। দেখিতেছি কাগজ খানি চিঠির কাগজ ও খুব পুরু; নিতান্ত সাধারণ লোক চিঠিপত্র লিখিতে এরকম মূল্যবান কাগজ ব্যবহার করে

না। আমি পত্রখানি আলোকে ধরিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম, তাহার এক কোণে জলের জড়ানো অক্ষরে লেখা আছে, *B. E.* আমি অনেক অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম—ইহা এজরা সাহেবের চিঠির কাগজের বিশেষত্ব জ্ঞাপক চিহ্ন,—তাঁহার মনোগ্রাম।

"দূরে একটু আশার আলোক দেখিলাম বটে, কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন কাজ করা যায় না, অন্য লোক হইলে চেষ্টা ছাড়িয়া দিত, কিন্তু আমি যাহা ধরি তাহা ছাড়ি না, প্রাণপণে তাহা ধরিয়া পড়িয়া থাকি। আমি ক্রমাগত ছয়মাস কাল অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম, বায়রামজি এজরার স্ত্রী এজরা সাহেবকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন।—কিন্তু এরূপ পত্র লিখিবার অর্থ কি? ইহার অন্ত-রালে কি গভীর রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে? এই চিন্তায় আমি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলাম;—দিবারাত্রি এই রহস্য ভেদের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। চেষ্টায় মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে,—আন্তরিক চেষ্টা কখন নিষ্ফল হয় না।—বিস্তর চেষ্টার পর গত কল্য আমি সকল রহস্য ভেদে সমর্থ হইয়াছি।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "যমুনাকে হস্তগত করিয়াছ?"

"হাঁ।—তাহার উপর আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সকল কথা বলিয়াছে?"

জেমসেটজি বলিলেন, "নিশ্চয়ই; কত কষ্টে যে তাহার মনের কথা বাহির করিয়াছি, তা আমিই জানি। সে সব কাহিনী বলিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড উপন্যাস হয়।—যমুনা যে গুপ্ত রহস্য কুড়ি বৎসর কাল

তাহার মনের নিভৃত অন্তরালে সঙ্গোপনে রাখিয়াছিল,—তাহা কেবল আমার কথার ফেরে পড়িয়া প্রকাশ করিয়াছে।"

জেমসেট্‌জি তাঁহার দেরাজের ভিতর হইতে এক তাড়া কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন, তাহার পর ধীরস্বরে বলিলেন, "শোন ডাক্তার, এই কাগজগুলি এক অপূর্ব্ব কাহিনীতে পূর্ণ; অনেক গুপ্ত রহস্য ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় অঙ্কিত আছে। এই কাগজগুলির বলেই আমি বায়রামজি এজরা ও মেটা সাহেবের স্ত্রী আমিনা বাই সাহেবাকে মুঠার মধ্যে পুরিতে পারিব। তোমরা সকল কথা শুনিলে বুঝিতে পারিবে—আমার সন্ধান কেমন অব্যর্থ, সংগ্রহ কেমন বিচিত্র, আমার অন্তর্দৃষ্টি কত গভীর; বুঝিতে পারিবে—সিদ্ধিলাভ আমাদের পক্ষে কত সুনিশ্চিত, ওহে অবিশ্বাসী বামনজি, তুমিও মনোযোগ দিয়া সকল কথা শোন, বুঝিবে আমি সাধারণ লোক নই, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমার হস্তে পরিত্রাণ নাই। প্রেমজি, খাতাখানি পাঠ করিয়া শুনাও।"

প্রেমজি কাগজের বাণ্ডিলটি খুলিয়াই তাহার উপর মোটা মোটা অক্ষরে পাঠ করিল,—

"এজ্‌রা পরিবারের গুপ্ত রহস্য।"

প্রথমখণ্ড সম্পূর্ণ।

নন্দনে নরক

দ্বিতীয় খণ্ড

নন্দনে নরক

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব কথা

বোম্বাই প্রদেশের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, থানা জেলার নাম তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে ; থানা বোম্বাই প্রদেশের একটি প্রধান জেলা। আমরা এই উপন্যাসে যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই থানার পশ্চিম প্রান্তে সুপ্রসিদ্ধ বাদসা বংশের বাস ছিল, আর থানার পূর্ব্ব প্রান্তে আর একটি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত পরিবার বাস করিতেন ; এই বংশের নাম এজরা বংশ। এই উভয় পরিবার অর্থে ও বংশগৌরবে বহুকাল হইতেই সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

এজরা বংশ অতি প্রাচীন বংশ হইলেও অনেক দিন হইতে তাঁহাদের বৈষয়িক অবস্থা হীন হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রাসাদোপম-সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। তাহার স্থানে স্থানে ভগ্ন ও জীর্ণ ; অনেক বাতায়নের সার্সি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, খড়খড়ি খুলিয়া পড়িয়াছিল, এবং রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে তাহা বিবর্ণ হইয়াছিল। এই প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকা-টিকে দেখিলে, সহজেই বুঝিতে পারা যাইত, কমলা স্বভাবতঃই চঞ্চলা।

ইংরাজী ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এই অট্টালিকার যিনি অধিস্বামী ছিলেন, তাঁহার নাম খরসেট্‌জি পিরভাই এজরা। তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র বায়রামজিকে লইয়া এই অট্টালিকায় বাস করিতেন।

পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা এখানে এজরা সাহেবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-পরিচয় প্রদান করিব। খরসেট্‌জি পিরভাই এজরার নাম সমগ্র জেলায় সুপরিচিত ছিল; তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতির এমন বিশেষত্ব ছিল যে, তাঁহার সহিত যাঁহার একবার আলাপ পরিচয় হইত, সে তাঁহাকে কোনও দিন ভুলিতে পারিত না। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না; কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিলে ও তাঁহার সাংসারিক ব্যয়ের পরিচয় পাইলে তাঁহাকে কৃপণ ভিন্ন আর কিছুই মনে হইত না। প্রায় ষাট্‌ বৎসর বয়সেও তাঁহাকে অসুরের মত বলবান দেখাইত; সে বয়সেও তাঁহার ক্ষুদ্র লোমবহুল চক্ষু দুটি দীপ্তিহীন হয় নাই, তাহা অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিত, এবং যাঁহার দিকে তিনি চাহিতেন, তাহার অন্তর্দ্দেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন। তাঁহাকে কেহ কোন দিন হাসিতে বা গল্প করিতে দেখে নাই। তাঁহার ভূসম্পত্তির অভাব ছিল না; অনেক জমিতে তিনি নিজের লোক দিয়া কৃষিকর্ম্ম করাইতেন; এবং সম্বৎসরকাল যে সকল শস্য ও ফলমূল তাঁহার গৃহে ব্যবহৃত হইত, তাহা সমস্তই তাঁহার ক্ষেত্রে ও বাগানে উৎপন্ন হইত। থানার যে পল্লীতে তাঁহার বাস ছিল, তাহার নাম কেনেরি; সেই পল্লীতে অনেক সম্ভ্রান্ত পারসী বাস করিতেন। তাঁহারা সকলেই বৃদ্ধ এজরা সাহেবকে সম্মান ও ভয় করিতেন; ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহারা অনেক সময় এজরা সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিতেন বটে, কিন্তু তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কখনও কাহারও

গৃহে যাইতেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার একটি অদ্ভুত ধারণা ছিল; তিনি বলিতেন, 'যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিয়া অন্যকে খাওয়াইতে পারে না, অন্যের গৃহে তাহার খাইতে যাওয়া অন্যায়।'

এজরা সাহেবের পূর্ব্ব পুরুষেরা অত্যন্ত ধনবান ছিলেন; পাঁচ ছয় পুরুষ পূর্ব্বেও থানা জেলার মধ্যে ইঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বড় তালুকদার ছিলেন; তখন ইঁহাদের বার্ষিক আয় দশ লক্ষ টাকার কম ছিল না। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে ইংরাজের অধিকার বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে, যখন সমগ্র দক্ষিণাপথ মহারাষ্ট্রের চরণতলে লুণ্ঠিত হইতেছিল, সেই সময় 'বর্গী' দস্যুদিগের পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠনে এই পরিবার অর্থ-গৌরবে বঞ্চিত ও হতশ্রী হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে ইঁহাদের প্রচুর অর্থ সঞ্চিত ছিল, তাহা সমস্তই দস্যুদলের হস্তগত হয়।

খরসেট্‌জি এজরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি দেখিলেন, গৃহে অধিক অর্থ নাই, সম্পত্তির অবস্থা গজভুক্ত কপিত্থবৎ, এবং পূর্ব্বের প্রভাব প্রতিপত্তি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি উদ্যোগী পুরুষ সিংহ ছিলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রাণপণে তিনি পৈতৃক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবেন, আবার যাহাতে এজরা-বংশ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারে, সেই চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিবেন, বংশের নাম উজ্জ্বল করিবেন।

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া খরসেট্‌জি এজরা নবীন যৌবনে, একুশ বাইশ বৎসর মাত্র বয়সে একাকী সংসার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং থানার কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত নহে বুঝিয়া তিনি বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলেন। সে সময়েও বোম্বাইয়ে লক্ষপতি পারসী সদাগরগণের অভাব ছিল না।

পারসীরা চিরদিনই স্বজাতিপোষক ও আত্মীয় স্বজনের হিতৈষী। খরসেট্‌জি বোম্বাইয়ে আসিয়া তাঁহার একজন দূর সম্পর্কীয়, কুবের তুল্য ঐশ্বর্য্যবান আত্মীয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ; এই ব্যক্তি প্রসিদ্ধ সদাগর ছিলেন। সদাগর এই নবীন যুবকের উৎসাহ, কর্ত্তব্য জ্ঞান ও ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ক্রমে তাঁহাকে তাঁহার কারবারের একজন অংশীদার করিয়া লইলেন। খরসেট্‌জি এজরা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে কয়েকবার আরব, পারস্য, জাপান ও মিসর প্রভৃতি দেশে গমন করিয়াছিলেন ; তাঁহার যত্ন ও অধ্যবসায়ে চঞ্চলা কমলা অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া উঠিলেন ; কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্যবসায়ে তাঁহার কয়েক লক্ষ টাকা লাভ হইল। এই টাকায় তিনি তাঁহার পৈতৃক ঋণবদ্ধ জমিদারী মুক্ত করিলেন।

ব্যবসায়ের ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল, বৎসরের পর বৎসর তিনি কারবারে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহার চালচলনের কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তিনি ধনভাণ্ডারে স্তূপাকার অর্থ সঞ্চিত করিলেন ; এবং নূতন নূতন ব্যবসায়ে, জমিদারীতে, কৃষিকার্য্যে—নানা উপায়ে তাঁহার ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল ; কিন্তু তথাপি তাঁহার কার্পণ্য দূর হইল না ! প্রথম যৌবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতে জীবনে কোনও দিন তিনি বিচলিত হন নাই। অর্থে ও গৌরবে তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃ পুরুষগণের সমকক্ষ হইবেন, তাঁহার ভবিষ্যদ্বংশীয়-গণকে সেই বিপুল অর্থ ও গৌরবের অধিকারী করিবেন, ইহাই তাঁহার বাল্যের স্বপ্ন, যৌবনের তপস্যা, ও বার্দ্ধক্যের সংকল্প ছিল ; এই সংকল্প-সাধনে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন।

গভীর রাত্রে চরাচর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে, নগরের সকল লোক যখন পরিশ্রান্ত দেহে সুগভীর সুখ-সুপ্তিতে নিমগ্ন থাকিত, সেই মধ্য রাত্রেও এজরা সাহেব তাঁহার শয়ন কক্ষে বসিয়া কেবল অর্থবৃদ্ধির চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন ; তিনি বলিতেন, ‘আমি যতদিন বাঁচিব, এই ভাবে সঞ্চয় করিব ; আমার পুত্র যদি আমার ন্যায় সঞ্চয়ী হয়, এবং তাহার পুত্র যদি সেই ভাবে সঞ্চয়ের অভ্যাস রাখে, তাহা হইলে তিন চারি পুরুষের মধ্যেই আমার বংশধরগণ এরূপ বিপুল অর্থের অধিকারী হইবে যে, ভারতের কোনও ধনকুবেরের বংশে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে একজন মহা ধনবান পারসী ভূস্বামীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্ত্রী পিতার একমাত্র কন্যা বলিয়া, বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। তিনি যেমন রূপবতী সেইরূপ গুণবতী ও সাধ্বী ছিলেন ; কিন্তু এজরা সাহেব এমন স্ত্রীর প্রতিও অশিষ্ট আচরণে কুণ্ঠিত হইতেন না।

বিবাহের কয়েক বৎসর পরে এই যুবতীর গর্ভে এজরা সাহেবের একটি পুত্রের জন্ম হয় ; তাহারই নাম বায়রামজি এজরা। বায়রামের বয়স দুই বৎসর পূর্ণ না হইতেই তাহার লক্ষ্মীস্বরূপিণী জননী অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

এমন স্ত্রীর মৃত্যুতেও খরসেটজি এজরাকে কেহ কোনও দিন আক্ষেপ করিতে দেখে নাই ; বরং তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইত, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন ! সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীর কন্যা বলিয়া অনেক বিষয়েই তাঁহার ব্যয়বাহুল্য ছিল, এজরা সাহেব তাহা

অপব্যয় বলিয়া মনে করিতেন; তাঁহার গৃহে যেরূপ অশন বসনের ব্যবস্থা ছিল, এজরা-পত্নী কোন দিনই তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। এজন্য এজরা-পত্নীকে অনেক সময় স্বামীর নিকট কটু কথা সহ্য করিতে হইত; কিন্তু স্ত্রী পৈতৃক অর্থ ব্যয় করিতেন বলিয়া এজরা সাহেব কোন দিন তাঁহার স্ত্রীকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর সেই সকল অনাবশ্যক ব্যয়ভার হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর অল্পকাল পরে তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যু হইলে, পুত্রের পক্ষ হইতে তিনি শ্বশুরের সম্পত্তিটি লাভ করিলেন। এই সম্পত্তির অধিকারী হইয়া এজরা সাহেবের কল্পনানেত্রে তাঁহার বংশধরগণের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের চিত্র অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

যাহা হউক, মাতৃহীন শিশুপুত্র বায়রামের প্রতি এজরা সাহেবের কোনও অযত্ন ছিল না; কিন্তু সাধারণ গৃহস্থগণ পুত্রকন্যাবর্গকে যে ভাবে প্রতিপালন করে, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তিনি সেই পন্থার ব্যতিক্রম করেন নাই; তিনি বায়রামকে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখাইয়া বিদ্যালয় ত্যাগে বাধ্য করিলেন, এবং তাঁহার ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্যের কতক কতক ভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ষোল বৎসর বয়সের সময়, বায়রামজিকে দেখিয়া বাইশ বৎসরের যুবক বলিয়া বোধ হইত; তাহার দৈহিক শক্তি তাহার সাহসের অনুরূপ ছিল; তাহার সুন্দর আকৃতি যে একবার দেখিত, তাহাকেই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মুগ্ধভাবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত।

এজরা সাহেব বায়রামজিকে সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সংস্রব হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন; তাহাকে কোনও সামাজিক ব্যাপারে যোগ দিতে দিতেন না। যে বয়সে মানুষের বিলাসানুরাগ প্রবল হয়, সে বয়সে বিলাসিতার সহিত তাহার বিন্দুমাত্র পরিচয় হয় নাই। পুত্রের শিক্ষার প্রতি এজরা সাহেবের ঔদাসীন্য লক্ষিত হইলেও, পুত্রের একটি মাত্র শিক্ষার পথ তিনি মুক্ত রাখিয়াছিলেন, তাহা পিতৃভক্তি ও পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বায়রামজির একবারও বোম্বাই নগরে যাইবার সুবিধা হয় নাই; থানা সহরটিই তাহার নিকট সমস্ত পৃথিবীস্বরূপ ছিল; ইহার বাহিরে যে, বিপুল বিশ্ব অবিরাম জীবন সংগ্রাম ও সুখ দুঃখের বিচিত্র সংঘাতে নিত্য আবর্ত্তিত ও কল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে, এই যুবকের তাহা কোন দিন কল্পনা করিবারও সামর্থ্য ছিল না। পিতার আদেশ পালন ভিন্ন তাহার জীবনের যে অন্য কোনও কর্ত্তব্য আছে, তাহা সে একদিনও বুঝিতে পারে নাই। তাহাকে সর্ব্বদা যে সকল শ্রমসাধ্য কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হইত, সে সকল কর্ম্ম তাহার পক্ষে সঙ্গত বা গৌরবজনক ছিল না। তাহার পোষাক পরিচ্ছদেরও কিছুমাত্র পরিপাট্য লক্ষিত হইত না। পল্লী রমণীগণ সকলেই তাহাকে চিনিতেন, এবং পথে ঘাটে তাহাকে দেখিলে, আক্ষেপ করিয়া বলিতেন "আজ যদি উহার মা বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে উহাকে এমন দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইত না; কোনও ভাগ্যবানের পুত্রকে এমন হতভাগার মত কাল কাটাইতে হয়, ইহা বড়ই দুঃখের কথা।"

কিন্তু বায়রাম্‌জি তাহার অবস্থায় কিছুমাত্র অসুখী বা অসন্তুষ্ট ছিল না; যাহাকে অভাবের তীব্র তাড়না সহ্য করিতে না হয়, সে-ই প্রকৃত সুখী। বায়রামের কিছুমাত্র অভাব ছিল না, কারণ অভাব ও অতৃপ্তির সহিত তাহার পরিচয়ের কখনও সুবিধা হয় নাই। যখন খামার হইতে বস্তা বস্তা ধান তাহাদের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইত, তখন সে গাড়ীতে ধানের বস্তার উপর বসিয়া রাজপথ দিয়া বাড়ী আসিতে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করিত না; অথচ তাহার অপেক্ষা অনেক হীন অবস্থার লোকের পুত্রেরাও বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাবুগিরি করিয়া কাল কাটাইত! বায়রাম ইহা দেখিয়াও দেখিত না; কারণ, তাহার পিতা উপদেশ দিয়াছিলেন, বিলাসিতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যজ্য, তাহাতে মানুষকে পশুর অধম করিয়া তোলে।

একবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিলে, একদিন এজরা সাহেব বায়রামকে ডাকিয়া বলিলেন, "ব্যাঙ্কে কতকগুলি টাকা জমা দিবার জন্য আমি একবার বোম্বাই যাইব; আমার সঙ্গে অনেক টাকা থাকিবে, তদ্ভিন্ন বোম্বাইয়ে কাজও অনেক আছে; এজন্য আমি মনে করিয়াছি, এবার আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব।"—পিতার কথায় বায়রামের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল; বাল্যকাল হইতে বোম্বাই নগরের বিপুল ঐশ্বর্য্য ও বহু গৌরবের কাহিনী শুনিয়া এই নগর দেখিবার জন্য তাহার মনে অত্যন্ত আগ্রহের সঞ্চার হইয়াছিল; কিন্তু সে কোনও দিন তাহার পিতার নিকট এই আগ্রহ প্রকাশ করিতে সাহসী হয় নাই।

জব্বলপুর হইতে বোম্বাই যাইবার জন্য গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্যুলা

রেলওয়ে নামক এখন যে সুবিস্তীর্ণ রেলপথ বর্ত্তমান আছে, তখন তাহা উন্মুক্ত হয় নাই ; সুতরাং ইষ্টকবদ্ধ রাজপথে অশ্বযানে বা বয়েলের গাড়ীতে তখন থানা হইতে বোম্বাই যাইতে হইত। যথাকালে পিতা পুত্রে বোম্বাই আসিয়া একটি নগণ্য হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এজরা সাহেব আহারাদির পর পুত্রকে হোটেলে রাখিয়া ব্যাঙ্কে চলিলেন।

বায়রামজি হোটেলের বাহিরে আসিয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বিপুল জনস্রোত, নানা আকারের বহুবিধ যান, ও গগনস্পর্শী অট্টালিকা সমূহের গঠন-সৌন্দর্য্য দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল ; বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অন্ধ থাকিয়া কোনও ব্যক্তি যদি বিধাতার অনুগ্রহে হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পায়, তাহা হইলে সে বিশ্ব-প্রকৃতিকে যে চক্ষে দেখে, বায়রামও সেই ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

সহসা কে তাহার পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "বায়রাম !"

বায়রামজি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, একটি সুবেশধারী সুন্দর যুবক তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

বায়রামজি তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল না, হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল।

আগন্তুক যুবক তাহার ভাব দেখাইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি ! তুমি তোমার পুরাতন বন্ধুদের এত শীঘ্র ভুলিয়া গিয়াছ ?"

এতক্ষণ পরে বায়রামের মনে পড়িল, অনেক দিন পূর্ব্বে গ্রাম্য

বিদ্যালয়ে সে এই যুবকের সহিত একত্র পাঠ করিয়াছিল; কিন্তু বহু-দিন অদর্শনে সহপাঠীগণের কথা তাহার মনে ছিল না। বায়রামজি সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি দাদাচান্‌জি নও?"

আগন্তুক বলিল, "এতক্ষণ পরে দেখিতেছি তুমি আমাকে চিনিয়াছ! তুমি এখানে কবে আসিলে, কেন আসিয়াছ?"

বায়রামজি বলিল "আমি আজ সকালে আসিয়াছি,—বাবার সঙ্গে আসিয়াছি; তুমি এখন এখানে কি করিতেছ?"

দাদাচান্‌জি বলিল, "আমি এখন এখানে পড়ি; কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছি। রাস্তায় দাড়াইয়া থাকিয়া কোনও ফল নাই, চল একটু ঘুরিয়া আসি, তুমি হা করিয়া রাস্তার বাড়ী ঘরগুলা গিলিতেছিলে না কি? আর কখনও বোধ হয় বোম্বাই আস নাই?"

বায়রামজি অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "না, এখানে আমি এই প্রথম আসিয়াছি।"—এত বয়স পর্য্যন্ত বোম্বাই না আসা তাহার নিকট একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে হইল।

দাদাচান্‌জি, বায়রামজির হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল, বলিল, "আমার সঙ্গে তোমার যাইতে আপত্তি কি?"

বায়রামজি বলিল, "না আমি যাইব না, কোথায় হারাইয়া যাইব আর বাবার কাছে বকুনি খাইতে হইবে।"

দাদাচান্‌জি বলিল, "না, তোমার হারাইবার ভয় নাই, আমি তোমাকে রাখিয়া যাইব। বোম্বাই বড় মজার সহর, টাকা খরচ করিতে পারিলে যা চাও তাহাই এখানে পাইতে পার; কিছু টাকা কড়ি আনিয়াছ ত?"

বায়রাম বলিল, "না ভাই, বাবা আমাকে টাকা পয়সা দিতে চান না; তিনি বলেন, 'ছেলেমানুষের হাতে টাকা আর ছুরী এই দুইটী জিনিস দিতে নাই, দিলেই বিপদ ঘটে'।"

দাদাচান্‌জি বলিল, "তোমার বাবা ঐ এক রকমের লোক; আমার বাবা তোমার বাবার মত বড়লোক নহেন বটে, কিন্তু এখানে আমার যখন যত টাকার দরকার হয় বাবার কাছে চাহিলেই তাহা পাই। আমি কোনও রকমে এণ্ট্রান্সটা পাশ করিতে পারিলেই মেটা সাহেব আমাকে একটা ভাল চাকরী দিবেন বলিয়াছেন।"

বায়রামজি জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ মেটা সাহেব?"

দাদাচান্‌জি বলিল, "কার্সেটজি মেটা; তাঁহার বয়স আমার অপেক্ষা খুব বেশী নহে, এখনও তিনি সাবালক হন নাই, আমি তাঁহার একজন প্রধান ইয়ার।—তুমি ভবিষ্যতে কি করিবে মনে করিয়াছ?"

বায়রামজি অত্যন্ত নির্লিপ্তের ন্যায় বলিল, "আমি কিছুই মনে করি নাই।"

দাদাচান্‌জি বলিল "তাহা হইলে তোমার জীবনের কোনও উদ্দেশ্য নাই; চিরকাল তুমি তোমার বাপের বোঝা বহিয়াই মরিবে! তুমি আমাদের দেশের এত বড় একজন তালুকদারের পুত্র, তোমার বাবা টাকার বস্তা ঢালিয়া নর্ম্মদা নদীর স্রোত বন্ধ করিয়া দিতে পারেন, আর তোমার এই রকম বেশ ভূষা! তোমার অদৃষ্টের কথা ভাবিলে দুঃখ হয়।"

বায়রাম তাহার দুরদৃষ্টের কতক কতক পরিচয় পাইয়াছিল, কিন্তু সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না; আজ প্রবাসে বাল্য বন্ধুর কথায় তাহার

হৃদয়ের এক প্রান্তে অসন্তোষের একটি কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইল; এত দিন পর্য্যন্ত সে যে কঠোর বন্ধনে অভ্যস্ত হইয়াছিল, এবং যে বন্ধনের ভিতর দিয়া সে তাহার জীবনকে নূতনত্ববিহীন চির পরিচিত পথে পরম অকুণ্ঠিত ভাবে পরিচালিত করিতেছিল, আজ হঠাৎ সে সেই বিশ বৎসরের বন্ধন-বেদনা হৃদয়-মধ্যে অনুভব করিল, তাহার সন্তোষ ও শান্তি তাহার নিকট আত্মদ্রোহিতা বলিয়া প্রতীয়মান হইল। কিন্তু সে দীর্ঘকাল ধরিয়া সংযমে অভ্যস্ত ছিল; তাহার মনের ভাব তাহার পিতাকে জানিতে দিল না; অথচ দাদাচান্‌জির কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহার জীবনকে বিষময় ও অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিল। দাদাচান্‌জির কয়েকটি মাত্র কথায় এজরা সাহেবের বিশ বৎসরের চেষ্টা ব্যর্থ হইল!

কিন্তু তথাপি বায়রামজি মনের ভাব গোপন করিয়া পিতার কঠোর আদেশ পালন করিতে লাগিল; সে বোম্বাই হইতে শূন্য মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। যে সকল কার্য্যে এতদিন সে আমোদ পাইত, সেই সকল কার্য্য তাহার পক্ষে এখন দুঃসাধ্য ও কষ্টকর হইয়া উঠিল। বোম্বাইয়ে কয়েকদিন বাস করিয়া তাহার অন্ধ নেত্র উন্মুক্ত হইয়াছিল; চতুর্দ্দিকের সহস্র প্রলোভন তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য যেন রাক্ষসের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়াছিল।

সে দেখিতে পাইল, অর্থে যাহারা তাহাদের অপেক্ষা হীন, এবং বংশগৌরবেও তাহাদের সমকক্ষ নহে, এরূপ বহু যুবক সুখে সচ্ছন্দে আরাম ও বিলাসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, আর সে কুবেরতুল্য ধনাঢ্য পিতার পুত্র হইয়া অহর্নিশি এইরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে!

এরূপ প্রভেদের কারণ কি? তাহাকে তাহার প্রাপ্য সুখ, সম্পদ, সচ্ছন্দতা ও আরাম-বিরাম হইতে এ ভাবে কেন বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে?

দুঃখে কষ্টে বায়রামের চক্ষু ফাটিয়া এক এক সময় জল পড়িত। সে ক্রমে আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল, তাহার আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত আর সে সাক্ষাৎ করিত না; পথে দেখিয়া কেহ তাহাকে অভিবাদন করিলে, সে মনে করিত, ইহা অভিবাদন নহে, বিদ্রূপ।

এজরা সাহেবের পুস্তকালয়ে অনেক পুস্তক ছিল; জীবন-বৃত্তান্ত, ইতিহাস, আখ্যায়িকা, উপন্যাস প্রভৃতি নানাবিধ পুস্তক ছিল। বায়রামজি একে একে সেগুলি পাঠ করিতে লাগিল; তাহাতেই সে মনে কিছু শান্তি পাইত। কিন্তু তাহার মনে দুইটী ভাব বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল; সে বুঝিয়াছিল, পৃথিবীতে তাহার মত দুঃখী আর কেহ নাই, এবং তাহার পিতা নিষ্ঠুর পিশাচের ন্যায় নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন; এরূপ পিতা কখনও সন্তানের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইতে পারেন না।

এইরূপে তাহার পিতার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ভক্তি বিচলিত হইল; কিন্তু বায়রাম পিতাকে অত্যন্ত ভয় করিত, পিতার নিকট কোনও দিন কোন আব্‌দার করিতে তাহার সাহস হইল না।

একদিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পর এজরা সাহেব তাঁহার পুত্রের নিকট তাঁহার আজন্মের সংকল্পের কথা প্রকাশ করিলেন; অগণ্য অর্থের অধিকারী হইয়াও কেন তিনি দীন দরিদ্রের ন্যায় কালযাপন করেন, তাহার কারণ তিনি পুত্রের নিকট খুলিয়া বলিলেন। অবশেষে তিনি আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "আমি স্বীকার করি, বিপুল পরিশ্রমে

ও প্রাণপণ চেষ্টায় আমি আমার ধনভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চিত করিয়াছি, এত টাকা অনেক ধনাঢ্যের গৃহেই নাই, একথাও আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের গৌরব ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য তাহার পরিমাণ কত অল্প! এ যুগে আর প্রাচীন ভূম্যধিকারীগণের পূর্ব্ব মানসম্ভ্রম বর্ত্তমান নাই, বণিক সম্প্রদায় এখন দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইয়া উঠিতেছে; সর্ব্ব বিষয়ে তাহাদের সহিত প্রতিযোগীতা করিবার জন্য সর্ব্বদা বিপুল অর্থের প্রয়োজন; অর্থই সংসারে জীবনসংগ্রামে সাফল্য লাভের প্রধান অস্ত্র; আমার বা তোমার ব্যয়কুণ্ঠা আমাদের ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণ হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে প্রাচীন এজরা বংশের উত্তরাধিকারীগণের কল্যাণ হইবে।"

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া এজরা সাহেব পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, আমার অনেক বয়স হইয়াছে, একাল পর্য্যন্ত আমি সংসারের সকল প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া, সকলের নিন্দা ও কুৎসা উপেক্ষা করিয়া একান্ত মনে আমার সংকল্প সাধন করিয়া আসিয়াছি; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন তোমার কর্ত্তব্য পালনের সময় আসিয়াছে। আমি যে পথে চলিয়াছি তোমাকেও সেই পথে অগ্রসর হইতে হইবে; কোনও লক্ষপতির একমাত্র দুহিতার পাণিগ্রহণ এখন তোমার প্রধান কর্ত্তব্য। তোমার পুত্র তাহার মাতামহের ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। এই উপায়ে আমি তোমাকে তোমার মাতামহের যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়াছি, তাহার পরিমাণ অল্প নহে। তুমিও আমার পন্থার অনুসরণ কর।—আমি এত দিন তোমাকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলি নাই; কিন্তু এখন তোমার বয়স হইয়াছে, এখন আর তোমার নিকট

আমার সংকল্পের কথা গোপন করা উচিত নহে বলিয়াই আজ এ সকল কথা তোমার কাছে প্রকাশ করিলাম। এতদিন তুমি আমার ইচ্ছায় আমার সংকল্পিত পথে চলিতেছিলে ; এখন হইতে তুমি স্বেচ্ছায় এই পথের অনুসরণ কর, আমার কর্ত্তব্য তোমার নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ কর, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

রায়রামের মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হইল না ; সে নিস্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিয়া গেল।

কিন্তু পিতার সম্মুখ হইতে দূরে গিয়া আর তাহার আত্মসংবরণের শক্তি রহিল না ; সে অত্যন্ত চঞ্চলচিত্তে তাহাদের গৃহপ্রান্তবর্ত্তী উদ্যানে প্রবেশ করিল, এবং নির্জ্জন বাগানের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত চিত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে বলিল, "বাবা ক্ষেপিয়াছেন, তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে ! আমি কখনও তাঁহার আদেশ পালন করিব না, তাঁহার ভবিষ্যদ্বংশধরগণের সুখের অনুরোধে কখনও চিরদারিদ্র্যের পেষণ সহ্য করিব না : এ ভাবে আত্মবিসর্জ্জন আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র, আমি কোন ক্রমে ইহার প্রশ্রয় দিব না। বাবা যদি কৃপণ হইতেন, তাঁহার-সে কৃপণতা আমি ক্ষমা করিতাম, কিন্তু এরূপ জীবনব্যাপী অত্যাচার ও পীড়ন আমি কোন ক্রমেই উপেক্ষা করিব না।—কিন্তু এখন আমার কর্ত্তব্য কি ? সংসার সম্বন্ধে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নাই ; কোনও বুদ্ধিমান বিজ্ঞ লোকের সহিত পরামর্শ না করিলে আর চলিতেছে না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধিমানের পরামর্শ

এজরা সাহেবের অট্টালিকার প্রায় এক মাইল দূরে ফর্দ্দুনজি নামক একজন পারসী সাহুকর বাস করিত; ফর্দ্দুনজি কতদিন পূর্ব্বে কোথা হইতে উঠিয়া আসিয়া সেখানে বাস করিতেছিল, তাহা কেহ বলিতে পারিত না; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে অবস্থার বেশ উন্নতি করিয়াছিল; সেই জন্য লোকের সন্দেহ হইত, চোরা মালের কারবার করিয়াই সে এরূপ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। একথা সত্য কি না বলা যায় না, তবে তাহার অনেক রকম কারবার ছিল; পাঠক ক্রমে সে পরিচয় পাইবেন। বায়রামজির পিতা খরসেট্‌জি এজরাকে ফর্দ্দুনজি তাহার মহাশত্রু মনে করিত; কারণ, ফর্দ্দুনজি একবার উৎকোচে বশীভূত হইয়া এজরা সাহেবের বিরুদ্ধে একটা ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল; ইহার ফলে, এজরা সাহেব তাহাকে জেলে পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু ফর্দ্দুনজি, অনেক চেষ্টায় ও বহু অর্থব্যয়ে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল।

ফর্দ্দুনজির বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর হইবে। তাহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত, শয়তান তাহার সকল বুদ্ধি ও ধূর্ত্ততা সেই ক্ষুদ্র চক্ষু দুটীতে সঞ্চিত রাখিয়াছে; এমন দুষ্কর্ম্ম ছিল না, ফর্দ্দুনজি যাহা অর্থলোভে করিতে না পারিত; সে যাহাকে শত্রু মনে করিত, বিষপ্রয়োগে তাহার প্রাণসংহার করিতেও ফর্দ্দুনজির আপত্তি ছিল না।

পৃথিবীর সকল বিষয়েই ফর্দ্দুনজির অল্পাধিক অভিজ্ঞতা ছিল, ও বুদ্ধি খেলিত; এই জন্য সর্ব্বসাধারণে ফর্দ্দুনজিকে 'ওস্তাদ' নামে অভিহিত করিয়াছিল। আমরাও এই আখ্যায়িকায় তাহাকে ওস্তাদ নামে অভিহিত করিব।

এজরা সাহেবের শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, ওস্তাদ যেরূপ বিপন্ন ও মর্ম্মাহত হইয়াছিল, পূর্ব্বে কখনও সেরূপ হয় নাই। সে এই অপমানের প্রতিশোধ প্রদান করিবে, যেমন করিয়া হউক, এজরা সাহেবকে জব্দ করিবে, দীর্ঘকাল হইতে তাহার এইরূপ সংকল্প হইয়াছিল; কিন্তু তাহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এজরা সাহেবের ন্যায় লক্ষপতির শত্রুতাসাধন সহজ কথা নহে; দীর্ঘকালেও সে কোন সুযোগ পাইল না। কিন্তু শয়তান যাহার সহায়, একদিন না একদিন সে পরের ক্ষতি করিবার সুযোগ লাভ করে।

একদিন প্রভাতে বায়রামজি একখানি বয়েল গাড়ীতে চড়িয়া দূরস্থ শস্যক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া আসিবার সময়, গ্রামপ্রান্তে একটি বৃক্ষমূলে সে একটি লোককে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল।

এই ব্যক্তি ওস্তাদ।

ওস্তাদ অতি কষ্টে উঠিয়া বায়রামজিকে নমস্কার করিয়া বলিল, "মহাশয়, আমি বাতে বড় কষ্ট পাইতেছি, কোনও কার্য্যোপলক্ষে আমি গ্রামান্তরে গিয়াছিলাম; চলিতে চলিতে আমার বাতের বেদনাটা বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাই এখানে বসিয়া পড়িয়াছি; আমার আর এক পা চলিবার যো নাই। যদি আমাকে দয়া করিয়া আপনার গাড়ীতে তুলিয়া লন, তাহা হইলে চিরদিন আপনার গোলাম হইয়া থাকিব।"

বায়রামজি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?"

ওস্তাদ বলিল, "আমার নাম ফর্দ্দুনজি, কিন্তু লোকে আমাকে ওস্তাদ বলিয়া ডাকে ; আমি অতি সামান্য লোক।"

বায়রামজি বলিল, "সে জন্য আমার গাড়িতে তোমার স্থানাভাব হইবে না, তুমি আমার সঙ্গে যাইতে পার।"

ওস্তাদ গাড়ীতে উঠিল; শয়তান তাহার কানে কানে বলিল, "এজরাকে জব্দ করিবার ইহা অপেক্ষা ভাল সুযোগ আর পাইবে না।"

গাড়ী চলিতে লাগিল। ওস্তাদ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "হুজুর বুঝি ক্ষেত দেখিতে গিয়াছিলেন? এত সকালে যখন ফিরিতেছেন, তখন বোধ হয় অতি প্রত্যুষেই গিয়াছিলেন। আপনি কুবেরতুল্য পিতার পুত্র, কিন্তু পরিশ্রমে কৃষকেরাও আপনার নিকট হার মানে।"

বায়রামজি কোন উত্তর দিল না।

ওস্তাদ বলিতে লাগিল, "এজরা সাহেবের পরম সৌভাগ্য যে, তিনি এমন আজ্ঞাবহ সন্তান পাইয়াছেন। আমাদের এ অঞ্চলের সকল লোকেই বলে, 'যদি ছেলে হয় ত যেন এই রকম ছেলেই হয়; এত অগাধ অর্থ, কিন্তু কেমন গরিবের মত চাল, কষ্ট সহ্য করিবার কি আশ্চর্য্য শক্তি, পরিশ্রমের কি অদ্ভুত ক্ষমতা'!"

বায়রামজি সে কথাতেও কান দিল না।

ওস্তাদ বলিতে লাগিল, "লোকে বলে, আপনার এত বয়স হইল, কিন্তু কোন সুখ, কোন আমোদ, কিছুই আপনার ভোগে আসিল না; এমন কি, আপনি কোন মেয়ে মানুষের মুখ পর্য্যন্তও দেখিলেন না;

ধনবানের গৃহে আপনার জন্মই বৃথা !—কিন্তু আমার সাক্ষাতে যখনই কেহ এ কথা বলিয়াছে, তখনই আমি সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছি, বায়রামজি সাহেবের যে ভোগবিলাসে প্রবৃত্তি নাই, ইহা তাঁহার পক্ষে গৌরবেরই কথা ; নিতান্ত অপদার্থ না হইলে আর কে ভোগ বিলাসে, জুয়ায় ও মেয়ে মানুষে টাকা নষ্ট করে ?"

এবার বায়রামজি কথা কহিল, বলিল "আমার হাতে টাকা থাকিলে আমিও তাহা ভোগবিলাসে উড়াইতাম ; আমার অর্থাভাবকে তুমি আমার সংযমের লক্ষণ বলিয়া ভুল করিও না।"

ওস্তাদের ভাঁটার ন্যায় চক্ষু দুটি এ কথায় যেন জ্বলিয়া উঠিল, সে বুঝিল, তাহার নিক্ষিপ্ত শর ব্যর্থ হয় নাই, তাহা অপোগণ্ডের মর্ম্মভেদ করিয়াছে।

ওস্তাদ মৃদুস্বরে বলিল, "কতকগুলা বাবা যেন একেবারে কসাই ! তাহাদের হাতে অগাধ টাকা, কিন্তু ছেলের হাতে একটা পয়সা দিতে তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয় !"

বায়রামজি কোন মতামত প্রকাশ করিল না ; ওস্তাদ বুঝিল, কথাটা বায়রামজির অপ্রীতিকর হয় নাই। সে উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল, "অনেক বাপেরই স্বভাব এই রকম ; বুড়া বয়সে যখন মাথায় টাক পড়িয়া যায়, দন্ত গলিত ও চর্ম্ম লোল হয়, দৃষ্টি শক্তি কমিয়া যায়, তখন আর তাহাদের যৌবনের কুকার্য্যের কথা স্মরণ হয় না ; তখন তাহারা মনে করে, যুবকগণের পক্ষে যৌবন-সুলভ আমোদ প্রমোদ বড় অন্যায়। বিশ পঁচিশ বৎসর বয়সের সময় এজরা সাহেবের মতিগতি কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার বাল্য বন্ধুগণের অজ্ঞাত নহে।"

গাড়ী পথিপ্রান্তে ওস্তাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিল; ওস্তাদ বলিল, "এইখানেই আমি নামিব, ঐ আমার বাড়ী দেখা যাইতেছে; হুজুরকেও আমার সঙ্গে নামিতে হইবে। হুজুর বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, আমার বাড়ীতে অন্ততঃ একটু সরবৎ খাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইবেন।"

ওস্তাদের আগ্রহে বায়রামজি তাহার সঙ্গে তাহার গৃহে চলিল। বিশ্রাম কালে, তাহাদের মধ্যে নানা কথা চলিতে লাগিল। বায়রামজি জানিত না যে, এ ব্যক্তি তাহার পিতার একজন প্রধান শত্রু! সে ওস্তাদের নিকট অকপটে তাহার মনের কথা ব্যক্ত করিল, অবশেষে বলিল, "আমার অবস্থা বড়ই শোচনীয়, আমার মনে হয়, এ জীবনে আমি কখনও সুখ ভোগ করিতে পারিব না। নির্দ্দয় পিতার হস্তে পড়িয়া এই কঠোরতা ও অত্যাচার আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে; আমি যাহাতে বাবার হাত হইতে উদ্ধার হইতে পারি, তুমি কি ইহার কোনও উপায় করিতে পার?"

ওস্তাদ বলিল, "আপনি এ পর্য্যন্ত আপনার পিতার হস্তে যত নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন, কোন পুত্রকে পিতার নিকট সেরূপ লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না; কিন্তু যখন আপনি স্বাধীন হইবেন, তখন আপনার সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে।"

বায়রামজি বলিল, "আর ফিরিয়া আসিবে! বাবা অন্ততঃ আরও বিশ বৎসর বাঁচিবেন। আরও বিশ বৎসর যদি এই ভাবে কাটে, তাহা হইলে বৃদ্ধ বয়সে টাকা হাতে পড়িয়া আর কি ফল হইবে?"

ওস্তাদ বলিল, "আপনার পিতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আপনাকে টাকার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না; আপনার সাবালক হইতে

আর অধিক বিলম্ব নাই। আপনি আপনার মাতামহের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন ; আপনি সাবালক হইলে, অল্প চেষ্টাতেই সে সম্পত্তি আপনার হাতে আসিতে পারে।"

বায়রামজি বলিল,"আমার সাবালক হইতে এখনও প্রায় দুই বৎসর বাকী, এতদিন আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না ; এখনই আমার অনেক টাকার আবশ্যক, তাহা পাইবার কোনও উপায় আছে কি না বল।"

ওস্তাদ সহাস্যে বলিল, "টাকার ভাবনা কি ? আপনি যত টাকা চান, পাইতে পারিবেন ; কিন্তু আপনার অধীর হইলে চলিবে না।"

ওস্তাদের কথা শেষ হইতে না হইতে তাহার ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল ; সেই শব্দে বায়রামজি চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কি, এত বেলা হইয়াছে ! বাবাকে গিয়া কি জবাব দিব ?"— বায়রামজি তৎক্ষণাৎ ওস্তাদের গৃহ ত্যাগ করিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিল; এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই গৃহে উপস্থিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নারীর প্রতিজ্ঞা

থানা অতি বিস্তীর্ণ সহর। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সহরের সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন অধিবাসীগণের মধ্যে সহরের এক প্রান্তে যেমন এজরা পরিবারের বাস ছিল, অন্য প্রান্তে তেমনি বাদসা পরিবার বাস করিতেন। এই সময় ধনজিভাই বাদসা এই পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন; সংসারে তাঁহার স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। পুত্রটি বোম্বাইয়ে লেখা পড়া করিত; তাঁহার কন্যা আমিনা বোম্বাইয়ের কোনও বালিকা বিদ্যালয়ে অনেক দিন বিদ্যাভ্যাস করিয়া গৃহে আসিয়া বসিয়াছিল। আমিনা অনুপম রূপ লাবণ্যবতী; তাহার রূপ লাবণ্যের কথা অল্পদিনের মধ্যেই থানা অঞ্চলের সকল লোকের কর্ণগোচর হইয়াছিল।

আমিনার বিবাহের বয়স হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাহার বিবাহের আশা ছিল না; কারণ, তাহার পৈতৃক সম্পত্তির পরিমাণ নিতান্ত অল্প না হইলেও, তাহার একটি সহোদর বর্ত্তমান থাকায় পৈতৃক সম্পত্তিতে তাহার কোনও অধিকার ছিল না; তাহার পিতা তাহার বিবাহে পঁচিশ হাজার টাকা যৌতুক দিবেন, ইহাই স্থির করিয়া ছিলেন, কিন্তু এই সামান্য অর্থের প্রলোভনে পারসী সমাজের কোন্ লক্ষপতি তাহার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবেন? অবশ্য, আমিনার

রূপ ছিল, কিন্তু কেবল রূপের উপাসনার জন্য কোনও ধনাঢ্য পারসী যুবক পরিণয়-শৃঙ্খল কণ্ঠে ধারণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

কিন্তু যেমন হইয়া থাকে, আমিনার মাতা বয়স্থা কন্যার বিবাহের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এবং কন্যার বিবাহে স্বামীকে উদাসীন দেখিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দুই একটি শক্ত কথা বলিতেও ছাড়িতেন না; কর্ত্তা বলিতেন, "বিবাহ দেওয়া শক্ত নয় বটে, কিন্তু ছেলে কোথায়?"

একদিন গৃহিণী অত্যন্ত চটিয়া বলিলেন, "মেয়ের বিবাহের কথা বলিলেই তুমি বল, ছেলে কোথায়, কিন্তু ছেলের অভাব কি? এই সহরেই যে, আমিনার উপযুক্ত পাত্র আছে, তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিয়াছ কি?"

বাদসা সাহেব বলিলেন, "এই সহরেই ছেলে আছে! বল কি? আমিনার উপযুক্ত বর ত আমি নিকটের মধ্যে কোথাও দেখিতেছি না।"

গৃহিণী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "চক্ষু থাকিলে ত দেখিবে? কেন, বায়রামজি এজরাকে কি তোমার মনে ধরে না? তাহার বাপের কত টাকা জান?"

বাদসা সাহেব বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন, তাঁহার চুরুটের আগুন নিভিয়া গেল; রায়রামজি এজরাকে তিনি জামাতারূপে লাভ করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা স্বপ্নেও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "গৃহিণী, এ দুরাশা ত্যাগ কর।"

গৃহিণী সদর্পে বলিলেন, "ত্যাগ করিব কেন? আমার আমিনা কি

বায়রামের যোগ্য নয়? আমিনা যদি আমার মেয়ে হয়, তাহা হইলে সে, যেমন করিয়া হউক, বায়রামকেই বিবাহ করিবে।”

আমিনা কক্ষান্তর হইতে তাহার পিতামাতার প্রেমালাপ শ্রবণ করিতেছিল; জননীর কথা শুনিয়া তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষুদুটি জ্বলিয়া উঠিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়া হউক, সে তাহার জননীর কামনা পূর্ণ করিবে।

এই সংকল্পে যে আমিনার মাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল, এরূপ কেহ মনে করিবেন না। আমিনা প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণে বাহির হইয়া বায়রামের উন্নত বলিষ্ঠ দেহ ও সরলতা-মণ্ডিত মুখখানি কতবার দেখিয়াছে; সেই রূপবান যুবককে দেখিয়া, রূপসী আমিনার চিত্ত যে কোনও দিন চঞ্চল হয় নাই, ইহা অনুমান করা কঠিন; কিন্তু পূর্ব্বে যে আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ের এক প্রান্তে তীক্ষ্ণধার কুশাঙ্কুরের ন্যায় বেদনার সঞ্চার করিয়াছিল, আজ তাহা জননীর একটি কথায় সুতীক্ষ্ণ শায়কের ন্যায় তাহার মর্ম্মে প্রবেশ করিল। সে আবেগে অধীর হইয়া সংকল্প করিয়া বসিল, যেমন করিয়া হউক, বায়রামকে বিবাহ করিতেই হইবে।

ইহার পর আমিনা কয়েকবার বায়রামের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ অন্বেষণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই। চেষ্টা কিরূপে সফল হয়, সে তাহাই ভাবিতে লাগিল; অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে সে এক কৌশল অবলম্বন করিল, সে পল্লীবাসিনী দরিদ্রা রোগিণীগণের পরিচর্য্যা-ভার গ্রহণ করিল, এবং তাহাদের সুশ্রূষার জন্য দিবসের অনেক সময়েই বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল;

কিন্তু যদি কেহ তাহার গতিবিধির সন্ধান লইত, তাহা হইলে জানিতে পারিত, যে পল্লীতে এজরা সাহেবের বাস, সেই পল্লীতেই আমিনার রোগীর সংখ্যা অধিক।

একদিন অপরাহ্ন কালে বৃদ্ধ এজরা সাহেব বায়রামজিকে ডাকিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলে, তাহার উন্নতি করিতে হইলে, সংসারে কিরূপ কষ্টসহ, সহিষ্ণু ও মিতব্যয়ী হওয়া আবশ্যক, দীর্ঘকাল হইতে তাহা আমি তোমাকে শিখাইয়াছি; আমার আশা আছে, জীবনে তুমি এ শিক্ষা বিস্মৃত হইবে না। এখন আমি তোমার উপর কতকগুলি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিব; আমার পরিবর্ত্তে এখন হইতে তুমি সকল কাজকর্ম্মের পরিদর্শন ভার গ্রহণ করিবে। কেমন করিয়া সকল কাজ চালাইতে হয়, তাহা হাতে কলমে শিখিয়া লও। তুমি জীবনের নূতন সোপানে পদার্পণ করিলে। কঠোর পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হইয়াছ, তাহার নিদর্শন স্বরূপ আমি তোমাকে কিছু উপহার দিব।"

এজরা সাহেব উঠিয়া গিয়া একটি সুন্দর বন্দুক ও একটি উৎকৃষ্ট শিকারী কুকুর লইয়া আসিলেন, এবং তাহা বায়রামকে উপহার দিয়া বলিলেন, "যাও, আজ তোমার শিকারের ছুটী।"

বায়রামজি বন্দুক ও কুকুর লইয়া মহানন্দে সেই স্থান হইতে অদৃশ্য হইল।

এজরা সাহেব মনে মনে বলিলেন, "ছেলেটা সত্যই কি বিগড়াইতে-ছিল? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নূতন পরামর্শ

ওস্তাদ বুঝিয়াছিল, বায়রামজি যখন তাহার পরামর্শপ্রার্থী হইয়াছে, তখন সে নিশ্চয় আবার তাহার নিকট আসিবে; সে তাহার পিতার হাত হইতে মুক্তি লাভের আশায় যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটি করিবে না। সুতরাং ওস্তাদ বায়রামের প্রতীক্ষায়, শিকারী যেমন পক্ষীর প্রতীক্ষায় ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকে, সেইভাবে বসিয়া রহিল।

কিন্তু চারি পাঁচ দিনের মধ্যেও বায়রাম সেদিকে আসিল না; তথাপি সে নিরুৎসাহ হইল না। সে তাহার দূতমুখে এজরা সাহেবের সহিত বায়রামজির কথোপকথনের মর্ম্ম অবগত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিশ্চিন্ত হইল।

ওস্তাদের অনুমান মিথ্যা হয় নাই; এক সপ্তাহ পরে, বায়রামজি আবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

বায়রামজি বলিল, "সেদিন তোমার সঙ্গে আমার যে সকল কথা-বার্ত্তা হইয়াছে, তাহাতে আমার বিশ্বাস, যদি আমি পিতার কবল হইতে উদ্ধার লাভের চেষ্টা করি, তাহা হইলে তুমি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে; এখন তুমি আমাকে বল, পিতার হাত হইতে কি কৌশলে আমি মুক্তিলাভ করিতে পারি।"

ওস্তাদ প্রথমে উল্টা সুর ধরিল; সে জানিত, বাধা না পাইলে

আন্তরিক চেষ্টা কখনও প্রবল হয় না ; সুতরাং সে হিসাবি লোকের মত মুখে গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামাইয়া বলিল, "দেখুন হুজুর, আমরা সংসারিক লোক, অনেক সময় কথায় কথায় আমরা অনেক বাজে কথা বলিয়া ফেলি ; কাজ ও কথা এ উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। আপনার কষ্টের কথা শুনিয়া সহানুভূতি ভরে সে দিন যে দুই একটি বাজে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া যান।"

বায়রামজি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, মুখ লাল করিয়া বলিল, "তুমি কি আমাকে এত বোকা মনে কর ? ফাঁকি দিয়া আমার মনের কথা জানিয়া লইয়া আসল কাজের সময় সরিয়া দাঁড়াইতে চাও ? তোমার পক্ষে এ চমৎকার রসিকতা হইতে পারে, কিন্তু তোমার এই ধৃষ্টতার জন্য, আমি তোমাকে রীতিমত শিক্ষা দিব। তুমি বোধ হয় এখনও আমার বলের ও প্রকৃতির পরিচয় পাও নাই।"

ওস্তাদ সবিস্ময়ে বলিল, "রাগ করিবেন না হুজুর, আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় নাই ; আমার সকল কথা বুঝিতে না পারিয়াই আপনি গোলে পড়িয়াছেন। আমি সকল কথা আপনাকে পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি শুনুন ;—আপনার পিতা এ অঞ্চলের একজন প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার অগাধ অর্থ, আর আমি অসহায় দুর্ব্বল দরিদ্র ; আপনার পিতা যদি কোন রূপে শুনিতে পান্, আমি আপনাকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছি ; তাহা হইলে আপনাকে রক্ষা করিব কি, আমিই মারা পড়িব।"

বায়রামজি বলিল, "তুমি আমাকে কি বলিবে না বলিবে, তাহা বাবা কিরূপে শুনিবেন ? তুমি কি মনে কর, আমি কোন কথা তাঁহার

নিকট প্রকাশ করিব? আমার আর যে দোষই থাক্, আমি বিশ্বাসঘাতক বা প্রবঞ্চক নহি।"

ওস্তাদ বলিল, "আবার আপনি ভুল বুঝিলেন। আপনি কোন কথা বলিবেন না, তাহা আমি জানি; কিন্তু আপনি যখন প্রকাশ্যেই হউক আর গোপনেই হউক, আপনার পিতার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন আপনার পিতা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন, আপনি অন্যের বুদ্ধিতে পরিচালিত হইতেছেন। আপনি কাহার মতে চলিতেছেন, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহার একটুও বিলম্ব হইবে না। আমি বলি, এ সকল ফ্যাসাদে আবশ্যক নাই,কোন রকমে চোক কাণ বুজিয়া আপনি আর বছর দুই অপেক্ষা করুন,তাহার পর সাবালক হইলেই আপনি—"

ওস্তাদের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বায়রামজী অধীর ভাবে, তাহার সম্মুখস্থ টেবিলের উপর সজোরে এমন মুষ্ট্যাঘাত করিল যে, টেবিলটা পুরাতন হইলে সেই আঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইত! টেবিলের উপর একটি কাচের ফুলদানি ছিল, তাহা মেজেতে পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল; কিন্তু বায়রামজি তৎপ্রতি দৃক্পাত মাত্র না করিয়া সক্রোধে বলিল, "ইহাই যদি তোমার উপদেশ হয়; তাহা হইলে তোমার উপদেশে চলিবার কোনও আবশ্যক দেখি না।"—বায়রাম চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল।

ওস্তাদ বলিল, "আঃ, ফুলদানিটা একেবারে গুঁড়া করিয়া ফেলিলেন হুজুর! আপনি এত গরম হইবেন না; মাথা ঠাণ্ডা করিয়া কাজ করিলে সহজে বিপদে পড়িতে হয় না। আমার কথা যে একেবারেই শেষ হইয়াছে, এরূপ মনে করিবেন না।"

বায়রামজি আবার বসিল, বলিল, "আমার অধিক সময় নাই; তুমি আর কি বলিতে চাও, শীঘ্র বল।"

ওস্তাদ বলিল, "দেখিতেছি আপনি আপনার পিতার অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন; কিন্তু এই চেষ্টা ছাড়িয়া, আপনি আরও একটা কাজ করিতে পারেন; আপনি প্রকাশ্যতঃ পিতার অনুগত থাকিয়া গোপনে আপনার সকল খেয়াল তৃপ্ত করিতে পারেন। অনেক ধনবান যুবকই এইরূপ বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়া থাকেন। বোধ হয় এখন আর সর্ব্বদা আপনাকে আপনার পিতার চোখে চোখে থাকিতে হয় না; অবসর কাল আপনি কিরূপে কাটাইয়া থাকেন?"

বায়রামজি বলিল "শিকার করি; কুস্তি করি; আর কি করিব?"

ওস্তাদ বলিল, "আর কি করিবেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে আপনার মত অবস্থায় পড়িলে, আমি কি করিতাম শুনিবেন? পিতার চক্ষুতে ধূলি দিবার জন্য অনেক সময় বাড়ীতে থাকিতাম বটে, কিন্তু একটু ফাঁক পাইলেই বোম্বাই সহরে গিয়া হাজির হইতাম, এবং সুবিধামত যায়গায় একটা বাসা ভাড়া লইতাম। সেখানে রীতিমত পান ভোজনের ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিত; রুস্তমজির দোকান হইতে অজস্র ধারে সুধার স্রোত বহিত, বোম্বাইয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাইজি-দের সুমধুর সঙ্গীতালাপে প্রতি সন্ধ্যায় সেই অট্টালিকা মুখরিত হইয়া উঠিত, এবং সমবয়স্ক বন্ধুগণের সহিত রহস্যালাপে দিনগুলি জলের মত কাটিয়া যাইত। কিন্তু বাড়ীতে পিতার সম্মুখে যে সময়টুকু থাকিতাম, ততক্ষণ বোধ হইত, যেন আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি!"—ওস্তাদ হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বায়রামজির মুখের দিকে চাহিল।

বায়রামজি অবিচলিত স্বরে বলিল, "ইহা কি সম্ভব ?"

ওস্তাদ বলিতে লাগিল, "অসম্ভবই বা কেন হইবে, হুজুর ? কর্ত্তার আস্তাবলে নিশ্চয়ই দ্রুতগামী ভাল ভাল ঘোড়া আছে ; আপনি নিজের ব্যবহারের জন্য দুই একটি ঘোড়া চাহিয়া লইতে পারেন। রাত্রে যখন সকলেই মনে করিবে, আপনি বাড়ীতে ঘুমাইতেছেন, সেই সময় গোপনে সেই ঘোড়ায় চড়িয়া ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আপনি বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন ; আপনার আদেশে ইয়ার-বন্ধুরা পূর্ব্ব হইতেই নৃত্য গীত ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া রাখিবে। তাহার পর যদি কোনও কারণে হঠাৎ একদিন বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলেই বা ভয়ের কারণ কি ? আপনার ভৃত্য কর্ত্তাকে বলিবে, আপনি প্রত্যূষে উঠিয়া দূরে শিকার করিতে গিয়াছেন।"

বায়রামজি বুঝিল, কথাটা মন্দ নহে ; সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "কিন্তু এ পথেও যথেষ্ট বিঘ্ন দেখিতেছি ; তোমার পরামর্শানুসারে কাজ করিতে হইলে প্রচুর অর্থের আবশ্যক। আমার হাতে অর্থ নাই, এবং বাবার নিকট চাহিলেও পাইবার আশা নাই।"

ওস্তাদ বলিল, "আপনার কি এমন কোনও ধনবান বন্ধু নাই, যিনি আপনাকে আপনার দুই বৎসরের খরচ চালাইবার উপযুক্ত টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন ?"

বায়রামজি বলিল, "না, এরূপ বন্ধু আমার একজনও নাই।"

ওস্তাদ বলিল, "আপনি মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির একমাত্র সন্তান ; আপনি দুই বৎসরের মেয়াদে টাকা কর্জ্জ করিতে চাহিলে, বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ্জ দিতে পারে, এ অঞ্চলে এরূপ মহাজনের অভাব নাই।"

বায়রামজি বলিল, "অন্য লোকের নিকট টাকা কর্জ্জ লইলে, সে কথা বাবার কাণে উঠিতে পারে। তুমি আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পার না ?"

ওস্তাদ বলিল, "আমি দশ বিশ টাকার মানুষ, আমি এত টাকা কোথায় পাইব ? তবে আপনি যে, এই ঋণের কথা প্রকাশ হইবার ভয় করিতেছেন, এ ভয় অনর্থক ; আপনি আমাকে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিলে, তাহা লইয়া গিয়া আমি গোপনে কোন মহাজনের নিকট হইতে টাকা আনিয়া আপনাকে দিতে পারি ; আপনার পিতা তাহার কোনও সন্ধান পাইবেন না।"

বায়রামজি বলিল, "কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে আমি এক পয়সাও দিতে পারিব না।"

ওস্তাদ বলিল, "সে জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না ; তাড়াতাড়ি আপনাকে ঋণ শোধ করিতে হইবে না, তবে সুদ সম্বন্ধে আপনাকে বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে। আপনি বোধ হয় জানেন না, নাবালকদের টাকা ধার দেওয়া সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে, সুদের লোভে অনেক সময় আসল পর্য্যন্ত নষ্ট হয় ; সেইজন্য, যে সকল মহাজন নাবালকদের টাকা ধার দেয়, তাহারা প্রচুর লাভের সুবিধা ছাড়ে না। মনে করুন আপনি দশ হাজার টাকা কর্জ্জ লইবেন, সেজন্য আপনাকে অন্ততঃ পনের হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে হইবে।"

বায়রামজি অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "সে জন্য আমার চিন্তা নাই, এখন আপাততঃ আমার পাঁচ হাজার টাকা চাই ; এজন্য আমাকে কত টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে হইবে বল।"

ওস্তাদ বলিল, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া অধর্ম্ম পথে আমি কখনও পা দিই নাই ; আপনার যাহাতে ক্ষতি হয় এমন কার্য্য ফর্দ্দনজি কখনও করিবে না। আপনি অন্য লোকের নিকট এই টাকা চাহিলে, সে নিশ্চয়ই অন্ততঃ দশ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লইত, আমি আমার মক্কেলকে বুঝাইয়া আট হাজার টাকাতেই রাজী করিব।"

বায়রামজি ওস্তাদের নির্দ্দেশানুসারে একজন মহাজনের নামে আট হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিল।

ওস্তাদ হ্যাণ্ডনোটখানি লইয়া বাহিরে গেল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে পাঁচ হাজার টাকার নোট্ বায়রামের হস্তগত হইল।

বায়রামজি উঠিয়া বলিল, "ওস্তাদ, তোমার এ উপকার আমার স্মরণ থাকিবে ; কিন্তু ইহাই শেষ নহে, শীঘ্রই বোধ হয় আমার আরও টাকার আবশ্যক হইবে।"

ওস্তাদ হাসিয়া বলিল, "এ বন্দা হুজুরের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত যোগাড় করিতে পারিবে। কিন্তু আপনি যেন কোনও গোল করিয়া ফেলিবেন না ; খুব সাবধানে চলিবেন। কোনও দিন আমার সহিত সাক্ষাতের আবশ্যক হইলে সন্ধ্যার পর এখানে আসিবেন। আপনার পিতা ভয়ানক ধূর্ত্ত, তাঁহার গুপ্তচরেরও অভাব নাই ; কোন রকমে কথাটা তাঁহার কাণে উঠিলে, তিনি আমার সর্ব্বনাশ করিবেন।"

ওস্তাদকে অভয় দান করিয়া বায়রামজি গৃহে প্রস্থান করিল ; বাড়ী আসিতে আসিতে সে সংকল্প করিল, এক মাসের মধ্যেই সে তাহার বিশ বৎসর ব্যাপী সংযমের প্রায়শ্চিত্ত করিবে!

বায়রামজি বাড়ী ফিরিবামাত্র শুনিতে পাইল, তাহার পিতা কয়েকবার তাহার খোঁজ করিয়াছেন। একথা শুনিয়া বায়রাম একটু চিন্তিত হইল; কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাহার পিতা তাহার কোন খোঁজ-খবর লন নাই, আজ হঠাৎ এত ডাকাডাকি কেন? তিনি তাহার গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সন্ধান পান নাই ত? সে অত্যন্ত অসচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিল; জীবনে সে আর কখনও এরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় নাই। বায়রামজি বুঝিতে পারিল না যে, এই উদ্বেগ তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রথম সোপান। এই পিতৃদ্রোহ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায় গিয়া শেষ হইবে, অদূরদর্শী প্রলুব্ধ বায়রাম তাহা কল্পনাও করিতে পারিল না।"

বায়রামজি পিতার নিকট উপস্থিত হইল।

এজরা সাহেব অত্যন্ত সহজ স্বরে বলিলেন, "ছুটি পাইয়া আজ কাল তুমি যে খুব বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেছ!"

পিতা কি তাহার প্রতি সন্দেহ করিয়াছেন? তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া বায়রামজি বলিল, "আজ কাল আমি অনেক দূরে দূরে শিকারে যাইতেছি।"

এজরা সাহেব বলিলেন, "কিন্তু ফিরিবার সময় ত শুধু হাতেই ফিরিয়া থাক! যাহা হউক, তোমাকে কি জন্য ডাকিয়াছি শোন। আজ সন্ধ্যার সময় আমার একটি বন্ধু এখানে আসিবেন, তাঁহার আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে হইবে; আজ তোমার অন্ততঃ একটা খরগোসও শিকার করিয়া আনা চাই।"

বায়রামজি কৌতূহলের সহিত বলিল, "এপর্য্যন্ত ত আমাদের

বাড়ীতে কোনও ভদ্রলোককে নিমন্ত্রিত হইতে দেখি নাই ; আপনার কোন বন্ধু কখনও এখানে আসেন নাই। আপনার এই বন্ধুটি কে ?"

এজরা সাহেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তাঁহার নাম জিজিভাই রেডিমণি ; তাঁহার কন্যার সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতেছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মৃগয়া

আমরা ইতিপূর্ব্বে ধনজিভাই বাদসার কন্যা আমিনার কথার উল্লেখ করিয়াছি। আমিনা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী; কিন্তু বায়রামজির সহিত পরিচিত হইবার জন্য, সে এ পর্য্যন্ত যে সকল চাতুর্য্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার কোনটিই সফল হইল না; নানা চেষ্টাতেও সে বায়রামজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। কিন্তু ইহাতে সে হতাশ হইল না; সে বিশ্বাস করিল, একদিন না একদিন বায়রামজির সহিত তাহার পরিচয় হইবেই। বায়রামজি তাহার পদপ্রান্তে জানু নত করিয়া প্রেম ভিক্ষা না করিলে তাহার যৌবন বৃথা!

মানুষের আন্তরিক সাধনা কখনও নিষ্ফল হয় না; অবশেষে সত্যই একদিন বায়রামজির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তখন নব বসন্তের সমাগম হইয়াছে; প্রকৃতি-দেবী ফুলসাজে সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছেন। উপবনে ও প্রান্তরে শ্যামলা প্রকৃতির সেই মনোরম শোভা দেখিয়া নয়ন মন মুগ্ধ হয়। অপরাহ্নের ঈষদুষ্ণ মলয়ানিল হিল্লোল চ্যূত-মুকুলের সৌরভ বহন করিয়া দিগ্‌দিগন্তে যেন কি অব্যক্ত ব্যাকুলতা বিস্তার করিতেছিল!

নদীতীরে ইক্ষুক্ষেত্রের পাশ দিয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথ ছিল; সেই পথের এক প্রান্তে আমিনার ও অন্য প্রান্তে মৃগয়ারত বায়রামের

আবির্ভাব হইল। বায়রামজি অদূরে একটা খরগোস দেখিয়া বন্দুক উদ্যত করিল।

আমিনা দূর হইতে বায়রামকে দেখিল; তাহার সমস্ত দেহের শোণিত রাশি যেন তাহার গণ্ডদেশে আসিয়া জমিল! বায়রামজির দর্শনাশায় এই দুই মাস কাল ধরিয়া সে কত চেষ্টাই না করিয়াছে! কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হয় নাই, বায়রামের সহিত সে সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ যদি দেখা হইল, এই নব বসন্তে নদীপ্রান্তবর্ত্তী প্রান্তর-বক্ষে নির্জ্জনে যদি তাহার সাক্ষাৎ মিলিল, তবে সে কি বলিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিবে, কি করিয়া তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিবে? আজ যদি সে তাহার মনের কথা প্রকাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে কত দিনে আবার এই সুযোগ উপস্থিত হইবে, কখনও হইবে কি না, কে বলিতে পারে? এক মুহূর্ত্ত তাহার নিকট এক যুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমিনা চিন্তাকুল চিত্তে ইক্ষুক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। প্রায় দুই মিনিট পরে বায়রামজি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ইক্ষুক্ষেত্রের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর খরগোসটি লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের ঘোড়া টিপিল। বায়রামজির কুকুর 'টাইগার'ও খরগোসটি দেখিয়াছিল; সে শিকার লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

বন্দুকের মুখ হইতে ধূম ও অগ্নিশিখা নিঃসারিত হইবামাত্র, অদূরে কাহার কাতর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল!

সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া বায়রামজি ইক্ষুক্ষেত্রের ভিতরে আসিয়া দেখিল,—যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না;—সে দেখিল, একটি সুবেশধারিণী সুন্দরী যুবতী তাহার বন্দুকের

গুলিতে আহত হইয়া ছিন্নপক্ষা কপোতীর ন্যায় ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছে!

বায়রামজি বন্দুকটা দূরে ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ আহতা যুবতীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। যুবতীর মস্তক মাটীতে লুটাইতেছিল, বায়-রামজি ধীরে ধীরে তাহা নিজের কোলে তুলিয়া লইল।

যুবতী একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল; বায়রামজির দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টিবিনিময় হইবামাত্র, তাহার চক্ষু পুনর্ব্বার নিমিলিত হইল।

বায়রামজি কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আপনার কোনও ভয় নাই, আপনি কি অত্যন্ত আহত হইয়াছেন?"

আমিনা ক্ষীণ স্বরে বলিল, "আপনি কে?"

বায়রামজি বলিল, "আমার নাম বায়রামজি এজরা; আমার গুলিতেই আপনি আহত হইয়াছেন; আমার অপরাধের মার্জ্জনা নাই।"

আমিনা বলিল—বীণা ঝঙ্কারের ন্যায় মধুর স্বরে বলিল, "ইহা আপনার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নহে; বরং না জানিয়া আমি আপনার শিকারের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, এ জন্য আমিই আপনার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। কিন্তু আমি তেমন গুরুতর আহত হই নাই, ভয়ে আমার প্রায় মূর্চ্ছা হইয়াছিল। সামান্য কারণে আমি এরূপ বিচলিত হইয়া আপনার উদ্বেগ ও বিরক্তির কারণ হইয়াছি, এ জন্য আমার মনে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইতেছে।"

বায়রামজি বলিল, "ডাক্তার ডাকিবার আবশ্যক হইবে কি?"

আমিনা এতক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিল, এবং একটি অতি

সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষে রায়রামের চিত্ত উদ্ভ্রান্ত করিয়া মৃদু হাস্যে বলিল, "ডাক্তার আনিতে হয়, আমি এরূপ জখম হই নাই; পায়ের গোড়ালীতে একটা ছর্‌রা লাগিয়াছে মাত্র।"

রায়রামজি বলিল, "তাহা হইলে আপনার চলিতে কষ্ট হইবে, আমি একখানি পাল্‌কী লইয়া আসি।"

আমিনা ব্যগ্র ভাবে বলিল, "না না, পাল্‌কী আনিতে হইবে না; হাঁটিয়া যাইতে আমার কষ্ট হইবে না। এ ব্যাপার লইয়া সোরগোল করিলে আমাদের উভয়ের পক্ষেই নিন্দার কথা।"

রায়রামজি বলিল, "আমার মনে বড়ই অনুতাপ হইয়াছে; আমি মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আপনার কোমলাঙ্গে বিদ্ধ হইয়াছে!"

আমিনা বলিল, "এজন্য আপনি দুঃখ করিবেন না; তুচ্ছ রমণী জীবনের কোনও মূল্য নাই, নারী জীবন অতি অসার।—সঙ্গে সঙ্গে আমিনার পদ্মনেত্রে দুইটি মুক্তাবিন্দুর আবির্ভাব হইল; কিন্তু সে মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আমার অনেক বিলম্ব হইয়া গেল; মা হয় ত কত ভাবিতেছেন! আমি এখন চলিলাম, কিন্তু যত দিন বাঁচিব, আপনার এই দয়া আমার মনে থাকিবে। আমি একটি রোগীণীর সুশ্রুষা করিয়া এই নির্জ্জন বন পথ দিয়া বাড়ী যাইতেছিলাম। এই পথ দিয়া আমি প্রায় প্রত্যহই যাতায়াত করি; আজ হঠাৎ আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল, আজ আমার জীবনের শুভদিন। আপনার নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

বায়রামজি বলিল, "আমি নিজেই ভিক্ষুক, আমার নিকট তুমি আবার কি ভিক্ষা চাও সুন্দরী ?"

আমিনা বলিল, "আমার অনুরোধ, এই দুর্ঘটনার কথা আপনি কাহাকেও বলিবেন না। একথা আমার পিতা মাতার কাণে উঠিলে, অতঃপর আমার গৃহের বাহিরে আসা অসম্ভব হইবে ; সকল অপেক্ষা কষ্টের কথা এই যে, ভবিষ্যতে হয় ত আর আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হইবে না।"

আমিনা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, বায়রামজি শূন্য মনে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। আমিনা বনপথের অন্তরালে অদৃশ্য হইলে বায়রামজি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "এ অপরূপ সুন্দরী ! পূর্ব্বেও ইহাকে দুই একবার দেখিয়াছি বটে, কিন্তু মৃগয়া করিতে আসিয়া দেখিতেছি, আজ আমি নিজেই শিকার হইলাম !

এতদিনে আমিনার প্রথম চেষ্টা সফল হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফাঁদ

মৃগয়া-শেষে বাড়ী ফিরিয়া বায়রামজি শুনিতে পাইল, জিজিভাই রেডি-মণি অনেক পূর্ব্বেই তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার পিতার সহিত গল্প করিতেছেন। বায়রামজি পিতৃসান্নিধানে উপস্থিত হইলে, এজরা সাহেব পুত্রকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।

সেই রাত্রেই আহারাদির পর, বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। স্থির হইল, রেডিমণি তাঁহার কন্যার বিবাহে পাঁচ লক্ষ টাকা যৌতুক দিবেন। এজরা সাহেবের ইচ্ছা ছিল, যৌতুকের পরিমাণ আরও কিছু অধিক হয়, কিন্তু এজরা সাহেব সে জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন না; কারণ, তিনি জানিতেন রেডিমণির একমাত্র কন্যাই ভবিষ্যতে তাহার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে।

রেডিমণি প্রস্থান করিলে, এজরা সাহেব বায়রামজিকে বলিলেন, "এ লোকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান; জর্ম্মনীতে পশমের ব্যবসায় করিয়া অল্প-দিনের মধ্যেই ইনি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। ধর্ম্ম পথে থাকিয়া এত অল্প দিনের মধ্যে অধিক লোক এমন ধনবান হইতে পারে না। জমিদার ও তালুকদারেরা একালে ক্রমশঃই অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে; অধিকাংশ জমিদারের ঘরেই পয়সা নাই, কেবল পূর্ব্বপুরুষের সুনাম ও কতকগুলা ঋণ লইয়া তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত সমাজে আধিপত্য

বিস্তার করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের এ আধিপত্য আর অধিক কাল স্থায়ী হইবে না ; এই সকল অজ্ঞাত বংশ-সম্ভূত ব্যবসায়ীরা অগাধ অর্থ ও ক্ষমতার সাহায্যে শীঘ্রই সমাজের নেতৃত্ব লাভ করিবে। সুতরাং এখন হইতেই ইহাদের সহিত আমাদের আত্মীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ না হইলে, আমাদের পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় নাই।"

বায়রামজির হৃদয়ে তখন তুমুল ঝটিকা উপস্থিত হইয়াছিল, সে পিতার কোনও কথার উত্তর করিল না ; বোধ হয় তাঁহার সকল কথা তাহার কর্ণেও প্রবেশ করে নাই। আমিনার মোহিনী মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছিল ; সেই সুন্দর মুখখানি সে কোন মতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। তখন তাহার ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, বিচলিত হৃদয় যেন নিদাঘ-মধ্যাহ্নের উদ্দাম উত্তপ্ত বায়ুহিল্লোলের ন্যায় নদীতীরবর্ত্তী সেই প্রান্তর প্রান্তে অত্যন্ত উদাস ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইল না।

পরদিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পর বায়রামজি বন্দুক ও তাহার মৃগয়ার সহচর 'টাইগার'কে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্ববর্ণিত ইক্ষুক্ষেত্রের নিকট আসিয়া আমিনার দর্শনাশায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল ; কিন্তু সে দিন আর আমিনার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না। আমিনা কেন আসিল না, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, সে ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

এই এক দিনের অদর্শনেই বায়রামের হৃদয় দ্বিগুণ অধীর হইয়া উঠিল। পরদিন যথাসময়ে বায়রাম আবার সেই ইক্ষু ক্ষেত্রে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে 'টাইগার' যেন কোনও

আগন্তুকের সাড়া পাইয়া চীৎকার করিতে করিতে এক দিকে ছুটিয়া গেল। বায়রাম বসিয়াছিল, উঠিয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত 'টাইগারে'র অনুসরণ করিতেই বনপথে আমিনাকে দেখিতে পাইল। চারি চক্ষুর মিলন হইবামাত্র আমিনার মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল; সে কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। বায়রামজি বন্দুকটি দূরে রাখিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বায়রামজি প্রথমে কথা কহিল, বলিল, "আমি আপনার সন্ধানেই আসিয়াছিলাম; আপনি কেমন আছেন, তাহা জানিবার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছিল। আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছি; সে দিন যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোনও কথা আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। আপনার কুশল সংবাদ জানিবার জন্য কাল এখানে আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলাম।"

আমিনা বলিল, "কাল মা আমাকে বাড়ীর বাহির হইতে দেন নাই; আপনি আমার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, আপনি আমার ধন্যবাদের পাত্র।"

বায়রামজি বলিল, "ধন্যবাদের কথা বলিবেন না। এই দুই দিন আপনার কথা ভিন্ন অন্য চিন্তা আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি অজ্ঞাতসারে আপনার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছি। আপনার সেই ধরালুণ্ঠিত নিস্পন্দ দেহ কত যত্নে ও আগ্রহে যে আমি ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলাম, তাহা কোন দিন ভুলিবার নহে। সে দিন যতক্ষণ আমার কাছে ছিলেন, আমার জীবন যেন আলোকময় পুষ্প-গন্ধময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু

তাহার পর হইতেই যেন অমানিশার অনন্ত অন্ধকার রাশি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।”

আমিনা দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, “আমার ন্যায় ক্ষুদ্র নারীকে এত কথা বলিয়া লজ্জিত করিবেন না। আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ, ইহার অধিক আমার কিছুই বলিবার নাই।”

বায়রামজি বলিল, “কিন্তু আমার অনেক কথা বলিবার আছে। আমার জীবন অন্ধকারময়,মরুময়, উদ্দেশ্য হীন; পৃথিবীতে আমার মুখের দিকে চাহিবার কেহই নাই। জীবনে কত কষ্ট পাইয়াছি, শুনিলে আপনার কোমল হৃদয় করুণায় প্লাবিত হইয়া যাইবে। যখন আপনাকে দেখি নাই, তখন আমার মনে হইত, প্রেম কেবল কল্পনার বিকার মাত্র, ক্ষণিক মোহ মাত্র, কর্ম্ম-বৈচিত্র্যপূর্ণ বিপুল বসুন্ধরায় তাহার স্থান নাই; কিন্তু এখন মনে হইতেছে, প্রেম মানব হৃদয়ের নিয়ন্তা, ইহা অন্ধকারকে আলোকিত করে, পাপিষ্ঠের হৃদয় পুণ্যময় করে। যদি আমি কোন দিন পূর্ব্ব-পুণ্যফলে আপনাকে আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বরণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার এই চির দুঃখময়, অশান্তিপূর্ণ, উদ্দেশ্যহীন জীবনও হয়ত সুখী হইতে পারে। কিন্তু মানুষের সকল আশা পূর্ণ হয় না; বোধ হয়, আমার এই অপরিমিত আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হইবার নহে, সুতরাং আমি হতাশ হইয়াছি।”

আমিনা বীণা-বিনিন্দিত স্বরে বলিল, “আপনার কথা শুনিয়া আমি বড় পরিতপ্ত হইলাম; আমাদের যে বয়স, এ বয়সে নিরাশা আমাদের মনে স্থান পায় না। পৃথিবীতে যখন কিছুই অসম্ভব নহে, তখন আপনি কেন হঠাৎ এত হতাশ হইলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।”

বায়রামজি বলিল, “ইহার কারণ পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত আমি কাহারও নিকট সদয় ব্যবহার পাই নাই, কেবল আপনিই আমার সম্মুখে করুণাময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন ; তাই যে সকল কথা আমার হৃদয়ের নিভৃত অন্তরালে গুপ্ত ছিল, তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।”

আমিনা বলিল, “আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাই আজ এখানে আসিয়াছি ; আমাকে এখনই কয়েকটি রোগীণীর পরিচর্য্যায় যাইতে হইবে।”

বায়রাম ব্যাকুলভাবে বলিল, “কিন্তু আর কি আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না ? জীবনে ইহাই কি শেষ দেখা ?”

আমিনা মধুর স্বরে বলিল, “না ইহাই শেষ দেখা নহে ; এইখানেই আবার দেখা হইবে।”

সে দিন উভয়ে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। ইহার পর প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্নেই এই স্থানে যুবক যুবতীর সাক্ষাৎ হইত। সাক্ষাতের সময় অত্যন্ত অল্প হইলেও, সেই সময়ের মধ্যে যে দুই চারিটি কথা হইত, তাহাতেই আমিনা বায়রামের গভীর প্রেমের পরিচয় পাইত। কিন্তু আমিনা বায়রামকে ধরিতেই আসিয়াছিল ; বুদ্ধিমতী আমিনা কোন মতে ধরা দিত না। আমিনা বায়রামের হস্তে আত্মসমর্পণে সম্মত কি না, সে কথা একদিনও তাহার মুখে শুনিতে না পাইয়া বায়রামের হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

একদিন আমিনা বায়রামজির নিকট বিদায় লইয়া ভিন্ন পল্লীতে একটি বৃদ্ধা রোগিণীর পরিচর্য্যা করিতে গেল। এই রোগীণীর নাম ফুলিয়ার মা।

আমিনা সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল ফুলিয়ার মা রোগযন্ত্রণা অপেক্ষা মনের কষ্টে অধিক কাতর হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া আমিনা জানিতে পারিল, অর্থকষ্টে পড়িয়া সে ওস্তাদের নিকট কিছু টাকা ধার লইয়াছিল; এখন ওস্তাদ বলে, সে যদি তাহার যুবতী কন্যা ফুলিয়াকে তাহার মনোরঞ্জনের জন্য পাঠাইয়া না দেয়, তাহা হইলে নালিশ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া লইবে।

আমিনা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "তুমি ব্যস্ত হইও না; আমি ওস্তাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহাতে তোমার প্রতি অত্যাচার না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিব।"

আমিনা সেই দিনই ওস্তাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং তাহাকে বলিল, "ফুলিয়ার মা অনেক দিন হইতে বাতে ও জ্বরে ভুগিতেছে, তাহার এই দুর্দ্দিনে তাহার নামে নালিশ করিয়া তাহার সর্ব্বস্বান্ত করা অত্যন্ত নির্দ্দয়ের কার্য্য। সম্পত্তির মধ্যে তাহার দুইটী গরু ও কয়েক খানি তৈজস পত্র ভিন্ন আর কিছুই নাই; তাহার দেনার দায়ে ইহা নীলাম করিয়া তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের পথ বন্ধ করিও না।"

ওস্তাদ বলিল, "আমার টাকা কোথায় যে তাহাকে টাকা ধার দিব? কয়েক মাস পূর্ব্বে সে অর্থকষ্টে বিব্রত হইয়া আমার কাছে টাকার জন্য আসিয়াছিল; আমি তাহার দুঃখে কাতর হইয়া অন্য লোকের নিকট হইতে টাকা লইয়া তাহাকে কর্জ্জ দিয়াছিলাম। সুদে আসলে এখন অনেক টাকা হইয়াছে; কিন্তু সে এক পয়সাও দেয় নাই। এ অবস্থায় মহাজন যদি তাহার নামে নালিশ করে, তাহা হইলে আমার অপরাধ কি?"

আমিনা জিজ্ঞাসা করিল, "সুদে আসলে কত টাকা হইয়াছে?"

ওস্তাদ বলিল, "একশত পঁচিশ টাকা। আপনার যখন এত দয়া, তখন আপনি এই টাকা কয়টী ফেলিয়া দিলেই ফুলিয়ার মার বিপদ দূর হইতে পারে।"

আমিনা বলিল "আমি বাবার নিকট টাকা চাহিব।"

ওস্তাদ বলিল, "আপনার পিতার নিকট টাকা চাহিয়া যে কোন ফল হইবে, তাহা বোধ হয় না। আপনার কি কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধু নাই? তাঁহার নিকট টাকা চাহিলে অনায়াসেই আপনি পাইতে পারেন। বায়রামজি এজরার সহিত কি আপনার বন্ধুত্ব আছে? আমি জানি তাঁহার বড় দয়ার শরীর, তিনি ইচ্ছা করিলেই এ টাকা দিতে পারেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সাবালক হইবেন, তাঁহার মাতামহের সম্পত্তি তাঁহার হাতে আসিবে; এতদ্ভিন্ন তাঁহার পিতা তাঁহার যে বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন; তাহাতে তিনি পাঁচ সাত লক্ষ টাকা যৌতুক পাইবেন শুনিয়াছি।"

ওস্তাদের মুখে এই কথা শুনিয়া আমিনা যেন আকাশ হইতে পড়িল, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে! তুমি ঠিক জান?"

ওস্তাদ বলিল, "আমি কেন, অনেকেই এ কথা জানে; আপনার কি ইহা অসম্ভব বোধ হইতেছে? আপনি ত সে বুড়ো কৃপণটাকে জানেন না, টাকার জন্য সে সব করিতে পারে!"—এই কথা বলিয়া ওস্তাদ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমিনার মুখের দিকে চাহিল; আমিনা তৎক্ষণাৎ আত্ম-সম্বরণ করিয়া বলিল, "তা বুড়ো যাহার সঙ্গেই ছেলের বিবাহ দিক; তাহাতে অন্যের কি মাথা ব্যথা?"

আমিনা আর কোনও কথা না বলিয়া প্রস্থান করিল। আমিনা প্রস্থান করিলে, ওস্তাদ হাসিয়া বলিল, "তুমি বড় চতুরা, কিন্তু আমার ফাঁদে তোমাকে পড়িতেই হইবে।"

আমিনা ওস্তাদের গৃহ হইতে ফুলিয়ার মার গৃহে আসিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিল, এবং তাহার নিকট দোয়াত কলম চাহিয়া লইয়া বায়রামজিকে একখানি পত্র লিখিল।

এজরা সাহেবের একটি ভৃত্যের সহিত ফুলিয়ার মার আত্মীয়তা ছিল, সুতরাং ফুলিয়াকে এজরা সাহেবের বাড়ী পাঠাইলে কাহারও মনে সন্দেহের উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, আমিনা সেই পত্রখানি ফুলিয়াব হাত দিয়া বায়রামজির নিকট পাঠাইয়া দিল।

আমিনা এই পত্রে পরদিন অপরাহ্ন তিনটার সময় বায়রামজিকে ওস্তাদের বাড়ীতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল।

বায়রামজি পরদিন বেলা তিনটার পূর্ব্বেই ওস্তাদের গৃহে উপস্থিত হইল, এবং আরও কিছু টাকা ধার লইবে, এরূপ অভিপ্রায় জানাইল।

বায়রামজির সহিত ওস্তাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় আমিনার গাড়ী ওস্তাদের গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর চক্র-শব্দে ওস্তাদ ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া গিয়া আমিনার অভ্যর্থনা করিল, ও বায়রামজি যে কক্ষে বসিয়াছিল, সেই কক্ষে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। দুই এক মিনিট পরেই, বাহিরে একটা কাজ আছে বলিয়া, ওস্তাদ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, ও বাহির হইতে দরজা ঠেলিয়া দিল।

কিন্তু ওস্তাদ স্থানান্তরে না গিয়া, সেই দরজায় কর্ণস্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রায় দুই মিনিট কাল কেহ কোনও কথা বলিল না; তাহার পর বায়রামজি আমিনার মুখের উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আজ তোমার মুখ বড় মলিন দেখিতেছি, কি হইয়াছে?"

আমিনা কোনও কথা বলিতে পারিল না,বা বলিল না; কেবল কাতর দৃষ্টিতে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া গণ্ডতলে গড়াইয়া পড়িল।

এই দৃশ্যে বায়রামজি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল; সে অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার দুঃখের কারণ কি বল। আমার সাধ্য হইলে, তোমার দুঃখ দূর করিব; তুমি আমাকে তোমার হিতৈষী ও বিশ্বাসী বন্ধু বলিয়া মনে করিতে পার।"

আমিনা প্রথমে কোন উত্তর দিল না। বায়রামজির পীড়াপীড়িতে বলিল, "আমার মাতা একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয় ধনবান যুবকের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন; বোধ হয় শীঘ্রই বিবাহ হইবে।"

এ কথা শুনিয়া বায়রামজির চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, সে ব্যাকুল ভাবে বলিল, "তুমি এ প্রস্তাবে আপত্তি কর নাই?"

আমিনা বলিল, "আপত্তি করিয়া ফল কি? আমার আপত্তিতে কি পিতামাতার সংকল্প টলিবে? হয় আমাকে বিবাহ করিতে হইবে, না হয় আত্মহত্যা করিয়া এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে।"

বায়রামজি অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "না না, এ উভয়ের কিছুই

করিতে পারিবে না ; তুমি স্পষ্ট বাক্যে তোমার পিতা মাতাকে বলিও, এ বিবাহে তোমার আপত্তি আছে।"

আমিনা বলিল, "আপত্তি করিয়া লাভ নাই ; যে যুবক আমাকে বিবাহ করিতে উদ্যত, সে আমার পিতার নিকট এক পয়সাও যৌতুকের দাবী করে নাই। এই যুবকটি সম্ভ্রান্তবংশীয়, ধনাঢ্য, সুশিক্ষিত, ও রূপবান। আমি আপত্তি করিলে, আমার পিতা মাতা যখন আপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিব ?"

বায়রামজি হতাশ ভাবে বলিল, "তাহা হইলে আমার কথা বুঝি তুমি ভুলিয়া গিয়াছিলে ! এই কি তোমার ভালবাসা ?"

আমিনা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি স্বাধীন নও ; তোমার পিতা তোমাকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে সম্মত হইবেন না।"

বায়রামজি এবার রাগ করিয়া বলিল, "আমি কি দুগ্ধপোষ্য শিশু ! আমার নিজের কি কোনও স্বাধীন মতামত নাই ?"

আমিনা বলিল, "তোমার স্বাধীন মতামতে কোন কাজ হইবে না, পিতার মতের বিরুদ্ধে তোমার চলিবার সাধ্য নাই ; আমাদের বিবাহে তিনি কখনই সম্মত হইবেন না।"

বায়রাম উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তাঁহার সম্মতি অসম্মতি আমি গ্রাহ্য করি না; আমি আর বালক নহি, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে দিয়া তিনি কোনও কাজ করাইতে পারিবেন না। শোন আমিনা, আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, তোমাকে আমি বিবাহ করিব ; ইহাতে যদি কেহ বাধা দান করেন, আমার পিতা হইলেও তাঁহার মঙ্গল নাই।"

বায়রামজি উত্তেজনা ভরে আমিনাকে বক্ষে টানিয়া লইল, তাহার পর বলিল, "তুমি আমার, আমার নিকট হইতে তোমাকে কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না।"

ওস্তাদ অনিমিষ নেত্রে, দরজার ফাঁক দিয়া এই প্রেমাভিনয় দেখিতে ছিল; সে আনন্দে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, সে উভয় হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া মনের আনন্দে একবার নৃত্য করিয়া লইল, যেন শয়তান সশরীরে স্বর্গে উপস্থিত!

আমিনা বায়রামের আলিঙ্গন পাশ হইতে বিদ্যুদ্বেগে আপনাকে মুক্ত করিয়া বিমুখ ভাবে সরিয়া দাড়াইল।

বায়রামজি অপ্রসন্ন ভাবে ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তোমার অভিপ্রায় কি? আমি তোমাকে বিবাহ করি, ইহা কি তোমার ইচ্ছা নহে? আমি বায়রামজি এজরা,—বংশমর্য্যাদায় আমি কাহারও অপেক্ষা হীন নহি। আমি রূপবান কি না জানি না, কিন্তু দেখিয়াছি, রূপসী যুবতীরা সতৃষ্ণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া থাকে। আমার দেহে সিংহতুল্য বল। অবশ্য মহাপণ্ডিত না হইলেও, আমি মূর্খ নহি। আমার এই নবীন বয়স, হৃদয়ে আমার অনন্ত আশা, এবং সেই আশা পূর্ণ করিবার জন্য আমার পৈতৃক ধন-ভাণ্ডারে অগণ্য অর্থ সঞ্চিত আছে; আমার পৈতৃক সম্পত্তির মূল্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকার কম নহে। তবে কোন্ দোষে তুমি আমাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক?"

আমিনা নত মুখে বলিল,"তোমাকে আমি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, এ কথা কি আমি বলিয়াছি?"

বায়রামজি বলিল, "তবে কেন তুমি আমাকে উৎসাহিত করিতেছ

না ? আমি তোমাকে ভাল বাসি,—প্রাণের অধিক ভাল বাসি ; এ কথা কি তুমি বিশ্বাস কর না?"

আমিনা বলিল, "বিশ্বাস করি ; কিন্তু ইহাও বিশ্বাস করি, তোমার পিতার বিরুদ্ধাচরণে তোমার শক্তি নাই। আমি এ কথাও জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি অনেক উচ্চ মূল্যে তোমাকে বিক্রয়ের সংকল্প করিয়াছেন। তাঁহার সেই সংকল্পে বাধা দান করিতে পারে, এরূপ লোক কেহই নাই।"

বায়রামজি বলিল, "কিন্তু তাঁহার সংকল্প সিদ্ধির পূর্ব্বেই যদি আমি তোমাকে গোপনে বিবাহ করি ?"

আমিনা বলিল, "তাহা তোমার পিতার কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইবে না; তিনি তোমাকে তাঁহার ধনসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিলে তুমি কি করিবে ? আমার ন্যায় রূপহীনা গুণহীনা সামান্য নারীর জন্য কেন এত ত্যাগস্বীকার করিবে ?"

দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া ওস্তাদ হর্ষ-বিচলিত চিত্তে বলিল, "আমিনা কি বুদ্ধিমতী ! আমি দূরের কথা, আমার বাপ দাদাও কার্য্যোদ্ধারের জন্য এমন প্রেমের বক্তৃতা করিতে পারিত না।"

আমিনার কথা শুনিয়া বায়রামজি অসন্তুষ্ট ভাবে বলিল, "সকল ব্যাপারেই তুমি কেবল খারাপ দিকটা দেখিতেছ !"

আমিনা বলিল, "কিন্তু আমার কথা সত্য, ইহা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না।"

বায়রামজি বলিল,"স্বীকার করিলাম তোমার কথা সত্য ; কিন্তু তুমি বোধ হয় জান না, আর দুই বৎসরের মধ্যেই আমি সাবালক হইব,

তখন আমার মাতামহের সম্পত্তিতে আমার অধিকার জন্মিবে। আমার স্বেচ্ছানুযায়ী বিবাহের জন্য পিতা যদি আমাকে পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত করেন, তাহা হইলে কি আমি অল্পে ছাড়িব? আমার মাতামহের সম্পত্তির শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত মামলায় ব্যয় করিব। কিন্তু বোধ হয় এত দূর করিতে হইবে না, যেমন করিয়া পারি আমি তাঁহাকে এই বিবাহে সম্মত করাইব।”

আমিনা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “অসম্ভব আশা।”

এই সময় ওস্তাদ সহসা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল,“আপনারা বোধ হয় বিশেষ কোন গোপনীয় কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, হঠাৎ এখানে আসিয়া আপনাদের কথায় বাধা দিলাম; ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। কিন্তু আপনাদের বিপদ কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; আপনাদের মিলনের পথে যে বিষম বাধা বর্ত্তমান, তাহা আমার অবিদিত নহে।”

আমিনা ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, “তুমি কেন এ ভাবে অনধিকার চর্চ্চা করিতে আসিয়াছ? তুমি কে, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ?”

ওস্তাদ অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, “যদি আমি অনধিকার চর্চ্চা করিয়া থাকি, তাহা আপনাদের মঙ্গলের জন্যই করিয়াছি। আমি কত ক্ষুদ্র ও কিরূপ অগণ্য ব্যক্তি, তাহা আমি ভুলি নাই; কিন্তু আমি চেষ্টা করিলে যে এই বর্ত্তমান সঙ্কটে আপনাদের কোনও উপকার করিতে পারিব না, এরূপ মনে করিবেন না।”

বাহরামজি আমিনাকে মৃদু স্বরে বলিল, “এ লোকটা খুব ফন্দিবাজ; এ কি বলে একবার শোনা যাক্।”

আমিনা বলিল, 'ওস্তাদ মহা অর্থপিশাচ, টাকার জন্য ও সকলই করিতে পারে ; বিশ্বাসঘাতকতা ত সামান্য কথা।"

বায়রামজি বলিল,"টাকার জন্য যে বিশ্বাস ঘাতকতা করে, তাহাকে হাতে রাখা কঠিন নহে ; অন্ততঃ উহার বক্তব্য কি শোনা যাক্।"

বায়রামজি ওস্তাদকে ডাকিয়া তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল।

ওস্তাদ বলিল, "দেখুন, আমার চুল পাকিয়া গিয়াছে, বৃদ্ধ হইয়াছি, অনেক দেখিয়া ও ঠেকিয়া সংসার সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি ; আপনারা আমার কথা শুনুন,আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন, সাবালক হইয়া আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন। তখন আমার সহায়তায় আপনি আপনার পিতাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারিবেন।"

বায়রামজি বলিল, "তুমি আর নূতন কথা কি বলিলে? তোমার পরামর্শানুসারে চলিলে আমাদের সুবিধা হইবে না ; ইহা অপেক্ষা যদি ভাল পরামর্শ কিছু থাকে, ভাবিয়া চিন্তিয়া সময়ান্তরে আমাদিগকে বলিও।"

অতঃপর আর কোন কথা হইল না ; ওস্তাদের গৃহ হইতে উভয়ে বিদায় লইল। ইহার পর আমিনার সহিত বায়রামের আর অধিক বার সাক্ষাৎ হয় নাই ; তবে মধ্যে মধ্যে পত্র-ব্যবহার চলিত। কুলিয়া ডাক পিয়নের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বর্ষাকালে আমিনার পিতা ধনজিভাই বাদসা সপরিবারে তাঁহার পল্লীভবন ত্যাগ করিয়া বোম্বাইয়ে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন ; তিনি যে সুবৃহৎ নূতন অট্টালিকা ভাড়া লইলেন, তাহার নাম রাখিলেন, 'প্যারাডাইস্'—অর্থাৎ 'নন্দন ভবন।'

এ সকল কথা বায়রামজির অগোচর ছিল না; সে মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহণে বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইত; এবং কোন কোন দিন রাত্রে তাহার অশ্বকে 'প্যারাডাইসে'র বাগানের পশ্চাদ্দ্বারে অপেক্ষা করিতে দেখা যাইত।

এই বাগান পার হইয়া, প্যারাডাইসের একটি মহল আমিনার অধিকারভুক্ত ছিল। বায়রামজি গুপ্ত দ্বারপথে সেই রঙ্গমহলে কতবার প্রবেশ করিয়াছে; মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত পিচ্ছিল সোপানে কতবার তাহার কম্পিত পদদ্বয় স্খলিত হইয়াছে! কিন্তু এ সকল গুপ্ত কথা কেবল একজন ভিন্ন আর কেহ জানিত না; সে ব্যক্তি বায়রামজির বাল্য বন্ধু ও গুপ্ত দূত দাদাচান্‌জি।

দাদাচান্‌জি এই সময়ে, মেটা সাহেবের সেক্রেটারী রূপে বোম্বাই নগরে অবস্থান করিতেছিল; বায়রামজি নিজের সুবিধার জন্য সকল রহস্যই তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিল, এবং এ কথা আমিনার অজ্ঞাত ছিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

——:*:——

বজ্রাঘাত

একদিন প্রদোষে বায়রামজি বোম্বাই হইতে গৃহে ফিরিয়া শুনিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার খোঁজ করিতেছিলেন। এজরা সাহেব তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন, "তুমি বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবে, আমি তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি ; দুই এক মাসের মধ্যেই তোমার বিবাহ দিব।"

পিতার কথা শুনিয়া বায়রামজির মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, কয়েক লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে তাঁহাকে আত্মবিক্রয় করিতে হইবে ; বায়রামজি শিহরিয়া উঠিলেন।

বায়রামজির কাতরতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, এজরা সাহেব বলিলেন, "বোধ হয় তুমি বুঝিয়াছ, জিজিভাই রেডিমণির কন্যা এলিজার সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি। এলিজা অনুপমা সুন্দরী, সমাজে তাহার রূপগুণের খ্যাতি আছে, সে আমার পুত্রবধূ হইবার অযোগ্যা নহে। আমার বিশ্বাস এলিজাকে বিবাহ করিয়া তুমি সুখী হইতে পারিবে ; তোমার কিরূপ অনুমান ?"

বায়রামজি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আপনি যাঁহার কথা বলিতেছেন, তাঁহাকে আমি কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।"

এজরা সাহেব চসমা খুলিয়া তাঁহার রুমালে ঘসিতে ঘসিতে

বলিলেন, "তা তুমি নাই বা দেখিলে? যাহারা তাহাকে দেখিয়াছে, তাহারাই তাহার প্রশংসা করিয়াছে ; তাহাদের পছন্দ অপেক্ষা তোমার পছন্দ মন্দ হইবে, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, তোমার জীবনে গুরুতর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল ; এ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক আছে। আমার সঙ্গে কালই তোমাকে বোম্বাই যাইতে হইবে ; সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিবার উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ তোমার নাই ; বোম্বাই গিয়া কতকগুলি পরিচ্ছদ সংগ্রহ করিতে হইবে। যত জহরতের আবশ্যক, তাহা আমার তোষাখানাতেই মিলিবে।"

বায়রাম বলিলেন, "কিন্তু—"

এজরা সাহেব বলিলেন, "আঃ, তুমি যে কথাই কহিতে দাও না! সব কথা আগে শোন ; তোমার বাসের জন্য আমি আমার অট্টালিকার এক অংশ ছাড়িয়া দিব, সেখানে তুমি সস্ত্রীক বাস করিবে ; তুমি তাহা ইচ্ছামত সজ্জিত করিয়া লইতেও পার।"

এবার বায়রামজির হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "আপনি বলেন কি বাবা? আমার যদি সেই যুবতীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা না থাকে,—"

এজরা সাহেব বাধা দিয়া অধীর ভাবে বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা না থাকে, তোমার বাবার ইচ্ছা আছে ; সুতরাং এ বিবাহ হইবেই।"

বায়রামজি বলিলেন, "আমার জীবন যাহাতে চির দুঃখময় হয়, এরূপ কর্ম্ম আপনি করিবেন না ; বাবা, আমাকে ক্ষমা করুন।"

এজরা সাহেব রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "কি! তুমি বিবাহে আপত্তি করিতেছ? আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? যাহাকে তুমি চেন

না, তাহার সহিত তোমার মনের মিল হইবে কি না, এ বিষয়ে তোমার সন্দেহ হইতে পারে ; কিন্তু বিবাহের পর সুবিধামত মনের মিল ঘটান অসম্ভব নহে। ছোটলোকেরা যেখানে সেখানে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু আমাদের কথা স্বতন্ত্র ; আমাদের মান মর্য্যাদার নিকট নিজের সুখ দুঃখ নিতান্ত তুচ্ছ, সৌখীন প্রেম অর্থের বাজারে মূল্যহীন ; তাহার অনুরোধে, অর্থ সম্পদে উপেক্ষা প্রদর্শন নিতান্তই মূঢ়ের কার্য্য। আমার পুত্র হইয়া তোমার এতখানি নির্লোভিতা শোভা পায় না। আমি তোমার কোনও কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না, কালই আমার সঙ্গে তোমাকে বোম্বাই যাইতে হইবে, আগামী রবিবারে তোমার ভাবী শ্বশুর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন।"

বায়রামজি বলিলেন, "বাবা, কাল আমি কোন ক্রমেই বোম্বাই যাইতে পারিব না।"

এজরা সাহেব হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন, "কি ! আমার কথার প্রতিবাদ? আমার সম্মুখে বেয়াদপি ?"

বায়রামজি এবার কণ্ঠের অর্গল মুক্ত করিলেন, বলিলেন, "বাবা, তবে শুনুন, আমার অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া বলি ; আমি রেডিমণি সাহেবের কন্যাকে কখনই বিবাহ করিব না।"

এজরা সাহেবের শ্বেত শ্মশ্রু শোভিত মুখখানি অত্যুত্তপ্ত লৌহের ন্যায় প্রথমে লাল, তাহার পর সাদা হইয়া উঠিল ; কিন্তু অতি কষ্টে তিনি ক্রোধ দমন করিয়া বলিলেন, "তুমি পাগল হইয়াছ, আমার সম্মুখে তুমি কি বলিতেছ, তাহা তোমার বুঝিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে !"

বায়রামজি বলিলেন, "না বাবা, আপনার আশঙ্কা অমূলক ; আমার

বুদ্ধিভ্রংশ হয় নাই। আমার সংকল্প বিচলিত হইবে না; আপনি দয়া করিয়া আপনার পুত্রকে বিবাহ সম্বন্ধে স্বাধীনতা দান করুন।"

এজরা সাহেব বলিলেন, "আমি তোমাকে মরণের স্বাধীনতা দিতে পারি, কিন্তু বিবাহের স্বাধীনতা কখনও দিব না। এতদিনেও তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না, ইহা বিস্ময়ের কথা বটে!"

বায়রামজি বলিলেন, "আপনিও আমাকে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমি চিরদিন নতশিরে আপনার সকল আদেশ পালন করিয়াছি; কিন্তু আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপারে আমার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখুন; বিবাহ সম্বন্ধে আমার স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া আমার জীবন ব্যর্থ করিবেন না, মাতৃহীন হতভাগ্য সন্তানকে চিরদুঃখের সাগরে ভাসাইবেন না।"

এজরা সাবেহ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমার আদেশ অখণ্ডনীয়।"

বায়রামজি বলিলেন "কিন্তু আপনার এই আদেশ আমি লঙ্ঘন করিব; প্রাণ থাকিতে রেডিমণি সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করিব না।"

এজরা সাহেব গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি! এত তেজ, এত দম্ভ? আমার অপমান? আমার আদেশ লঙ্ঘনে সাহস করিতেছ?"

বায়রামজি কুণ্ঠিত না হইয়া বলিলেন,"যদি আপনার মনে কষ্ট দিয়া থাকি, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; ধর্ম্মের দিক চাহিয়াই আমি এ বিষয়ে আপনার অবাধ্য হইতেছি।"

এজরা সাহেব বলিলেন, "ধর্ম্মের অনুরোধে তুমি পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ! এমন ধর্ম্মজ্ঞান তোমার কতদিন হইতে হইয়াছে?"

বায়রামজি বলিলেন, "যতদিন হইতে পিতা পুত্রের মনের স্বাধীনতা অন্যায় করিয়া হরণে উদ্যত হইয়াছেন।"

এজরা সাহেব দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, তাহা সবেগে উদ্যত করিলেন ; সেই মুষ্টি অনায়াসে বায়রামের মস্তক চূর্ণ করিতে পারিত, কিন্তু মস্তকের উপর সেই বদ্ধমুষ্টি উদ্যত দেখিয়াও তিনি সঙ্কুচিত বা পদমাত্র বিচলিত হইলেন না ; দুইহাত বুকে রাখিয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিলেন।

কিন্তু এজরা সাহেব বায়রামজির দেহ স্পর্শ করিলেন না; তিনি হাত টানিয়া লইয়া কম্পিত স্বরে বলিলেন, "তোমাকে প্রহার করিয়া আমি এজরা বংশের অপমান করিব না, কিন্তু তোমার অবাধ্যতার উপযুক্ত দণ্ড দান করিব।"—তাহার পর তিনি বায়রামের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন ; তাঁহাকে একটি কক্ষের মধ্যে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এই কক্ষে তুমি বন্দী, তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম, রেডিমণির কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হও।"

বায়রামজি বলিলেন, "আপনি সহস্র দিন সময় দিলেও আমার সংকল্প বিচলিত হইবার নহে।"

এজরা সাহেব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বাহির হইতে সশব্দে দ্বার বন্ধ করিলেন, এবং তাঁহার বহুদিনের পুরাতন বিশ্বস্ত সর্দার খানসামা ঈরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি এই কক্ষে বায়রামকে বন্দী করিলাম ; তুমি এই ঘরের জিম্মায় থাকিবে। বায়রাম পলাইবার চেষ্টা করিলে, তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবে ; যদি একাকী অসমর্থ হও, আমাকে ডাকিবে।"

ঈরাণী প্রভুর এই অদ্ভুত আদেশে, অত্যন্ত বিস্মিত হইল; কিন্তু সে প্রভুর চরিত্র জানিত, সে বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কোন প্রশ্নও করিল না; সবিনয়ে বলিল, "হুজুরের আদেশ পালন করিব।"

এজরা সাহেবের মনে ঝটিকা বহিতে লাগিল; তিনি বারান্দায় ঘুরিতে ঘুরিতে ভাবিতে লাগিলেন, "এত বয়স হইল, যুবকদের এখনও চিনিতে পারিলাম না! বায়রামের অভিপ্রায় কি? এ বিবাহে সে কেন এত আপত্তি করিতেছে? অনুমান হইতেছে, ভিতরে কোনও স্ত্রীলোক আছে। রমণীর প্রভাব ভিন্ন, সচ্চরিত্র সুশীল যুবক কখনও এ ভাবে বিগড়াইতে পারে না; যদি কোন যুবতীর সহিত ইহার প্রণয় না হইত, তাহা হইলে সে কখনই আমার প্রস্তাবে এ ভাবে আপত্তি করিতে পারিত না। কিন্তু সেই যুবতী কে? কিরূপে তাহার সন্ধান পাইব? বায়রামকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন ফল নাই। সে আমার নিকট এ কথা প্রকাশ করিবে না; অন্য কোন লোকের হস্তেও সন্ধানের ভার দেওয়া হইবে না।"

হঠাৎ বায়রামজির কুকুর 'টাইগার' বায়রামের সন্ধানে সেই স্থানে উপস্থিত হইল; এজরা সাহেব ভাবিলেন, এই কুকুরের সাহায্যেই তিনি সকল রহস্য ভেদ করিবেন।—সংকল্প স্থির করিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলেন।

এজরা সাহেব পরদিন অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃ-ভ্রমণে বাহির হইলেন, তিনি 'টাইগার'কে সঙ্গে লইলেন। 'টাইগার' যে পথে প্রতিদিন বায়রামজির সঙ্গে যাইত, সেই পথে চলিতে লাগিল; এজরা সাহেব তাহার অনুসরণ করিলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টাকাল বিভিন্ন পথে ঘুরিয়া অবশেষে 'টাইগার' পূর্ব্ব-বর্ণিত ইক্ষু ক্ষেত্রে আসিল; যে স্থানে বায়রামের গুলিতে আমিনা আহত হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া ছিল, 'টাইগার' সেইখানে গিয়া লাঙ্গুল আন্দোলিত করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

বুদ্ধিমান এজরা সাহেব বুঝিলেন, নদীতীরবর্ত্তী এই নিভৃত প্রান্তরে ইক্ষুক্ষেত্রের অন্তরালে, প্রেমিক যুগলের মিলন হইয়া থাকে। এজরা সাহেব ইক্ষুক্ষেত্রটি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া, সঙ্কীর্ণ পথ-সন্নিহিত একটি বৃক্ষমূলে শিলাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি গাঢ় চিন্তায় অভিভূত হইলেন। 'টাইগার' তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া অদূরবর্ত্তী বৃক্ষ শাখাস্থিত একটি কাঠবিড়ালীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, হঠাৎ সে উঠিয়া উৎফুল্ল ভাবে ডাকিতে লাগিল।

এজরা সাহেব চুরুট টানিতেছিলেন, টাইগারের ভাব দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "বুঝিয়াছি সে আসিতেছে; এখনই দেখিব, কে আমার চিরজীবনের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছে।"

এজরা সাহেবের অনুমান মিথ্যা হয় নাই; তিনি দেখিলেন, সেই পথের প্রান্ত হইতে সুবেশধারিণী সুন্দরী যুবতী গজেন্দ্রগমনে সেই দিকে আসিতেছে। তিনি একটি গাছের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অন্যের অদৃশ্যভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমিনা টাইগারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, 'টাইগার' লাঙ্গুল নাড়িয়া হর্ষ সূচক শব্দে তাহার অভিনন্দন করিল।

দুই মিনিট অতীত হইতে না হইতেই এজরা সাহেব বৃক্ষের অন্তরাল হইতে আমিনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধকে দেখিবা মাত্র

আমিনা ভীত ও স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইল; অতর্কিত পথিকের সম্মুখে বিষধর সর্প ফণা তুলিয়া দংশনোদ্যত হইলে তাহার মনের ভাব যেরূপ হয়, আমিনার মনের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ হইল। সে প্রথমে মনে করিল, পলাইয়া যাইবে; কিন্তু তাহার পা উঠিল না, সে নিশ্চল ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ এজরা সাহেবও আমিনাকে দেখিয়া অল্প বিস্মিত হন নাই; তিনি মনে করিয়াছিলেন, তিনি কোনও অজ্ঞাত কুলশীলা অশিক্ষিতা অসভ্যা দরিদ্রা পল্লীবালাকে দেখিবেন; কিন্তু তৎপরিবর্তে সুশিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া, সমাজে সুপরিচিতা সুন্দরী আমিনাকে দেখিয়া ক্রোধ ও বিস্ময় কোন্ ভাবটি তাঁহার মনে অধিক প্রবল হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবতীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আমাকে দেখিয়া বোধ হয় তুমি খুসী হইতে পার নাই?"

আমিনা কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "মহাশয়——"

এজরা সাহেব বলিলেন, "আর বলিতে হইবে কেন? আমি সকলই বুঝিতে পারিয়াছি। কোনও যুবকের সহিত সাক্ষাতে আসিয়া তাহার পরিবর্তে হঠাৎ তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কোন যুবতীরই মন প্রসন্ন হয় না। কিন্তু বায়রামজির কোনও অপরাধ নাই, তাহার সাধ্য হইলে, সে এখানে আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিত।"

আমিনা কেবল অসাধারণ বুদ্ধিমতি নহে, তাহার সাহসও অত্যন্ত অধিক; সে সম্পূর্ণ সংযত ভাবে বৃদ্ধকে বলিল, "মহাশয়, আপনার অনুমান মিথ্যা নহে, আমি বায়রামজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম; সাক্ষাৎ হইল না, অগত্যা আমি ফিরিয়া চলিলাম।"

এজরা সাহেব বলিলেন, "তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আমার ইচ্ছা, যাইবার পূর্ব্বে তুমি আমার নিকট দুই একটি হিতোপদেশ শুনিয়া যাও,—বায়রাম তোমার সঙ্গে আজ দেখা করিতে আসে নাই কেন, জান?"

আমিনা বলিল, "না, জানি না; বোধ হয় বিশেষ কোনও কারণে আসিতে পারেন নাই; আসিবার সুবিধা থাকিলে তিনি আসিতেন।"

এজরা সাহেব বলিলেন, "কাল হইতে আমি তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছি,—যদি সে পলায়নের চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমার আদেশ আছে, চাকরেরা তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবে। আমি আমার এক মাত্র পুত্র ও আমার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বায়রামকে এ ভাবে বন্দী করিয়াছি কেন, জান?"

আমিনা অবজ্ঞা ভরে বলিল, "পুত্রের প্রতি আপনার এরূপ সদয় ব্যবহারের কারণ আমি অনুমান করিতে পারি নাই।"

এজরা সাহেব বলিলেন, "তবে শোন, আমি শীঘ্রই বায়রামের বিবাহ দিব; তাহার জন্য আমি যে পাত্রীটি ঠিক করিয়াছি, সে প্রায় তোমারই সমবয়স্কা, সুশিক্ষিতা, ও প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী; রূপে ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় সে তোমার অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে।"

আমিনা মাথা তুলিয়া বলিল, "বোধ হয় তাহার জন্মও খুব উচ্চ বংশে!"

এজরা সাহেব আমিনার এ কথাটি বিদ্রূপ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন; মর্ম্মাহত হইয়া তিনি সক্রোধে বলিলেন, "খুব সম্ভ্রান্ত বংশে তাহার জন্ম নহে সত্য, কিন্তু যাহার পিতা অতি হীন অবস্থা হইতে বুদ্ধিবলে ও অধ্যবসায়ের সহায়তায় আজ প্রায় কোটীপতি, সে যে কোনও সম্ভ্রান্ত বংশীয়

বিত্তহীন অসার দাম্ভিকের কন্যা অপেক্ষা আদরের পাত্রী। এই যুবতীর পিতা,কন্যার বিবাহে পাঁচ লক্ষ টাকা যৌতুক দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; তদ্ভিন্ন এই যুবতী তাহার সমগ্র পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু বায়রাম এই বিবাহে সম্মত নহে, তাহার বেয়াদপির জন্য আমি তাহাকে বন্দী করিয়াছি।"

আমিনা বলিল, "এই বিবাহে যদি আপনার পুত্র সুখী হন, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই কর্ত্তব্য।"

বৃদ্ধ অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন,"বায়রামের সুখের জন্য আমি এ সম্বন্ধ করি নাই; তাহার শ্বশুরের বিপুল ঐশ্বর্য্য তাহার হস্তগত হইবে, এই আশাতেই আমি এই সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি। আমার পুত্রবধূ হইবার জন্য যে কোনও যুবতী চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু আমি আমার পুত্রকে বুঝাইয়া দিয়াছি, যদি কোন যুবতী তাহাকে প্রণয়ে বশীভূত করিবার চেষ্টা করে, তবে তাহা প্রকৃত প্রণয় নহে; তাহা প্রণয়ের অভিনয় মাত্র; এজন্য বংশের বিপুল সম্পত্তি হস্তগত করিবার অভিসন্ধিতেই এই প্রেমাভিনয়। আমি একালের অনেক শিক্ষিতা গর্ব্বিতা সম্ভ্রান্ত বংশীয়া উচ্চাভিলাষিণী যুবতীকে জানি, তাহারা অত্যন্ত অন্তঃসারশূন্য ও নিতান্ত ধর্ম্মজ্ঞান বর্জ্জিত; তাহারা কেবল রূপ ও যৌবন এই দুই অস্ত্রের সহায়-তায় চারিদিকে শিকারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং যদি কোনও কৌশলে কোন ধনবান ব্যক্তির নির্ব্বোধ পুত্রকে বশীভূত করিতে পারে, তাহা হইলে, লোকলজ্জা, কলঙ্ক ও অপমান অসঙ্কোচে মাথায় পাতিয়া লইয়া স্বকার্য্য উদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়।"

আমিনা নত মস্তকে সকল কথা শুনিল, তাহার পর ক্রোধ সংযত

করিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার যত কথা বলিবার আছে বলুন; অসহায়া যুবতীকে আয়ত্বে পাইয়া অসঙ্কোচে তাহার অপমান করুন, তাহার দারিদ্র্যের প্রতি উপহাস করুন, তাহাকে নানা ভাবে উৎপীড়িত করিবার চেষ্টা করুন; ইহা আপনার ন্যায় ভদ্র লোকের যোগ্য কাজ, এবং আপনার ন্যায় মহৎ বংশের পক্ষে বোধ হয় স্বাভাবিক।"

এজরা সাহেব বলিলেন, "আমি ত তোমাকে কোনও তিরস্কার করি নাই, তুমি কেন অপমান বোধ করিতেছ? যে যুবতীর কুপরামর্শে বায়রাম পিতৃদ্রোহী হইয়াছে, তাহাকে আমার তিরস্কার করিবার অধিকার আছে। আর আমি এমন অন্যায় কথাই বা কি বলিলাম? বায়রামকে যদি প্রলুব্ধ করা তোমারই কার্য্য হয়; তাহা হইলে আমি তোমাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি, সংসারে সুশ্রী ও ধনবান যুবকের অভাব নাই, আমার পুত্রের স্কন্ধ ত্যাগ করিয়া আর একজনকে বাছিয়া লও। যদি অতঃপরও শুনিতে পাই আমার পুত্রকে তুমি কুপথে লইয়া যাইতেছ, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে না; আমি তোমার সর্ব্বনাশে পশ্চাদ্‌পদ হইব না।"

আমিনা এতক্ষণ পর্য্যন্ত কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়াছিল, এবং অতি সাবধানে ও সংযত স্বরে বৃদ্ধের কথার উত্তর দিতেছিল; কিন্তু বৃদ্ধের শেষ কথা শুনিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; ক্ষোভে ও অপমানে ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল, উত্তেজিত স্বরে বলিল "মহাশয়, তবে আমার প্রতিজ্ঞাও শুনুন। আমার প্রতিজ্ঞা, যেমন করিয়া পারি, বায়রামজিকে বিবাহ করিব; বায়রাম ভিন্ন এ জীবনে আর কেহ আমার স্বামী হইবে না। আপনি আমাকে কি ভয় দেখাইতেছেন? আপনি

আপনার পুত্রকে সাবধান না করিয়া পথের লোকের উপর কেন তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে আসেন? আমি বুঝিয়াছি পুত্রকে আয়ত্ব করিতে না পারিয়া নিস্ফল ক্রোধে আপনি অধীর হইয়া উঠিয়াছেন; ভদ্রতা শিষ্টাচার কাণ্ডজ্ঞান সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, বায়রামজি অর্থ লোভে কখনও আত্মবিক্রয় করিবেন না, তিনি আপনার পুত্র হইলেও আপনার ন্যায় ইতর নহেন; আমি তাঁহাকে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিবার জন্য উপদেশ দিয়াছি, তিনি প্রাণপণে আমার সেই উপদেশ পালন করিবেন। আপনি আমার শেষ কথা শুনুন; যে অসহায়া দুর্ব্বলা বালিকাকে এই নির্জ্জন স্থানে একাকিনী পাইয়া পশুর ন্যায় অপমান করিলেন, জানিয়া রাখুন, সে একদিন আপনার পুত্রবধূ হইবে।"

আমিনা আর ক্ষণমাত্র সেখানে না দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল।

বৃদ্ধ এজরা সাহেব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত ভাবে সেইখানে দণ্ডায়মান রহিলেন; জীবনে তিনি আর কখনও এ ভাবে অবমানিত হন নাই। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া তিনি শান্ত হইলেন; তিনি মনে করিলেন, ভাগ্যে এ কথা আর কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই!

কিন্তু এজরা সাহেবের অনুমান সত্য নহে, এ সকল কথা আর একজনেরও কর্ণগোচর হইয়াছিল। ওস্তাদ একটি বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল; সে বুঝিতে পারিল, আমিনা যেরূপ বুদ্ধিমতী, তাহাতে তাহার সহায়তা করিলে সে এই বৃদ্ধের দর্প চূর্ণ করিতে পারিবে।

ওস্তাদের গুপ্তচর চারিদিকে ঘুরিত ; বায়রাম পিতৃগৃহে বন্দী হইয়াছেন, এ সংবাদ পূর্ব্বরাত্রেই তাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। আমিনার নিকট এই সংবাদ পাঠাইবার জন্য সে অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেও সংবাদ পাঠাইবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই ; সে বুঝিয়াছিল, প্রভাতে প্রণয়ীযুগলের মিলন স্থলে আমিনা নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে ; সুতরাং পূর্ব্বাহ্নেই আমিনাকে সাবধান করিবার জন্য সে ইক্ষু ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধ তাহার গমনের পূর্ব্বেই সেখানে গিয়াছিলেন , তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায়, সে বৃক্ষান্তরালে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

আমিনা প্রস্থান করিলে, এজরা সাহেব তাঁহার অট্টালিকায় ফিরিয়া আসিলেন।

এজরা সাহেব গৃহে প্রত্যাগমন করিবামাত্র একজন ভৃত্য তাঁহাকে জানাইল, বায়রামজিকে কক্ষমধ্যে বন্দী করিয়া রাখা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে ; তিনি বাহিরে আসিবার চেষ্টা করায় ঈরাণী অন্যান্য ভৃত্যের সাহায্যে তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিতে যায়, কিন্তু তিনি পদাঘাতে তাহাদের সকলকেই জখম করিয়াছেন।

এজরা সাহেব পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলেন, তিনি তাঁহাকে যে কক্ষে বন্দী করিয়াছিলেন সেই কক্ষের জিনিস পত্র সমস্তই চূর্ণ হইয়াছে, অনেক জিনিস বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ; এবং বায়রামজি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন।

এজরা সাহেব ভৃত্যদের বিদায় দিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন,"বায়রাম, শোন।"

বায়রামজি ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বার-সন্নিকটে পিতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এজরা সাহেব কর্কশস্বরে বলিলেন, "শুনিলাম তুমি জোর করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছ ; এরূপ অবাধ্যতার কারণ কি ? সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়া কি ঠিক করিলে ?"

বায়রামজি বলিলেন, "আমি একবার বাহিরে যাইব।"

এজরা সাহেব বলিলেন,"তুমি বাহিরে যাইতে পাইবে না ; তোমার ব্যবহার দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিতেছি, কোনও চতুরা স্ত্রীলোক তোমাকে গছিয়া বসিয়াছে। বোধ হয় তাহারই কুপরামর্শে তোমার পিতার আদেশ অগ্রাহ্য করিতেছ। এই স্ত্রীলোকটি কে, আমি তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম। তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে।"

বায়রামজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আশা করি আপনি তাহাকে কোনও কঠোর কথা বলেন নাই।"

এজরা সাহেব বলিলেন, "হাঁ নিশ্চয়ই বলিয়াছি ; সেই ধর্ম্মজ্ঞান বিরহিতা উচ্চাভিলাষিণী চতুরা যুবতীকে আমি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছি যদি সে তোমার স্কন্ধ ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহার মঙ্গল হইবে না। এই যুবতী তোমাকে ভাল বাসে না, সে তোমার পৈতৃক অর্থকে ভাল বাসে। যদি তুমি দরিদ্রের সন্তান হইতে; তাহা হইলে সে তোমার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না ; সে সাবধান না হইলে তাহার অদৃষ্টে বিস্তর লাঞ্ছনা আছে।"

বায়রামজি সক্রোধে বলিলেন, "এমন কথা আপনি তাহাকে বলিয়া আসিয়াছেন ? কিন্তু আমিও আপনাকে বলিতেছি ভবিষ্যতে আপনি

তাহাকে কোন রূপে অবমানিত করিবেন না ; যদি আপনি সাবধান না হন, তাহা হইলে আপনি যে আমার পিতা—এ কথা বিস্মৃত হইব।"

এবার এঞ্জরা সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল ; তিনি সরোষে বলিলেন, "কি ! তোর এত বড় সাহস ? আমাকে ভয়প্রদর্শন করিস্ ?"—অদূরে একগাছি স্থূল বেত পড়িয়াছিল, এঞ্জরা সাহেব ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া সেই বেতগাছি তুলিয়া লইলেন, এবং তদ্দ্বারা পুত্রের ললাটে সবেগে এমন আঘাত করিলেন যে, বায়রামজির ললাট কাটিয়া রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল, তাঁহার পরিচ্ছদ ভিজিয়া গেল !

বায়রামজি ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় এক লম্ফে পিতাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় দ্বারের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল ; তিনি দেখিলেন, দ্বার উন্মুক্ত, এবং তাঁহার গতিরোধের জন্য কেহই সেখানে নাই ! তিনি সেই মুক্ত দ্বার-পথে সবেগে বাহিরে আসিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই অদৃশ্য হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

——:০:——

পিতৃদ্রোহী

সেইদিন মধ্যাহ্ন কালে আমিনা ওস্তাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত কাতর ভাবে তাহাকে বলিল, "ওস্তাদ, আমি তোমার নিকট পরামর্শের জন্য আসিয়াছি, তোমার সঙ্গে অনেক গুরুতর কথা আছে; প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে—"

ওস্তাদ বাধা দিয়া বলিল, "আমি সকলই জানি, আপনি যাহা বলিবেন তাহার কোন কথাই আমার নিকটে নূতন নহে। বায়রামজি তাঁহার পিতার হস্তে বন্দী হইয়াছেন, ইহাও আমি শুনিয়াছি; এবং ইক্ষুক্ষেত্রে তাঁহার পিতার সহিত আপনার যে সকল কথা হইয়াছে, কোন লোকের মুখে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তাহাও জানিতে পারিয়াছি।"

আমিনা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সকল কথা কাহার নিকট শুনিয়াছ?"

ওস্তাদ বলিল, "যে ইক্ষুক্ষেত্রে এই সকল কথা হইয়াছিল, সেই ক্ষেত্রের একজন প্রহরীর মুখে আমি এ কথা শুনিয়াছি; সেই প্রহরী একা আপনাদের কথা শুনে নাই, তাহার তিনজন সঙ্গীও এ কথা শুনিয়াছে; সুতরাং আমার আশঙ্কা হইতেছে, এ সকল কথা শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।"

আমিনা ভীত ভাবে বলিল,"তাহা হইলে দেখিতেছি কলঙ্কে আমার মুখ দেখাইবার পথ থাকিবে না ! কিন্তু সহজে আমি আশা ত্যাগ করিব না ; আমি এখনও হতাশ হই নাই, আমার কার্য্যসিদ্ধির জন্য তোমার পরামর্শের আবশ্যক ; সকলই ত শুনিয়াছ, বল, এখন আমি কি করিব। স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাকে অসাধ্য সাধন করিতে হইবে, তাহা আমি জানি ; কিন্তু সে জন্য আমি পশ্চাৎপদ নহি। বৃদ্ধ খরসেটজি এজরা আমার বড় অপমান করিয়াছে, আমি এ অপমানের প্রতিশোধ দিতে চাই ; এ বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করিবে না ?"

ওস্তাদ বলিল, "এজরা সাহেব বড় ভয়ানক লোক, তাহাকে আমার বড় ভয় ; পৃথিবীতে তাহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। একবার আমি তাহার হাতে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি ; তাহার বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার আমি দণ্ডায়মান হইয়াছি, ইহা কোন রূপে বুড়া জানিতে পারিলে আর আমার রক্ষা নাই।"

আমিনা ঘৃণা ভরে বলিল, "তুমি ত বেশ লোক ! বৃদ্ধ এজরাকে যদি তোমার এত ভয়, তাঁহা হইলে তুমি কেন আমাকে এ ভাবে উৎসাহিত করিয়াছ ? তুমি এখন সরিয়া দাড়াইতে পার, কিন্তু আমার আর ফিরিবার উপায় নাই ; আমি বায়রামের প্রেমাকাঙ্খিণী, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানিতে পারিয়াছে ; এখন তাঁহাকে বিবাহ করা ভিন্ন, আমার কলঙ্ক রোধের উপায় নাই। তুমি আমাকে সাহায্য করিতে না পার, অন্য উপায়ে আমার সংকল্প সিদ্ধ করিতে হইবে।"

ওস্তাদ জিজ্ঞাসা করিল,"আপনি আপাততঃ কি করিতে চান ?"

আমিনা বলিল,"বৃদ্ধ আমার যে অপমান করিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহার

উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিব ; এ চেষ্টায় প্রাণ যায়, তাহাতেও আপত্তি নাই।"

ওস্তাদ বলিল, "বৃদ্ধ এজরা আমার সর্ব্বপ্রধান শত্রু, তাহার সর্ব্বনাশে আমার যত আনন্দ, আর কাহারও সেরূপ আনন্দ হইবার সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু তাহার শত্রু সংখ্যা অনেক, তাহাদের একজন এক দিন রাত্রে গুপ্তভাবে তাহাকে গুলি করিয়াছিল, কিন্তু বৃদ্ধের জীবন যেন কোন যাদুমন্ত্রে সুরক্ষিত ; অব্যর্থ লক্ষ্য ব্যর্থ হইল, বন্দুকের গুলি বৃদ্ধের কেশ স্পর্শ করিতেও পারিল না। বৃদ্ধ অনেক কাল বাঁচিয়া থাকিবে, সহজে তাহার মৃত্যু নাই, সে বিস্তর সমারোহ করিয়া মরিবে।"—ওস্তাদ সহসা উঠিয়া নীল বর্ণের একটি ছোট শিশি আলমারির ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনিল ; এই শিশির মধ্যে একপ্রকার শুভ্র গুঁড়া ছিল। ওস্তাদ এই শিশিটি আমিনার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "এই শিশিতে যে সামগ্রী দেখিতেছেন, ইহার ন্যায় তীব্র বিষ পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে ; এই বিষ যদি কিছু পরিমাণে কোন রূপে বৃদ্ধের গলাধঃকরণ হয়, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার ইহলীলার অবসান হইবে। এমন কি কোন রূপ যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিবারও অবসর হইবে না ; বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইতে যত সময় লাগে, ইহাতে তাহা অপেক্ষাও অল্প সময়ে কাজ হইবে।"

ওস্তাদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমিনার মুখের দিকে চাহিল দেখিল, তাহার ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার চক্ষে অস্বাভাবিক দীপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। আমিনা অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা এমন তীব্র বিষ ?"

ওস্তাদ বলিল,"ইহার শক্তি অমোঘ ; ইহার আর একটি গুণ এই যে, ইহাতে মৃত্যু হইলে, দেহে বিষ-ক্রিয়ার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং শর্ষপ পরিমাণ বিষে হাতীর ন্যায় প্রকাণ্ড জানোয়ারেরও প্রাণ নষ্ট করা যায় ; ইহার একটি কণা পানীয় জলে বা সরবতে মিশাইয়া দিলে, আর রক্ষা নাই ! তাহাতে পানীয় দ্রব্যের স্বাদ বিকৃত হইবারও আশঙ্কা নাই ; ইহা বর্ণ ও গন্ধহীন।"

আমিনা বলিল, "সেই পিতাবশিষ্ট পানীয় দ্রব্য রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা কি বিষের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায় না ?"

ওস্তাদ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক পণ্ডিতও তাহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবে না, ইহাই এ চূর্ণের বিশেষত্ব। বিষ প্রয়োগে মৃত্যুর কোনও লক্ষণই প্রকাশিত হইবে না। মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বোধ হইবে, যেন সর্দ্দিগর্ম্মিতে মৃত্যু হইয়াছে ! এই বিষ পৃথিবীতে অত্যন্ত দুর্লভ, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী ও নিউইয়র্কের কোন কোন রসায়নাগারে ইহা দুই পাঁচ গ্রেণ মাত্র পাওয়া যাইতে পারে, ভারতে ইহার অস্তিত্ব কেহ অবগত নহে।"

আমিনা জিজ্ঞাসা করিল, "এ বিষ তুমি কোথায় পাইলে ?"

ওস্তাদ বলিল, "বহুদিন পূর্ব্বে কলম্বোতে একজন মার্কিন রাসায়নিক পণ্ডিতের আমি বিশেষ কোন উপকার করায়, তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই শিশিটা আমাকে উপহার দিয়াছিলেন ; সে আজ প্রায় পনের বৎসরের কথা। তারপর সেই সাহেবটীর মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং এ বিষ কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা কেহ জানিতে পারিবে না।"

আমিনা জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু এত দিনের পুরাতন বিষ, ইহার উগ্রতা যে সমভাবে আছে, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে ?"

ওস্তাদ বলিল, "প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ; ইহার একটিমাত্র দানা একসের দুধে মিশাইয়া সেই দুধ একটা প্রকাণ্ডকায় কুকুরকে খাইতে দিয়াছিলাম ; কুকুরটি দুগ্ধে দুই তিন বার মাত্র জিহ্বা স্পর্শ করিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীতে পড়িয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত্যু হইল।"

আমিনার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, সে যেন তাহার বক্ষের স্পন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইল, ভীত ভাবে বলিল, "কি ভয়ানক !"

আমিনার ভাব দেখিয়া ওস্তাদ মৃদু হাসিয়া বলিল,"আপনি এত ভয় পাইতেছেন কেন? এই বিষ প্রয়োগে আমি যে কুকুরটিকে বধ করিয়াছি, সেটা ক্ষেপিয়াছিল, কোন সুযোগে সে যদি আমাকে কামড়াইতে পারিত, তাহা হইলে ভীষণ জলাতঙ্ক রোগে নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হইত ; আত্মরক্ষার জন্য আমি তাহাকে বধ করিয়াছি। আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে ; দুর্দ্দান্ত পরপীড়ক ব্যক্তি ক্ষিপ্ত কুকুর অপেক্ষাও ভয়ানক, সে শয়তান বলিলেও চলে ; আত্মরক্ষার জন্য যেমন করিয়া পারি, তাহার সর্ব্বনাশ করিব।—"

ওস্তাদের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, দ্বার প্রান্তে কাহার পদশব্দ হইল ; আমিনা বলিল, "বোধ হয় বায়রামজি আসিতেছেন।"

ওস্তাদ বলিল, "অসম্ভব, বায়রামজি তাঁহার পিতৃ কারাগারে বন্দী। বৃদ্ধ এজরা সাহেব আসিতেছেন না ত ?"

আমিনা বলিল, 'না, এ পদশব্দ আমি চিনি, নিশ্চয়ই বায়রামজি

আসিতেছেন।”—আমিনা তাড়াতাড়ি সেই বিষের শিশিটা তুলিয়া লইয়া তাহার ফ্রকের পকেটে পুরিল।

দ্বারে করাঘাত হইবা মাত্র, ওস্তাদ দ্বার খুলিয়া দিল; বায়রামের মূর্ত্তি দেখিয়া ওস্তাদ সভয়ে সরিয়া গেল। আমিনা ভয়ে ও বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করিল।

বায়রামজি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “আমার ললাটে রক্তচিহ্ন দেখিয়া, আমার পাগলের মত মূর্ত্তি দেখিয়া তোমরা বিস্মিত হইয়াছ; ইহা আমার পিতার অপত্য স্নেহের নিদর্শন! বেত্রাঘাতে তিনি আমাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছেন।”

আমিনা ওস্তাদকে বলিল, “ওস্তাদ, আমাকে এক লোটা জল, ও খানিক ন্যাকড়া দাও; ক্ষত স্থানটি ধুইয়া আমি একটি পটি বাঁধিয়া দিই; আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে।”

বায়রামজি বলিলেন, “থাক্, আমার এই সামান্য ক্ষত দেখিয়া তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না, এজন্য আমি কাতর হই নাই; কিন্তু আমি পলাইয়া না আসিলে, বাবা হয়ত আমাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।”

আমিনা জিজ্ঞাসা করিল,“হঠাৎ তাঁহার এরূপ ক্রোধের কারণ কি?”

বায়রামজি বলিলেন,“আজ প্রভাতে তিনি তোমার অপমান করিয়াছিলেন, এবং সেই কথা গর্ব্ব করিয়া আমার নিকট বলিতেছিলেন; তাঁহার কথা আমার অসহ্য হওয়ায় আমি তাঁহাকে দুই একটি কঠিন কথা বলিয়া ছিলাম, তাহার ফল—এই বেত্রাঘাত। বহু কষ্টে আমি আত্মসংবরণে সমর্থ হইয়াছি, কেবল তোমার মুখের দিকে চাহিয়াই সকল

অপমান সহ্য করিয়াছি ; সংকল্প করিয়াছি, জীবনে তাঁহার গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিব না। তাঁহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিতে আর আমার ইচ্ছা নাই ; যেমন করিয়া পারি আমি এই অত্যাচারের প্রতিফল দিব।"

বায়রামজির কথা শুনিয়া ওস্তাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল ; কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া, ধীরে ধীরে বলিল,"আপনি বিপদে এত অধীর হইবেন না ; আপনার সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়া কঠিন নহে,আপনার হস্তে আপনার পিতা উপযুক্ত প্রতিফল লাভ করিবেন।"

বায়রামজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কি পরামর্শ দাও?"

ওস্তাদ বলিল, "আমি এখন আপনাকে অতি সৎ পরামর্শ দিব। আশা করি তাহার সাহায্যে আপনি আপনার পিতার অধীনতা পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন। আপনার পিতা আপনাকে অবৈধ ভাবে কারারুদ্ধ করিাছেন, গুরুতর প্রহার করিয়াছেন ; আপনি যে পিতার হস্তে যৎপরোনাস্তি নিগৃহীত হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণের অভাব হইবে না। আপনি অনায়াসেই আপনার পিতার বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা উপস্থিত করিতে পারেন।"

বায়রামজি বলিলেন, "না, আমি তোমার এ পরামর্শানুসারে কোন কাজ করিব না ; এ পিতা পুত্রে বিরোধ, ঘরের কথা প্রকাশ্য আদালতে তুলিয়া আমি এজরা বংশের অপমান করিব না।"

ওস্তাদ কুণ্ঠিত ভাবে বলিল "আপনাকে পরামর্শ দিই আমার এত সাহস নাই,তবে আপনি আমার সাহায্য চাহিয়াছেন,সুতরাং আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য না করিলে আমার অধর্ম্ম হইবে।"

বায়রামজি বলিলেন, "তোমার পরামর্শ অত্যন্ত অসার, তদনুসারে আমার চলিবার ইচ্ছা নাই ; তবে একটা বিষয়ে তুমি আমার সাহায্য করিতে পার। কালই আমি বিশ হাজার টাকা চাই।"

ওস্তাদ বলিল, "টাকার জন্য চিন্তা কি ? কাল আপনি যখন ইচ্ছা টাকা পাইবেন, কিন্তু ত্রিশ হাজার টাকার হাণ্ডনোট না দিলে যে, আপনার জন্য বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

বায়রামজি তাহাতেই সম্মত হইলেন। তাহার পর আমিনাকে বলিলেন, "আমি কিছুদিনের জন্য এখান হইতে অদৃশ্য হইব, সেই জন্যই টাকার আবশ্যক। আমিনা তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে, দূর দেশে গিয়া আমরা গোপনে বিবাহ করিব ; তাহার পর বাবা কি করেন, দেখা যাইবে।

আমিনা ভীত ভাবে বলিল, "বায়রাম, তুমি আমাকে এরূপ অসঙ্গত অনুরোধ করিও না ; আমি তোমার সঙ্গে কুলত্যাগিনী হইতে পারিব না।"

বায়রামজি বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "আমিনা, বুঝিয়াছি তুমি আমাকে ভালবাস না, ভালবাসিলে তুমি আমার প্রস্তাবে অসম্মত হইতে পারিতে না।"

আমিনা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,"তুমি কি বুঝিবে বায়রাম ? পরমেশ্বর জানেন, আমি তোমাকে কত ভালবাসি।"

বায়রামজি বলিলেন,"তাহা হইলে যে পথ অবলম্বন করিলে আমরা নিরাপদ ও সুখী হইতে পারি, তাহাতে তোমার এত আপত্তি কেন ?"

আমিনা কাতর ভাবে বলিল, "বায়রাম, প্রিয়তম, আমাকে ক্ষমা কর।"

বায়রামজি বলিলেন, "আমি বুঝিতেছি কলঙ্ক ভয়ে তুমি আমার প্রস্তাবে অসম্মত; কিন্তু যে প্রকৃত প্রেমিকা, কলঙ্ক ভয়ে সে কাতর হয় না; নিন্দুকের জিহ্বা আমাদের বিরুদ্ধে লক্ষ অপযশ ঘোষণা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি?"

আমিনা ধীরে ধীরে বলিল, "বায়রাম তুমি আমাকে ভুল বুঝিতেছ, যদি কলঙ্ক-ভয়েই কাতর হইতাম, তাহা হইলে কি যেখানে সেখানে যখন তখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস করিতাম? আজ দিবা দ্বিপ্রহরে, এইরূপ একজন সামান্য লোকের ক্ষুদ্র কুটীরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতাম? তুমি কি জান না, কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়াই আমি তোমার প্রেমে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি? বহুস্থানে তুমি আমার দুর্নাম শুনিতে পাইবে; আমার মত যুবতী কুমারী—সতীত্বই যাহার জীবনের একমাত্র সম্বল, এবং সুনাম ভবিষ্যৎ সুখের একমাত্র সোপান, সে কোন্ আশায় অনায়াসে নিজের সুনামে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে দিয়াছে? ইহার পরও তুমি আমার ভালবাসায় সন্দেহ কর! ইহা আমার দুর্ভাগ্য।"

উভয়ের যখন এই সকল কথা বার্ত্তা চলিতেছিল, সেই সময় ওস্তাদ কি একটা উপলক্ষে বাহিরে গেল।

বায়রামজি বলিলেন, "তোমার নামে কে কলঙ্ক রটাইতে সাহস করে?"

আমিনা বলিল, "সকলেই করে, না করিবে কেন? কাল সকালেই

শুনিতে পাইবে চারিদিকে কলঙ্কের ঢাক সজোরে বাজিয়া উঠিয়াছে। আজ তোমার পিতা যখন আমার অপমান করেন, সেই সময় ইক্ষুক্ষেত্রের চারিজন কৃষক গোপনে থাকিয়া তাঁহার সকল কথাই শুনিয়াছে; তাহারা নগরে উপস্থিত হইয়া এ সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিবে।"

বায়রামজি সক্রোধে বলিল, "আমার বাবার বুদ্ধিলোপ না হইলে তিনি এ ভাবে তোমার অপমান করিতেন না; তোমার অপমান করিয়া তিনি নিজেরই অপমান করিয়াছেন। তিনি কি মনে করেন, তোমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়া রেডিমণির কন্যাকে বিবাহে আমাকে সম্মত করিতে পারিবেন?"

আমিনা সবিস্ময়ে বলিল, "রেডিমণির কন্যা! এলিজার সহিত তোমার বাবা তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন? রেডিমণি ভয়ঙ্কর বড় লোক; তোমার দাম কয় লক্ষ টাকা স্থির হইয়াছে?"

বায়রামজি বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "সে সকল কথার আবশ্যক নাই; কিন্তু আমি তোমার বিচিত্র ব্যবহারের অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না, সুখ ও স্বাধীনতা এই দুইটী সামগ্রী মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা লোভের বস্তু; কিন্তু দেখিতেছি, তুমি তাহা চাও না; তোমার উদ্দেশ্য কি, তুমি কি চাও?"

আমিনা বলিল, "কি চাই তবে শোন; আমি তোমার সঙ্গে অনায়াসে কুলত্যাগ করিতে পারিতাম, তুমি আমাকে সুখী করিতে পার তাহাও জানি; কিন্তু তুমি জান, কোন্ উন্নত বংশে আমার জন্ম? কোন্ সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলগৌরব আমার কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে?

তোমার সহিত কুলত্যাগে আমার সুখ হইতে পারে, কিন্তু আমার বংশের কলঙ্ক কিরূপে দূর হইবে ? সেই জন্য আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। আমি কি তোমার পত্নী হইবার যোগ্য নহি ? আমাকে পুত্রবধূ করিলে তোমার পিতা কি সমাজে অপদস্থ হইতেন ? তবে একথা সত্য বটে যে, তোমাকে ক্রয় করিবার উপযুক্ত অর্থ আমার পিতার ধনভাণ্ডারে নাই, আর থাকিলেও তিনি তাঁহার পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া আমার জন্য তাহা ব্যয় করিবেন না। না, প্রেমের অনুরোধে আমি আমার বংশের অপমান করিতে পারিব না, আমি তোমার সঙ্গে কুলত্যাগ করিলে সমাজ আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে ; সকলে যাহাকে ঘৃণা করিবে, তুমিও দীর্ঘকাল তাহাকে ভালবাসিতে পারিবে না।"

বায়রামজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে তুমি কি করিবে আমিনা ?"

আমিনা অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিল, "আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারপূর্ণ ; আমার কলঙ্কের কথা বোধ হয় আমার পিতামাতার কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাকে আর ঘরের বাহির হইতে দিবেন না। নীরবে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু তোমার অদর্শন যাতনা কিরূপে সহ্য করিব তাহাই ভাবিয়া কষ্ট হইতেছে। যত-দিন পারি নির্ব্বাক ভাবে সহ্য করিব, তাহার পর যখন অসহ্য হইবে, এই দেখ তাহারও উপায় করিয়া রাখিয়াছি।"—আমিনা তাহার পকেট হইতে ওস্তাদ-প্রদত্ত বিষের শিশিটি বাহির করিয়া বায়রামজিকে দেখাইল।

বায়রামজি আমিনার ভীষণ সঙ্কল্পে শিহরিয়া উঠিলেন ; তিনি

শিশিটি কাড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইলেন না; অবশেষে তাহা তিনি হস্তগত করিলেন।

আমিনা বায়রামজির হাত হইতে তাহা পুনঃ-গ্রহণের চেষ্টা না করিয়া বলিল, "উহা বিষ নহে, অমৃত; আমার মত দুঃখ যন্ত্রণাহত কলঙ্ক-লাঞ্ছিত জীবনের পক্ষে সঞ্জীবনী সুধা। কেন তুমি আমাকে আমার এই শেষ সম্বল হইতে বঞ্চিত করিলে? উহার একটী মাত্র দানা এক গ্লাস জলে বা সরবতে মিশাইয়া পান করিবামাত্র আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হইত, কেহ জানিতেও পারিত না, কিরূপে আমার মৃত্যু হইল; দেহে বিষের কোনও ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে না। জীবনে অনেক সুখের আশা করিয়াছিলাম; রূপ, যৌবন, বংশগৌরব, বিধাতা সকলই আমাকে দিয়াছিলেন; কিন্তু কে জানিত জীবনের এত আশা অকালে শুকাইয়া যাইবে? এ ব্যর্থ জীবনকুসুম মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই ঝরিয়া পড়িবে? বৃদ্ধ এজরা সাহেব আমার অপমান করিলেন, নির্দ্দয় হইয়া আমার সকল সুখ হরণ করিলেন, সমাজে আমার কলঙ্ক প্রচারের পথ মুক্ত করিলেন; আর তুমি তাহার উপযুক্ত পুত্র, অবশেষে তুমি আমার প্রাণবধ করিলে! তোমাকে আর কি বলিব, তোমার মঙ্গল হউক।"

বায়রামজি আবেগ ভরে বলিলেন, "না না, তোমাকে ফেলিয়া আমি কোথাও যাইব না, তুমি আত্মহত্যা করিও না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি এজরা বংশের কুললক্ষ্মী হইবে, তোমাকে বিবাহ করিয়া আমি ধন্য হইব। যে বিষ তুমি আত্মহত্যার জন্য তুলিয়া রাখিয়া-

ছিলে, ইহা দ্বারা তোমার অপমানকারীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, ইহার সাহায্যে আমি সকল অশান্তির শেষ করিব।"

বায়রামজি উঠিয়া উত্তেজিত ভাবে ওস্তাদের গৃহ ত্যাগ করিলেন, আমিনা তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, বা দিল না।

বায়রামজি প্রস্থান করিলে, আমিনা চক্ষু মুছিল, এবং অভিনয় শেষে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই কক্ষের বাহিরে আসিল ; কক্ষদ্বারে ওস্তাদকে দেখিয়া সে মৃদু হাস্যে বলিল, "ওস্তাদ, আজ রাত্রেই সকল অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিব ; বৃদ্ধ এজরা কাহার অপমান করিয়াছে, তাহা সে জানে না ; কিন্তু প্রতিফল পাইতে বিলম্ব হইবে না। আজ রাত্রে বায়রাম যদি অধিক পরিমাণে বিচলিত হইয়া না পড়ে, তাহা হইলে প্রভাতেই বৃদ্ধের মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পাইবে।"

ওস্তাদ সহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সুসংবাদ সন্দেহ কি ?"

আমিনা প্রস্থান করিল।

বায়রামজি ওস্তাদের বাড়ী হইতে গৃহে ফিরিয়া, তাঁহার পিতার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; বৃদ্ধ এজরা সাহেব তখন সেখানে ছিলেন না, তাঁহার শয্যার অদূরে টেবিলের উপর একটি জলের কুঁজা থাকিত, রাত্রে জলপানের আবশ্যক হইলে, এই কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া তিনি তাহা পান করিতেন।

বায়রামজি এদিক ওদিক চাহিয়া, টেবিলের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং পকেট হইতে বিষের শিশিটা বাহির করিয়া বিন্দু পরিমাণ গুঁড়া সেই কুঁজার জলে ঢালিয়া দিলেন ; তারপর সেই কক্ষের এক কোণে একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া রহিলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বৃদ্ধ এজরা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, হঠাৎ পুত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

এজরা সাহেব স্নেহার্দ্র স্বরে পুত্রকে বলিলেন, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে? আমি তোমাকে খুঁজিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছি। বৎস, আজ সকালে তোমার প্রতি আমি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, সেজন্য আমি বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছি।"

বায়রামজি কোন উত্তর দিলেন না, পিতার অনুতাপ তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল না।

এজরা সাহেব আবার বলিলেন, "আমি পিতা তুমি পুত্র, তোমার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ক্রোধের তাড়নায় আমি তোমাকে বেত্রাঘাত করিয়াছি, এজন্য আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করিতে পার; পিতা পুত্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পুত্রের সকল ক্রোধ দূর হওয়া উচিত।"

এ কথাতেও বায়রামজি কোন উত্তর দিলেন না: এজরা সাহেব বুঝিলেন, পুত্রের অভিমান সহজে ভঙ্গ হইবে না, তিনি মিষ্ট কথায় তাহাকে হিতোপদেশ প্রদানের ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু দীর্ঘ পথ ভ্রমণে বৃদ্ধ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তিনি এক গ্ল্যাস জল পানের জন্য টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং গ্ল্যাসে জল ঢালিয়া তাহা হাতে করিয়া তুলিলেন। ইহা দেখিয়া বায়রামজির মাথার মধ্যে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল; তাঁহার পদতল হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিল; কিন্তু তখনও বায়রামজি নির্ব্বাকভাবে বসিয়া রহিলেন।

এজরা সাহেব জলের গ্ল্যাসটি মুখে তুলিতে তুলিতে ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "পুত্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াও যে পিতা ক্ষমা না পায়, সে কি হতভাগ্য !"—মুহূর্ত্ত মধ্যে জলের গ্ল্যাস এজরা সাহেবের ওষ্ঠ স্পর্শ করিল।

বায়রামজি বুঝিলেন, আর মুহূর্ত্ত মাত্র পিতার পরমায়ু বর্ত্তমান ; মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, বিন্দুমাত্র জলপান করিলে, পৃথিবীর সকল চিকিৎসা বৃথা হইবে। পিতার শেষ কথা তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল, গ্ল্যাস বৃদ্ধের ওষ্ঠ স্পর্শ করিবামাত্র, বায়রামজি বিকৃত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "রাখুন, রাখুন, ও জল খাইবেন না।"

এজরা সাহেব পুত্রের কথায় গ্ল্যাসটি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিলেন, তাঁহার হৃদয় সন্দেহে পূর্ণ হইল ; তিনি পুত্রকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আর তাঁহার কথা বাহির হইল না, কণ্ঠনালী হইতে অস্ফুট ঘড় ঘড় শব্দ বাহির হইল মাত্র, জিহ্বা ও তালু শুষ্ক হইল, দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইল ; তাহার পর এক মুহূর্ত্তে তাঁহার বক্ষের স্পন্দন থামিয়া গেল, তিনি তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে নিপতিত হইলেন, পড়িবার সময় টেবিলের একটি কোণে তাঁহার মস্তকে আঘাত লাগিল।

বায়রামজি এক লম্ফে দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র এস, আমি পিতৃহত্যা করিয়াছি !"

নবম পরিচ্ছেদ

বিধিলিপি

রেডিমণি সাহেব বোম্বাই অঞ্চলের পারসী ধনকুবেরগণের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি হইলেও, তিনি অজ্ঞাত কুলশীল দরিদ্রের সন্তান, এক-পুরুষে বড়লোক ; সুতরাং বংশ মর্য্যাদায় তিনি হীন ছিলেন, এবং তাঁহার এই হীনতা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন ; আভিজাত্যে ও বংশগৌরবে এজরা সাহেব পারসী সমাজস্থ সকলেরই সম্মানভাজন ছিলেন ; সুতরাং রেডিমণি বুঝিলেন, এজরা সাহেবের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে পারিলে, ভবিষ্যতে তিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন। এই অভিপ্রায়েই তিনি কন্যার বিবাহে পাঁচ লক্ষ টাকা যৌতুক প্রদানে সম্মত হইয়াছিলেন।

কিন্তু রেডিমণির কন্যা এলিজা, মারোয়ানজি সাপুরজির প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিল। পিতা অন্য পাত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন শুনিয়া এলিজা অত্যন্ত বিচলিত হইল ; এলিজা বিবাহে আপত্তি করিয়া বসিল।

রেডিমণি জানিতেন, তাঁহার কন্যা, সাপুরজির অনুরাগিণী ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে প্রগাঢ় প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই ; তিনি মনে করিলেন, বায়রামজির সহিত বিবাহ

দিলেই সকল গোলমাল মিটিয়া যাইবে।—তিনি কন্যার আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। এজরা সাহেবের সহিত কয়েক দিন তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে চলিলেন; পথিমধ্যে 'ওস্তাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

রেডিমণি সহাস্যে বলিলেন, "ওস্তাদ যে! সব খবর ভাল ত?"

ওস্তাদ রেডিমণিকে নমস্কার করিয়া বলিল, "ভাল আর কেমন করিয়া বলি? শুনিতেছি কাল রাত্রি হইতে এজরা সাহেব অত্যন্ত পীড়িত।"

রেডিমণির মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি? এই যে পরশু দিন তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, পীড়ার কোনও লক্ষণ ত দেখি নাই।"

ওস্তাদ গম্ভীর হইয়া বলিল, "এক ঘণ্টার কথা কেহ বলিতে পারে না, তিন দিন ত দূরের কথা। দেখিতেছি যম বেটার চক্ষুলজ্জা নাই, এজরা সাহেবের পাকা হাড়ের দিকেও তাহার নজর পড়িয়াছে! পীড়া সাংঘাতিক, এ যাত্রা রক্ষা পান কি না সন্দেহ।"

রেডিমণি বলিলেন, "কি পীড়া তাহা শুনিয়াছ?"

ওস্তাদ বলিল, "বড়লোকের ঘরের সংবাদ ঠিক পাওয়া যায় না; কিন্তু আপনি এত বিস্মিত হইতেছেন কেন? পৃথিবীর নিয়মই এইরূপ; জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি এক সঙ্গে বাস করিতেছে, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকে না।"

রেডিমণির কর্ণে একথা প্রবেশ করিল না, তিনি ঝড়ের ন্যায় বেগে এজরা সাহেবের গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইলেন; সেখানে এজরা সাহেবের

প্রধান ভৃত্য ঈরাণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; রেডিমণি তাহাকে এজরা সাহেবের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঈরাণী বলিল, "কাল্ সন্ধ্যার পর তিনি বেড়াইয়া আসিয়া তাঁহার শয়ন কক্ষে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, তাহার পর আর মূর্চ্ছা ভাঙ্গে নাই; ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার মস্তিষ্কে সহসা রক্তাধিক্য ঘটায় এইরূপ হইয়াছে; সর্দ্দি গর্ম্মি বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

রেডিমণি বলিলেন, "এখন অবস্থা কিরূপ?"

ঈরাণী বলিল, "অবস্থা কিরূপ তাহা যখন ডাক্তারেরাই বলিতে পারিতেছেন না, তখন আমি কিরূপে বলিব? ডাক্তারেরা বলিতেছেন, যদি তিনি এ যাত্রা বাঁচেন, তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া বাঁচিয়া থাকিবেন; তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিবে, এ আশা নাই।"

রেডিমণি বলিলেন, "এজরা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যখন ফল নাই, তখন আমি একবার বাবরামজির সহিত দেখা করিয়া যাইব, মনে করিতেছি।"

ঈরাণী বলিল, "ডাক্তারদের সহিত পরামর্শের জন্য তিনি বড় ব্যস্ত আছেন, কাহারও সহিত এখন তাঁহার সাক্ষাতের অবসর নাই। তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও পিতার পার্শ্ব ত্যাগ করেন না। আপনি যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, একথা তাঁহাকে বলিবারও আমাদের সাহস নাই।"

রেডিমণি হতাশ মনে প্রস্থান করিলেন। ঈরাণী তাঁহাকে বাবরামজি সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিল, তাহা বিন্দুমাত্র

অতিরঞ্জিত নহে। এজরা সাহেব বিষাক্ত জলপূর্ণ গ্ল্যাস ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবামাত্র, বায়রামজির মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ক্ষণিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে ভীষণ পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন,তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার উপলব্ধি হইলে, অনুতাপে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল ; তাঁহার অন্তরে কে যেন, তীব্র কশাঘাত করিয়া বলিতে লাগিল,'ওরে পিতৃদ্রোহী নরপিশাচ! তুই এ কি করিলি?'

পিতার এই অবস্থা দেখিয়া বায়রাম ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, জলের গ্লাসটি বাতায়নপথে নীচে নিক্ষেপ করিয়া, ভৃত্যগণকে আহ্বান করিয়াই দ্রুতবেগে গৃহত্যাগ করিলেন ; এবং যেন অনুশোচনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মাঠের ভিতর দিয়া, নদীর ধার দিয়া, অরণ্য ভেদ করিয়া নিদাঘ মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত ঝটিকার মত ছুটিয়া চলিলেন ; সে সময় তাঁহার বাহ্জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল।

বায়রামজিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে দেখিয়া ঈরাণীর মনে সন্দেহ ও ভয়ের সঞ্চার হইল। পিতা পুত্রে যে বিরোধ চলিতেছিল, এবং এজরা সাহেব বায়রামজিকে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন, ঈরাণীর তাহা অজ্ঞাত ছিল না। তাহার পর বায়রামজি পলায়ন করিয়া এত শীঘ্র পিতৃগৃহে কেন প্রত্যাগমন করিলেন, ঈরাণী তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই ; কিন্তু তাহার সন্দেহ হইয়াছিল,কোনও গুপ্ত সংকল্প সাধনের জন্যই বায়রামজি এত শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া পিতার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বায়রামজি পিতার শয়ন কক্ষ হইতে পলায়নের পূর্ব্বেই যে জলের গ্ল্যাসটি টেবিল হইতে লইয়া বাতায়ন-পথে নীচে ফেলিয়া দিয়াছিলেন,

তাহাও ঈরাণীর দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই ; সে সুচতুর ও বহুদর্শী ভৃত্য, এ সকল ঘটনার মধ্যে সে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে লাগিল। এজরা সাহেবের সংজ্ঞাহীন দেহ কয়েক জন ভৃত্যের সাহায্যে পার্শ্বস্থ কক্ষের পালঙ্কে রাখিয়া সে একাকী পূর্ব্বোক্ত কক্ষে ফিরিয়া আসিল ; কিন্তু কক্ষের বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী পরীক্ষা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না ; জলের কুঁজাটা নাড়িয়া দেখিল, তাহাতে অল্প পরিমাণ জল আছে, সে তাহা বস্ত্রাবৃত করিয়া নিজের ঘরে লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিল।

এজরা সাহেবের পরিচর্য্যায় লোক নিযুক্ত করিয়া ও ডাক্তারের নিকট লোক পাঠাইয়া ঈরাণী বায়রামজিকে খুঁজিতে বাহির হইল ; কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইল না। হতাশ হইয়া অগত্যা সে ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় পথিপ্রান্তে একটি বৃক্ষমূলে বায়রামকে শায়িত দেখিয়া তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইল। বায়রামজি প্রথমে বাড়ী ফিরিতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন, "আমি বাড়ী যাইব না, বাড়ীতে আর এ মুখ দেখাইব না।"

ঈরাণী বলিল, "আপনার পিতার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এ অবস্থায় আপনি বাড়ী নাই শুনিলে, লোকে আপনার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিবে, নানারূপ সন্দেহ করিবে ; সুতরাং এখন আপনার বাড়ী ফিরিয়া পিতার সুশ্রূষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। আপনাদের পারিবারিক বিভ্রাটে কোনও কথা যাহাতে সাধারণের কর্ণগোচর না হয়, তাহা আপনাকে করিতেই হইবে।"

বায়রামজি বিশ্বস্ত পরিচারকের যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া আর

কোনও আপত্তি করিলেন না। পিতার শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, বৃদ্ধের শুভ্র নিস্পন্দ দেহ শয্যায় নিপতিত রহিয়াছে। তিনি পিতার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; দেহের প্রত্যেক শোণিত বিন্দু যেন, অশ্রু রূপে তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ডাক্তার আসিয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া এজরা সাহেবের দেহ পরীক্ষা করিলেন, সর্দ্দিগর্ম্মি বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস হইল; তিনি জীবনের কোন আশা দিতে পারিলেন না। তবে তিনি বলিলেন, "চিকিৎসা ও সেবা সুশ্রুষার ত্রুটি না হইলে রোগী বাঁচিতেও পারেন।"

বায়রামজির হঠাৎ মনে পড়িল, বিষমিশ্রিত জলের কুঁজাটা তখন পর্য্যন্ত পাশের কুঠুরীতে টেবিলের উপর আছে; সেই কুঁজার জল কেহ খাইলেই সর্ব্বনাশ! বায়রামজি তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,টেবিলের উপর কুঁজা নাই! তিনি সেই কক্ষের সর্ব্ব স্থানে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া কোথাও কুঁজা দেখিতে পাইলেন না।

ভগ্ন মনোরথ হইয়া, তিনি সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়াছেন, এমন সময় ঈরাণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

ঈরাণী জিজ্ঞসা করিল, "এ কুঠুরীতে আপনি কি খুঁজিতে আসিয়া ছিলেন?"

বায়রামজি বলিলেন,"একটা জিনিস, সে কথা তোমাকে বলিয়া কি হইবে?"

ঈরাণী বায়রামজির কর্ণের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা

করিল, "আপনি কি জলের কুঁজোটা খুঁজিতে ছিলেন ? আমি তাহা আমার ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছি ; কাল এক সময় আপনি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, তাহা হইলে আপনার বিরুদ্ধে আর কোনও প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিবে না।"

ঈরাণী অত্যন্ত নিম্ন স্বরে এ কথা বলিলেও, বায়রামজির বোধ হইল, তাহার সেই স্বর সকলেরই কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে ; বায়রামজি ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "চুপ কর, এত জোরে কথা কহিতেছ কেন ?"

ঈরাণী বলিল, "আপনার ভয় নাই, আমার কথা কেহ শুনিতে পায় নাই ; আপনি যদি কোন অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন, তাহা জন প্রাণী-কেও বুঝিতে দেওয়া হইবে না। আপনি হঠাৎ নির্ব্বোধের মত কোনও কাজ করিবেন না ; যদি কোন বিপদ ঘটে, আমার জীবন দিয়াও আপনাকে রক্ষা করিব।"

বায়রামের মনে হইল, তিনি যতখানি অপরাধী, তাহা অপেক্ষা তাহার অপরাধ অনেক গুরুতর,—ঈরাণীর এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে ; তিনি আত্মদোষ-স্খালনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ঈরাণী বলিল, "আমি আপনার অপরাধের বিচারক নহি ; আমার কাছে আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না। আমি জানি আপনি সত্যবাদী, আপনার কোন কথায় আমার অবিশ্বাস নাই। এই প্রাচীন মহা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্ভ্রম যাহাতে বজায় থাকে, তাহা আমাদিগকে করিতেই হইবে ; যদি কাহারও উপর দোষ পড়ে, তাহা হইলে সে দোষের বোঝা—আমি নিজের ঘাড়ে লইতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। আমি গরিব লোক, সংসারে আমার কোন বন্ধন নাই ; আপনাদের খাইয়াই

আমি মানুষ ; আপনাদের বংশের হিতার্থে যদি প্রাণ দিতে হয়, তাহা আমি সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিব।"

সেই রাত্রে বায়রামজি তাঁহার পিতার কক্ষে আসিয়া, একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া তাঁহার পিতার মাথার কাছে বসিয়া পড়িলেন ! আজ তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই, হৃদয়ে আশা নাই, প্রেম নাই, শান্তি নাই ; তিনি নিদ্রাহীন নেত্রে পিতার দৃষ্টিহীন চক্ষুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া জীবনের বহু অতীত কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন ; তাঁহার মনে হইল, পিতা চিরদিন তাঁহার প্রতি অতি কঠোর ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু কোনও দিন তাঁহার হৃদয়ে পুত্রস্নেহের অভাব ছিল না ; তাঁহার পিতার একমাত্র অপরাধ, তিনি যে ভাবে জীবন যাপন সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন, পুত্রকে সেই ভাবে পরিচালনের চেষ্টা করিতেছিলেন ; তাঁহার পিতার ইহা অপরাধ হইলে, সেই অপরাধের জন্য তিনি কি ভীষণ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন ; আপনাকে পিতৃহন্তা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন অনুতাপ নিষ্ফল, সুতরাং সকল ক্রোধ আমিনার উপর গিয়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন, আমিনাই তাঁহার হস্তে বিষের শিশি দিয়া তাঁহাকে পিতৃহত্যায় উত্তেজিত করিয়াছিল। তাঁহার পিতা সত্যই বলিয়াছিলেন, আমিনা ঐশ্বর্য্যের লোভে, তাঁহাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে ; তিনি মোহে ভুলিয়া আমিনার হস্তের সাংঘাতিক অস্ত্রে পরিণত হইয়াছেন ! মহা পাপপঙ্কে বিলুণ্ঠিত বায়রামজি মর্ম্মযাতনায় অধীর হইয়া উঠিলেন ; ওস্তাদকে একটা নররাক্ষস বলিয়া তাঁহার বোধ হইতে লাগিল !

হঠাৎ বিদ্যুতের মত তাঁহার মনে একটা সন্দেহের সঞ্চার হইল ; আমিনা তাঁহার পিতাকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে গোপনে ওস্তাদের সহিত ষড়যন্ত্র করে নাই ত ? পিতার প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ও ক্রোধ যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, সেই জন্য তাহারা উভয়ে সুকৌশলে চেষ্টা করিতেছিল, এখন তিনি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন ; উভয়ের মধ্যে কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র না থাকিলে এ তীব্র বিষ কৌশলে তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইবে কেন?—আমিনার প্রতি বায়রামজির যে হৃদয়ভরা প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তাহা নিদারুণ ঘৃণায় পরিণত হইল।

নানা দুশ্চিন্তায় সেই চেয়ারের উপর বসিয়াই বায়রামজি রাত্রি কাটাইয়া দিলেন, রাত্রে তিনি একবারও চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিলেন না, প্রভাতে আবার ডাক্তার আসিলেন।

ডাক্তার এজরা সাহেবের দেহ যন্ত্রাদি সাহায্যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, তাঁহার প্রাণরক্ষা হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহজীবনে তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি আর ফিরিয়া আসিবে না, যতদিন বাঁচিবেন, বাহ্যজ্ঞানহীন জড়ের ন্যায় তাঁহাকে কালযাপন করিতে হইবে।

এজরা সাহেবের শরীর ক্রমেই সুস্থ হইতে লাগিল, এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি শয্যাত্যাগে সমর্থ হইলেন, কিন্তু ডাক্তারের কথা ফলিল, তাঁহার চক্ষুর অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল, তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন!

বায়রামজি তাঁহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি একদিন শুনিতে পাইলেন,

রেডিমণি সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আসিয়া বিফল মনোরথে ফিরিয়া গিয়াছেন।

বায়রামজি, তাঁহার নিকট রেডিমণি সাহেবের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, তিনি বলিলেন, পিতার যাহা অভিপ্রায় ছিল, আমি তাহা পূর্ণ করিব। পরদিন তিনি রেডিমণি সাহেবকে লিখিলেন, "পারিবারিক দুর্ঘটনা বশতঃ আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, এ জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি ; যাহা হউক, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, আমি আমার পিতার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি, আপনার কন্যাকেই আমি বিবাহ করিব।"

———

দশম পরিচ্ছেদ

——:*:——

প্রেমের প্রত্যাখ্যান

ওস্তাদের বাড়ী হইতে আমিনা যখন গৃহে ফিরিল, তখন তাহার মনের ভাব অনেকটা লঘু হইয়াছিল। বায়রামজি তাঁহার পিতার সহিত অতঃপর কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা জানিবার জন্য, আমিনা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিল; রাত্রে কিছু আহার না করিয়াই সে শয়ন করিয়া রহিল; এবং শয্যায় পড়িয়া সে সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিল। প্রত্যুষে উঠিয়াই সে বায়রামজির নিকট হইতে পত্র পাইবার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিল; কিন্তু বায়রামজির কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না, আমিনা অধীরা হইয়া উঠিল।

ক্রমে মধ্যাহ্ন অতীত হইল, দূরে গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। অতঃপর আমিনার ধৈর্য্যধারণ অসম্ভব হইয়া উঠিল; সে ভাবিল, ওস্তাদ এতক্ষণ নিশ্চয়ই সকল সংবাদ পাইয়াছে, সুতরাং একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা আবশ্যক।

আমিনা বেলা প্রায় চারিটার সময় ওস্তাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য, তাহার গৃহে উপস্থিত হইল। আমিনাকে দেখিবামাত্র ওস্তাদ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল; সে সক্রোধে বলিল, "কেন আমার বাড়ী আসিয়াছ? তুমি কি সহরের সকল লোককে জানাইতে চাও যে, আমি ও তুমি ষড়যন্ত্র করিয়া বায়রামের পিতার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি?"

আমিনা বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি এ কি কথা বলিতেছ?"

ওস্তাদ বলিল, "বায়রামজি কল্য রাত্রে তাহার পিতার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই; এজরা সাহেব সামান্য অসুস্থ হইয়াছেন মাত্র। তিনি সারিয়া উঠিলে, আর আমার নিস্তার নাই; তুমি অনায়াসেই সরিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, মধ্য হইতে আমি মারা যাইব।"

আমিনা বলিল, "কিন্তু তুমি বলিয়াছিলে, তোমার সেই গুঁড়া অব্যর্থ।"

ওস্তাদ বলিল, "আমি তাহাই জানিতাম; কিন্তু বায়রামের চেষ্টা সফল হইল না কেন, তাহা জানিতে পারি নাই। এখন যদি আমি বিপদে পড়ি, তাহা হইলে তোমাকে আমি সহজে ছাড়িব না। আমি ভদ্রলোকের ছেলে, ভাল মন্দ কিছুই জানি না, তুমি আমাকে মজাইলে, আমাকে পুতুলের মত নাচাইতে লাগিলে! তোমার কুপরামর্শেই আমার এই বিপদ; নষ্ট চরিত্রের স্ত্রীলোককে কখনও বিশ্বাস করিতে নাই। যাহা হউক, দয়া করিয়া একটা কাজ কর; আমার চারি দিকে শত্রু, তুমি আর আমার বাড়ী আসিও না, তোমাকে কেহ এখানে আসিতে দেখিলেই আমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

অপমানে আমিনার মুখ লাল হইয়া উঠিল; সে বলিল, "আচ্ছা, আমি আর আসিব না; কিন্তু তুমি স্থির জানিও, ভবিষ্যতে যদি আমার সহিত শত্রুতাচারণ কর, তাহা হইলে যেমন করিয়া পারি তোমার সর্ব্বনাশ করিব।"

আমিনা প্রস্থান করিল।

এক দুই করিয়া সাত দিন চলিয়া গেল, কিন্তু বায়রামজির সহিত আর তাহার সাক্ষাৎ হইল না, তাহার কোন চিঠি পত্রও পাইল না। সাত দিন তাহার নিকট সাত বৎসর মনে হইতে লাগিল।

সাত দিনের মধ্যেও যখন আমিনা বায়রামজির নিকট হইতে কোন সংবাদ পাইল না, তখন সে পূর্ব্ব অপমান ভুলিয়া গিয়া অধীর চিত্তে আবার ওস্তাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। ওস্তাদ তাহাকে বলিল, "সকল আশা শেষ হইয়াছে, বিষ যতটুকু দেওয়া উচিত ছিল, বায়রাম ততখানি না দেওয়ায় বৃদ্ধ শয়তান মরে নাই; কিন্তু সে পাগল হইয়া গিয়াছে। মনে করিও না ইহাতে তোমার সুবিধা হইবে, কারণ আজ সকালে রেডিমণি সাহেবের মুখে শুনিয়াছি—বায়রামজি বলিয়াছে তাঁহার কন্যাকেই সে বিবাহ করিবে; শীঘ্রই বিবাহ হইবে। তুমি বায়রামের আশা ত্যাগ কর।"

ওস্তাদের কথা শুনিয়া আমিনার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, সে অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে বাড়ী আসিয়া শুনিল, বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে! আমিনার একমাত্র সহোদর বোম্বাইয়ে থাকিয়া লেখা পড়া করিত; টেলিগ্রাম আসিয়াছিল হঠাৎ কলেরায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পিতা মাতা পুত্রশোকে আকুল হইয়া অশ্রু পাত করিতেছিলেন।

ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদে আমিনা অত্যন্ত দুঃখিতা হইল, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও তাহার মনে হইল যে, যদি কয়েক দিন পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে বায়রামজিকে বিবাহ করিবার জন্য তাহাকে এমন হীন ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতে হইত না; বায়রামজিকেও পিতৃহত্যা পাপে লিপ্ত করিবার আবশ্যক হইত না। যে কুমারী লক্ষ

টাকা বার্ষিক উপস্বত্বের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে, তাহার সহিত পুত্রের বিবাহে এজরা সাহেব নিশ্চয়ই আপত্তি করিতেন না। কিন্তু বিধাতার বিধান মনুষ্যের অজ্ঞাত, ও প্রহেলিকাবৎ দুর্জ্ঞেয়; মানুষ এক ভাবিয়া কাজ করে, ফল অন্য রূপ হয়।

কিন্তু বায়রামজি, রেডিমণির কন্যাকে বিবাহে সম্মত হইলেন কেন? ইহা ত ওস্তাদের স্বকপোল-কল্পিত কথা নহে?—আমিনা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে একদিন আমিনা তাহার পিতার মুখে শুনিল, সত্যই রেডিমণির কন্যার সহিত বায়রামজির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে।

এ সংবাদে আমিনা আর স্থির থাকিতে পারিল না, সেই দিন রাত্রে গোপনে সে বায়রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল।

রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় আমিনা এজরা সাহেবের অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কোথাও জনমানবের সাড়া শব্দ নাই; সুধাধবল চন্দ্রকিরণে সমুন্নত বৃক্ষরাজি হইতে ক্ষুদ্রতম লতা পর্য্যন্ত সকলেই যেন গভীর নিদ্রায় অভিভূত।

আমিনা চারিদিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই অট্টালিকার সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিল; ক্রমে দ্বিতলের সারি সারি কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, সকল কক্ষেরই দ্বার রুদ্ধ; কোনও কক্ষের বাতায়ন পথেই আলোকরাশি বিকীর্ণ হইতেছে না।

দ্বিতলের এক প্রান্তে বায়রামজির শয়ন কক্ষ; সেই কক্ষ হইতে মৃদু দীপালোক শিখা অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়ন পথে বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছিল। আমিনা অতি ধীর পদবিক্ষেপে সেই বাতায়ন সন্নিকটে উপস্থিত

হইল; বাতায়ন পথে চাহিয়া দেখিল, পালঙ্কে কে একজন শয়ান রহিয়াছে। আমিনা মুহূর্ত্তে চিনিতে পারিল, সে বায়রামজি! বায়রামজি কি নিদ্রামগ্ন?

আমিনা কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, "বায়রাম!"

বায়রামজি উঠিয়া বসিলেন, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

আমিনা বলিল, "আমি আমিনা।"

বায়রামজি কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও? এখানে কেন আসিয়াছ?"

আমিনা বাতায়নের অন্তরাল-পথে বায়রামের মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল। এই কয় দিনেই বায়রামজির আকৃতির ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া আমিনা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এলিজা বাইকে বিবাহ করিবে, একথা কি সত্য?"

বায়রামজি অকম্পিত স্বরে বলিলেন, "হাঁ সত্য।"

আমিনার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, সে মর্ম্মাহত ভাবে বলিল, "এই বুঝি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা?"

বায়রামজি বলিলেন, "হাঁ, তোমাকে আমি ভাল বাসিতাম, প্রাণ ভরিয়াই ভাল বাসিতাম। তোমার প্রেমের মোহে উন্মত্ত হইয়া আমি পিতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলাম! কিন্তু আমার সে মোহ ছুটিয়া গিয়াছে, আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি; বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি নারী নহ পিশাচী, আমার প্রতি তোমার কিছুমাত্র

ভালবাসা নাই, আমার অর্থের লোভেই তুমি আমাকে লাভ করিতে চাহিয়াছিলে।"

আমিনা আবেগ ভরে বলিল, "কি, তুমিও এ কথা বলিতেছ! তোমার অর্থের লোভেই কি আমি সম্ভ্রান্ত বংশের কুলকুমারী হইয়াও লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন করিয়া তোমার সহিত সাক্ষাতের জন্য এখানে আসিয়াছি? বায়রামজি, কাল রাত্রে আমার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে, আমার পিতার অতুল সম্পত্তির আমিই এখন উত্তরাধিকারিণী; এখন আমার অর্থের অভাব নাই, কিন্তু তথাপি আমি তোমার কাছে আসিয়াছি; আর তুমি বলিতেছ তোমার টাকার লোভে তোমাকে আমি বিবাহ করিতে চাই!"

হঠাৎ পাশের একটি দরজা খুলিয়া বৃদ্ধ এজরা সাহেব আমিনার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার মুখে উন্মাদের উদ্দেশ্যহীন খল খল বিকট হাস্য! তিনি—উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া পুরাণ-বর্ণিত কবন্ধের মত যেন কাহাকেও কবলগত করিবার জন্য স্খলিতপদে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন!

এই দৃশ্য দেখিয়া আমিনা ভয়ে কয়েক হস্ত দূরে সরিয়া গেল, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; সে পড়িতে পড়িতে বারান্দার একটি থাম চাপিয়া ধরিল।

বায়রামজি তাঁহার পিতার প্রতি আমিনার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছ আমিনা, কেন আমাদের প্রেমের স্মৃতি আমার নিকট এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে? ঐ দেখ আমার পিতা, কিন্তু উনি বাহ্য জ্ঞানশূন্য, যত দিন বাঁচিয়া থাকিবেন, শ্মশানচারী প্রেতের মত

এইরূপ উন্মত্ত ভাবে ততদিন ঘুরিয়া বেড়াইবেন। এ জন্য দায়ী কে? দায়ী তোমার পৈশাচিক প্রবৃত্তি। তুমি আমাকে কি সুখের প্রলোভন দেখাইতেছ? যাহার সম্মুখে এই প্রেতের মূর্ত্তি দিবা রাত্রি বিচরণ করিতেছে, তাহার সুখ কোথায়? আমিনা যাও, ফিরিয়া যাও, আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে; আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিব না।”

ক্রুদ্ধা ফণিনী দংশনোদ্যতা হইয়া যে ভাবে ফণা বিস্তার করে, সেই-ভাবে মুখ তুলিয়া আমিনা কম্পিত কণ্ঠে বায়রামজিকে বলিল, “বায়রাম, আজ তুমি আমার যে অপমান করিলে একদিন আমি ইহার প্রতিফল দিব। আমি ত ডুবিয়াছি, কিন্তু তোমার সর্ব্বনাশ না করিয়া আমি ছাড়িব না। আবার তুমি আমার কাছে আসিবে, আমার পায়ে ধরিয়া সাধিয়া প্রেম ভিক্ষা করিবে; কিন্তু আমার পদতলে লুটাইলেও আমি আর তোমাকে ক্ষমা করিব না। তোমার সর্ব্বনাশ, ইহাই আমার জীবনের পণ।”

একাদশ পরিচ্ছেদ

অন্তিম বিদায়

রেডিমণি সাহেবের কন্যা এলিজার সহিত বায়রামের বিবাহ স্থির হইয়া গেল বটে, কিন্তু উভয়ের কাহারও মনে সুখ ছিল না। এলিজা মারোয়ানজি সাপুরজির প্রণয়ে বিভোরা; পক্ষান্তরে বায়রামজি ক্ষণিক উত্তেজনা বশে আমিনার প্রতি যতই বিরাগ প্রদর্শন করুন, এলিজার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ সঞ্চারিত হয় নাই; কিন্তু তথাপি তিনি এলিজার সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতেন।

একদিন সায়ংকালে বায়রামজি রেডিমণির গৃহে একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া এলিজার সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময় রেডিমণি সেই কক্ষে আসিয়া বায়রামজিকে বলিলেন "আজ কাল আমাদের সহরে বিবাহের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে; তোমাদের বিবাহ শেষ হইতে না হইতে আর একটা ধুমধামের বিবাহ আরম্ভ হইবে।"

এলিজা জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার বিবাহের কথা বলিতেছ বাবা?"

রেডিমণি বলিলেন, "হারমসজি মেটার পুত্র সার কার্সেটজি মেটার সহিত একটি বড় সুন্দরী যুবতীর বিবাহ হইতেছে; এই যুবতী কেবল সুন্দরী নহে, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, সুশিক্ষিতা ও বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী।"

বায়রামজি বলিলেন, "তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, কার্সেটজি বড় সৌভাগ্যবান্! এই সুন্দরীটি কে?"

রেডিমণি বলিলেন, "তাহার নাম শুনিলে বোধ হয় তুমি চিনিতে পারিবে, সেই মেয়েটী আমাদের বন্ধু ধনজিভাই বাদসার একমাত্র কন্যা আমিনা।"

বায়রামজির মুখ সহসা লোহিত বর্ণ ধারণ করিল, তাহার পর দেখিতে দেখিতে তাহা বিবর্ণ হইয়া গেল।

বায়রামজির এই ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া এলিজা বলিল, "বাবা, তোমার বোধ হয় শুনিতে ভুল হইয়াছে; আমি শুনিয়াছি, অতি অল্প দিন পূর্ব্বে আমিনার একমাত্র সহোদরের মৃত্যু হইয়াছে, এ অবস্থায় এত শীঘ্র যে তাহার বিবাহ হইবে, ইহা বোধ হয় না।"

বায়রামজির হৃদয়ে যেন বিষাক্ত বাণ বিদ্ধ হইয়াছিল, তিনি অত্যন্ত বিমনা হইয়া উঠিলেন। রেডিমণি বলিলেন, "কার্সেটজির বিশেষ আগ্রহেই বিবাহটা তাড়াতাড়ি হইতেছে; আমাদের সম্রান্ত সমাজে আমিনার মত চতুরা, বুদ্ধিমতী ও সুরসিকা কুমারীর বড় অভাব।"

বায়রামজি আর সেখানে বসিতে পারিলেন না, অন্যমনস্ক ভাবে রেডিমণির গৃহত্যাগ করিলেন।

পথে আসিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু দাদাচান্‌জির সহিত হঠাৎ তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দাদাচান্‌জি বলিল, "আজ তিন দিন হইল আমি আমার মনিবের সঙ্গে বোম্বাই হইতে এখানে আসিয়াছি, কার্সেটজি মেটা আমাকে তাঁহার সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছেন; এক রকম বেশ সুখেই আছি।"

বায়রামজি বলিলেন, "অনেক দিন পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল ; কতদিন এখানে থাকিবে ?"

দাদাচানজি বলিল, "তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তুমি নাকি রেডিমণি সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করিতেছ ? কথাটা শুনিয়া কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় নাই। যখন আমরা বোম্বাইয়ে ছিলাম, তখন সেখানকার 'প্যারাডাইসে'র গুপ্ত দ্বার-পথে কত নিস্তব্ধ নিশীথে তোমাকে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি ; ইহা এখনও ভুলি নাই বলিয়া তোমার এই বিবাহের প্রস্তাবে আমি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই।

বায়রামজি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,"দাদাচানজি,তুমি সে সকল পুরাতন কথা ভুলিয়া যাও ; আমি স্বীকার করি কোন কোন রাত্রে আমি গোপনে আমিনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্যায় করিয়াছি বটে ; কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, আমিনার চরিত্র অতি নির্ম্মল এবং তাহার দেহ পবিত্র।"

দাদাচানজি হাসিয়া বলিল, "তুমি যখন বলিতেছ তখন এ কথা আমাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে, বিশেষতঃ আমিনা এখন আমার মনিবপত্নী হইবে, সুতরাং অবিশ্বাসের কথা জিহ্বাগ্রে আনিলেও আমার চাকরী বজায় রাখা কঠিন হইবে।"

বায়রামজি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মনিবের সহিত আমিনার পরিচয় হইল কিরূপে ?"

দাদাচানজি বলিল "আমিনার ভ্রাতার সহিত পূর্ব্ব হইতেই বোম্বাই সহরে তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল, সেই উপলক্ষে তিনি মধ্যে মধ্যে এখানেও আসিতেন, সেই হইতেই পরিচয়।"

বায়রামজি দাদাচান্‌জির নিকট বিদায় লইয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি বাড়ীর সম্মুখে একটি সাঁকোর উপর আসিবামাত্র ফুলিয়া সাঁকোর আড়াল হইতে বাহির হইয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। তখন সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিতেছিল।

বায়রামজি সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পত্রখানি খুলিয়া তাহা পাঠ করিলেন; বলা বাহুল্য, ইহা আমিনার পত্র। আমিনা লিখিয়াছিল,—

"তুমি বলিয়াছিলে তোমার প্রতি আমার ভাল বাসা নাই, কিন্তু আমি তোমাকে কত ভাল বাসি, আজ তাহার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি। আমি কুলমানে জলাঞ্জলি দিয়া আজ রাত্রেই তোমার সঙ্গে দেশান্তরে যাইবার আয়োজন করিয়াছি; তোমার জন্য আমি এ জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। অভাগিনীর হৃদয় বুঝিয়া তাহার প্রতি দয়া কর, তাহাকে রক্ষা কর। আজ রাত্রেই আমাদের গৃহত্যাগ করিতে হইবে, আজ না হইলে আর জীবনে তাহা হইবে না।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া বায়রামজির আপাদ মস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল; তিনি সরোষে বলিল, "আমিনা আমাকে এমন পত্র লিখিতে সাহস করিয়াছে? আবার সে আমাকে কোন্ ফাঁদে ফেলিয়া আমার জীবন বিড়ম্বনাপূর্ণ করিতে চায়? সে আমাকে স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছে, আমার সর্ব্বনাশ সাধনই তাহার জীবনের পণ; তবে এখন আবার এ ভালবাসার অভিনয় কেন?"

বায়রামজি মাথা তুলিয়া পথের দিকে চাহিলেন; সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পিতা পাগলের মত বকিতে

বকিতে ও মাতালের মত টলিতে টলিতে অদূরবর্ত্তী পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন।

পিতাকে অদূরে দেখিয়াই বায়রামজি চমকিয়া উঠিলেন; তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না, কখনও না, এ জীবনে তাহার মুখ দর্শন করিব না।"—বায়রামজি আমিনার পত্রখানি ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ফুলিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হতবুদ্ধি হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর আমিনার পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

বৃদ্ধ এজরা সাহেব এখন পূর্ব্ববৎ আহারাদি করেন, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান, যথাসময়ে নিদ্রা যান, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হয় নাই; তিনি কাহারও কথা বুঝিতে পারেন না, এবং কেহ কোন কথা বলিলে অর্থহীন দৃষ্টিতে পাগলের মত হা করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকেন। তাঁহার এইরূপ অবস্থা সত্বেও কয়েক দিনের মধ্যেই এলিজার সহিত বায়রামজির বিবাহ হইয়া গেল, উভয়ে চিরদিনের মত পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

একদিন প্রভাতে একজন ভৃত্য বায়রামজিকে সংবাদ দিল, এজরা সাহেব তখন পর্য্যন্ত শয্যা ত্যাগ করেন নাই, বোধ হয় তিনি অসুস্থ হইয়াছেন।

তখনই ডাক্তারের কাছে লোক পাঠান হইল, ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভয়ানক বিকার হইয়াছে।—যথানিয়মে চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

সেই দিন মধ্যাহ্ন কালে এজরা সাহেব শয্যার উপর অশান্ত ভাবে

এপাশ ওপাশ করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন, সম্মুখে ঈরাণীকে দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলেন, বলিলেন, "শীঘ্র বায়রামকে ডাক্।"

ঈরাণী সবিস্ময়ে দেখিল, এজরা সাহেবের জিহ্বার জড়তা অন্তর্হিত হইয়াছে, চক্ষুর স্বাভাবিক দীপ্তি ফিরিয়া আসিয়াছে; তাঁহার লুপ্ত জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে!

বায়রামজি দ্রুতপদে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে; তিনি পিতার পদতলে নিপতিত হইলেন, উদ্বেলিত স্বরে বলিলেন, "বাবা, আমি আপনার নিকট অত্যন্ত অপরাধী, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; আপনার নির্ব্বোধ পুত্রকে আপনি ক্ষমা করুন।"

এজরা সাহেব উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া পুত্রকে টানিয়া ক্রোড়ের নিকট তুলিলেন, এবং সংযত স্বরে বলিলেন, "বৎস, আমি ঔদ্ধত্যের বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে যে অন্যায় পীড়ন করিয়াছিলাম, পরমেশ্বর আমাকে তাহার শাস্তি দিয়াছেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।"

এবার বায়রামজি ব্যথিতা বালিকার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

এজরা সাহেব বলিলেন, "বৎস, আমি আমার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলাম। রেডিমণির কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য আর তোমাকে অনুরোধ করিব না।"

বায়রামজি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি আপনার অভিপ্রায়ানুসারেই কয়েকদিন পূর্ব্বে রেডিমণি সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি।"

সহসা এজরা সাহেবের মুখ অত্যন্ত বিকট ভাব ধারণ করিল ; মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার নয়নের জ্যোতি নির্ব্বাপিত হইল ; তিনি উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "তবে আর কোন আশা নাই ; সব শেষ, সব শেষ।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে এজরা সাহেবের প্রাণ বিহঙ্গ দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিল।

ভবিষ্যতে দুর্ভাগ্য পুত্রের অদৃষ্টে কিরূপ ভীষণ দুঃখ ও অসহ্য যন্ত্রণা সঞ্চিত আছে, তাহা অন্তিম কালে উজ্জ্বল ছায়াচিত্রের ন্যায় নয়ন সমক্ষে প্রতিফলিত দেখিতে পাইয়াই কি মরণাহত বৃদ্ধ এই কথা বলিলেন ? না, ইহা তাঁহার মৃত্যু যন্ত্রণামথিত হৃদয়ের উদ্দেশ্যহীন অর্থহীন প্রলাপ মাত্র ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

—— ঃ*ঃ ——

ঘৃতাহুতি

বায়রামজি কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া, আমিনা পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল ; তাহার হৃদয় ক্রোধে ও ক্ষোভে আলোড়িত হইতে লাগিল। বায়রামজির প্রতি তাহার যে ক্রোধ জন্মিয়াছিল, সেই ক্রোধ সে এলিজার স্কন্ধে চাপাইল ; সে মনে করিল, এলিজার জন্যই তাহার এ সর্ব্বনাশ হইল, অতএব যেমন করিয়া হউক, প্রথমে এলিজার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে, তাহার সুখের নন্দন কাননে সে দাবানলের সৃষ্টি করিবে।

পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কার্সে টজি মেটা বিবাহ করেন নাই, এ পর্য্যন্ত তিনি কোন যুবতীর প্রেমেও আকৃষ্ট হন নাই ; সম্ভ্রান্ত পারসী সমাজে তিনি সর্ব্বদা মিসিলেও স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে পারেন এরূপ একটি যুবতীকেও তিনি দেখিতে পান নাই ; কিন্তু 'প্যারাডাইস' ভবনে আমিনাকে দেখিয়া ও তাহার সহিত আলাপ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, নারী জাতির মধ্যে আমিনা রত্নস্বরূপিণী ; যদি তিনি তাহাকে লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সকল আশা পূর্ণ হইবে।

সেই সময় হইতে কার্সে টজি আমিনার মনোরঞ্জনের জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু আমিনা তখন বায়রামের প্রেমে

বিভোরা; কার্সেটজির উপাসনায় তাহার হৃদয় বিচলিত হইল না। তাহার পর বায়রাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমিনা বুঝিল, তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধির আর কোনও সম্ভাবনা নাই; এ অবস্থায় উপস্থিত ত্যাগ করা কখনই সুবিবেচনার কার্য্য নহে। সে কার্সেটজির প্রতি হঠাৎ পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিল, প্রেমান্ধ কার্সেটজি আমিনার মানসিক পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিবার কোনও চেষ্টা করিলেন না; তিনি মনে করিলেন, দীর্ঘকালের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবতা ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন।

অবশেষে কার্সেটজি মেটা আমিনার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। তখনও আমিনা বায়রামজির আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে নাই; সুতরাং কার্সেটজিকে শেষ জবাব না দিয়া ফুলিয়ার হাত দিয়া বায়রামজির নিকট সে একখানি পত্র পাঠাইল; সে পত্রের কথা পাঠক অবগত আছেন।

সেই দিন সন্ধ্যার পর ফুলিয়া আমিনার নিকট আসিয়া বলিল, "বায়রামজি পত্রখানি পড়িয়া অত্যন্ত রাগ করিলেন; বলিলেন, 'কখনও তাহা হইবে না, এ জীবনে নহে'।"

ফুলিয়ার কথা শুনিয়া আমিনা ক্রোধে সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল; ক্রোধে ও অপমানে সে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল, এবং পরদিনই কার্সেটজি মেটাকে বিবাহের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল।

ইহার কয়েক দিন পরে আমিনা এলিজার সহিত বায়রামজির বিবাহের সংবাদ ও বায়রামজির পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিতে পাইল। এজরা সাহেবের মৃত্যুর পর ওস্তাদ বায়রামজির নিকট হইতে তাহার

প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায়ের চেষ্টা দেখিতে লাগিল, কিন্তু সে হঠাৎ বায়রামজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হইল না; সুতরাং সে স্থির করিল, আমিনার সাহায্যেই কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইবে। সে জানিত না যে আমিনার সহিত বায়রামজির সম্বন্ধ বিষময় হইয়া উঠিয়াছে।

আমিনা একদিন সায়ংকালে একাকিনী নদী তীরে ভ্রমণ করিতেছিল, এমন সময় ওস্তাদ একটি ঝোপের অন্তরাল হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমিনা অবজ্ঞাভরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও।"

ওস্তাদ বলিল, "আমার সেই বিষের শিশিটা। বাই সাহেবা, আপনি বড় বুদ্ধিমতী, আপনি ফাঁকি দিয়া আমার বিষের শিশিটা হস্তগত করিয়াছেন, এবং আপনার চেষ্টাতেই সেই বিষ প্রয়োগে একজনের প্রাণ গিয়াছে। সে শিশি আমার, এবং আমার নিকট হইতে আপনি তাহা পাইয়াছেন, ইহা যদি কোনরূপে প্রমাণ হয়, তাহা হইলে আমাকে ফাঁসীতে ঝুলিতে হইবে, বিনা দোষে আমার প্রাণ যাইবে; দুশ্চিন্তায় আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে, অনুশোচনায় আমি দিবা রাত্রি দগ্ধ হইতেছি, এদেশে আমার আর এক মুহূর্ত্ত থাকিবার ইচ্ছা নাই, আমি স্থির করিয়াছি শীঘ্রই দেশত্যাগী হইব।"

আমিনা বলিল, "এ সকল কথা আমাকে বলিয়া লাভ কি? তুমি ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে যাইতে পার, কে তোমাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে?"

ওস্তাদ বলিল, "না, ইচ্ছা করিলেই আমি যাইতে পারি না, সে পথে

যথেষ্ট বিঘ্ন বর্ত্তমান ; আমি ধনবান নহি, এবং বিদেশে গিয়া যে, কোনও উপায়ে সংসার নির্ব্বাহের উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব, সে আশাও নাই ; এ অবস্থায় আমি বিদেশে গিয়া যাহাতে অন্ততঃ মাসিক একশত টাকা সাহায্য পাই, আপনাকে তাহার উপায় করিতে হইবে।”

আমিনা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, “তুমি আমার এমন কি উপকার করিয়াছ যে, সেজন্য আমার নিকট বার্ষিক বার শত টাকা পেন্‌সন্ পাইতে পার ? তোমার দাবী অত্যন্ত অসঙ্গত।”

ওস্তাদ বলিল, “আপনি আমার প্রার্থনা দাবী বলিয়া মনে করিতেছেন কেন ? আমি ভিক্ষুক, আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি ; আপনার নিকট টাকার দাবী করিলে এ ভাবে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাহায্যপ্রার্থী হইতাম না ; আমি স্পষ্ট ভাষায় আপনাকে বলিতাম, আপনি যদি আমাকে এত টাকা না দেন, তাহা হইলে আপনার সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিব। কিন্তু আমি তাহা বলি নাই।”

আমিনা বলিল, “তুমি আমাকে অনর্থক ভয় দেখাইতেছ। তুমি আমার গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিবে, এরূপ ভয় প্রদর্শন বৃথা ; কারণ তুমি যাহা বলিবে, তাহার কোনও প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। তোমার ন্যায় সামান্য লোকের কথা, কে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে ?”

ওস্তাদ বলিল, “প্রমাণ নাই ইহা আপনি কিরূপে জানিলেন ? আপনার কলঙ্কের যথেষ্ট প্রমাণ আমার নিকটেই আছে, বিশ্বাস না হইলে আপনি স্বচক্ষে তাহা দেখিতে পারেন ; এবং কলঙ্ক প্রচারের বাসনা না থাকিলে, আপনি নগদ মূল্যে তাহা আমার নিকট ক্রয় করিতেও পারেন।”

ওস্তাদ তাহার জামার পকেট হইতে কতকগুলি কাগজ বাহির করিয়া, তাহা হইতে একখানা পত্র বাছিয়া লইয়া তাহা আমিনাকে দেখাইল। আমিনা সভয়ে দেখিল, বায়রামজির সহিত গোপনে কুলত্যাগ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া কুলিয়ার মারফৎ সে যে পত্র পাঠাইয়াছিল, ইহা সেই পত্র!

আমিনা অস্ফুটস্বরে বলিল, "কুলিয়া এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে! দেনার দায়ে তাহার মাতার সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া যাইতেছিল, আমি তাহাকে রক্ষা করিয়াছি, ইহা বুঝি সেই উপকারের পুরস্কার?"—আমিনা হস্ত প্রসারিত করিয়া পত্রখানি লইতে গেল।

ওস্তাদ হাসিয়া বলিল, "না তাহা হইবে না, আমি আর আপনার হাতে যাইতেছি না, বিষের শিশি হইতেই আমার সে শিক্ষা হইয়াছে। কিন্তু আপনি ব্যস্ত হইবেন না, কেবল এই পত্র নহে, আরও একখানি পত্র আছে; আপনি টাকা দিলেই এই উভয় পত্র আপনার হস্তগত হইবে। কিন্তু যদি আমি টাকা না পাই, কিম্বা ভবিষ্যতে কোনও বিপদে পড়ি, তাহা হইলে এই পত্রের সাহায্যে আমার কিছু-না-কিছু উপকার হইতে পারে।"

আমিনা বলিল, "আমার হাতে টাকা নাই।"

ওস্তাদ বলিল, "আপনার হাতে টাকা না থাকিতে পারে, কিন্তু বায়রামজির অর্থের অভাব নাই।"

আমিনা বলিল, "যাহার অর্থের অভাব নাই, তুমি অনায়াসেই তাহার নিকট যাইতে পার।"

ওস্তাদ মাথা নাড়িয়া বলিল, "আপনি আমাকে সেরূপ বোকা মনে

করিবেন না, আমি বায়রামজিকে চিনি ; আমি চেষ্টা করিলেও, তাঁহার নিকট কিছুই আদায় করিতে পারিব না ; আর তাঁহার কাছেই বা আমি কেন যাইব ? আজ বুধবার, আগামী শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যে টাকা আমার হস্তগত না হইলে, আপনার গুপ্ত পত্র মেটা সাহেবের হাতে পড়িবে ; সেই পত্র পাইলে আপনাকে বিবাহ করিবার জন্য মেটা সাহেবের আগ্রহ কিরূপ প্রবল থাকিবে, তাহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন।"

ওস্তাদ আমিনার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

আমিনা বজ্রাহতের ন্যায় দাড়াইয়া রহিল ; সে বুঝিল, ওস্তাদকে তাহার প্রার্থিত টাকা দিতে না পারিলে, তাহার মঙ্গল নাই ; কিন্তু এত টাকা সে কোথায় পাইবে ? বায়রামজির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে হয়ত এ বিপদ হইতে সে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, কিন্তু অর্থ প্রার্থনায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া অপেক্ষা অধিক অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে ? তাহার অহঙ্কার, বংশ গৌরব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রথম যৌবনের সুখ স্বপ্নের পরিণাম এমন শোচনীয় হইবে, তাহা কি সে পূর্ব্বে কোনও দিন কল্পনা করিয়াছিল ?

কিন্তু আর ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই, দুই দিনের মধ্যেই ওস্তাদকে টাকা দিতে হইবে। সে বাড়ী না ফিরিয়া ফুলিয়ার মার গৃহে উপস্থিত হইল ; যে ফুলিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, প্রাণের দায়ে আবার তাহারই সাহায্যপ্রার্থনী হইল ; বায়রামকে একবার গোপনে তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইল।

পরদিন রাত্রে আমিনার পিতৃগৃহের দাস দাসীগণ শয়ন করিলে, আমিনা গুপ্ত ভাবে অন্তঃপুরের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দেখিতে পাইল, বায়রামজি পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আমিনাকে দেখিয়া বায়রামজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আবার কেন আমাকে ডাকিয়াছ? আমার না আসাই উচিত ছিল, কিন্তু যদি তোমার কোনও বিশেষ কথা থাকে, এই ভাবিয়া তাহা শুনিবার জন্য আমি আসিয়াছি।"

ওস্তাদের সহিত আমিনার যে সকল কথা হইয়াছিল এবং ওস্তাদ তাহাকে যে সকল কথা বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল, আমিনা সংক্ষেপে তাহা বায়রামজির গোচর করিল।

আমিনাকে বিপন্ন করা বায়রামের অভিপ্রায় হইলে, তিনি এ সময় অনায়াসে তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু বায়রামজির প্রকৃতি সেরূপ ইতর ছিল না; তাঁহাকে ভাল বাসিয়া যাহার জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে রক্ষা করা তিনি তাঁহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন; তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আমিনাকে বলিলেন, "যাহাতে তোমার কোনও বিপদ না হয় আমি তাহার উপায় করিব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার।"

বায়রামজিকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া আমিনা উদ্বেলিত স্বরে বলিল, "তোমার কি আর আমার একটি কথাও শুনিবার অবসর নাই?"

বায়রামজি বলিলেন, "তোমার আর কোন্ কথা শুনিব বল। আমার পিতা মৃত্যুকালে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া গিয়াছেন; আমিও তোমাকে ক্ষমা করিলাম, এখন বিদায়।"

আমিনা সেই নিস্তব্ধ নিশীথে অন্ধকারের মধ্যে মুখ তুলিয়া বায়রামের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে বিদায় বায়রাম! ভবিষ্যতে আর আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, আমার পিতা মাতা আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, শীঘ্রই আমার বিবাহ হইবে। আমি এই প্রস্তাবে আপত্তি করি নাই, এখন আর আপত্তির কোন দরকারও দেখি না; আশা করি পরমেশ্বর তোমাকে চিরসুখী করিবেন।"

বায়রামজি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "পরমেশ্বর আমাকে সুখী করিবেন? ইহা অসম্ভব! তুমি কি মনে কর ইচ্ছা করিলেই মানুষ সুখী হইতে পারে? না, সুখ এত সহজ লভ্য নহে; আমার আর সুখের কামনা নাই। বরং যদি এরূপ কোনও কৌশল তোমার জানা থাকে, যাহার সাহায্যে স্মৃতি বিলুপ্ত হইতে পারে, তীব্র অনুশোচনার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যায়, তবে সে কৌশল কি আমাকে বলিয়া যাও। তোমার স্মৃতি কোন কালে আমার মন হইতে বিসর্জ্জন দিতে পারিব না, কিন্তু এ সকল কথা আলোচনা করিয়া আর লাভ নাই; আমি চলিলাম।"

পরদিন বায়রামজি ওস্তাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেই দিন অপরাহ্ন কালে বায়রামজির বৃদ্ধ ভৃত্য ঈরাণী আমিনাকে গোল মোহর করা একখানা প্রকাণ্ড লেফাপা দিয়া গেল; আমিনা তাহা খুলিয়া দেখিল, সে এ পর্য্যন্ত বায়রামজিকে যে সকল প্রেমপত্র লিখিয়াছিল, বায়রামজি সেই সকল পত্র ফেরৎ দিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন ওস্তাদ যে দুইখানি পত্রের জন্য টাকার দাবী করিয়াছিল, আমিনা সে পত্র দুখানিও

সেই লেফাপার মধ্যে পাইল।—আমিনা একবার স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, এই পত্র দুইখানি হস্তগত করিতে বায়রামজির পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে!

আমিনা পত্রগুলি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল, এবং আপনাকে যথেষ্ট নিরাপদ মনে করিতে লাগিল। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল, পত্রগুলি দগ্ধ করিবে, কিন্তু সে এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত না করিয়া পত্রগুলি ফিতা দিয়া বাঁধিয়া তাহার লোহার সিন্দুকে ক্যাস বাক্সে রাখিয়া দিল।

ওস্তাদ বায়রামজিকে যে সকল টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল, হ্যাণ্ডনোটানুসারে তাহা আদায় করিয়া একদিন রাত্রে সে যুবতী ফুলিয়াকে লইয়া সহসা অন্তর্হিত হইল। কন্যার জন্য ফুলিয়ার মা মাটিতে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার অল্পদিন পরে বায়রামজি সস্ত্রীক বোম্বাই যাত্রা করিলেন। ইহার অনতিবিলম্বেই কার্সেটজি মেটার সহিত মহাসমারোহে আমিনার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর আমিনা পতিগৃহে আসিয়া তাহার স্বামীর সেক্রেটারী দাদাচানজিকে সেখানে দেখিতে পাইল। মেটা সাহেব তাঁহার সেক্রেটারীকে আমিনার সহিত পরিচিত করিলেন। আমিনার চোখ মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, তাহার হৃদয়ে উদ্বেগের ঝটিকা বহিতে লাগিল; দাদাচানজি তাহার গুপ্ত প্রেমের সকল কথাই অবগত ছিল, কোন দিন কথাপ্রসঙ্গে সে সেই সকল কথা তাহার স্বামীর নিকট প্রকাশ করিতে পারে, এই ভয়ে আমিনার মন আকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু দাদাচানজি আমিনার

সহিত এ ভাবে আলাপ করিল যে, আমিনার সহিত তাহার পূর্ব্বে আলাপপরিচয় ছিল, এ কথা কেহই অনুমান করিতে পারিল না।

আমিনা সেইদিন হইতে, দাদাচান্‌জিকে তাড়াইবার উপায় স্থির করিতে লাগিল; কিন্তু পাছে তাহার স্বামীর মনে কোনও রূপ সন্দেহের সঞ্চার হয়, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না।

মেটা সাহেবও দাদাচান্‌জির প্রতি ইদানীং অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। থানার নিকটস্থ একটি পল্লীতে একটি যুবতীর সহিত দাদাচান্‌জির গুপ্ত প্রেম হইয়াছিল; সে অনেক সময় কাজকর্ম্ম ফেলিয়া সেখানে যাতায়াত করিত। দাদাচান্‌জির সকল কাজেই ত্রুটি লক্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু আমিনা যে বিপদের আশঙ্কায় দাদাচান্‌জিকে সরাইবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই বিপদ সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক হইতে উপস্থিত হইল! সংসারে পাপের গতি এই রূপ বিচিত্র!

বিবাহের প্রায় দুই সপ্তাহ পরে মেটা সাহেব একদিন অপরাহ্নে নগর প্রান্তবর্ত্তী নদীতীরে সস্ত্রীক ভ্রমণ করিতেছিলেন; এমন সময় কোথা হইতে বায়রামজির কুকুর 'টাইগার' আমিনাকে দেখিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং দুই পা উর্দ্ধে তুলিয়া তাহার ক্রোড়ে উঠিবার চেষ্টা করিল।

আমিনা যেন অত্যন্ত ভীত হইয়াছে এই ভাব দেখাইয়া মেটা-সাহেবকে বলিল, "কার্সেটজি, প্রিয়তম, কুকুরটাকে তাড়াইয়া দাও!"

মেটা সাহেব বলিলেন, "এ ত বেশ কুকুর দেখিতেছি। তোমার ভয়ের কারণ কি? ও তোমার আদর চাহিতেছে, তোমাকে কামড়াইবে না।"

আমিনা বলিল "না, না, শীঘ্র উহাকে তাড়াইয়া দাও ; আমার বড় ভয় করিতেছে। কুকুর জাতটাকে আমি দুই চক্ষে দেখিতে পারি না।"

বায়রামজির কুকুরকে চিনিতে পারিয়া আমিনার বুকের মধ্যে ধুক ধুক করিতেছিল ; কুকুর কামড়াইবে এ ভয়ে নহে, পাছে হঠাৎ মেটা সাহেবের মনে কোনরূপ সন্দেহের সঞ্চার হয়, এই ভয়েই সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

মেটা সাহেব কুকুরটাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু 'টাই-গার' পলাইল না, আমিনার কাছে ঘেঁসিয়া গিয়া লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে করিতে তাহার মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে লাগিল।

মেটা সাহেব বলিলেন, "আমিনা কুকুরটা তোমাকে চেনে।"

আমিনা সবিস্ময়ে বলিল, "আমাকে চেনে! তুমি বলিতেছ কি ?"

মেটা সাহেব বলিলেন, "হাঁ নিশ্চয়ই চেনে, কিন্তু তুমি ইহাকে কেন চিনিতে পারিতেছ না, তাহাই আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।"

মেটা সাহেব আমিনাকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন ; 'টাইগার' আমিনার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া মেটা সাহেব বলিলেন, "কুকুরটা যে তোমার বড়ই অনুগত দেখিতেছি।"

সেই পথ দিয়া একজন কৃষক যাইতেছিল, মেটা সাহেব তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বাপু, বলিতে পার এ কুকুর কার ?"

কৃষক বলিল, "ওটা বায়রামজি এজরা সাহেবের কুকুর, এ কুকুর বড় শিকারী ; এ কুকুর সঙ্গে না থাকিলে বায়রামজি সাহেবের শিকার করাই হয় না।"

আমিনা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "হাঁ হাঁ, এখন আমার মনে

পড়িয়াছে, ফুলিয়ার মার বাড়ীতে এই কুকুরটাকে আমি সর্ব্বদা দেখিতাম,আমি উহাকে কতদিন খাইতে দিয়াছি ; কুকুরটার নাম 'টাইগার।' বেশ নামটি ; টাইগার, টাইগার !"

টাইগার উৎসাহ পাইয়া আমিনার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল, আমিনা দেহ ঈষৎ নত করিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

মেটা সাহেব আমিনাকে সঙ্গে লইয়া গম্ভীর ভাবে চলিতে লাগিলেন ; তিনি এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মনের প্রান্তে সন্দেহের একটি অতি তীক্ষ্ণ কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইল ; আমিনা তাহার নিজের বুদ্ধিকে শতবার ধিক্কার দিল ; সে বুঝিল, কুকুরটাকে প্রথমেই যদি সে চিনিত, ও সরল ভাবে স্বামীর নিকট স্বীকার করিত ইহা বায়রামজির কুকুর ; তাহা হইলে তাহার স্বামীর মনে সন্দেহ স্থান পাইত না। সেই দিন হইতেই আমিনা অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তাহার গুপ্ত প্রেমের কাহিনী কখন কিরূপে স্বামীর নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে সে অধীর হইয়া উঠিল।

অবশেষে সত্য সত্যই একদিন ধূমায় মান বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

একদিন অপরাহ্ন কালে আমিনা বাতায়নে বসিয়া সম্মুখস্থ উদ্যানের দিকে চাহিয়া আছে, এমন সময় সে দেখিতে পাইল, কয়েকজন বাহক একখানা ডুলি লইয়া দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। ডুলি খুলিলে দেখা গেল, একটি বস্ত্রাবৃত মৃতদেহ ডুলির মধ্যে পড়িয়া আছে।

এই দৃশ্যে আমিনা শিহরিয়া উঠিল, ব্যাপার কি জানিবার জন্য,

তাড়াতাড়ি সে সিঁড়ী দিয়া নামিতেছে, এমন সময় মেটা সাহেবের বন্ধু খাঁ বাহাদুর বেনানজি পেটেলকে সে হঠাৎ তাহার সম্মুখে দেখিতে পাইল; আমিনা নীচে যাইতেছে দেখিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন;

"আপনি এখন নীচে যাইবেন না, উপরে যান।"

আমিনা সিঁড়ীর মধ্যে দাঁড়াইয়া আড়ষ্ট ভাবে বলিল, "কি হইয়াছে শীঘ্র বলুন!" খাঁ বাহাদুর বলিলেন, "একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়া ঘটিয়া গিয়াছে, কার্সেটজির নিকট সকল কথা শুনিতে পাইবেন; এখন উপরে যান।"

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমিনা মেটা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, তাহার স্বামী দাদাচান্‌জিকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছেন।

আমিনা বৃদ্ধ এজরা সাহেবের মৃত্যুর কারণ হইয়া যে পাপের সৃষ্টি করিয়াছিল, দাদাচান্‌জির মৃত্যুতে সেই পাপের অঙ্কুর বিষবৃক্ষে পরিণত হইল।

পাঠকগণের অবগতির জন্য, দাদাচানজির হত্যার বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল।—

মেটা সাহেব শিকারে গিয়া কিছু অধিক মাত্রায় মদ্যপান করেন; শিকারে যাইবার সময় তিনি দাদাচান্‌জিকে কয়েকবার খুঁজিয়া ছিলেন, কিন্তু তখন তাহার সন্ধান পান নাই।

মৃগয়া ক্ষেত্রে গিয়া, দাদাচানজির সহিত মেটা সাহেবের সাক্ষাৎ হইল; উত্তেজিত হইয়া মেটা সাহেব দাদাচান্‌জিকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিলেন, এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্রি প্রমদা-প্রসঙ্গে

কাল যাপন করিতেই ভাল বাসে, তাহার দ্বারা কোনও ভদ্র লোকের কাজ চলিতে পারে না।

মেটা সাহেব অত্যন্ত মাতাল হইয়াছেন, তাহা দাদাচান্‌জি বুঝিতে পারিল, সুতরাং সে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না; কিন্তু মাতাল একবার যে ঝোঁক ধরে, তাহা ছাড়ে না; দাদাচান্‌জি তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল না দেখিয়া মেটা সাহেব অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "দেখ দাদাচান্‌জি, আমি মনিব আর তুমি চাকর; কিন্তু চাকর হইয়াও তুমি আমাকে গ্রাহ্য করিতে চাও না; আমার কাছে ছুটি না লইয়া তুমি যখন তখন তোমার উপপত্নীর সহিত রসালাপ করিতে যাও, এ বেয়াদপি আমি মাপ করিতে পারি না; আমি শুনিয়াছি, সেই যুবতীটার চরিত্র বড়ই কদর্য্য; আমার একজন প্রধান কর্ম্মচারীর এরূপ চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকের সহবাসে কালযাপন করা উচিত নহে।"

দাদাচান্‌জি মেটা সাহেবের কথা শুনিয়া ক্রোধে আগুণের মত জ্বলিয়া উঠিল; অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিল,"মহাশয়, সাবধান; এসম্বন্ধে যদি আপনি আর একটা কথাও বলেন, তাহা হইলে মনে করিবেন না. আপনি মাতাল হইয়াছেন বলিয়া আমি আপনাকে ক্ষমা করিব।"

মেটা সাহেব দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া এক লম্ফে দাদাচান্‌জির সম্মুখে আসিয়া তাহার নাসিকা লক্ষ্য করিয়া ঘুসি তুলিলেন।

দাদাচান্‌জি মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল, "অন্যের উপপত্নীকে বিবাহ করিতে যাহার লজ্জা হয় না, যাহার স্ত্রী কুমারী অবস্থায় নিশীথ কালে তাহার শয়ন কক্ষে পরপুরুষকে পত্র লিখিয়া লইয়া যাইত,—তাহার এরূপ সাধুতা—"

মেটা সাহেবের হাতে টোটা ভরা বন্দুক ছিল, দাদাচানজির মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া টিপিলেন; প্রথমে ধূমানল শিখা, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর শব্দ, তাহার পর মুহূর্ত্তেই দাদাচানজির প্রাণহীন দেহ ভূমিতলে পতিত হইল।

দাদাচানজি আমিনা সম্বন্ধে মেটা সাহেবকে যে কয়টি কথা বলিয়াছিল, তাহা সত্য কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার তাঁহার সাহস ছিল না, কারণ আমিনাকে তিনি উন্মত্তের ন্যায় ভাল বাসিতেন; পাছে আমিনা মনে কোনও কষ্ট পায়, এই ভাবিয়া তিনি এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন না।

ইহার পর ফৌজদারী আদালতে মামলা উঠিলে তাহার যে ফল হইয়াছিল, পাঠকগণ তাহা পূর্ব্বেই অবগত আছেন। মামলায় মুক্তিলাভ করিয়া মেটা সাহেব অনুতপ্ত চিত্তে তাঁহার মৃত সেক্রেটারীর প্রণয়িনীর সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, বিবাহের পূর্ব্বেই সেই যুবতী গর্ভবতী হওয়ায় তাহার পিতামাতা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। কুলত্যাগিনী হতভাগিনী এক অনাথ আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, সেখানে তাহার একটা পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই সন্তানের নাম প্রেমজি।

মেটা সাহেব তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই যুবতীর ভরণ পোষণের ও প্রেমজি সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত তাহার লালন পালন ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু কেন যে তিনি তাহাদের সাহায্য করিতেছেন, তাহা এই যুবতী বা তাহার সন্তান প্রেমজি একদিনও জানিতে পারে নাই।

কিছুদিন পরে মেটা সাহেব সস্ত্রীক বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলেন, সেখানে আমিনার একটী দাসী জুটিল, এই দাসী অনেক দিন রেডিমণি সাহেবের গৃহে চাকরি করিয়াছিল। এই দাসীর নিকট আমিনা ক্রমে সংবাদ পাইল, এলিজা বিবাহের পূর্ব্বে মারোয়ানজি সাপুরজিকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রমণীর কৌশল

এলিজার সহিত বায়রামজির বিবাহের অল্পদিন পরেই বায়রামজি সস্ত্রীক বোম্বাই নগরে বাস করিতে লাগিলেন। পৈতৃক সম্পত্তি হস্তগত হইবার পর হইতে বায়রামজির প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহার যৌবন-চাঞ্চল্য অন্তর্হিত হইয়াছিল, পূর্ব্বে তিনি যে সকল কার্য্যে আমোদ পাইতেন, সেই সকল কার্য্যে আর তাঁহার অনুরাগ রহিল না : পূর্ব্ব বন্ধুগণের সহিত তিনি অবাধে মিশিতেন না ; গৃহে এলিজার সহিতও মিশিতেন না ; সুতরাং এলিজাকে প্রায় সর্ব্বক্ষণ একাকী বাস করিতে হইত, পিতৃ আজ্ঞায় বায়রামজি এলিজাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবাহের পর তিনি দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ে এলিজার স্থান নাই, সে হৃদয় আমিনার স্মৃতিতে পূর্ণ। এলিজাও মারোয়ানজি সাপুরজিকে ভুলিতে পারে নাই। সুতরাং উভয়ের কাহারও মনে সুখ ছিল না। বায়রামজি সময় কাটাইবার জন্য নানা প্রকার নূতন খেয়াল লইয়া ব্যস্ত হইলেন, তন্মধ্যে ঘোড় দৌড়ের খেয়াল সর্ব্বপ্রধান ; তিনি বাজি জিতিবার জন্য, বহু অর্থব্যয়ে অনেকগুলি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া কিনিলেন, এবং গৃহে আরাম ও আনন্দ না পাইয়া দিবারাত্রি বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ছয় মাস পরে ফাল্গুন মাসের একদিন অপরাহ্নে তিনি বোম্বাইয়ের সমুদ্রতটে একটী সুদৃশ্য উপবনের পাশ দিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় বিপরীত দিক হইতে দুইটী কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ অশ্ব-সংযোজিত একখানি সুদৃশ্য ব্রুহাম গাড়ী তাঁহার গাড়ীর পার্শ্বে আসিয়া পড়িল। সেই গাড়ীতে একটী যুবতী একাকিনী বসিয়াছিলেন। যুবতী অপরূপ সুন্দরী; তাঁহার কুসুম কোমল শুভ্রদেহে বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত বহুমূল্য নীল শাড়ী শোভা পাইতেছিল, এবং হীরকালঙ্কার তাঁহার কর্ণে, কণ্ঠে ও প্রকোষ্ঠে ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল।

বায়রামের সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইবা মাত্র, যুবতী মৃদু হাস্যে বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বায়রামজিকে অভিবাদনের অভিপ্রায়ে মস্তক ঈষৎ আন্দোলিত করিলেন; বায়রামজি তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া সবিস্ময়ে আর একবার যুবতীকে দেখিয়া লইলেন। যে মূর্ত্তি তিনি দিবারাত্রি শয়নে স্বপনে ধ্যান করিতে ছিলেন, যাঁহার রূপের আলোকে তাঁহার অন্ধকার পূর্ণ মরু-হৃদয় আলোকিত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এ সেই মূর্ত্তি! আমিনাকে চিনিতে তাঁহার মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না। তিনি দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ-স্বরূপিনী, তাঁহার প্রথম যৌবনের আরাধ্যা দেবী, তাঁহার জীবন-কাননের অমৃত বল্লরী, তাঁহার সংসার স্বপ্নের সার রত্ন, অপ্সরাতুল্য রূপবতী আমিনা আরও সুন্দরী—আরও মনমোহিনী হইয়া উঠিয়াছেন! বায়রামজি পুলক-কম্পিত হৃদয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমিনা, তুমি এখানে?"

আমিনা বলিলেন, "হাঁ, কিছু দিন হইতে আমি এখানেই আছি।

দেখা হইল সুখী হইলাম; আশা করি আবার দেখা হইবে, এখন বিদায়।"—আমিনার শকট বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলিল; বায়রামজিও ভিন্ন পথে চলিলেন।

এই আকস্মিক মিলনের পর বায়রামজির হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা বহিতে লাগিল, অন্তরে তিনি অপূর্ব্ব উন্মাদনা অনুভব করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহা আনন্দ কি দুঃখের পরিচায়ক, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। চলিতে চলিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি সত্যই এখনও আমিনাকে ভুলিতে পারি নাই, আজ বুঝিলাম তাহাকে আমি বড়ই ভাল বাসি, জীবনে বোধ হয় আমিনা ভিন্ন অন্য কোনও রমণীকে ভাল বাসিতে পারিব না। আমিনা বলিয়া গেল, আবার দেখা হইবে, বোধ হয় সেও আমাকে ভুলিতে পারে নাই। না, সে নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে নাই; তাহার দৃষ্টিতে, তাহার কণ্ঠস্বরে, তাহার পূর্ব্ব প্রেম সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।"

বায়রামজি আমিনার কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় ততই আমিনার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। পরদিন তিনি ঠিক সেই সময় শকটারোহণে পূর্ব্ববর্ণিত উপবন-প্রান্তে আসিয়া আমিনার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুমান মিথ্যা হয় নাই; যথা-সময়ে আমিনা সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন।

আমিনা গাড়ী হইতে নামিয়া বলিলেন, "এ দিকে লোকজনের গতায়াত অধিক দেখিতেছি, বাগানের ভিতর চল। যেখান হইতে আমাদিগকে কেহ দেখিতে না পায়, এমন নির্জ্জন স্থানে গিয়া কথাবার্ত্তা বলা উচিত।"

বায়রামজি বলিলেন, "আমিনা, পূর্ব্বে ত তুমি এত সাবধান ছিলে না!"

আমিনা বলিলেন, "আমি তখন স্বাধীন ছিলাম, তখন সুনাম দুর্ণামের জন্য আমাকে যে কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে, এ ভয় ছিল না; এখন আমি অন্যের স্ত্রী, একটি সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূ; সেই বংশে যাহাতে কলঙ্ক স্পর্শ না হয়, সে বিষয়ে এখন আমাকে লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছে।"

বায়রামজি বলিলেন, "না আমিনা, আমার প্রতি তোমার আর পূর্ব্ববৎ ভালবাসা নাই।"

আমিনা বায়রামজির মুখের উপর একবার তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখিতেছি তোমার স্মরণ শক্তি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে,না হয় আমার শেষ পত্র তুমি পাও নাই।"

বায়রামজি অধীর ভাবে বলিলেন, "আমিনা, তুমি আমাকে দয়া কর। তুমি যে সময়ের কথা বলিতেছ, সে সময় আমি কিরূপ মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে ছিলাম তাহা তোমার বুঝিবার সাধ্য নাই; সে সময় আমি উন্মত্ত হইয়া ছিলাম, আমার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছিল; এখন আমি বুঝিতেছি, তোমার প্রতি আমার প্রেম বিন্দু মাত্রও হ্রাস হয় নাই।"

আমিনা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমার অপরাধ কি? এখন আমার আর কিছুই বলিবার নাই; সুযোগ হারাইয়া এখন তুমি অনর্থক আক্ষেপ করিতেছ। ধর্ম্মের দিকে, সমাজের দিকে, আইনের দিকে চাহিয়া চিত্ত সংযম করাই এখন তোমার উচিত।"

বায়রামজি প্রবল হৃদয়াবেগের বশবর্ত্তী হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ধর্ম্ম কি? সমাজ কি? আমি তাহাদের গ্রাহ্য করি না; আইন ত মনুষ্যের সৃষ্ট বিধান, আমি এই সকল বিধান পালনে বাধ্য নহি। আমি প্রথম যৌবন হইতে তোমাকে ভাল বাসিয়াছি, তোমার হৃদয় অধিকার করিয়াছি, তোমার সুখ দুঃখের সহিত আমার জীবনের সুখ দুঃখ মিশাইয়া দিয়াছি। তুমি আমার—চিরদিনই আমার। কোথা হইতে মেটা সাহেব আসিয়া দু'দিনের পরিচয়ে তোমাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে? সমাজ তোমাকে আমার পর করিয়া দিবে, ইহা আমি সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি; ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যজ্ঞান, সামাজিক শৃঙ্খলা অধঃপাতে যাউক, তোমাকে চাই।"

বায়রামজি আগ্রহভরে আমিনার হাত ধরিবার জন্য দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। আমিনা হাত টানিয়া লইয়া বলিলেন, "না, এখন আর আমি ইচ্ছা থাকিলেও তোমার সহিত স্বাধীন ভাবে মিশিতে পারিব না, সে অধিকার আর আমার নাই। যখন আমি কুমারী ছিলাম, সে সময় তুমি আমার সঙ্গে যখন ইচ্ছা—যেখানে ইচ্ছা মিশিয়াছ, কিন্তু এখন আমি পরস্ত্রী, পরস্ত্রীর অপমান করিও না; তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও, চিরজীবনের জন্য সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হও। এই কথা তোমাকে বলিবার জন্যই আজ এখানে আসিয়াছি। এরূপ সাক্ষাৎ আমার পক্ষেও অপরাধ বলিয়া মনে করি। আমি প্রথমে ভাবিয়াছিলাম তোমাকে বন্ধু ভাবে দেখিব, কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার সে সঙ্কল্প রক্ষিত হইবে না। প্রচণ্ড প্রণয় অন্ধ, তাহাকে বিশ্বাস নাই; সুতরাং অতঃপর আমাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই মঙ্গল।"

বায়রামজি কাতর স্বরে বলিলেন, "আমিনা, আমি বড় হতভাগ্য।"

আমিনা বলিলেন, "হইতে পারে, কিন্তু আমিও সৌভাগ্যবতী নহি; সংসারে আমিও নিতান্ত ভাগ্যহীনা; কিন্তু সে জন্য মনুষ্যত্বের অপমান করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। আমার প্রতি তোমার যদি কিছু মাত্র ভাল বাসা থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর আমার সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিও না।"

আমিনা আর মুহূর্ত্ত কাল সেখানে না দাঁড়াইয়া, তাঁহার শকটের নিকট অগ্রসর হইলেন। বায়রামজি স্তম্ভিত ভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আমিনার সকল কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। আমিনা কি উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেন, মোহান্ধ বায়রামজির তাহা বুঝিবার অবসর ছিল না; তাঁহার হৃদয় আমিনার জন্য অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাঁহার সংযম ও সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল।

বায়রামজি আমিনার আশা ছাড়িলেন না, কখন কোথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে, তিনি সেই সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; এবং অনেক চেষ্টায় দুই একবার গোপনে আমিনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু আমিনা পূর্ব্ববৎ আর বায়রামজিকে তিরস্কার করিলেন না, বরং তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অনুরাগ প্রকাশ করিলেন।

অবশেষে একদিন আমিনা বায়রামজিকে বলিলেন, "এ ভাবে তোমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করা আমার পক্ষে নিরাপদ নহে, আমার স্বামীর মনে সহজেই আমার প্রতি সন্দেহের সঞ্চার হইতে পারে; তাহার ফল অত্যন্ত বিষময় হইবে। এ অবস্থায় তুমি যদি একটি কাজ করিতে পার, তাহা হইলে বোধ হয় সকল দিক রক্ষা পায়।"

বায়রামজি বলিলেন, "কি কাজ বল, যাহা বলিবে তাহাতেই সম্মত আছি।"

আমিনা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তুমি কি তোমার স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ করিয়া দিতে পার না? তাহার সহিত আমার সখীত্ব জন্মিলে ভয়ের আর কোনও কারণ থাকিবে না।"

বায়রামজি হঠাৎ প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন, "আমিনা, তোমার এই প্রস্তাবই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঙ্গত মনে হইতেছে; তোমার কৌশল অসাধারণ, কাল আমি তোমাকে আমার স্ত্রীর সহিত পরিচিত করিব।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বিষকুম্ভ পয়োমুখম্‌

সেইদিন রাত্রে বায়রামজি তাঁহার স্ত্রী এলিজার প্রতি হঠাৎ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। দুই একটি কথার পর তিনি বলিলেন, "এলিজা, এতদিন আমি তোমার সহিত খোলাখুলি ভাবে আলাপ করি নাই; এজন্য বোধহয় তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট।"

এলিজা উপেক্ষা ভরে বলিলেন, "আমার অসন্তোষে তোমার ক্ষতি কি?"

বায়রামজি বলিলেন, "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি ও অসন্তোষ থাকিলে সংসারে সুখের আশা থাকে না; আমার মনে পড়ে, পর পর দুই তিন দিন পর্য্যন্ত তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; এরূপ ব্যাপার অনেক বার ঘটিয়াছে।"

এলিজা বলিলেন, "কিন্তু এ জন্য আমি তোমার নিকট কোন দিন আক্ষেপ করি নাই; পরমেশ্বর যে ভাবে রাখিয়াছেন, সেই ভাবেই আছি। সুখের আশা করিলেই সুখ মিলে না; সুখী হইব, এ আশাও আমার নাই।"

বায়রামজি বলিলেন, "এলিজা, তুমি কেন হতাশ ভাবে কথা বলিতেছ? তোমার নিঃশব্দ প্রবাস জীবন অত্যন্ত দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, বুঝিতেছি; আমার মনে হইতেছে, তুমি যদি একটি ভাল সঙ্গিনী পাও,

তাহা হইলে মন অনেকটা ভাল থাকে ; কিন্তু কোনও সাধারণ রমণীর সঙ্গে তোমার সখীত্ব হইতে পারে না। কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ও তোমার সমবয়স্কা রমণীকে যদি তোমার সঙ্গিনী করিতে পারা যায়, এই চেষ্টায় আমি অনেক দিন হইতে ঘুরিতেছি ; এতদিন পরে আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে। আমি একটি যুবতীর সন্ধান পাইয়াছি ; মনে করিয়াছি, আজ আমি তাঁহার সহিত তোমার পরিচয় করাইয়া দিব।"

এলিজা এই অনুগ্রহের কারণ বুঝিতে পারিলেন না ; সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কে ? তিনি কি আমাদের বাড়ীতে আসিবেন ?"

বায়রামজি বলিলেন, "তুমি বোধ হয় আমিনা বাই সাহেবার নাম শুনিয়াছ, আমাদের দেশেই তাঁহার পিতৃগৃহ ; এখন তিনি এই সহরেই আছেন ! তোমার হইয়া আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি ; আমিনার প্রকৃতি বড় মধুর ; আমাদের বিবাহের পর কাসেটজি মেটার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। কাল তিনি তোমার সহিত দেখা করিতে আসিবেন, তুমি তাঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ত্রুটি করিও না।"

পর দিন আমিনা যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে বায়রামজির গৃহে উপস্থিত হইলেন, বায়রামজি সস্ত্রীক মহা সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

আমিনা এলিজাকে বলিলেন, "আপনাকে পূর্ব্বে আমি কোথাও দেখিয়া থাকিব, কিন্তু আপনার সহিত পরিচয় ছিল না। আপনার স্বামীর সহিত দীর্ঘকাল হইতেই আমাদের বেশ বন্ধুত্ব আছে, সুতরাং আপনি এখানে আছেন শুনিয়া আপনার সহিত আলাপ করিবার

প্রলোভন আমি সংবরণ করিতে পারিলাম না।" হাতে কোন কাজ কর্ম্ম নাই, অলস ভাবে বসিয়া বসিয়া সমস্ত দিন কাটান যায় না ; আশা করি, এখন আমাদের অবসর কাল নানা কথায় বেশ আনন্দে কাটিবে।"

উভয়কে পরস্পরের সহিত পরিচিত করিয়াই বায়রামজি স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমিনা এলিজার নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রে বায়রামজি গৃহে ফিরিয়া এলিজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমিনার সঙ্গে আলাপ করিয়া কিরূপ বোধ হইল ?"

এজিলা বলিলেন, "আমিনা বড় মিশুক, আর খুব সহৃদয়।"

আমিনার এই প্রশংসায় বায়রামজি পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি ক্রমে তাহার হৃদয়ের পরিচয় পাইবে ; তাহার ন্যায় গুণবতী ও রূপবতী মহিলা আমাদের সমাজে অত্যন্ত দুর্লভ।"

ইহার পর আমিনা মধ্যে মধ্যে এলিজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। একদিন আমিনা বায়মামজি গোপনে বলিলেন, "তোমার অনুরোধ অনুসারে কাজ করিয়া মনে হইতেছে আমি বড় ভুল করিয়াছি।"

বায়রামজি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি হইয়াছে ?"

আমিনা বলিলেন, "এলিজার ভাব ভঙ্গীতে বোধ হয় তাহার মনে কোন রূপ সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছে।"

বায়রামজি বলিলেন, "একথা আমার বিশ্বাস হয় না ; এলিজা তোমার বড়ই বড়ই পক্ষপাতিনী। তাহার মুখে তোমার প্রশংসা ধরে না।"

আমিনা বলিলেন, "এ কথা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে তোমার স্ত্রী তোমার অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমতী, অনেক অধিক সুচতুর ; এ অবস্থায় আমাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করা আবশ্যক।"

বায়রামজি ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "তুমি বল কি ? তাহা কিছুতেই হইবে না।"

আমিনা বলিলেন, "তুমি অবিবেচকের মত কাজ করিয়া সকল দিক নষ্ট করিও না ; প্রথমে তুমি তোমার স্ত্রীর মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হও, তোমার প্রতি তাহার মনে যেন বিন্দুমাত্র অবিশ্বাসও স্থান না পায় ; তাঁহার পর যাহা কর্ত্তব্য, স্থির করা যাইবে।"

বায়রামজি সেই দিন হইতে সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া এলিজার মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার ব্যবহারে এলিজা অল্পদিনের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন, আমিনার সহিত তাঁহার সখীত্ব স্থাপনের পর হইতেই তিনি দাম্পত্য সুখের মুখ দেখিয়াছেন ; এলিজা মনে মনে আমিনার অত্যন্ত পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলেন।

বুদ্ধিমতী আমিনা তাঁহার মধুর ব্যবহারে, কিছু দিনের মধ্যেই এলিজার হৃদয় জয় করিলেন, ও তাঁহার বিশ্বাসের পাত্রী হইলেন। এলিজা ধীরে ধীরে আমিনার নিকট তাঁহার মন খুলিলেন ; এমন কি, মারোয়ানজি সাপুরজির সহিত তাঁহার গুপ্ত প্রেমের কথাও আমিনার অজ্ঞাত রহিল না।

অতঃপর উভয় সখীতে দিবসের অধিকাংশ সময় পরস্পরের সাহচর্য্যে কাটাইতে লাগিলেন ; কিন্তু বায়রামজি যে উদ্দেশ্যে আমিনাকে তাঁহার স্ত্রীর সখীরূপে তাঁহার গৃহে প্রবেশের অধিকার দিয়াছিলেন, তাঁহার সেই

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। আমিনার সহিত তাঁহার প্রায়ই সাক্ষ্যাৎ হইত না। তিনি এ জন্য আমিনার উপর রাগ করিতেন, কখন কখন অত্যন্ত অধীরতা প্রকাশ করিতেন; কিন্তু আমিনার সংকল্প অটল অচল, বায়রামজি তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলেন না।

বায়রামজির সহিত মারোয়ানজি সাপুরজির পূর্ব্বে অতি যৎসামান্য আলাপ ছিল। মারোয়ানজি সাপুরজি মহিলা সমাজে সুরসিক ও বুদ্ধিমান যুবক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আমিনা অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত পারসী মহিলার ন্যায় মারোয়ানজি সাপুরজিব পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন; মজ্‌লিসে আমিনা কখন কখন সাপুরজির মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেন।

ইহা লক্ষ্য করিয়া বায়রামজি একদিন গোপনে আমিনাকে বলিলেন, "এই মারোয়ানজি সাপুরজিটা ভয়ঙ্কর রাস্‌কেল, তুমি তাহার এত খাতির কর কেন? আমি ত উহাকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করি না।"

আমিনা মৃদু হাস্যে বলিলেন, "তুমি কি কোন দিনই কৌতূহল দমন করিতে শিখিবে না? অকারণে আমি কোনও কাজ করি না, ইহা তুমি ক্রমে বুঝিতে পারিবে।"

এলিজার সহিত আলাপ করিয়া আমিনা ক্রমে জানিতে পারিলেন, এলিজার হৃদয় মারোয়ানজি সাপুরজির প্রেমে পরিপূর্ণ; সেখানে বায়রামের স্থান নাই। আমিনা এলিজার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া মারোয়ানজির সহিত তাহার মিলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদিন অপরাহ্নে এলিজা আমিনার গৃহে বেড়াইতে গিয়া ছিলেন; দুই সখীতে নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমিনা বলিলেন,

"তোমার জন্য একটি বড় সখের জিনিস সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, পাশের কুঠরীতে প্রবেশ করিলেই তাহা দেখিতে পাইবে।"

এলিজা কৌতূহলভরে পাশের কক্ষে প্রবেশ করিয়া, যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার শিরায় শিরায় শোণিতের গতি চঞ্চল হইয়া উঠিল; তিনি দেখিলেন মারোয়ানজি সাপুরজি একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন! এলিজা কি করিবেন কি বলিবেন, বুঝিতে না পারিয়া আড়ষ্ট ভাবে সেই কক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন; এমন সময় আমিনা পা টিপিয়া আসিয়া দরজাটি বন্ধ করিলেন।

এলিজাকে উদ্ভ্রান্ত দেখিয়া, সাপুরজি প্রথমে কথা কহিলেন, বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "আজ কতদিন পরে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল! কে জানিত, এখানে এমন ভাবে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে? তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ, ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য।"

এলিজা কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি অন্যায় কথা বলিতেছ, আমার অপরাধ আমি পিতা মাতার মতের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করিতে পারি নাই। আমার হৃদয় দুর্ব্বল সত্য, কিন্তু তোমার স্মৃতি আমি বিসর্জ্জন করিতে পারি নাই।"

দ্বারপ্রান্ত হইতে আমিনা এই কয়েকটী কথামাত্র শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন, এত দিনে তাঁহার সংকল্পসিদ্ধির পথ হইল, তিনি সাবধানে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

---*---

বেনামী পত্র

শ্রাবণ মাস, সমস্ত আকাশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন, দিবসের অধিকাংশ সময় কখনও মুষলধারে কখনও মৃদুমন্দ বৃষ্টিপাত হইয়াছে। বোম্বাই নগরের পথঘাট কর্দমাক্ত, সুবৃহৎ নগরী যেন কোনও গভীর শোকের ধূসর ছায়ায় আচ্ছন্ন।

বোম্বাই সহরের উপকণ্ঠে দাদর নামক একটী পল্লী আছে, বায়রামজি কয়েক দিন হইতে এই পল্লীতে তাঁহার কুঠিতে বাস করিতেছেন; কিন্তু এলিজা তাঁহার বোম্বাইয়ের বাড়ীতেই একাকিনী বাস করিতেছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ঘোড়দৌড়ের বাজীর প্রতি বায়রামজির অতিরিক্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল, এই জন্য তিনি লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া কিনিয়াছিলেন; দাদরে এই সকল অশ্বের আস্তাবল ছিল, এই আস্তাবলের সন্নিকটেই তাঁহার পুষ্পকানন পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র সুন্দর অট্টালিকা।

সমস্ত দিন ঘরে বসিয়া থাকিয়া বায়রামজির মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল; সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কিছু কালের জন্য বৃষ্টি থামিলে, তিনি ভ্রমণে বাহির হইলেন,বাংলায় ফিরিতে সন্ধ্যা অতীত হইল। তিনি গৃহে প্রবেশ করিবেন, এমন সময় একজন লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

আগন্তুকের পরিচ্ছদ ভিক্ষুকের মত, বায়রামজি তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও ?"

আগন্তুক একখানি পত্র বাহির করিয়া বায়রামজির হস্তে প্রদান করিল ; বায়রামজি চিঠিখানি লইয়া, মণিব্যাগ হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে বক্‌শিশ দিলেন।

আগন্তুক প্রস্থান করিলে, বায়রামজি ব্যগ্রভাবে তাঁহার শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার মনে হইতেছিল, আমিনা এই কয় দিন তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু দীপাধারের নিকটে আসিয়া পত্রের শিরোনামা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, এ লেখা আমিনার নহে ; তবে কে তাঁহাকে এ পত্র লিখিল ? তিনি দাদরে আসিয়াছেন, তাহা তাঁহার দুই একজন বিশিষ্ট বন্ধু ভিন্ন অন্য কেহ জানিত না, এ পত্র কি তাঁহার কোনও বন্ধু লিখিয়াছেন ?—কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তিনি পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন,—

"মহাশয়, আমি এই পত্রে আপনাকে যে অপ্রিয় সত্য কথা লিখিতেছি, তাহা লিখিতে আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে এ পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম ; একটি স্ত্রীলোক আপনার ন্যায় মহা সম্ভ্রান্তবংশীয় ভদ্রলোকের মানসম্ভ্রম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা চক্ষে দেখিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকা যায় ? আপনার বিশ্বাস না হইলেও এ কথা সত্য যে, আপনার স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী ; আপনি ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই ইহার প্রমাণ পাইতে পারেন। আজ রাত্রি দশ এগারটার মধ্যে আপনার অট্টালিকার প্রান্তবর্ত্তী উপবনে গুপ্ত দ্বার-পথে উপস্থিত হইলে, আপনার পতিব্রতা পত্নীর উপপতিকে দর্শন

করিয়া চক্ষু সফল করিতে পারিবেন। এই প্রেমিক যুবকটি কয়েক দিন হইতেই আপনার স্ত্রীর শয়ন-কক্ষে এই ভাবে যাতায়াত করিতেছে। আজ রাত্রে আপনার দাসদাসীগণের ছুটি আছে, সুতরাং মিলন মহোৎসব আজ মহানন্দেই সম্পন্ন হইবে; তবে আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, স্বচক্ষে সকল দেখিলেও আপনি আপনার স্ত্রীর প্রতি কোন রূপ কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করিবেন না।—প্রত্যক্ষদর্শী।"

বায়রামজি পত্রখানি পাঠ করিয়া বায়ুতাড়িত বেতস লতার ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন, ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। তিনি একবার দুইবার, তিনবার পত্রখানি পাঠ করিলেন; কিন্তু কে তাঁহাকে এই পত্র লিখিয়াছে, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্ত্রী যে এরূপ দুঃশীলা ও বিশ্বাসঘাতিনী, তাহা তাঁহার কল্পনারও অতীত! তিনি এলিজাকে ভাল বাসিতেন না সত্য, কিন্তু এলিজার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। এই জন্য তিনি মনে করিলেন, তাঁহার কোনও শত্রু এই পত্র পাঠাইয়াছে। বায়রামজির সমস্ত ক্রোধ পত্রলেখকের উপর গিয়া পড়িল।

রায়রামজি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈরাণীকে ডাকিলেন, ঈরাণীও তাঁহার সহিত দাদরে আসিয়াছিল। ঈরাণী তাঁহার সম্মুখে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আমাদের বাড়ীর চাকর-বাকরেরা রাত্রির জন্য কি ছুটী পাইয়াছে? কে তাহাদিগকে ছুটী দিয়াছে?"

ঈরাণী বলিল, "আজ রাত্রে সিরাজি খানসামার বিবাহ উপলক্ষে আমাদের কর্ত্রী দাসদাসীদের আমোদ করিবার জন্য রাত্রির মত ছুটী

দিয়াছেন ; আমি আজ সকালে বোম্বাই হইতে এখানে আসিবার সময় এ কথা শুনিয়া আসিয়াছি।"

নানা চিন্তায় বায়রামজির হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল ; পত্র-নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি তাঁহার বোম্বাইস্থ ভবনের গুপ্ত দ্বার পথে উপস্থিত হইবেন কি না,চিন্তা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এলিজা কি সত্যই সন্দেহের পাত্রী ? যে ব্যক্তি এত ইতর যে, এলিজার বিরুদ্ধে এইরূপ গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়া পত্র-শেষে নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে ভয় পায়, তাহার পত্রের কি মূল্য ?

কিন্তু এ সকল যুক্তি তর্ক স্থায়ী হইল না। রাত্রি যতই অধিক হইতে লাগিল, তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য ততই বর্দ্ধিত হইল ; অবশেষে রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় তিনি ঈরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন "আমি এখনই একবার বোম্বাই যাইব, আমার গাড়ী তৈয়ার করিতে বল।"

ঈরাণী মাথা নাড়িয়া বলিল, "এই রাত্রে দুর্য্যোগের মধ্যে আপনি হঠাৎ বোম্বাই গিয়াছেন একথা শুনিলে এখানকার অন্যান্য চাকরদের মনে নানা সন্দেহের উদয় হইতে পারে ; এ কথা আমি কাহাকেও জানিতে দিতে ইচ্ছা করি না। যদি নিতান্তই যাইতে হয়, আপনি পথে গিয়া অপেক্ষা করুন, আমি অন্যের অলক্ষ্যে ঘোড়া সাজাইয়া পথে লইয়া যাইতেছি।"

বায়রামজি বলিলেন, "উত্তম কথা, কিন্তু আর বিলম্ব করিলে চলিবে না, এক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে বোম্বাই উপস্থিত হইতে হইবে।"

ঈরাণী চলিয়া গেল। বায়রামজি তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটা ওয়াটার প্রুফে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিলেন, রাইডিং বুট

পরিলেন ; তাহার পর একটি পিস্তলে কয়েকটা টোটা ভরিয়া তাহা পকেটে লইলেন।

রাত্রি ৯টা বাজিতে অধিক বিলম্ব নাই ; দিগন্তব্যাপী গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ আবার আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, প্রবল বেগে ঝটিকা বহিতেছিল, অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতেছিল, রাত্রি অধিক না হইলেও রাজপথ সম্পূর্ণ নির্জ্জন, সেই অন্ধকার রাত্রে ঝটিকা বৃষ্টি ও বজ্রনাদ তুচ্ছ করিয়া বায়রামজির অশ্ব বোম্বাই অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। যাত্রাকালে বায়-রামজি ঈরাণীকে বলিলেন, "রাত্রি ৩ টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিব, তুমি আমার অপেক্ষা করিবে।"

বায়রামজি সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া যখন বোম্বাই পঁহু-ছিলেন তখন রাত্রি প্রায় দশটা।

বায়রামজি তাঁহার অট্টালিকার কিছু দূরে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন ; নিকটেই একটা আলোকস্তম্ভ ছিল, তিনি দেখিলেন একজন পাহারওয়ালা সেই আলোকস্তম্ভে ঠেস দিয়া নিমিলিত নেত্রে তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছে!

অশ্বের পদশব্দে পাহারাওয়ালার তন্দ্রা দূর হইল ; বায়রামজি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যদি তুমি কয়েক ঘণ্টার জন্য আমার এই ঘোড়াটি তোমার জিম্বায় রাখ, তাহা হইলে তোমাকে পাঁচ টাকা বক্‌শিশ দিব ; নিকটেই আমি কোন কাজে যাইতেছি, কাজ শেষ হইলে আমি ঘোড়া লইয়া যাইব।"

কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রহরী পাঁচ টাকার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না, বায়রামজির প্রস্তাবে সম্মত হইল।

বায়রামজি পদব্রজে প্রায় পনর মিনিট পরে তাঁহার অট্টালিকার অন্দরের দ্বার-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, অট্টালিকার দীপাবলী নির্ব্বাপিত, দাসদাসীরা ছুটী পাইয়া বিবাহোৎসবে যোগ দানের জন্য চলিয়া গিয়াছে।

বায়রামজি দ্বারের অদূরে প্রাচীরে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন ; ইতিমধ্যে তাঁহার পকেটের ঘড়িতে টুং করিয়া শব্দ হইল, তিনি বুঝিলেন রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিল।

সহসা অদূরে কাহার পদশব্দ হইল ! তিনি রুদ্ধ নিশ্বাসে শব্দ লক্ষ্য করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ; কিন্তু নিবিড় অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না ; তিনি বিস্ফারিত নেত্রে অদূরবর্ত্তী রুদ্ধ দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বোধ হইল, কে যেন অতি সাবধানে লঘুপদ-বিক্ষেপে সেই দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ঊর্দ্ধে দ্বিতলস্থ বাতায়ন অভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বায়রামজি দেখিতে পাইলেন বারান্দায় একটি বাতি জ্বলিয়া উঠিল ! সেই বাতির আলোকে তিনি কাহার ছায়া দেখিতে পাইলেন ; এই কি এলিজার উপপতি ?

বায়রামজির বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, ধমনীতে শোণিতের গতি দ্রুততর হইল ; চতুর্দ্দিকের অন্ধকার যেন নরকানল রাশির ন্যায় তাঁহাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল। তিনি কম্পিত পদে ধীরে ধীরে অন্দরের দ্বার-সন্নিকটে অগ্রসর হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

—–—*—–—

গুপ্তপ্রেমের পরিণাম

মারোয়ানজি সাপুরজি সেই রাত্রে সর্ব্বপ্রথম বায়রামজির গৃহে এলিজার সহিত সাক্ষাতে আসিয়াছিলেন। নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে এলিজা তাঁহার প্রণয়ীকে সেখানে আনিতে সাহস করিতেন না, কিন্তু আমিনা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, ইহাতে ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই, এবং ধরা পড়িবার ভয় না থাকিলে এরূপ কুকার্য্যে কোন দোষও নাই! আগুণ যেখানে প্রবল বায়ুর বেগও সেখানে যদি প্রবল হয়, তাহা হইলে সেই অগ্নি দাবানলে পরিণত হইতে পারে; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে আমিনার গৃহে এলিজার সহিত সাপুরজির সাক্ষাৎ হইয়াছিল; বায়রামজি গৃহে নাই শুনিয়া তিনি গোপনে রাত্রি-কালে এলিজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার প্রস্তাব করেন। এলিজা প্রথমে মৌখিক আপত্তি করিলেও সাপুরজির ব্যগ্রতায় অবশেষে তিনি সম্মত হইলেন। এ কথা আমিনা অন্তরাল হইতে শুনিয়াছিলেন; সুতরাং বেনামী পত্র কে লিখিয়াছিল তাহা পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন।

পরদিন যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে সাপুরজি, বায়রামজির অট্টালিকার গুপ্ত দ্বার পথে প্রবেশ করিলেন; খিড়কীর দরজা খোলা ছিল, এবং দাস

দাসীরা কেহই বাড়ীতে ছিল না, সুতরাং দ্বিতলের সিঁড়ী পর্য্যন্ত আসিতে তাঁহার কোনও অসুবিধা হইল না ; দ্বিতলের বারান্দায় বাতি দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা দীপ হস্তে দ্বিতলের বারান্দায় প্রতীক্ষা করিতেছেন ; তিনি উৎসাহিত চিত্তে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দ্বিতলে উপস্থিত হইলেন।

সাপুরজিকে সম্মুখে দেখিবামাত্র ভয়ে ও উদ্বেগে এলিজার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার সুন্দর মুখ মলিন হইয়া গেল ; তিনি অধীরভাবে বলিলেন "কেন আসিলে ? এমন কাজ কেন করিলে ? আর এক মুহূর্ত্ত এখানে দাঁড়াইও না, এখনই চলিয়া যাও, নতুবা আমাদের দু'জনেরই সর্ব্বনাশ হইবে !"

এলিজা আর ক্ষণমাত্রও সেখানে না দাঁড়াইয়া ত্বরিতপদে তাঁহার শয়ন-কক্ষাভিমুখে চলিলেন ; সাপুরজির দিকে আর ফিরিয়াও চাহিলেন না। কিন্তু সাপুরজি তখন উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, লজ্জা বা ভয় তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না ; তিনি তৎক্ষণাৎ এলিজার অনুসরণ করিলেন, এবং তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা ঠেলিয়া দিলেন।

এলিজা কাতর স্বরে বলিলেন "তুমি যাও, এখনই চলিয়া যাও ; কাল আমি পাগল হইয়াছিলাম, তোমাকে আসিতে বলিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছিলাম, এখন তাহা বুঝিতে পারিয়াছি ; আর এক মুহূর্ত্ত এখানে দাঁড়াইও না ; চলিয়া যাও।"

সাপুরজি কাতরস্বরে বলিলেন, "এলিজা, তবে কি তুমি আমাকে ভাল বাসনা ?"

এলিজা বলিলেন, "কে বলিল আমি তোমাকে ভালবাসি না? তোমার জন্য আমি সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত ছিলাম; কিন্তু তোমাকে ভালবাসি বলিয়া আমার কর্ত্তব্য—সকল কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন করিতে পারি না। স্বামীর প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য আছে, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা অপেক্ষা তাহা মহত্তর, অধিক মূল্যবান। প্রেমের অনুরোধে আমি আমার স্বামীর সম্মান, বংশের সম্মান নষ্ট করিতে পারি না; সেই জন্যই বলিতেছি তুমি এখনই চলিয়া যাও।"

সাপুরজি এ কথা শুনিয়াও শুনিলেন না, পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান রহিলেন।

এবার এলিজা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,"যদি আমার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র ভালবাসা থাকে, আমার সম্মান যদি তুমি রক্ষণীয় মনে কর, তাহা হইলে আজ হইতে আমাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাও, আর কখনও আমার সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিও না। আমি এজরা বংশের কুল-বধূ, এই সম্ভ্রান্ত বংশের সম্মান আমি নষ্ট করিব না, স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।"

সাপুরজি বলিলেন, "এলিজা আমি তোমার প্রেমের প্রকৃতি বুঝিতে পারিলাম না! আমার প্রতি সত্যই যদি তোমার ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে তুমি দিবানিশি কেন এখানে নিরাশার আগুনে দগ্ধ হইতেছ? চল আমরা এখান হইতে আজ রাত্রেই দেশান্তরে চলিয়া যাই। তোমার সকল অভাব পূর্ণ করিবার উপযুক্ত অর্থ ও সামর্থ্য কি আমার নাই?"

এলিজা বলিলেন,"থাকিতে পারে, কিন্তু তোমারও সর্ব্বনাশ করিবার আমার অধিকার নাই ; তোমার প্রতি আমার প্রেম সেরূপ স্বার্থপরতা ও হীনতাপূর্ণ নহে। আজ তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে কুলত্যাগ করিয়া যাইতে বলিতেছ বটে; কিন্তু দুশ্চারিণী রমণীকে দীর্ঘকাল কে আদর যত্ন করিতে পারে ? না, তোমার গলগ্রহ হইবার আমার ইচ্ছা নাই।"

সাপুরজি বলিলেন, "ইহার অর্থ, আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস নাই; কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করিলে কখনও প্রতারিত হইবে না; তাই বলিতেছি, চল দেশ ত্যাগ করিয়া যাই।"

এলিজা বলিলেন, "অসম্ভব, আমার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

সাপুরজি বলিলেন, "অসম্ভব কেন ?"

এলিজা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে উত্তর করিলেন, "তুমি সে কথা জান না বলিয়াই এত পীড়াপীড়ি করিতেছ।"

সাপুরজি আর কোনও কথা না বলিয়া আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বামহস্তে এলিজার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল, বায়রামজি ক্রোধ-কম্পিত দেহে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্র নির্ঘোষে বলিলেন, "এলিজা, এজরা বংশের কুলবধূর পক্ষে এ অতি উত্তম কার্য্য!"—এলিজা উজ্জ্বল দীপালোকে অদূরে স্বামীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন ; তাঁহার বোধ হইল, জগৎ অন্ধকারময়, ব্রহ্মাণ্ড যেন প্রবল বেগে ঘুরিতেছে! অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া তিনি সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সাপুরজি চক্ষুর নিমিষে তাঁহার সঙ্কটজনক অবস্থার কথা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তখন আর চিন্তা করিবার অবসর ছিল না ; তিনি

এলিজার সংজ্ঞাহীন দেহ উভয় হস্তে তুলিয়া তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইলেন; তাহার পর বায়রামজির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এই ব্যাপারে যদি কাহারও অপরাধ থাকে; তবে সে অপরাধ আমার। আমি আপনার স্ত্রীর অসম্মতিতে এখানে আসিয়াছি; কিন্তু আমি অধিক পূর্ব্বে এখানে আসি নাই। আপনি যদি আর কয়েক মিনিট পূর্ব্বে এখানে আসিতেন ও আপনার স্ত্রী আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা শুনিতেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ব ও চরিত্রের পবিত্রতার পরিচয় পাইয়া আপনি মুগ্ধ হইতেন। আমি স্বীকার করিতেছি আমার গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, কিন্তু আমি এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি।"

বায়রামজি সাপুরজির আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নীরস স্বরে বলিলেন, "দেখিতেছি আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি, তস্করের ন্যায় আমার বংশের সম্মান ও পবিত্রতা অপহরণ করিতে আসিয়া এখন ধার্ম্মিকের মত বক্তৃতা করিতেছেন! এ পর্য্যন্ত অনেক নির্লজ্জ দেখিয়াছি কিন্তু এমন নির্লজ্জ আর কখনও দেখি নাই। আপনি কি মনে করিয়াছেন অপরাধ স্বীকার করিলেই আপনি নিষ্কৃতি পাইবেন? না, আমি এত নির্ব্বোধ বা সরল নহি। যে নরাধম মধ্যরাত্রে আমার গৃহে গুপ্তভাবে তস্করের ন্যায় প্রবেশ করিয়া আমার স্ত্রীর সতীত্ব রত্ন অপহরণে উদ্যত হইয়াছে, আমি এখনই গুলি করিয়া সেই তস্করের—সেই মনুষ্যরূপী পিশাচের প্রাণবধ করিব।"—বায়রামজি তাঁহার পকেট হইতে টোটা ভরা পিস্তল বাহির করিয়া তাহা অকম্পিত হস্তে সাপুরজির বক্ষে উদ্যত করিলেন।

সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্যুতরঙ্গ সবেগে আবর্ত্তিত হইতেছে দেখিয়াও সাপুরজি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না ; বায়রামজির দিকে চাহিয়া অবিচলিত স্বরে বলিলেন, "কেন অনর্থক বিলম্ব করিতেছ? গুলি কর।"

বায়রামজি বন্দুক নামাইয়া বলিলেন, "না এখানে তোমাকে গুলি করিয়া মারা হইবে না, তুমি যে তস্করের ন্যায় আমার স্ত্রীর সতীত্ব-রত্ন অপহরণ করিতে আসিয়া আমার হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছ, এ কথা আমার দাস দাসীদের জানিতে দিব না ; তদ্ভিন্ন, নিরস্ত্র শত্রুকে কাপুরুষের ন্যায় হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করিবারও আমার ইচ্ছা নাই।"

সাপুরজি বলিলেন, "এখন তোমার অভিপ্রায় কি ?"

বায়রামজি বলিলেন, "এখান হইতে মুক্ত প্রান্তরে চল, তরবারি লইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। কেবল মাত্র জয় পরাজয়ে এ যুদ্ধের মীমাংসা হইবে না ; যে জয়লাভ করিবে, সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাণবধ করিবে। এ যুদ্ধে পরাজয়ের অর্থ মৃত্যু।"

সাপুরজি বলিলেন, "যুদ্ধে প্রস্তুত আছি।"

বায়রামজি বলিলেন, "উত্তম, আমার গৃহে একাধিক তরবারি আছে ; তাহার একখানি তোমাকে দিতেছি, আর একখানি আমি লইতেছি। তরবারি হস্তে ঐ বাগানের মধ্যে আমরা যুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে নিহত করিবার চেষ্টা করিব। আমার এই বাগানের এক প্রান্তে খানিকটা খোলা যায়গা আছে ; পূর্ব্বে সেখানে একটা গর্ত্ত ছিল, আবর্জ্জনা দ্বারা সে গর্ত্তটি পূর্ণ করা গিয়াছে। সেইখানে আমরা সহজেই

একটা গর্ত্ত খুঁড়িতে পারিব ; আমাদের মধ্যে যে বাঁচিয়া থাকিবে, সে অন্যের মৃতদেহটি সেই গর্ত্তে ফেলিয়া মাটীচাপা দিবে।"

সাপুরজি বলিলেন, "না আমি এ সর্ত্তে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহি।"

বায়রামজি উন্মত্তের ন্যায় বলিলেন, "ভীরু কাপুরুষ, তাহা হইলে কোনরূপেই তোমার পরিত্রাণ নাই ; রাত্রি এগারটা বাজিতে আর পাঁচ মিনিটমাত্র বিলম্ব আছে ; এই পাঁচ মিনিটমাত্র তোমাকে বিবেচনা করিবার সময় দিলাম, এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, তাহা হইলে নীচে টানিয়া লইয়া গিয়া তোমাকে গুলি করিয়া মারিব।"

সাপুরজি নিরুত্তর।—এই ভাবে তিন মিনিট চলিয়া গেল।

বায়রামজি হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "আর দুই মিনিটমাত্র সময় আছে!"

সেই দুই মিনিটও কাটিয়া গেল ; ঘড়িতে ঠং ঠং শব্দ করিয়া এগারটা বাজিল।

বায়রামজি বজ্র নির্ঘোষে বলিলেন, "আর সময় নাই ; তোমার কি বলিবার আছে, এখনও বল।"

সাপুরজি বলিলেন, "এই অন্ধকার রাত্রে আমরা দুজনে বাগানের মধ্যে যুদ্ধ করিব, এ যুদ্ধে একজন নিশ্চয়ই মরিবে; যে জয়লাভ করিবে সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃতদেহ গর্ত্তে ফেলিয়া মাটীচাপা দিবে ; কিন্তু এই গুপ্ত কথা যে পরে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে না, এ কথা কে বলিতে পারে ? তুমি হয়ত বলিবে, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা তুমি গ্রাহ্য কর না ; তুমি গ্রাহ্য না করিতে পার, কিন্তু আমি দেখিতেছি ভবিষ্যতে এ

রহস্য ভেদ হইলে, যে বাঁচিয়া থাকিবে,নরহত্যাপরাধে তাহাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতে হইবে; বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া বিচিত্র নহে। তোমার হস্তে যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার দেহ যে ঐ বাগানের মধ্যে প্রোথিত আছে, এ কথা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তুমি এই বাগানের মালিক; তুমি অনায়াসেই উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিবে। কিন্তু আমার হস্তে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দাঁড়াইবে; বাগানের ভিতর হইতে তোমার মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির করা পুলিশের বা তোমার ভৃত্যগণের পক্ষে কঠিন হইবে না; আমাকে নরহত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইতে হইবে। ফাঁসী যাইতে আমার ইচ্ছা নাই।"

হঠাৎ বায়রামজির মনে পড়িল এই দুর্ঘটনার কথা অন্ততঃ একজনও জানিতে পারিবে; যে বেনামী পত্র লিখিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়াছে, পরদিন প্রভাতেই সে সকল রহস্য বুঝিতে পারিবে। বায়রামজি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার প্রস্তাব কি?"

সাপুরজি বলিলেন, "যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে আমরা দুইখানি পত্র লিখিব, তাহার মর্ম্ম এই যে, যেন আমরা হঠাৎ কোনও কার্য্যোপলক্ষে দেশত্যাগ করিয়াছি। যে মরিবে তাহার পত্র ভারতবর্ষের বাহিরের কোনও দেশ হইতে ডাকে এখানে পাঠাইতে হইবে, পুলিসের ও সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের জন্য এই ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।"

বায়রামজি এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন "আমার বাড়ীর কিছু উত্তরে রাস্তার মোড়ের উপর একজন প্রহরী আমার ঘোড়া ধরিয়া আছে; তাহাকে পাঁচ টাকা বক্শিশ দিতে হইবে।"

সাপুরজি বলিলেন, "যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমি তোমার ঘোঁড়া এইখানে রাখিয়া যাইব।"

অনন্তর উভয়ে সেই কক্ষ ত্যাগে উদ্যত হইলেন। এতক্ষণে এলিজার জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছিল; প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া গিয়া বায়রামজির পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন; কাতরভাবে বলিলেন, "ঈশ্বর জানেন, আমি নিরপরাধ, সত্যই আমি অপবিত্রা নহি। তুমি আমাকে কোন দিন ভাল বাস নাই তবে কেন আমার জন্য জীবন বিপন্ন করিবে? যদি আমি অপরাধী বলিয়া তোমার বিশ্বাস হয়, তুমি আমাকে ত্যাগ কর; প্রভাতে আর আমি তোমাকে আমার মুখ দেখাইব না।"

বায়রামজি বিদ্রূপ ভরে বলিলেন, "পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর এই যুদ্ধে তোমার উপপতি যেন আমার প্রাণ বধ করিতে পারে। ভবিষ্যতে তোমার নিষ্কণ্টক হইয়া সুখভোগ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়; এখন পা ছাড়িয়া দাও।"

কিন্তু এলিজা স্বামীর পদপ্রান্ত হইতে উঠিলেন না, তাঁহার পা ছাড়িলেন না, অশ্রুপ্রবাহে স্বামীর পদদ্বয় সিক্ত করিতে লাগিলেন।

বায়রামজি অসহিষ্ণুভাবে পদাঘাতে এলিজাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে সাপুরজির হাত ধরিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে নীচে নামিয়া আসিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অসি যুদ্ধ

বায়রামজি তাঁহার অট্টালিকার নিম্নতলে আসিয়া সাপুরজিকে সঙ্গে লইয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, সেখানে তাঁহারা প্রস্তাবিত পত্র লিখিলেন। অনন্তর বায়রামজি দুইখানি তরবারি ও একটি লণ্ঠন লইয়া সাপুরজির সঙ্গে বাগানে প্রবেশ করিলেন।

বায়রামজি লণ্ঠনটি একটি গাছের ডালে বাঁধিলেন, তাহার পর দুই-জনে দু'খানি খন্তা লইয়া তাড়াতাড়ি একটা গর্ত্ত খুঁড়িলেন; একজন মানুষকে সমাহিত করিতে পারা যায়, এরূপ একটি গর্ত্ত খুঁড়িতে উভয়ের প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিল।

বায়রামজি খন্তা ফেলিয়া অসহিষ্ণু ভাবে উঠিয়া তরবারি গ্রহণ করিলেন; সাপুরজিকে বলিলেন, "আর বিলম্ব নয়, আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হও; ইহার পর চাকরেরা আসিয়া পড়িলে সকল কাজ নষ্ট হইবে।"

সাপুরজি বায়রামের মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি; কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের একজনকে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। কিন্তু আমি ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি, তোমার স্ত্রী সম্পূর্ণ নিরপরাধ।"

বায়রামজি বলিলেন, "একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছ, পুনঃপুনঃ বলিবার আবশ্যক দেখি না। আমি বুঝিতেছি, তুমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়াছ ; যদি কাপুরুষ না হও, তাহা হইলে বাজে কথায় সময় নষ্ট না করিয়া অবিলম্বে অস্ত্র গ্রহণ কর ; নতুবা পদাঘাতে তোমাকে অস্ত্র গ্রহণে বাধ্য করিব।"

এই কথা শুনিয়া সাপুরজি উত্তেজিত ভাবে তরবারি-হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বায়রামজির আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য অসি উদ্যত করিলেন। ভীষণ জিঘাংসায় বায়রামজির হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সাপুরজি অধিককাল তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিলেন না ; প্রায় পাঁচ মিনিট যুদ্ধের পর বায়রামজির তরবারি সবেগে সাপুরজির স্কন্ধদেশে পতিত হইল, সাপুরজি সেই আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিলেন না, তাঁহার অর্দ্ধছিন্ন কণ্ঠদেশ হইতে রক্তধারা প্রবল বেগে উৎসারিত হইতে লাগিল, তিনি অবসন্নভাবে ভূপতিত হইলেন। সেই অবসরে বায়রামজি সবেগে তাঁহার বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিলেন সঙ্গে সঙ্গে সাপুরজির মৃত্যু হইল।

সাপুরজির মৃত্যুর পর বায়রামজির সহসা যেন জ্ঞানের সঞ্চার হইল; প্রায় দশ মিনিটকাল তিনি স্তম্ভিত ভাবে সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সাপুরজির মৃতদেহের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই হত্যারহস্য ভেদ হইলে তাহার ফল কিরূপ ভয়ঙ্কর হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন, আর ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই, তিনি সাপুরজির মৃতদেহ দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া শূন্যে তুলিলেন, এবং তাহা গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া, মাটী দিয়া সেই গর্ত্ত পূর্ণ করিলেন ; পরে

তাহার উপর কতকগুলি তৃণ ও শুষ্কপত্র ছড়াইয়া রাখিয়া শোণিতসিক্ত তরবারিখানি তুলিয়া লইলেন। অনন্তর বৃক্ষশাখা হইতে লণ্ঠনটি খুলিতে যাইবেন, এমন সময় সেই আলোকে অদূরস্থ আর একটি বৃক্ষের অন্তরালে যেন কাহার মাথা দেখিতে পাইলেন।

বায়রামজি এক লম্ফে সেই বৃক্ষের সন্নিকটে আসিলেন। বৃক্ষের অন্তরালে একটি রমণী দণ্ডায়মান ছিল; সে দেখিল আর পলাইবার উপায় নাই, ক্ষিপ্তপ্রায় বায়রামজি শোণিতরঞ্জিত তরবারি-হস্তে তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছেন! সে ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, বলিল, "আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে মারিবেন না।"

বায়রামজি সেই রমণীকে কেশাকর্ষণ করিয়া আলোকের নিকট লইয়া আসিলেন, চিনিতে পারিলেন, এই রমণী তাঁহারই একটি দাসী, প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে বাড়ী ও বাগানের পথ পরিষ্কার রাখাই তাহার কার্য্য। এই দাসীর নাম যমুনা। যমুনার বয়স বিশ বাইশ বৎসর; যৌবন থাকিলেও তাহার রূপ ছিল না, তাহার উপর তাহার কেশ রুক্ষ, পরিধেয় বস্ত্র মলিন, তাহার শরীরে এক ইঞ্চি ময়লা জমিয়া তাহাকে আরও কদাকার করিয়া তুলিয়াছিল!

বায়রামজি কর্কশ স্বরে তাহাকে বলিলেন, "আজ রাত্রে দাসদাসীরা সকলেই ছুটী পাইয়াছে,. তবে তুই কেন এখানে আসিয়াছিলি বল্।"

যমুনা বলিল, "আমার ধোয়া কাপড় নাই, আমি সেইা জন্য বিবাহ দেখিতে যাই নাই।"

বায়রামজি বলিলেন, "তাহা বুঝিলাম, কিন্তু এতরাত্রে তুই ঘর ছাড়িয়া বাগানে মরিতে আসিয়াছিলি কেন?"

যমুনা বলিল, "আমি কুঠীতেই ছিলাম, বাগানে লণ্ঠনের আলো দেখিয়া চোর আসিয়াছে ভাবিয়া আমি ঐ গাছটার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। পরে যাহা দেখিলাম, তাহাতে ভয়ে আমার আর নড়িবার শক্তি রহিল না। সব শেষ হইলে ধরা পড়িবার ভয়ে আমি সরিয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় হুজুর আমাকে দেখিতে পান।"

বায়রামজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাগানে আসিয়া তুই কি কি দেখিয়াছিস বল্; সত্য কথা না বলিলে তোকে কাটিয়া ফেলিব।"

যমুনা আদ্যোপান্ত সকলই দেখিয়াছিল; যাহা দেখিয়াছিল, সে সমস্তই বলিল, কোনও কথা লুকাইল না।

বায়রামজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে লোকটা আমার হাতে মরিয়াছে তাহাকে তুই চিনিস্, পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছিস্?"

যমুনা বলিল, "না হুজুর।"

বায়রামজি ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "যদি তুই এ সকল কথা জীবনে কাহারও নিকট প্রকাশ না করিস্, তাহা হইলে আমি তোকে এত টাকা বকশিশ দিব যে, তোর আর কোনও কষ্ট থাকিবে না। আর কখনও তোকে দাসীগিরি করিয়া খাইতে হইবে না।"

যমুনা বলিল, "আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না।"

বায়রামজি বলিলেন, "তোর বাড়ী কোন্ দেশে?"

যমুনা বলিল, "সিধপুরে।"

বায়রামজি বলিলেন, "আমি তোকে যে টাকা দিব তাহা লইয়া তুই দেশে চলিয়া যা। কাল ঈরাণী তোকে যাহা যাহা করিতে বলিবে

তাহাই করিস; তাহার কথায় অবাধ্য হইলে, তোর নিস্তার নাই; এই তলোয়ার দিয়া তোর মুণ্ড কাটিয়া ফেলিব।"

বায়রামজির আদেশানুসারে যমুনা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। বায়রামজি বুঝিলেন, তাঁহার মান সম্ভ্রম জীবন সকলই তাঁহার এই পরিচারিকার মুখের একটি কথার উপর নির্ভর করিতেছে; কেবল মাত্র উৎকোচদানে কি তিনি চিরদিনের জন্য তাহার মুখবন্ধ করিতে পারিবেন? সে যে তাহার অঙ্গীকার পালন করিবে, ইহার নিশ্চয়তা কি? বায়রামজি ভাবিয়া দেখিলেন, এই গুপ্ত রহস্য অন্ততঃ চারিজন লোকের অজ্ঞাত রহিবে না; যে তাঁহাকে গুপ্তপত্র লিখিয়াছিল তাহার, তাঁহার স্ত্রী এলিজার এবং যমুনার নিকট কোন কথা গোপন নাই, ঈরাণীকেও সকল বলিতে হইবে। যে গুপ্ত কথা চারিজন লোকের অজ্ঞাত নহে, তাহা প্রকাশিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

নিদারুণ চিন্তাভারে অবসন্ন হইয়া, বায়রামজি তাঁহার স্ত্রীর শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন। এলিজা তখন মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া বসিয়াছিলেন; তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখ বিষাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

বায়রামজি ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "আজ আমার বংশের অপমানের প্রতিশোধ দিয়াছি, তোমার উপপতির প্রাণসংহার করিয়াছি।"

এ কথা শুনিয়া এলিজার ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না, তিনি যে ভাবে বসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন; অকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার ভুল হইয়াছে, সাপুরজি আমার উপপতি ছিলেন না, তাঁহার সহিত আমার কোনও অবৈধ সম্বন্ধ ছিল না।"

বায়রামজি বলিলেন, "আমি যখন এ কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, তখন অনর্থক মিথ্যা কথা বলিবার আবশ্যক কি ?"

স্বামীর এই সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ এলিজার মর্ম্মভেদে সমর্থ হইল না, তিনি বিচলিত হইলেন না ; পূর্ব্ববৎ ধীর স্বরে বলিলেন, "আমি মিথ্যা কথা বলি নাই ; পৃথিবীতে যাহার কোনও আশা নাই, সে কোন্ প্রলো-ভনে মিথ্যা কথা বলিবে ? আমি সত্য কথা বলিতেছি শোন ; সাপুরজি আমার সম্মতিক্রমে আজ প্রথম এখানে আসিয়াছিলেন, আমিও তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম ; এ কথাও সত্য যে, আমিই তাহার জন্য গুপ্ত দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছিলাম।"

বায়রামজি বলিলেন, "উত্তম ; তারপর ?"

এলিজা বলিতে লাগিলেন "তুমি আমার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে, সাপুরজি আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; তাহার পূর্ব্বে আর কোনও দিন তিনি এ বাড়ীতে পদার্পণ করেন নাই। ইচ্ছা থাকিলে আমি ধরা পড়িবার পূর্ব্বেই তোমার গৃহত্যাগ করিয়া পলাইতে পারিতাম, কিন্তু আমি বিশ্বাসঘাতিনী নহি। তুমি এই কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সাপুরজি তাঁহার সহিত কুলত্যাগ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেছিলেন ; আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে, এ ভাবে তাঁহাকে হত হইতে হইত না।"

এলিজা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন, তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "এখন আমার লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় কিছুই নাই, সুতরাং সকল কথাই তোমাকে খুলিয়া বলিব। আমি সাপুরজিকে সত্যই ভাল বাসিতাম, তোমার সহিত পরিচয় হইবার

বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রেমে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। এখন ভাবিতেছি তোমাকে বিবাহ করিতে কেন সম্মত হইলাম? আমি তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছিলাম, আমার প্রেমের জন্য তাঁহার প্রাণ গেল! তুমি পৃথিবী হইতে তাঁহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়াছ, কিন্তু আমার হৃদয় হইতে কখনও কি তাঁহার স্মৃতি বিলুপ্ত করিতে পারিবে?"

বায়রামজি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "যদি তুমি সাবধান হইয়া কথা না বল, তাহা হইলে আমি তোমাকে — "

বায়রামজির দম্ভ দেখিয়া এলিজার মুখে হাসি আসিল, সে হাসি ঘৃণা ও অবজ্ঞাপূর্ণ; তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি আমার প্রাণ বধ করিবে? স্ত্রী হত্যা করিতে চাও? উত্তম, যে তরবারি দ্বারা তুমি সাপুরজির মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়াছ; সেই রক্তসিক্ত তরবারি লইয়া এস, আমার বক্ষে তাহা বিদ্ধ কর; তোমার বীরত্ব প্রকাশে আমি বাধা দিব না, আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিব না, পরলোকে আমি সাপুরজির অনুসরণ করিব; মৃত্যুতেই আমার শান্তি, বাঁচিয়া থাকিবার আমার আর কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। যত শীঘ্র এ ভার ঘুচাইতে পার—ততই আমার মঙ্গল; তাহাতেই আমার নিদারুণ প্রাণের জ্বালা প্রশমিত হইবে। এখনও ওখানে দাঁড়াইয়া আছ কেন? এই আমি মাথা বাড়াইয়া দিতেছি, আমার মস্তক ছেদন কর; জীবনে যাহাকে আমি পাই নাই, মৃত্যুর পর তাহার সহিত মিলিত হইব।"

এলিজার কথা শুনিয়া বায়রামজি স্তম্ভিত ভাবে সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন, সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকট ঘূর্ণ্যমান বোধ হইতে লাগিল,

তিনি তাঁহার শ্রবণযুগলকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না ; এই কি এলিজা ? সেই সুশীলা, নম্র স্বভাবা, নিরভিমানিনী মধুরহৃদয়া, মূর্ত্তিমতী ধৈর্য্য স্বরূপিণী এলিজার মুখে এ কি কথা ! বায়রামজি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া, এলিজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; সেই ঘন ঘোর বর্ষার নিশীথ রাত্রে, সেই উজ্জ্বল দীপালোকিত কক্ষে তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে এলিজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; এলিজার রূপ যেন শতগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার বিস্ফারিত নয়নদ্বয় সান্ধ্য তারকার ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল, তাঁহার নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশ তাঁহার কণ্ঠ গ্রীবা ও উভয় বাহুমূলের পাশ দিয়া যেন শত কাল নাগিনীর ন্যায় অধোমুখে চঞ্চল হইয়া উঠিল ; তাঁহার সুগৌর, সুন্দর, অশ্রুসিক্ত মুখখানি যেন পার্থিব শোক দুঃখের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া, কোনও অপার্থিব রাজ্যের আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল !

বায়রামজি বুঝিলেন, ইহাই রমণীর প্রেম ! যে নারী তাহার প্রিয়তমকে এমন অন্তরের সহিত ভাল বাসিতে পারিয়াছে, তাহার মৃত্যুভয় নাই, আত্মবিসর্জ্জনে সে অকুণ্ঠিত ; কিন্তু এলিজার এই প্রেম তিনি লাভ করিতে পারেন নাই, আমিনার হৃদয়েও সে প্রেম নাই। তবে আর সংসারে তাঁহার সুখ কি ? কেন তিনি নর-রক্তপাতে হস্ত কলুষিত করিলেন ?

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বায়রামজি স্থির করিলেন, যদি অতীত স্মৃতি মুছিবার হয়, তাহা হইলে তিনি তাহা সবলে মুছিয়া ফেলিয়া, এই সুন্দরী, এই মনোমোহিনী, এই প্রকৃত প্রেমিকাকে লইয়াই সংসারে সুখী হইবার চেষ্টা করিবেন ; আমিনা অধঃপাতে যাউক !—বায়রামজি

উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া এলিজার আরও নিকটে অগ্রসর হইলেন, কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন "এলিজা! এলিজা!"

এবার এলিজা বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দুই হস্ত সরিয়া গিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "সরিয়া যাও, তোমার রক্তসিক্ত হাত লইয়া আমাকে স্পর্শ করিও না, আর তুমি আমাকে ডাকিও না।"

বায়রামজি সবিস্ময়ে নিজের হাতের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, রক্তে তাঁহার উভয় করতল রঞ্জিত!

এলিজা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমার সম্মুখ হইতে তুমি চলিয়া যাও; আমা দ্বারা তোমার বিপদের কোনও আশঙ্কা নাই, কিন্তু নরহন্তাকে জীবনে বিশ্বাস করিব না, তাহার অপরাধ কখনও মার্জ্জনা করিব না।"

বায়রামজি বলিলেন, "আমি তোমার স্বামী তাহা বোধ হয় তুমি ভুলিয়া গিয়াছ! যতদিন তুমি বাঁচিবে তোমাকে স্মৃতির দহন সহ্য করিতে হইবে, অনুতাপের অগ্নিতে তোমার সকল পাপ দগ্ধ হইবে; আমি এখন চলিলাম।"

বায়রামজি এলিজার কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পাহারাওয়ালার নিকট হইতে ঘোড়া লইয়া সেই রাত্রেই দাদরে ফিরিয়া চলিলেন, সেখানে তাঁহার গৃহে যখন উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি প্রায় তিনটা; প্রভুভক্ত ভৃত্য তখন পর্য্যন্ত জাগিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল!

বায়রামজি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ঈরাণীকে বলিলেন, "ঘোড়া রাখিয়া তুমি অবিলম্বে আমার শয়নকক্ষে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, অত্যন্ত গুরুতর পরামর্শ আছে।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

——o——

উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে

বায়রামজি এলিজার নিকট হইতে সেই রাত্রে দাদরে প্রস্থান করিলে, এলিজা একাকিনী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। দাসদাসী-গণ তখন পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই; আকাশে রাশি রাশি মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল, রাত্রি শেষে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রতি মুহূর্ত্তে স্ফুরিত হইতে লাগিল, শত বজ্রনাদে সৌধ-বাতায়ন বিকম্পিত হইতে লাগিল। এলিজা সেই প্রাসাদ তুল্য সুবিস্তীর্ণ সৌধে তাঁহার নিভৃত শয়নকক্ষে একাকিনী শয্যায় বসিয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; ক্ষোভে ও অনুতাপে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সাপুরজির এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের জন্য তিনি আপনাকেই দায়ী মনে করিতে লাগিলেন।

সেই রাত্রে, একবারও তিনি চক্ষু মুদিতে পারিলেন না, সমস্ত রাত্রি শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন; শয্যা তাঁহার নিকট কণ্টকময় ও সেই কক্ষের বায়ুমণ্ডল তাঁহার নিকট বিষাক্ত বলিয়া প্রতীয়-মান হইল, পরদিন প্রভাতে তাঁহার প্রধানা পরিচারিকা তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল! তাঁহার

আকৃতির এমন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে, এক রাত্রেই যেন তাঁহার বয়স দশ বৎসর বাড়িয়াছিল! তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া একজন ভৃত্য সাদরে বায়রামজির নিকট সংবাদ লইয়া গেল, তাহার প্রভুপত্নী অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন।

বায়রামজি অনতিবিলম্বে বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এলিজা দারুণজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন। বায়রামজি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে এলিজার চিকিৎসার ভার দিলেন; জ্বরের বেগ ক্রমে বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বিকার উপস্থিত হইল। বিকারঘোরে এলিজার প্রলাপ আরম্ভ হইল; প্রলাপে পাছে তিনি কোনও গুপ্তকথা প্রকাশ করেন, এই ভয়ে বায়রামজি দাসদাসীগণকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দিলেন না, স্বয়ং একাকী এলিজার রোগ-শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন; গুপ্তকথা প্রকাশের ভয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় তিনি কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সেইদিন অপরাহ্নে ঈরাণী গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিল, "যমুনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া তাহার পৈতৃক বাসস্থান সিধপুরে পাঠাইয়াছি; যাহাতে সে সেখানে স্থায়ীরূপে বসবাস করে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন ইতিমধ্যে আমি একজন লোক ঠিক করিয়াছি, সাপুরজির পত্র লইয়া সে আজই আমেরিকায় যাত্রা করিবে; একখানি পত্র এডেন বন্দর হইতে, ও অন্য খানি জাপান হইতে ডাকে দিবার কথা আছে। এই কার্য্যের জন্য তাহাকে যেরূপ পারিশ্রমিক দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলিয়া আশা করি।"

এলিজার অবস্থা তিনদিন পর্য্যন্ত সমান রহিল, চতুর্থ দিনে তাঁহার জ্বর ত্যাগ হইল। বায়রামজি তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে হইল, এ কয়দিনের মধ্যে আমিনা একবারও এলিজাকে দেখিতে আসেন নাই। তিনি ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। অনেক চিন্তার পর তিনি আমিনাকে এলিজার পীড়ার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহাকে একবার দেখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন।

কয়েক ঘণ্টা পরে বায়রামজি উত্তর পাইলেন, আমিনা সেই রাত্রেই তাঁহার স্বামীর সহিত দেশভ্রমণ উপলক্ষে সিংহল যাত্রা করিতে-ছেন, সুতরাং এলিজাকে দেখিতে যাইবার তাঁহার ফুরসৎ নাই।”

আমিনার পত্র পাইয়া বায়রামজি স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন! যাহার জন্য তিনি সংসারের সকল সুখ, সকল আশা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, অবশেষে সেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! আরও পাঁচ দিন অতিবাহিত হইলে, এলিজা অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন; ডাক্তার জানাইলেন, তাঁহার জীবনের আর আশঙ্কা নাই। বায়রামজি সেই দিন ডাক্তারের মুখে প্রথম শুনিতে পাইলেন, এলিজা তিন চারি মাস গর্ভবতী।

এলিজা এ সম্বন্ধে কোন কথা একদিনও বায়রামজির নিকট প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মনে একটি নূতন সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কে এই সন্তানের জন্মদাতা? অবশেষে কি তিনি তাঁহার পত্নীর জারজ সন্তানকে নিজের পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন? শত্রুর সন্তানকে স্নেহে ও যত্নে প্রতিপালিত করিয়া তাঁহার বিপুল

সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবেন? ইহা অপেক্ষা অধিক লজ্জা, কলঙ্ক ও অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে?

বায়রামজি উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "না, তাহা কখনই হইবে না; এলিজার গর্ভে পুত্র হউক, কন্যা হউক তাহার প্রাণনষ্ট করিতে হইবে; আমি এ কলঙ্ক মস্তকে বহন করিতে পারিব না, আমার বংশের পক্ষে এ অপমান অসহ্য।"

এই সময় মারোয়ানজি সাপুরজির আকস্মিক নিরুদ্দেশের কথা লইয়া বোম্বাইয়ের সম্রান্ত সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, চারিদিকে তাঁহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল; এবং যদিও কয়েক সপ্তাহ পরে ঈরাণীর প্রেরিত পত্রবাহক সাপুরজির পত্র দুইখানি যথাস্থান হইতে ডাকে পাঠাইলে তাহা সাপুরজির আত্মীয়গণের হস্তগত হইয়াছিল, তথাপি সেই পত্রের উপর পুলিস বা তাঁহার আত্মীয়েরা নির্ভর করিতে পারিলেন না, নানা কারণে সাপুরজির অকস্মাৎ বিদেশ-যাত্রা তাঁহাদের নিকট অবিশ্বাস্য মনে হইল।

যাহা হউক, কিছু দিনের মধ্যেই সাপুরজির নিরুদ্দেশের কাহিনী চাপা পড়িয়া গেল। বায়রামজি অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগ হইলেন, বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন দুশ্চিন্তার কঠিন আঘাতে তাঁহার মন অত্যন্ত অবসন্ন ও ঔদাস্যপূর্ণ হইয়া উঠিল, যৌবনের উৎসাহ ও উদ্যম অন্তর্হিত হইল; আমোদ প্রমোদে আর তাঁহার আগ্রহ রহিল না; যৌবনে তিনি জরাগ্রস্ত হইলেন।

কয়েক মাস পরে এলিজা প্রসবোন্মুখী হইলে, বায়রামজি এলিজার গর্ভজাত সন্তানকে নষ্ট করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আর একটি নূতন

সঙ্কল্প বাহির করিলেন ; তিনি স্থির করিলেন, এলিজার গর্ভজাত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র, তাহাকে কোন অনাথাশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য লোকের আর একটি সদ্যজাত শিশুকে ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহাকেই পুত্ররূপে গ্রহণ করিবেন। কোনও অপরিচিত ব্যক্তির পুত্র বা কন্যা তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় ইহাতে তাঁহার আপত্তি নাই ; কিন্তু যে নরাধম তাঁহার পবিত্র বংশে কলঙ্ক-কালিমা অর্পণ করিয়াছে, তাঁহার জীবন বিড়ম্বনাপূর্ণ ও বিষময় করিয়াছে, তাহার পুত্রকে তিনি কখনই পুত্রবৎ লালনপালন করিবেন না।

কয়েক দিনের মধ্যেই ঈরাণীর সহিত সকল পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। পাছে প্রসবের সময় এলিজাকে সেই বাড়ীতে রাখিলে কোন রূপে রহস্যভেদ হয়, এই ভয়ে তাঁহাকে বোম্বাই হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী বান্দরা নামক পল্লীতে স্থানান্তরিত করাই কর্ত্তব্য মনে হইল।

পূর্ণগর্ভা এলিজাকে লইয়া বায়রামজি বান্দরার একটি অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে একই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু বায়রামজি তাঁহার সহিত একবারও সাক্ষাৎ করিতেন না,এলিজা তাঁহাকে কোনও কথা বলিতে হইলে পত্রে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতেন, বায়রামজিও সেইরূপে তাঁহাকে অভিপ্রায় জানাইতেন।

বান্দরায় আসিয়া এলিজা আপনাকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে করিতে লাগিলেন, কোন বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা রহিল না ; তাঁহার মনের কথা বলেন, এরূপ একটি রমণীকেও তিনি দেখিতে পাইতেন না। এই ঘটনার অল্পদিন পরে রেডিমণি সাহেবের হঠাৎ মৃত্যু হইল, সুতরাং

এলিজার পক্ষে পিতার সহিত পরামর্শ করিবার পথও বন্ধ হইল। পিতৃশোকে এলিজা অত্যন্ত কাতর হইলেন।

এ অবস্থায় একদিন ফাল্গুন মাসের গভীর রাত্রে, এলিজা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। ঈরাণী সেই রাত্রেই সদ্যজাত শিশুটিকে স্থানান্তরিত করিল। এলিজা অশ্রু প্রবাহে ধরাতল সিক্ত করিয়া স্বামীকে লিখিলেন, "আমার কোন দোষ নাই, দয়া কর, বাছাকে ফিরায়ে দাও, আমার প্রাণ বাঁচাও।"

এই সন্তানের ভবিষ্যতে কি হইল, তাহা অবগত হওয়া কঠিন হইলেও একথা সত্য যে, ঈরাণী সেই সদ্যজাত শিশুটিকে পালঘাটের অনাথাশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছিল, এবং অযত্নে যাহাতে অকালে তাহার প্রাণ বিয়োগ না হয়, যথাযোগ্য অর্থব্যয়ে তাহারও বন্দোবস্ত করিয়াছিল। তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এই সদ্যজাত শিশুর পিতা বায়রামজি ভিন্ন অন্য কেহ নহেন; কিন্তু প্রভুভক্ত ভৃত্য তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গুপ্ত পরামর্শ

জেমসেটজি যে গুপ্ত রহস্যপূর্ণ খাতাখানি প্রেমজিকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন, এইখানে হঠাৎ তাহা শেষ হইয়া গেল; প্রেমজি খাতা বন্ধ করিয়া নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহার পর কি হইল? এই ঘটনার উপসংহার ত খাতায় নাই।"

এই অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা পাঠ করিতে প্রেমজির প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল, কিন্তু এই তিন ঘণ্টা যেন আধ ঘণ্টার মত কাটিয়া গেল! এই অদ্ভুত কাহিনী শুনিতে শুনিতে ডাক্তার লালুভাই ও উকীল বামনজির হৃদয় কখনও বিস্ময়ে, কখনও ভয়ে, কখনও বা সন্দেহে আন্দোলিত হইতেছিল; জেমসেটজি স্তব্ধ ভাবে বসিয়াছিলেন, এই ইতিহাস তাঁহার নিকট নূতন নহে।

ডাক্তার লালুভাই প্রথমে কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন, "ব্যাপারটি উপন্যাসের মত অদ্ভুত!"

বামনজি বলিলেন, "মনুষ্য জীবন জটিল সমস্যায় পূর্ণ; জীবনে যাহা ঘটে, উপন্যাসে আমরা তাহারই প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই।"

জেমসেট্‌জি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বামনজি এই উপন্যাসের রস আমাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপভোগ করিতেছেন; কারণ তিনি বায়রামজি একজরার বেতনভোগী উকীল, সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার সম্ভ্রান্ত মক্কেলের পারিবারিক গুপ্ত রহস্য সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত আছেন, কিন্তু তিনি সে সকল কথা আমাদের নিকট বর্ণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নাই। বলা আবশ্যক, এই গুপ্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার সময় আমাকে কল্পনা দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই; পর পর যাহা ঘটিয়াছে, বিভিন্ন গুপ্ত চরের নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করায় এই অপূর্ব্ব উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে! আমি এই গুপ্ত রহস্যের উপর নির্ভর করিয়া যে সুবিশাল সৌধ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার বনিয়াদ কাঁচা নহে। আমিনা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও ধূর্ত্ত, কিন্তু অত্যন্ত ধূর্ত্তেরও ভ্রম হয়। আমিনা বায়রামজির নিকট হইতে তাহার যে সকল প্রেমপত্র ফেরত পাইয়াছিল, সে পত্রগুলি নষ্ট না করিয়া লোহার সিন্দুকে ক্যাসবাক্সের মধ্যে তুলিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সামান্য চেষ্টায় আমি তাহা হস্তগত করিয়াছি; ওস্তাদ ফর্দ্দুনজিও আমার বশীভূত হইয়াছে।"

বামনজি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেকি! ওস্তাদ এখনও বাঁচিয়া আছে?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "হাঁ বাঁচিয়া আছে, তবে সে এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছে, বোধ হয় ধর্ম্ম ভয়ও কিছু কিছু হইয়াছে; কিন্তু অর্থের লোভ এখনও সে ত্যাগ করিতে পারে নাই; এবং পূর্ব্ব কথা কিছু মাত্র বিস্মৃত হয় নাই। আমার কার্য্যোদ্ধারের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "এই উপন্যাসটিকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইলে, কিছু কিছু প্রমাণের আবশ্যক। আমিনার চিঠিপত্রগুলি ব্যতীত আর কোন্ প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "বায়রামজির সহিত মারোয়ানজি সাপুরজির যে যুদ্ধ হইয়াছিল, ও তাহার যে ফল হইয়াছিল, যমুনা তাহার সাক্ষী আছে; যমুনা উৎকোচ স্বরূপ বায়রামজির নিকটে যে টাকা পাইয়াছিল, অল্প দিনের মধ্যেই সে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে; নিরুপায় হইয়া সে কিছু দিন পরে, বোম্বাইয়ে প্রত্যাগমন করে, এবং বায়রামজির নিকট পুনর্ব্বার সাহায্য প্রার্থনা করিলে বায়রামজি গুপ্ত কথা প্রকাশের ভয়ে পুনর্ব্বার তাহাকে অনেক টাকা প্রদান করেন। আমার গুপ্তচর সন্ধান লইয়া জানিতে পারে, আবশ্যক হইলেই যমুনা বায়রামজির নিকট টাকা পায়। বায়রামজি যখন-তখন তাহাকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য কেন করেন, এ রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া আমার গুপ্তচর একদিন যমুনাকে মদের নেশায় উন্মত্ত করিয়া সকল কথা বাহির করিয়া লয়। কিন্তু এখনও আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই : যমুনা এখনও এই সহরেই আছে; চাকরীর জন্য সে আমার আফিসে মধ্যে মধ্যে উমেদারি করিতে আসিত। সে যদি কোন দিন বায়রামজির নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পারিবারিক গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া থাকে, তাহা হইলে, আমাদের কার্য্যোদ্ধারে অনেক বিলম্ব হইবে; কিন্তু ভয়ের বিশেষ কারণ নাই। বায়রামজি ও আমিনা উভয়েই এখন আমাদের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে; বায়রামজির বাগানের যে অংশে মারোয়ানজি সাপুরজির শবদেহ

প্রোথিত হইয়াছিল, সে স্থানটী আমাদের অজ্ঞাত নহে। বিশেষতঃ সাপুরজির অস্থি-কঙ্কাল সনাক্ত করাও কঠিন হইবে না। কারণ সাপুরজি যখন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হন, তখন তাঁহার পকেটে একশত গিনি ছিল, পুলিশের কাগজ পত্রেই এ কথা প্রকাশ; সাপুরজির অস্থি-কঙ্কালের পাশে, সমাধি গর্ভে এই গিনিগুলি এখনও পাওয়া যাইতে পারে। যাহা-হউক, এই বিচিত্র উপন্যাসের এখনও উপসংহার হয় নাই; শেষ অংশটি আমি সংক্ষেপে বলিতেছি। এখন বায়রামজি ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে কি ভাবে দিনপাত করিতেছেন বাহিরের লোক তাহা বুঝিতে পারিবে না। তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে বিপুল ঐশ্বর্য্য, অনন্ত বিলাস বৈভব, কিন্তু পথপ্রান্তবর্ত্তী বৃক্ষতলবাসী গৃহহীন নিরন্ন ভিক্ষুকও তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক সুখী। তাঁহারা জীবন্মৃতভাবে বাস করিতেছেন। কিন্তু তথাপি জনসমাজে দেখাইতে হইতেছে, তাহাদের সুখের সীমা নাই! এইরূপ জীবন-বিড়ম্বনায় যে কোনও লোকের পক্ষে অসহ্য। দিবানিশি এই ভাবে কালক্ষেপণ করিয়া বাস করা দারুণ কষ্টকর। সেইজন্যই বোধ হয় এলিজার বয়স এখন পঞ্চাশ পূর্ণ না হইতেই তিনি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন, স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইয়াছে। বায়রামজির অবস্থাও প্রায় সেইরূপ।"

বামনজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমিনার সংবাদ কি?"

জেমসেট্জি বলিলেন, "নারীর হৃদয় যে এমন পাষাণের মত কঠিন হইতে পারে, প্রতিহিংসা বৃত্তি যে এমন দীর্ঘস্থায়ী হয়, রমণীর সংকল্প যে এমন অটল, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আমিনা বায়রামজির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল, বায়রামজির মনের সুখশান্তি সকলই নষ্ট

করিয়াছিল, কিন্তু ইহা যে আমিনার কীর্ত্তি, বায়রামজি তাহা একবারও কল্পনা করিতে পারেন নাই; কিন্তু আমিনা বায়রামজিকেও একথা বলিবার প্রলোভন-সংবরণ করিতে পারিল না! সিংহল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সে একদিন বায়রামজিকে তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বয়ং অসঙ্কোচে সকল কথা ব্যক্ত করিল।

ডাক্তার লালুভাই সবিস্ময়ে বলিল, "এ সকল কথা শুনিয়াও বায়রামজি অনায়াসে স্থির হইয়া থাকিলেন?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "না থাকিয়া উপায় কি? আমিনাকে তাঁহার চটাইবার সাধ্য ছিল না; আমিনা এমন নির্লজ্জ যে, আবশ্যক হইলে এখনও সে বায়রামের নিকট টাকা ধার লইতে কুণ্ঠিত হয় না! অবশ্য সে দেনা কখনও পরিশোধ করিবার আশঙ্কা নাই।"

ডাক্তার লালুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এলিজার সদ্যজাত শিশুর পরিবর্ত্তে যে শিশুটিকে আনাইয়া বায়রামজি নিজের পুত্রের ন্যায় লালন-পালন করিতেছিলেন, তাহার কি হইল?"

বামনজি বলিলেন, "সে যে জাল পুত্র তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না; আর তাহাকে দেখিয়াও মনে সেরূপ সন্দেহ হইত না; ছেলেটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ও সুশ্রী ছিল; কিন্তু শৈশবেই তাহার মৃত্যু হয়।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "ছেলেটা যদি বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই এজরা বংশের নাম ডুবাইত। ছোটলোকের যেরূপ রুচি ও প্রবৃত্তি হয়, তাহারও সেইরূপ হইয়াছিল। বায়রামজি তাহার ব্যবহারে আন্তরিক বিরক্ত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন; প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে

এই বালকের মৃত্যুর পর বায়রামজি ও এলিজা উভয়েই পরস্পরকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মন হইতে ক্রোধ ও বিরাগ প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। উভয়েই বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের পাপের জন্য পরমেশ্বরের অভিসম্পাতেই তাঁহারা এরূপ মনোবেদনা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাহা হউক, এই বালকের মৃত্যুর পর এজরা বংশ নির্ব্বংশ হয় দেখিয়া বায়রামজি এলিজার গর্ভজাত সন্তানটিকে পুনর্ব্বার পুত্রবৎ প্রতিপালনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সেই বালককে তখন খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইল। অনুসন্ধানে জানিতে পারা গেল, সেই বালক দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সেই অনাথাশ্রমেই ছিল, তাহার পর একাদশ হঠাৎ সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়; এ পর্য্যন্ত আর তাহার সন্ধান হইল না। অনেক চেষ্টাতেও যখন সেই বালকের সন্ধান হইল না, তখন বায়রামজি বহুঅর্থ ব্যয়ে, শেষবার চেষ্টা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করিলেন; কিন্তু কোনও ফল হইল না। অবশেষে বায়রামজি বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত ও সুচতুর গোয়েন্দাবাহাদুর সার হস্তে এই ভার সমর্পণ করিয়াছেন।"

বাহাদুর সার নাম শুনিবামাত্র ডাক্তার লালুভাই চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন, যেন হঠাৎ তাহার পদে সর্পাঘাত করিয়াছে! তিনি ভীত ভাবে বলিলেন, "বাহাদুর সা যদি এই ব্যাপারের তদন্তের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহা হইলে তোমরা আমাকে মুক্তি দান কর। আমি তোমাদের সঙ্গে আর কোনও সম্বন্ধ রাখিতে পারিব না।"

জেমসেট্‌জি সহাস্যে বলিলেন, "হঠাৎ তোমার এত ভয়ের কারণ কি? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, বাহাদুর সা বায়রামজির সন্তানের

সন্ধান করিতে না পারিয়া এখন সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া আছে। বায়রামজি অগত্যা তাহার উকীল বামনজির হস্তেই সন্ধানের ভার দিয়াছেন ; আমরাও তাঁহার পুত্রকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।"

উকীল বামনজি হাসিয়া বলিলেন, "জেমসেট্‌জি, তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, তোমার ষড়যন্ত্র অতুলনীয় ; তুমি প্রেমজিকে অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী করিবার জন্য, যে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তৃত করিয়াছ, তাহা ভেদ করা কাহারও সাধ্য নয় বটে, কিন্তু এই কার্য্যোদ্ধারে একটি প্রকাণ্ড বিঘ্ন আছে, তাহা দূর করা কঠিন।"

জেমসেট্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ বিঘ্নের কথা বলিতেছ ?"

বামনজি জেমসেট্‌জির কানে কানে কি বলিলেন।

জেমসেট্‌জি তৎক্ষণাৎ প্রেমজিকে ভিন্ন কক্ষে উঠিয়া যাইবার আদেশ করিলেন।

প্রেমজি প্রস্থান করিলে, বামনজি বলিলেন, "প্রেমজি বায়রামজির পুত্র কিনা, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে তিনি প্রেমজির গায়ের কাপড় খুলিয়া একটি চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ; প্রেমজির অঙ্গে যদি সেই চিহ্ন না থাকে, তাহা হইলে বিধাতাপুরুষ স্বয়ং আসিয়া বলিলেও প্রেমজি যে তাঁহার পুত্র, একথা বায়রামজির বিশ্বাস হইবে না।"

বামনজির কথা শুনিয়া জেমসেট্‌জি ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন, তাহার পর তিনি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি ? বায়রামজির নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের গায়ে যে, কোনও বিশেষ চিহ্ন থাকিতে

পারে, একথা আমি একদিন কল্পনাও করি নাই, তুমিও তো এ সম্বন্ধে কোন দিন আমাকে কোনও কথা বল নাই।"

বামনজি বলিলেন, "যে রহস্য তোমার সম্পূর্ণ অগোচর ছিল, আমি তাহা অনেক দিন পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি, অনুসন্ধানের সুবিধা হইবে বলিয়া বায়রামজি গোপনে এই চিহ্নটির কথা আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। আমি এতদিন সে কথা তোমার নিকট প্রকাশ করি নাই, তাহার কারণ তোমার এই ষড়যন্ত্র সফল হইবে কিনা এবিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল; কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি অদ্ভুত কর্ম্মা লোক, তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই; সুতরাং তোমার নিকট আর আমি কোন কথা গোপন করিব না।"

জেমসেট্জি ও ডাক্তার লালুভাই একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "সেই চিহ্নটি কি, শীঘ্র বল।"

বামনজি বলিলেন, "বায়রামজির পুত্রের বয়স এক সপ্তাহ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ঘটনাক্রমে খানিকটা ফুটন্ত গরম তৈল তাহার পিঠে দক্ষিণস্কন্ধের নীচে ঢালিয়া পড়িয়াছিল; তাহাতে তাহার পিঠের সেই স্থানে একটা প্রকাণ্ড ফোস্কা উঠিয়া একটি বৃহৎ ক্ষত হয়, সেই ক্ষত চিহ্ন জীবনে বিলুপ্ত হইবার নহে; প্রেমজির পৃষ্ঠে নিশ্চয়ই সেখান ক্ষত চিহ্ন নাই।"

জেমসেট্জি হতাশ ভাবে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লালুভাই, এখন উপায় কি?"

ডাক্তার লালুভাই ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সামান্য বাধায় আমাদের এতদিনের ষড়যন্ত্র কখনই ব্যর্থ হইতে দেওয়া হইবে না;

কোনও একটা উপায় স্থির করিতেই হইবে। আমি প্রেমজিকে আমার বাড়ী লইয়া যাইব, সেখানে একটি গুপ্ত কক্ষে তাহাকে শয়ন করিতে দিব; সে নিদ্রিত হইলে আমি তাহার পিঠের কাপড় খুলিয়া যে স্থানে ক্ষত চিহ্ন থাকা আবশ্যক, সেই স্থানে একটি আরক মিশ্রিত ফ্ল্যানেল বাঁধিয়া দিব; ইহাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই স্থানে একটা প্রকাণ্ড ফোস্কা উঠিবে, তাহার পর সেই স্থানে উপযুক্ত ঔষধ দিয়া পটি বাঁধিয়া দিলেই ক্ষত আরোগ্য হইবে, কিন্তু চিহ্নটি জন্মের মত থাকিয়া যাইবে।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "কিন্তু কতদিনে এই ক্ষত আরাম হইবে? সময় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে।"

লালুভাই বলিলেন, "এ জন্য আমি দুইমাস মাত্র সময় লইব; এই সময়ের মধ্যেই ক্ষত চিহ্নটি এরূপ আকার ধারণ করিবে যে, বায়রামজি দূরের কথা, কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকও এই ক্ষতচিহ্ন নূতন বলিয়া ধরিতে পারিবে না। তোমরা উভয়েই বিবেচনা করিয়া দেখ আমি যে কাজ করিব, তাহা যেমন কঠিন, তেমনি অত্যাবশ্যক; লাভের সময় আমার বখরা কম করিলে এ কার্য্যে আমি হস্তক্ষেপণ করিব না; আমি যাহা করিব তাহা তোমাদের উভয়েরই অসাধ্য।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "এ জন্য তুমি একথা বলিতেছ কেন? আমাদের তিনজনের মধ্যে যিনি যতটুকু করিতেছেন, অন্যের তাহা অসাধ্য, এবং কাহারও কার্য্যই উপেক্ষার যোগ্য নহে, সুতরাং আমাদের সকলের বখরাই সমান হইবে। সকল কথাই ত ঠিক হইল, আমি জানি বায়রামজির বিশ্বাসী ভৃত্য ঈরাণী এই শিশুটিকে স্থানান্তরিত

করিয়াছিল,সে যদি তাহার প্রভু-পুত্রের অঙ্গে অন্য কোনও বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া থাকে,তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার চক্ষুতে কিরূপে ধূলা নিক্ষেপ করা যাইবে ?"

বামনজি বলিলেন, "ঈরাণী এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার স্মরণশক্তি আর তেমন তীক্ষ্ণ নাই ; বিশেষতঃ সদ্যজাত শিশুর অঙ্গে যদি অন্য কোন বিশেষত্ব থাকিত, এতকাল পরে তাহা নির্ণয় করা তাহার সাধ্য হইবে না। এ জন্য কোন চিন্তা নাই; কিন্তু ভয়ের কারণ কথা এই যে, প্রেমজিকে বায়রামজির পুত্ররূপে পরিচিত করিবার পর যদি কেহ তাহাকে চিনিতে পারে, তাহার অতীত জীবনকাহিনী কাহারও জানা থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমরা বিপন্ন হইতে পারি।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "সেজন্য ভয় নাই, প্রেমজির সঙ্গে এখানে একটি যুবতী আসিয়াছিল, তাহাকে এমন কৌশলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে যে, জীবনে প্রেমজির সহিত তাহার মিলনের সম্ভাবনা নাই ; এ বিষয়ে তুমি কামা সাহেবকে সৎপরামর্শ দিয়া আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছ। মধ্যে আমার একটু দুশ্চিন্তা হইয়াছিল, কারণ প্রেমজির একটি মুরুব্বি জুটিয়াছিল ; সন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, সার কার্সেটজি মেটাই তাহার মুরুব্বি ; মেটা সাহেব জানিতেন, তিনি স্বহস্তে দাদাচান্‌জির প্রাণবধ করিয়াছিলেন, তাই তিনি দয়া করিয়া প্রেমজির লালনপালন ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি প্রেমজিকে কখন চক্ষেও দেখেন নাই।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "তাহা হইলে আমাদের নৌকা প্রায় তীরে আসিয়া লাগিয়াছে, আর কোনও ভয়ের কারণ নাই ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "না, ভয়ের কোনও কারণ দেখিতেছি না; কিন্তু এখন দুই একটা কাজ বাকী আছে, প্রথমে মানিকজি ফ্রামজির কন্যা নাথুরার সহিত প্রেমজির বিবাহ দিয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা আমরা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিব না। কর্ণেলিয়ার সঙ্গেও পেষ্টনজি সাপুরজির বিবাহটা যাহাতে শীঘ্র শেষ হইয়া যায়, তাহা করিতে হইবে; আমাদের প্রস্তাবিত হীরার খনির কারবারটি শীঘ্র না খুলিতে পারিলে চলিতেছে না, টাকার আবশ্যক অত্যন্ত অধিক।"

পাঠকগণের স্মরণ আছে, জেমসেটজির আফিসে প্রেমজি কক্ষান্তরে উঠিয়া গিয়াছিল। কথাবার্ত্তা শেষ হইলে, ডাক্তার লালুভাই তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রেমজি এখন তুমি এখানে আসিতে পার।"

প্রেমজি কোনও উত্তর করিল না। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া জেমসেট্‌জি ও ডাক্তার সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, প্রেমজির মূর্চ্ছা হইয়াছে!

ডাক্তারের চেষ্টায় অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রেমজির মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। ডাক্তার তাহাকে বলিলেন, "তোমার হঠাৎ এরূপ মূর্চ্ছা হইবার কারণ কি?"

প্রেমজি বলিল, "আমি আপনাদের সকল কথাই শুনিয়াছি; আপনাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি সে বাঁচিয়া আছে।"

জেমসেট্‌জি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাকে দেখিয়াছ, কে বাঁচিয়া আছে?"

প্রেমজি বলিল, "বায়রামজি এজরার পুত্র বাচিয়া আছে, আমি তাহাকে চিনি।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি? এমন অর্থহীন প্রলাপ কেন বকিতেছ? তোমার কথার প্রমাণ কি?"

প্রেমজি বলিল, "আপনাদের গুপ্ত পরামর্শ শুনিয়া আমার মনে একটা বড় খট্‌কা বাধিয়াছে; আমি একটি যুবককে চিনি, তাহার বয়স আমার বয়সের সমান; সে পালঘাটের অনাথাশ্রমে শৈশবকালে প্রতিপালিত হইয়াছিল; বার তের বৎসর বয়সের সময় সেখান হইতে সে পলায়ন করে; আপনারা যেরূপ ক্ষত চিহ্নের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, তাহার দক্ষিণ স্কন্ধের নীচে আমি সেইরূপ একটি ক্ষত চিহ্ন দেখিয়াছি।"

জেমসেট্‌জির চক্ষু সহসা দীপ্তিহীন হইল, তিনি ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি! সে কি করে, তাহার নাম কি?"

প্রেমজি বলিল, "সে চিত্রকরের কাজ করে, তাহার নাম নওরোজি!"

জেমসেট্‌জি ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "এই তিনবার, এই তৃতীয় বার সেই হতভাগা আমার সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছে; এবার আর তাহার রক্ষা নাই। পথ হইতে কণ্টক দূর করিতে হইবে।"

ডাক্তার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করিবে মনে করিয়াছ?"

জেমসেট্‌জি সংযত স্বরে বলিলেন, "আমি কিছুই করিব না; আমি

জানি নওরোজি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার উপরে উঠিয়া গৃহ দ্বার চিত্রিত করে ; কোনও একটি অট্টালিকার উপর হইতে হঠাৎ মাটীতে পড়িয়া মুহূর্ত্তে যাহার দেহ চূর্ণ হইতে পারে, তাহাকে আমাদের সংকল্প পথ হইতে সরাইবার জন্য বিশেষ কিছুই করিতে হইবে না।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

——:০:——

উপযুক্ত পুত্র

নওরোজির উপর জেমসেট্‌জির ক্রোধ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; সহায় সম্পদহীন একজন চিত্রকর তাঁহার ন্যায় মহাপরাক্রান্ত ব্যক্তির দীর্ঘ কালের সঙ্কল্প ও চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবে, তাহা তিনি একবারও কল্পনা করেন নাই। তিনি মনে করিলেন, সামান্য একটি ফুৎকারের যেমন দীপ নির্ব্বাপিত হয়; সেইরূপ এক ফুৎকারে এই যুবকের জীবন দীপ নির্ব্বাপিত করিবেন।

পক্ষান্তরে নওরোজির মনেও সন্দেহ প্রবল হইয়াছিল; যে দিন তাঁহার হৃদয়ের আনন্দস্বরূপিনী বিশ্বস্তহৃদয়া প্রেমিকা কর্ণেলিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন,এ জীবনে তাঁহার সহিত মিলনের আশা নাই, তিনি শীঘ্র অন্যকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইবেন, সেই দিন নওরোজি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতেছে। তাহার পর যে দিন রাত্রে দস্তুর সাহেব তাঁহার গৃহে রমলা বাই ও নওরোজিকে লইয়া পরামর্শ করিতে বসেন, সে দিন তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন, মেটা সাহেব ও তাঁহার পত্নীর বিরুদ্ধেও সেই ভীষণ ষড়যন্ত্রজাল প্রসারিত হইয়াছে; কিন্তু পেষ্টনজি সাপুরজি ভিন্ন অন্য কেহ যে এই ষড়যন্ত্রের নায়ক তাহা

তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন নাই। নওরোজি বুঝিয়াছিলেন, বিপদের মেঘ তাঁহার মস্তকের উপর ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, যদি তিনি একাকী বিপন্ন হইতেন, তাহা হইলে ভীত হইতেন না ; কিন্তু বিপদ তাঁহার একার নহে, কর্ণেলিয়া চিরজীবনের জন্য সুখ শান্তিতে বঞ্চিত হইবেন, তাঁহার জীবন ব্যর্থ হইবে। এই চিন্তায় নওরোজি অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া দস্তুর সাহেবের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দস্তুর সাহেব বলিলেন,"কতকগুলি ভয়ঙ্কর লোক স্বার্থসিদ্ধির সংকল্পে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝিতেছি ; কিন্তু তাহারা কে, তাহাদের উদ্দেশ্য কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারা যাইতেছে না ; এ অবস্থায় পুলিসের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কোনও ফল নাই। আরও কথা এই যে, কয়েক জন সম্ভ্রান্ত নর নারীর মান সম্ভ্রমের সহিত এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধ আছে; আইনের সহায়তা লইতে হইলে, তাঁহাদের অনেক কার্য্য প্রকাশ্য আদালতে আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিবে,ইহা কোন ক্রমে প্রার্থনীয় নহে। আমার বিশ্বাস,কোন বিশেষ কারণে আমাদের শত্রুপক্ষ মেটা সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীকে মুঠার মধ্যে পাইয়া তাঁহাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে। এ অবস্থায় সাবধানতাই এখন আমাদের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন ; এখন আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে ; তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে অন্ধকার রাত্রে কোনও নির্জ্জন গলির মধ্যে গুপ্ত ঘাতকের তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তোমার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইতে পারে। শত্রুপক্ষ আমাদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে, তোমার সহিত আমার সর্ব্বদা দেখা-সাক্ষাৎও নিরাপদ নহে।"

নওরোজি বলিলেন,"কিন্তু এ অবস্থায় সর্ব্বদাই আমাদের পরামর্শের আবশ্যক, চিঠি পত্রে কোনও কথা লিখিলে তাহা শত্রুপক্ষের হস্তগত হইতে পারে।"

অনেক আলোচনার পর স্থির হইল, নওরোজি কামা সাহেবের যে অট্টালিকা চিত্রিত করিতে ছিলেন, তাহারই অদূরে একটি হোটেলে আহারোপলক্ষে সময়ে সময়ে তাঁহারা মিলিত হইবেন। দস্তুর সাহেব নওরোজিকে পেষ্টনজি সাপুরজির গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন।

নওরোজি দেখিলেন, পরের কাজ লইয়াই যাহাকে দিবসের অধিকাংশ সময়ই কাটাইতে হয়, পেষ্টনজির গতিবিধির প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে; তিনি কি করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন বৃদ্ধ কামা সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। কামা সাহেব তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সাহায্যে কিছু-না-কিছু উপকার হইতে পারে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন; তদনুসারে পরদিন প্রভাতে নওরোজি কামা সাহেবের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

বৃদ্ধ কামা সাহেব নওরোজিকে অসময়ে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "খবর কি, সব মঙ্গল ত?"

নওরোজি বলিলেন "সব মঙ্গল এ কথা বলিতে পারি না।"

কামা সাহেব বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

নওরোজি বলিলেন "বোধ হয় শীঘ্র আমার সর্ব্বনাশ হইবে, আমার ঘোর বিপদ উপস্থিত, এমন কি আমার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে।"

কামা সাহেব বলিলেন "তুমি বল কি! হঠাৎ তোমার এমন কি বিপদ উপস্থিত হইল? বল, আমি তোমাকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিব।"

নওরোজি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে কামা সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি আপনার নিকট সাহায্যের আশাতেই আসিয়াছি; আপনার মত মুরুব্বি আমার আর কেহই নাই, কেবল আপনিই আমাকে রক্ষা করিতে পারেন।"

কামা সাহেব বলিলেন, "বটে! আমার উপর তোমার এতখানি বিশ্বাস? বল, আমাকে কি করিতে হইবে; তুমি যে সাহায্য চাও তাহাতেই প্রস্তুত আছি। আমি বুড়া হইলাম, কিন্তু তোমার মত ভাল ছেলে আর দেখি নাই।"

নওরোজি বলিলেন,"আমার কয়েকটি শত্রু জুটিয়াছে, তাহারা কখন কি ভাবে আমাকে বিপন্ন করে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; তাহাদের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য আমার কিছু অবসরের আবশ্যক, সেইজন্য আপনার কাজের ভার কিছুদিনের জন্য অন্য লোকের হাতে দিতে চাই; অবশ্য,আপনার কাজ যাহাতে সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়,সে জন্য আমি দায়ী থাকিলাম; অন্যের হাতে কাজের ভার দিলে আমি যথেষ্ট অবসর পাইব।"

কামা সাহেব বলিলেন, "এ অতি সামান্য কথা, যে কয় দিন আবশ্যক হয় অন্যকে দিয়া কাজ চালাইও। যদি টাকার আবশ্যক থাকে, তাহাও লইতে পার; তুমি বোধ জান, আমার অর্থের অভাব নাই। সংসারে জাহাঙ্গীর ভিন্ন আমার আপনার বলিতে আর কেহই

নাই ; কিন্তু তুমি আমার পুত্রের গুণ অবগত আছ, হতভাগাকে লইয়া আমি বড় জ্বালাতন হইয়া মরিতেছি।"

নওরোজি বলিলেন, "আপনার পুত্র নবীন যুবক ; তাহার দুর্ব্বলতা আপনি মার্জ্জনা করিবেন।"

কামা সাহেব বলিলেন, "হাঁ সে নবীন যুবক বটে, কিন্তু কুকর্ম্মে সে প্রবীন হইয়া উঠিয়াছে ; এমন পাপ নাই, যাহাতে সে অনভ্যস্ত। এখন যে কিরূপে তাহাকে ফিরাইব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া এত দিন সাবধান হই নাই এখন মূঢ়তার ফল ভোগ করিতেছি ; কোথা হইতে সে একটা বেশ্যা জুটাইয়াছে, তাহার মনোরঞ্জনের জন্য সে আমার যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে! আমি আর কয় দিন বাঁচিব ? আমার মৃত্যুর পর হতভাগা সর্ব্বস্বান্ত হইবে। আমি তাহার রক্ষিতা সেই যুবতীটাকে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছি, কিন্তু জাহাঙ্গীর আমাকে ভয় দেখাইয়াছে, যদি ছুঁড়ীকে ছাড়িয়া না দিই, তাহা হইলে সে আত্মহত্যা করিবে। আত্মহত্যার ত কিছু বাকী দেখিতেছি না ; তুমি খুব বুদ্ধিমান, ছোঁড়াটা যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার একটা উপায় করিতে পার ?"

নওরোজি বলিলেন, "এ বিষয়ে আমি আপাততঃ আপনাকে কোন আশা দিতে পারিতেছি না। একবার আমি জাহাঙ্গীরজির সহিত দেখা করিয়া আসি, তাঁহার মনের ভাব কি, তাহাই অগ্রে জানিতে হইবে।"

জাহাঙ্গীরজির সহিত নওরোজির পূর্ব্ব হইতেই বন্ধুত্ব ছিল, বৃদ্ধের নিকট হইতে উঠিয়া নওরোজি জাহাঙ্গীরজির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

জাহাঙ্গীরজি নওরোজিকে দেখিয়া উৎসাহের সহিত বলিল, "চিত্রকর সাহেব যে! বাবার কাছে কি কোন দরকারে আসিয়াছ ?"

নওরোজি বলিলেন, "হাঁ, তাঁহার কাছেই আসিয়াছিলাম, আপনি কেমন আছেন ?"

জাহাঙ্গীরজি বলিলেন,"আমার থাকা না থাকা সমান হইয়া উঠিয়াছে, বাবার দৌরাত্মে আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই ; তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। বাবা আমার সমস্ত খরচপত্র কমাইয়া দিয়াছেন, টাকা চাহিলে এক পয়সা পাইবার উপায় নাই। তিনি ইস্তাহার জারী করিয়াছেন, আমার কোন দেনার জন্য তিনি দায়ী হইবেন না। তুমি ত অনেক টাকা রোজগার কর, আমাকে হাজার কয়েক টাকা ধার দিতে পার ? সাবালক হইয়া সুদে আসলে আমি তোমাকে বিশ হাজার টাকা দিব। একটা লোকের কাছে কিছু টাকা কর্জ্জ লইয়া আমি বড় ফ্যাসাদে পড়িয়াছি, দুই এক দিনের মধ্যে তাহার দেনা শোধ না করিলেই নয়।"

নওরোজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার নিকট টাকা লইয়াছিলেন ?"

জাহাঙ্গীরজি বলিল, "মিউচুয়াল লোন সোসাইটীর ম্যানেজার আদমজির নিকট কিছুদিন পূর্ব্বে আমি এ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম। টাকা গুলি নিজের নামে লইবার সুবিধা না থাকায়, হ্যাণ্ডনোটে আমি অন্যের নাম লিখিয়া টাকা লইয়াছি।"

নওরোজি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি জাল করিয়াছেন ?"

জাহাঙ্গীরজি বলিল, "জাল কি? আমি ত আর কাহাকেও ফাঁকি দিব না যে, তুমি ইহাকে জাল বলিবে। ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকিলে তুমি জাল বলিতে পারিতে; টাকা সহজে পাইবার জন্য হাণ্ডনোটে আমি নিজের নামের সঙ্গে অন্যের নাম ব্যবহার করিয়াছি। গুল বাইয়ের অলঙ্কারের জন্য জহরৎ ওয়ালা বাপুভাইকে এ টাকা দিয়াছিলাম। টাকা দুই এক দিনের মধ্যে দিতে না পারিলে, আমাকে বড় বিপদে পড়িতে হইবে; কিন্তু বাবার কাছে এক পয়সাও পাইবার উপায় নাই; এমন কি, তিনি ঢাকি সমেত বিসর্জ্জন দিবার উপক্রম করিয়াছেন, আমার গুল বাইকে যে কোথায় সরাইয়াছেন তাহা ঠাহর করিতে পারিতেছি না। বড়ার ভয়ঙ্কর মতি ভ্রম উপস্থিত! তুমি বোধ হয় জান না, মেয়ে লোকের আমি বড় খাতির রাখি না, কিন্তু গুল বাইয়ের কথা স্বতন্ত্র; এমন সুন্দরী এ অঞ্চলে নাই, সে আমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে, কিন্তু বাবার অত্যাচারে তাহাকে কাছে রাখিবার উপায় নাই। বাবা যে দিন তাহাকে সরাইয়াছেন, সেই দিন হইতে মাতৃহীন শিশুর মত অনাথ হইয়া পড়িয়াছি। আমার জীবনে সুখ নাই, বাঁচিবারও ইচ্ছা নাই।"— জাহাঙ্গীরজি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চক্ষু মুছিল; নিদারুণ বিরহ যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া নওরোজি অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিলেন, তিনি সহানুভূতি ভরে বলিলেন, "আপনি এত হতাশ হইবেন না, বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বনই কর্ত্তব্য।"

জাহাঙ্গীরজি বলিল, "তুমি ত গুরুমহাশয় গিরি করিয়াই খালাস, আমার মন যে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে! বাবা মরিলে গুল বাইকে

জাহাঙ্গীরজি পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া মিউচুয়াল লোন সোসাইটীর আফিসে চলিল।

বোম্বাই নগরের ব্যাঙ্ক ষ্ট্রীটে এই সোসাইটী সংস্থাপিত, মহাজনী কারবারই এই সোসাইটীর উদ্দেশ্য; কিন্তু সোসাইটীর ম্যানেজার আদমজি অনেক উন্মার্গগামী ধনী সন্তানকে অল্প টাকা কর্জ্জ দিয়া অনেক অধিক টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লইতেন। জাহাঙ্গীরজি এই আদমজির কবলে পড়িয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ

জাল হ্যাণ্ডনোট

নওরোজি ও জাহাঙ্গীরজি উভয়ে ব্যাঙ্ক ষ্ট্রীটে মিউচুয়াল লোন সোসাইটীর আফিসে উপস্থিত হইয়া ম্যানেজার আদমজির অনুসন্ধান করিলেন। এক জন কেরাণী বলিল, "ম্যানেজার সাহেব তাঁহার আফিস ঘরে তাঁহার বন্ধু পেষ্টনজি সাপুরজির সহিত আলাপ করিতেছেন ; আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।"

নওরোজি পেষ্টনজি সাপুরজির নাম শুনিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ; তাহার স্মরণ হইল, পেষ্টনজি সাপুরজি ষড়যন্ত্র করিয়া কর্ণেলিয়াকে হস্তগত করিতে উদ্যত হইয়াছে ; কোনও গুপ্ত কৌশলে সে মেটা সাহেব ও তাঁহার পত্নীকে তাহার পক্ষাবলম্বনে বাধ্য করিয়াছে ; এবং তাহার গুপ্ত পাপের সন্ধান লইয়া তাহাকে উপযুক্ত দণ্ড দানের জন্য তিনি কাওয়াসজি দস্তর ও রমলা বাই সাহেবার সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। পেষ্টনজি সাপুরজি কি অভিপ্রায়ে, কাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আবার এখানে আসিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

জাহাঙ্গীরজি, নওরোজির এ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিল না, এক খানি চেয়ারে বসিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে চুরুট টানিতে টানিতে নওরোজিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি পেষ্টনজি সাপুরজিকে চেন ?"

নওরোজি কোন উত্তর দিলেন না।

জাহাঙ্গীরজি ভাবিল, নওরোজি তাঁহাকে চেনেন না বলিয়া চুপ করিয়া আছেন; সে অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তুমি কি রকম লোক? পেষ্টনজি সাপুরজিকে চেন না! সে আমার এক জন পুরানো ইয়ার; দু'জনে এক সঙ্গে জুয়ায় কত টাকা উড়াইয়াছি তাহার কি সংখ্যা আছে? উহার কাছে এখনও আমি নিতান্ত কম দু'হাজার টাকা পাইব।"

সহসা নওরোজির মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তিনি ক্রমাগত ভাবিতেছিলেন, কি উপায়ে তিনি পেষ্টনজি সাপুরজির গতি বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন; জাহাঙ্গীরজির কথা শুনিয়া যেন তিনি অকূল সমুদ্রে কুল পাইলেন; স্থির করিলেন, এ বিষয়ে তিনি জাহাঙ্গীরজির সাহায্য গ্রহণ করিবেন। তিনি সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেষ্টনজি সাপুরজি আপনার পুরানো ইয়ার?"

জাহাঙ্গীরজি বলিল, "সে আমার ভয়ঙ্কর ইয়ার! আমি তাহার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখি। আর একটা মজার কথা তুমি বোধ হয় জান না, একটি যুবতীর সহিত প্রেম করিতে গিয়া বেচারা একেবারে লবেজান হইয়া পড়িয়াছিল! প্রেমের দায়ে, উহার মাথার চুল পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে; এমন লম্পট দুনিয়ায় দু'টি নাই।"

জাহাঙ্গীরজির এই উচ্ছ্বাস কতক্ষণ চলিত বলা কঠিন, কিন্তু হঠাৎ তাহার বাক্যস্রোতে বাধা পড়িল; সম্মুখস্থ একটি দ্বার খুলিয়া পেষ্টনজি সাপুরজি আদমজির সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। পেষ্টনজির পরিচ্ছদ অতি মূল্যবান্ ও অতি সুন্দর, হস্তে গজদন্ত নির্ম্মিত কারু কার্য্য খচিত একখানি সুন্দর যষ্টি, মুখে সুগন্ধি চুরুট।

নওরোজি একবার বক্র দৃষ্টিতে পেষ্টনজির আপাদ মস্তক দেখিয়া লইলেন ; এমন ভাবে দেখিলেন যে, বিশ বৎসর পরেও তিনি তাহার অবিকৃত ছবি আঁকিতে পারিতেন। পেষ্টনজির ক্ষুদ্র ও চঞ্চল চক্ষু দু'টি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, সর্ব্বদাই যেন তাহার মনে কি একটা অনিশ্চিত আতঙ্ক বর্ত্তমান। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, ক্রমাগত মদ্য পানে, রাত্রি জাগরণে, উত্তেজনাজনক বিবিধ ব্যসনে, ও অপরিমিত ইন্দ্রিয় পরায়ণতায় সে অকালপক্ক হইয়া উঠিয়াছে।

জাহাঙ্গীরজির সহিত পেষ্টনজি সাপুরজির দৃষ্টি বিনিময় হইবামাত্র, পেষ্টনজি এক লম্ফে জাহাঙ্গীজির সম্মুখে আসিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া সজোরে আন্দোলিত করিল, তারপর সহাস্যে বলিল, "কেমন আছ ইয়ার ? অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা নাই।"

জাহাঙ্গীরজি বলিল "দেখিতেছ এখনও মরি নাই ; বুড়ো বয়সে তোমার স্ফূর্ত্তি কিন্তু দিন দিন বাড়িতেছে !"

পেষ্টনজি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, আদমজিকে নিম্ন স্বরে বলিল, "তাহা হইলে আর কোনও গোল নাই, তুমি যত শীঘ্র পার মাণিকজি ফ্রামজি ও জেমসেট্‌জির সহিত সাক্ষাৎ করিবে ; অদ্যই দেখা করিতে পারিলে ভাল হয়।"

এই কথা নওরোজির কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র, তিনি চমকিয়া উঠিলেন ; তিনি মাণিকজি ফ্রামজি ও জেমসেট্‌জির কিছু কিছু পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন ; তাঁহার সন্দেহ হইল, হয়ত ইহারাও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। তাঁহার হৃদয় বিবিধ চিন্তায় আচ্ছন্ন হইবে।

আদমজি বলিল, "আজ সকালে হীরাজি আমার কাছে আসিয়াছিল,

সে আমাকে বলিতেছিল, আজ বৈকালে চারিটার সময় আমি যেন তাহার মনিবের সঙ্গে দেখা করিতে যাই, তুমিও যাইবে কি ?"

পেষ্টনজি বলিল, "যদি ফুরসুৎ পাই ত যাইব, এখন চলিলাম।"

পেষ্টনজি গৃহত্যাগের পূর্ব্বে জাহাঙ্গীরকে লক্ষ্য করিয়া শূন্যে একবার মাথা ঠুকিল ; নওরোজির ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীকে সে দেখিতে পাইল না !

পেষ্টনজি প্রস্থান করিলে, নওরোজি ও জাহাঙ্গীরজি আদমজির সহিত তাহার আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। আসন গ্রহণ করিয়াই জাহাঙ্গীরজি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, সংপ্রতি তোমার নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম ?"

আদমজি বলিল, "হাঁ নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, আপনি কি আরও কিছু টাকা চান ?"

জাহাঙ্গীরজি বলিল, "দেখিতেছি তোমার বড়ই দয়া ! টাকাগুলি ধার দিয়া আমার বড় উপকার করিয়াছ, আর বেশী উপকারের আবশ্যক নাই। আমি তোমার দেনা শোধ করিতে আসিয়াছি ; আমার হ্যাণ্ডনোট ফেরৎ দিয়া তোমার টাকা বুঝিয়া লও।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে আদমজির মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "ঋণ পরিশোধের জন্য আপনি এত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন ? আপনি ত সে দিন টাকা লইলেন, এখনও এক মাস পূর্ণ হয় নাই।"

জাহাঙ্গীরজি বলিল, "এমন ত কোন কথা ছিল না যে, এক মাস পূর্ণ না হইলে, আমি আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না !

তোমাকেত আর সুদ ছাড়িতে বলিতেছি না, টাকা আনিয়াছি, হ্যাণ্ড-নোট ফেরৎ দিয়া টাকা লও।”

আদমজি বলিল, “এখন সে হ্যাণ্ডনোট ফেরৎ দেওয়া অসম্ভব।”

জাহাঙ্গীরজি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “অসম্ভব কেন?”

আদমজি ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “হ্যাণ্ডনোট গুলি এখন আমার কাছে নাই।”

জাহাঙ্গীরজি অত্যন্ত বিরক্তি ভরে বলিল,“এ কি রকম কথা! আমার হ্যাণ্ডনোট গুলি এ ভাবে হস্তান্তরিত করিবার অভিপ্রায় কি?”

আদমজি বলিল, “হঠাৎ আমার দরকার হওয়ায় আমি হ্যাণ্ডনোট গুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি।”

এ কথা শুনিয়া জাহাঙ্গীরজির বিস্ময়ের সীমা রহিল না; সে উত্তেজিত হইয়া বলিল, “আমার এই হ্যাণ্ডনোট সাধারণ হ্যাণ্ডনোটের মত নহে, ইহা হস্তান্তর করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে; যাহা হউক, তুমি যেখানেই তাহা বিক্রয় কর, আমাকে এখনই তাহা আনিয়া দিতে হইবে।”

এতক্ষণ পরে নওরোজি কথা কহিলেন, বলিলেন, “জাহাঙ্গীরজি সাহেব সঙ্গত কথাই বলিতেছেন, আপনি তাঁহাকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন, ইহাতে দোষের কথা কিছুই নাই। কিন্তু এই সামান্য টাকার জন্য, আপনি তাঁহাকে অন্যের নাম জাল করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন, ইহা আপনার ন্যায় লোকের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই।”

আদমজি যেন আকাশ হইতে পড়িল; অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া

বলিল, “আপনি বলেন কি, মহাশয়? সেই হ্যাণ্ডনোটে জাহাঙ্গীরজি সাহেব যে কাহারও নাম জাল করিয়াছিলেন, আমার এরূপ ধারণা ছিল না। আমি জাহাঙ্গীরজি সাহেবকে বলিয়াছিলাম যে,আপনি নাবালক,আমাদের লোন সোসাইটি নাবালককে টাকা কর্জ্জ দিতে অনিচ্ছুক, আপনি যদি হ্যাণ্ডনোটে আপনার নাম স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম স্বাক্ষরিত করিয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে টাকা দিতে আপত্তি নাই। এই কথা শুনিয়া তিনি হ্যাণ্ডনোটে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া, তাহাতে কুঠিয়াল মানিকজি ফ্রামজির নামটি স্বাক্ষরিত করিয়া আনিয়া টাকা লইয়া যান; ইহার মধ্যে আমার কোন্ কার্য্যটি অসঙ্গত হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছি না।”

জাহাঙ্গীরজি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া উভয়ের কথা শুনিতেছিল, সকল কথা শুনিয়া যে আর স্থির থাকিতে পারিল না, সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, “তোর কি রকম কথা, রাস্কেল? আমি যখন টাকার জন্য হ্যাণ্ডনোট দিতে চাহিলাম, তখন তুই আমাকে বলিয়াছিলি, ‘আপনি নাবালক, এখন আপনার হ্যাণ্ডনোটের কোনও মূল্য নাই, আপনি এই হ্যাণ্ডনোটের নীচে আর একটা নাম লিখিয়া দিলে, টাকা পাইবার পক্ষে ব্যাঘাত হইবে না।’—এই বলিয়া তুই কোথা হইতে কুঠিয়াল মানিকজি ফ্রামজির একটা দস্তখত আনিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিলি, ‘আপনার নামের নীচে এই নামটা ঠিক এই রকম করিয়া লিখুন, আমি ভাবিলাম, ইহাতে কোনও দোষ নাই; তাই সে নামটাও লিখিয়া দিলাম। এখন তুই নির্লজ্জের মত বলিতেছিস, তুই কিছুই জানিস্ না, আমি নিজের ইচ্ছায় পরের নাম জাল করিয়াছি! জোচ্চোর, বদ্‌মাস্!”

আদমজি মুখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "মহাশয়, এ বেশ্যা বাড়ী নয়, ভদ্র লোকের আফিস ; কোনও কথা বলিবার থাকিলে ভদ্র লোকের মত বলুন।"

জাহাঙ্গীরজি বলিল, "তোমার ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইতেছে, কোনও পুরুষে তুমি ভদ্র লোক নও, আমার সঙ্গে তুমি প্রবঞ্চনা করিয়াছ, তোমাকে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে।"

নওরোজি বলিলেন "আপনি জানিয়া শুনিয়া কোন্ হিসাবে এ রকম হ্যাণ্ডনোট বিক্রয় করিলেন ? আপনি অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এই হ্যাণ্ডনোট যদি কোন রূপে মানিকজি ফ্রামজির হাতে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে তিনি ইচ্ছা করিলে জাহাঙ্গীরজিকে কিরূপ বিপন্ন করিতে পারেন, আপনার কি সে জ্ঞান নাই ?"

আদমজি বলিল, "সে জন্য জাহাঙ্গীরজিই দায়ী, অন্যের নাম জাল করিবার সময় এ কথা তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল।"

নওরোজি বলিলেন "এখন সে তর্ক করিয়া কোন ফল নাই ; হ্যাণ্ডনোট গুলি কিরূপে ফেরৎ পাওয়া যায়, তাহাই বলুন। আপনি তাহা কাহার কাছে বিক্রয় করিয়াছেন ?"

আদমজি বলিল, "সে কথা আমার স্মরণ হইতেছে না।"

নওরোজি উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "দেখিতেছি বুড়া বয়সে আপনার স্মরণ-শক্তি অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে ; আপনার স্মরণ শক্তি যাহাতে প্রবল হয়, তাহার উপযুক্ত মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা আবশ্যক।"

আদমজি বলিল, "আপনি কি আমাকে ভয় দেখাইতেছেন ?"

নওরোজি বলিলেন, "আমরা যে উপায়ে পারি হ্যাণ্ডনোটগুলি আদায় করিয়া তবে আপনাকে ছাড়িব।"

আদমজি কোন কথা না বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, এবং সেই কক্ষ হইতে প্রস্থানোদ্যত হইল।

নওরোজি তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এক লম্ফে কক্ষ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন ; উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আগে আমার কথার জবাব দেন, তাহার পর এখান হইতে যাইতে পারিবেন। কোন রকম গোলমাল করিলে এখানেই আপনাকে বেইজ্জত হইতে হইবে।"

আদমজি দেখিল এই যুবক যেরূপ বলবান, তাহাতে কথা কার্য্যে পরিণত করা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে। সে অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া বলিল, "হ্যাণ্ডনোটগুলি কাহার নিকট বিক্রয় করিয়াছি, আমার নোট বহি না দেখিলে তাহা বলিতে পারিতেছি না।"

নওরোজি বলিলেন, "তবে আপনার নোট বহি দেখুন, কিন্তু আমাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আপনি এখান হইতে যাইতে পারিবেন না।"

আদমজি সেই কক্ষস্থিত একটি আলমারি খুলিয়া একখানা খাতা বাহির করিল ; খাতার পাতা উল্টাইয়া বলিল "হ্যাণ্ডনোটগুলি বাপুভাই মতিওয়ালা নামক অলঙ্কার বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া নওরোজির সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল ; ইহা যে একটি ভীষণ ষড়যন্ত্রের ফল, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপুভাইয়ের নিকট হ্যাণ্ডনোট গুলি আছে ত ?"

আদমজি বলিল, "সে কথা আমি বলিতে পারি না।"

নওরোজি বলিলেন, "আচ্ছা, আমরা তাহার সন্ধান লইব; কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন এই ব্যাপার লইয়া যদি কোন গণ্ডগোল হয় তাহা হইলে আপনি সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন না।"

নওরোজি জাহাঙ্গীরজিকে সঙ্গে লইয়া আদমজির আফিস পরিত্যাগ করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি

পথে আসিয়া নওরোজি জাহাঙ্গীরজিকে বলিলেন, "আদমজির মনে নিশ্চয়ই কোনও দুরভিসন্ধি আছে, সে বলিল, হ্যাণ্ডনোট মতিওয়ালার কাছে বিক্রয় করিয়াছে, কথাটা সত্য কি না জানা আবশ্যক।"

জাহাঙ্গীরজি বলিল, "তাহা হইলে চল, মতিওয়ালার দোকানে একবার যাওয়া যাক্।"

উভয়ে মতিওয়ালার দোকানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, মতিওয়ালা অন্য লোকের সহিত কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত আছে; অগত্যা তাঁহারা সেই দোকানের মধ্যেই ঘুরিতে লাগিলেন। সে সময় কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পারসী মহিলা দোকানের বিভিন্ন অংশে হীরক-রত্নাদি খচিত অলঙ্কার দেখিতেছিলেন। রমণীগণের মধ্যে রমলা বাই সাহেবাকে দেখিয়া নওরোজির বিস্ময়ের সীমা রহিল না; মতিওয়ালা ইতিপূর্ব্বে বিলের টাকার জন্য তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; তিনি রমলা বাইয়ের সহিত সেখানে সাক্ষাৎ করিবেন কি না, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রমলা বাই হঠাৎ পশ্চাতে চাহিবামাত্র নওরোজির সহিত তাহার দৃষ্টি বিনিময় হইল, তাঁহার মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল; তিনি কষ্টে আত্ম সংবরণ করিয়া দুই এক পদ

অগ্রসর হইলেন, এবং নওরোজিকে অভিবাদন করিয়া জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে যে!"

নওরোজি বলিলেন, "একটু কাজে আসিয়াছি, আপনার সহিত যে এখানে দেখা হইবে, ইহা মনে করি নাই।"

রমলা বলিলেন, "আপনি আমাকে এখানে দেখিয়া বোধ হয় বিস্মিত হইয়াছেন। আপনার বিস্ময়ের যথেষ্ট কারণ থাকিতে পারে; কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না, আমার লজ্জা ও অভিমান বড় কম। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে; এখানে অনেকে ঘুরিতেছে, একটু তফাতে চলুন।"

দোকানের যে অংশে লোকের তেমন গতি বিধি ছিল না, উভয়ে সেই অংশে উপস্থিত হইলে রমলা বাই নওরোজিকে বলিলেন, "দীনসার অনুরোধে আপনাদের কোনও কার্য্যোদ্ধারের জন্য আমি মতিওয়ালাকে মার্জ্জনা করিয়াছি, আর সেই জন্যই এখানে আসিয়াছি। দীনসা, পেষ্টনজি সাপুরজি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাইয়াছেন; মেটা সাহেব এরূপ লোকের হস্তে কেন যে কন্যা সম্প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা স্থির করা কঠিন হইলেও, একথা নিশ্চয় যে, কেহ তাঁহার কাণ ধরিয়া এই কার্য্যে বাধ্য করিতেছে! আমরাও যদি এই হতভাগা সাপুরজিটার কাণ ধরিয়া একটি ভদ্র লোকের সর্ব্বনাশে বিরত করিতে না পারি, তাহা হইলে বড় অকল্যাণের সম্ভাবনা আছে; ইহাতে অনেকেরই সর্ব্বনাশ হইতে পারে।

নওরোজি নিম্ন স্বরে বলিলেন, "আমি তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়াছি।"

রমলা বলিলেন "কেবল দৃষ্টি রাখিলে কি হইবে? তাহার মুখোস

টানিয়া খুলিয়া ফেলিতে হইবে। সে মনে করিয়াছে, তাহার ঘটকালির জন্য আমার ঘুম নাই! কাল আমি তাহাকে মেটা সাহেবের বাটী লইয়া যাইব।”

নওরোজি কোন কথা বলিলেন না, সবিস্ময়ে রমলা বাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রমলা বলিতে লাগিলেন, “ইতিমধ্যে একদিন আমি মেটা সাহেবের বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম; পূর্ব্বে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মুখদর্শন পর্য্যন্ত ছিল না,সে দিন গিয়া দেখিলাম,উভয়ের প্রেম গলায় গলায়! এই অতি ভক্তির লক্ষণ বড় ভাল নয়, বোধ হয় উভয়েই কোনও অতর্কিত বিপদের আশঙ্কায় পরস্পরের সহায়তায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের আকার ইঙ্গিতেও বোধ হইল, তাঁহাদের মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই; এমন কি, কর্ণেলিয়ার সরল সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিলে চক্ষে জল আসে,তাঁহারাও যেন কন্যার মুখের দিকে চাহিতে পারেন না। ইহা হইতে আমার অনুমান হইল, কোনও বিপদ হইতে মুক্তিলাভের আশায় তাঁহারা মেয়েটিকে জবাই করিতে উদ্যত হইয়াছেন!”

নওরোজি উদ্বেগ ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কর্ণেলিয়ার ভাব কিরূপ দেখিলেন?”

রমলা বলিলেন “এমন মেয়ে আমি জীবনে দেখি নাই। কি অদ্ভুত আত্মত্যাগ, অথচ সেই সঙ্গে অবিচল ধৈর্য্য! সে হৃদয়ে নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে; কিন্তু তাহার পিতা মাতাকে তাহার মনের ভাব বুঝিতে দিতেছে না, পূর্ব্বের মতই সে এখন স্থির ও গম্ভীর। বিদ্রোহী অন্তরেন্দ্রিয়ের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া সে বড় ক্ষীণ ও মলিন হইয়া

গিয়াছে, তাহার কোনও অসুখ আছে কি না, জানিবার জন্য তাহার গায়ে হাত দিলাম, আমার হাত যেন পুড়িয়া গেল! কর্ণেলিয়ার দাসী ইসু আমাকে গোপনে বলিল, কর্ণেলিয়া তিল তিল করিয়া আত্মহত্যা করিতেছেন।

নওরোজি নির্ব্বাক ভাবে সকল কথা শ্রবণ করিলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কয়েক মিনিট পরে বাপুভাই মতিওয়ালা জাহাঙ্গীরজির সম্মুখে আসিয়া সহাস্যে বলিল, "আপনি কখন আসিলেন? আপনাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম, বোধ হয় আপনি আপনার প্রিয়তমা গুলবাই সাহেবার জন্য কোনও নূতন অলঙ্কারের ফরমাস্ দিতে আসিয়াছেন।"

নওরোজি জাহাঙ্গীরজিকে কোনও কথা বলিবার অবসর না দিয়াই বলিলেন, "আমরা অন্য একটি দরকারে আসিয়াছি। আমার বন্ধু জাহাঙ্গীরজি বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে কয়েক মাসের জন্য বোম্বাই ত্যাগ করিতেছেন, এখান হইতে যাইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার দেনা-পাওনা শোধ করিয়া যাইতে চান্; শুনিলাম, তাঁহার কয়েক খানি হ্যাণ্ডনোট আপনার নিকট আছে।"

মতিওয়ালা বলিল, "আমি মিউচুয়াল লোন সোসাইটীর নিকট হইতে জাহাঙ্গীরজি সাহেবের ও মাণিকজি ফ্রামজির স্বাক্ষরিত পাঁচ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট পাইয়াছিলাম।"

জাহাঙ্গীরজি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "সে সকল হ্যাণ্ডনোট এখন কোথায়?"

মতিওয়ালা বলিল, "জহরতের মূল্য বাবদ আমি তাহা ভিখাজি

মানজি কোম্পানী নামক জহরৎওয়ালাদের সদর আফিস আহম্মদাবাদে পাঠাইয়া দিয়াছি ; বোধ হয় কিছু দিনের মধ্যেই সেই সকল হ্যাণ্ডনোট বদলাইয়া টাকা আদায়ের জন্য, মাণিকজি ফ্রামজির আফিসে ফেরৎ আসিতে পারে। বাহিরে আমার একটু কাজ আছে, সে জন্য আর এখানে অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না, অনুগ্রহ করিয়া ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।"

আর সেখানে থাকিয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া উভয়ে মতিওয়ালার দোকান ত্যাগ করিলেন ; পথে আসিয়া নওরোজি জাহাঙ্গীরজিকে বলিলেন, "আমার বোধ হইতেছে, আপনি শীঘ্রই অত্যন্ত বিপদে পড়িবেন ; আপনাকে অবিলম্বে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"

স্থূলবুদ্ধি জাহাঙ্গীরজি জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ বিপদ ?"

নওরোজি বলিলেন, "এ সকল হ্যাণ্ডনোট নিশ্চয়ই মাণিকজি ফ্রামজির হাতে পড়িয়াছে ; আপনি তাহার নাম জাল করিয়াছেন, সে অনায়াসে আপনাকে জেলে পুরিবার ব্যবস্থা করিতে পারে ; আর যদি সে তাহা না-ও করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আপনার কাছে লোক পাঠাইয়া বলিবে, 'তুমি আমার নাম জাল করিয়াছ, যদি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছি, নতুবা তোমার কি হইবে বুঝিতেই পারিতেছ'।"

এ কথা শুনিয়া জাহাঙ্গীরজি অত্যন্ত চটিয়া বলিল, "যে আমার নিকট এ ভাবে ঘুঁস চাহিবে, তাহাকে আমি জুতাপেটা করিয়া বিদায় করিব ; তারপর সে আমার বাবার কাছে যাক্, আমি বুড়ো বেটার কোনও তোয়াক্কা রাখি না।"

নওরোজি বলিলেন, "আপনি তোয়াক্কা না রাখিতে পারেন, কিন্তু তারপর যদি সে আদালতে যায় ও জাল প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে মামলায় অনেক পাঁচ হাজার উড়িয়া যাইবে, তখন তাহাতেও আপনি নিষ্কৃতি পাইবেন না।"

জাহাঙ্গীরজি জিজ্ঞাসা করিল, "মামলায় আমি হারিলে কি হইবে ?"

নওরোজি বলিলেন, "ইংরাজের আদালতে জালের অপরাধে ফাঁসী পর্য্যন্ত হইয়াছে, ইতিহাসে এরূপ পাঠ করা গিয়াছে।"

জাহাঙ্গীরজি এবার অত্যন্ত ভীত হইল, সভয়ে বলিল, "একবারে ফাঁসী! জ্যান্ত মানুষের গলায় দড়ি বাঁধিয়া লটকাইয়া দিবে ?"—জাহাঙ্গীরজি আতঙ্কে নিজের গলায় একবার হাত দিল ; তাহার পর কাতরভাবে বলিল, "না, না, আমি ফাঁসী যাইতে পারিব না ; তাহা অপেক্ষা আত্মহত্যা করা অনেক ভাল।"

নওরোজি বলিলেন, "আপনার কি আত্মহত্যা করিবার সাহস আছে ?"

জাহাঙ্গীরজি বলিল, "সে সাহস আমার খুব আছে, তোমার বিশ্বাস না হয় বল, এখনই আমি এখানে দাঁড়াইয়া আত্মহত্যা করিতেছি ; তাহার পর বেগতিক দেখি বাড়ী গিয়া আর একবার আত্মহত্যা করিলেই চলিবে।"

নওরোজি অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিলেন, বলিলেন, "না, না, আপাততঃ আপনার এত সাহস দেখাইবার আবশ্যক নাই, আত্মহত্যা না করিয়াও এই ব্যাপারের মীমাংসা হইতে পারে ; কিন্তু আপনি অত্যন্ত চঞ্চল, সেই জন্যই আমার ভয়। আমি এই বিপদ হইতে

আপনাকে উদ্ধার করিতে পারি, কিন্তু আপনাকে আমি যখন যাহা করিতে বলিব, বিনা প্রতিবাদে আপনাকে তাহাই করিতে হইবে, এ প্রস্তাবে আপনি সম্মত আছেন ?”

জাহাঙ্গীরজি বলিল, “খুব রাজি আছি, কিন্তু আমার গুলবাই যেন হাতছাড়া না হয়।”

নওরোজির বলিলেন, “সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কালই তাহার সন্ধান লইব ; এখন আমি চলিলাম, আমার অনেক কাজ আছে।”

নওরোজি মধ্যপথে গাড়ী হইতে নামিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন।

নওরোজির হঠাৎ মনে পড়িয়াছিল, পেষ্টনজি আদমজির নিকট বিদায় লইবার সময়, আদমজি তাহাকে বলিয়াছিল, সে অপরাহ্ণ চারিটার সময় জেমসেট্‌জির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে। তিনি আদমজির অনুসরণ করিবার জন্য পদব্রজে ‘মিউচুয়াল লোন সোসাইটী’র আফিসের দিকে চলিলেন ; তিনি বুঝিয়াছিলেন, জেমসেট্‌জি এই ষড়যন্ত্রের একজন নায়ক, সুতরাং জেমসেট্‌জি কে, তাহার ঠিকানা কি, তাহার অভিপ্রায়ই বা কি, তাহার সন্ধান লওয়া তিনি আবশ্যক মনে করিলেন।

চারিটার কিছু পূর্ব্বেই নওরোজি ‘মিউচুয়াল লোন সোসাইটী’র আফিসের সম্মুখস্থ একটি হোটেলে প্রবেশ করিলেন, এবং সেখানে এক পেয়ালা চা ও কিছু খাবার লইয়া বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহা খাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আদমজি তাহার আফিস হইতে বাহির হইয়া পথে নামিল।

আদমজি কিছু দূর অগ্রসর হইলে নওরোজি কিছু দূরে দূরে থাকিয়া

তাহার অনুসরণ করিলেন। আদমজি অনেক পথ ঘুরিয়া অবশেষে জেমসেট্‌জির দাসাশ্রয়ে উপস্থিত হইল। নওরোজি বাড়ীটা চিনিয়া রাখিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন না, দূরে একটা গলির মোড়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে জেমসেট্‌জি, আদমজি ও ডাক্তার লালুভাইয়ের সহিত দাসাশ্রয় হইতে বাহির হইয়া আসিল। নওরোজি সেই পল্লীর দুই একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জেমসেট্‌জি ও ডাক্তারের নাম জানিয়া লইলেন।

নওরোজি এই তিন ব্যক্তির অনুসরণ করিবেন কি না, ভাবিতেছেন, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠে কাহার হাত পড়িল; তিনি সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পরম বন্ধু দস্তুর সাহেব মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন!

নওরোজির বিস্ময় দূর হইবার পূর্ব্বেই দস্তুর সাহেব বলিলেন, "আমি আধ ঘণ্টা ধরিয়া তোমার অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম; তাহার পর ঘুরিতে ঘুরিতে ভাগ্যে এদিকে আসিয়া পড়িয়াছি তাই দেখা হইল; এখানে তুমি কি জন্য দাঁড়াইয়া আছ, সে কথা জিজ্ঞাসা করিব না; কিন্তু চল, এখান হইতে সরিয়া পড়া যাক্।"

উভয়ে কিছু দূর অগ্রসর হইলে, দস্তুর সাহেব বলিলেন, "পেষ্টনজি সাপুরজি সম্বন্ধে অনেক খবর পাইয়াছি; তাহার মত নরাধম পৃথিবীতে অল্পই আছে। সে কর্ণেলিয়াকে বিবাহ করিবার জন্য, একটা রীতিমত দল বাঁধিয়াছে; তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে, সে তোমাকে চেনে না, চিনিলে তোমার গলায় ছুরী দিতেও সে কুণ্ঠিত হইত না।"

নওরোজি বলিলেন,"আমাকে চেনে কি না ঠিক বলিতে পারিতেছি না, কারণ পথে চলিতে চলিতে অনেক সময়েই আমার অনুমান হয়, কেহ অতি সতর্কভাবে আমার অনুসরণ করিতেছে। ইহারা যদি আমাকে না চিনিত, তাহা হইলে কখনই আমার গতিবিধির সন্ধান লইত না।"

দস্তুর সাহেব বলিলেন, "তোমার কথা সত্য হইলে তোমাকে বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করিতে হইবে; তোমার প্রতি পদবিক্ষেপে হয় ত তোমার পশ্চাতে লোক ঘুরিবে। ঠিক এই মুহূর্ত্তেই ইহাদের কোন লোক আমাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে কি না কে বলিবে?"—দস্তুর সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিলেন, তখন সন্ধ্যা গাঢ় হইয়াছিল, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

উভয়ে আরও কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া একখানি ভাড়াটে গাড়ীতে উঠিলেন; দস্তুর সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "শত্রু পক্ষীয় কোন গোয়েন্দা আমাদের অনুসরণ করিয়া থাকিলে, এখন তাহাকে ঠকিতে হইবে; এখানে এই এক খানির অধিক গাড়ী নাই।"

গাড়ীখানি নানা পথ দিয়া ঘুরিয়া অবশেষে চর্চ্চ গ্রেটষ্ট্রীটে, 'ইটালিয়ান রেষ্টরেণ্ট' নামক একটি প্রথম শ্রেণীর হোটেলের সম্মুখে আসিয়া থামিল। গাড়ী থামিবা মাত্র, দস্তুর সাহেবের বোধ হইল, কোনও লোক গাড়ীর পশ্চাতের পাদানের উপর হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া পাশের গলির মধ্যে অদৃশ্য হইল।

দস্তুর সাহেব ব্যস্ত ভাবে গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া পাদানের উপর করতল ন্যস্ত করিলেন, বুঝিলেন অনেকক্ষণ ধরিয়া সেখানে কোনও লোক দাঁড়াইয়া না থাকিলে তাহা সেরূপ গরম হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

দস্তুর সাহেব নওরোজিকে বলিলেন,"এত চেষ্টা করিয়াও দেখিতেছি শত্রু পক্ষীয় গোয়েন্দার দৃষ্টি এড়াইতে পারি নাই! সে আমাদের গাড়ীতে চড়িয়াই আমাদের অনুসরণ করিয়াছিল।"

নওরোজি কোচম্যানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এই গাড়ীর পশ্চাতের পাদানের উপর কোনও লোক উঠিয়াছিল।"

কোচম্যান বলিল, "দেখি নাই হুজুর! বসিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু যদি সে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চই আমার নজরে পড়িত।"

নওরোজি মৌন ভাবে দস্তুর সাহেবের সহিত হোটেলে প্রবেশ করিলেন, এবং উভয়েই অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে ভোজন শেষ করিলেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময় দস্তুর সাহেব নওরোজিকে আব্দর রহমান ষ্ট্রীটে তাঁহার বাসার কাছে নামাইয়া দিয়া গৃহে ফিরিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

——(*)——

হীরাজির দৌত্য

আমিনা বাই যে দিন ডাক্তার লালুভায়ের নিকট শুনিতে পাইলেন, তাঁহার গুপ্ত প্রেমলিপি গুলি তাঁহার লোহার সিন্ধুক হইতে অদৃশ্য হইয়াছে, সে দিন তিনি তাঁহার সিন্ধুক ওলট-পালট করিয়াও পত্রের বাণ্ডিল না পাওয়াতে কিরূপ ভীত হইয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণের অজ্ঞাত নহে; তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেও, তাঁহার স্বামীকে কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না; অনেক চিন্তার পর কিংকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিয়া বায়রামজিকে একখানি পত্র লিখিলেন; বায়রামজি কোন উত্তর লিখিলেন না। আমিনা সহজে ছাড়িবার পাত্রী ছিলেন না, তিনি ক্রমাগত তিনখানি পত্র লিখিলেন। শেষ পত্রের উত্তরে বায়রামজি লিখিলেন, "যে অস্ত্র তুমি আমার বক্ষে নিক্ষেপ করিবার জন্য সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে, তাহা তোমার বক্ষে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া আজ আমার শরণাপন্ন হইয়াছ! আমার প্রতি তুমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, মানুষে মানুষের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করে না; তুমি মহা পাপিষ্ঠা, তোমার পাপ আমার অপেক্ষাও অধিক। পরমেশ্বর তোমার পাপের উপযুক্ত দণ্ড দিবেন; আমার নিকট আর্ত্তনাদ করিয়া কোনও ফল নাই।"

এই পত্র পাইয়া আমিনার সকল আশা নির্ম্মূল হইল ; তিনি একান্ত মনে পরমেশ্বরের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন ; তিনি বুঝিলেন, তাঁহার স্বামীর নিকট এ সকল কথা প্রকাশ না করিলে আর উপায় নাই।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাকালে, তাঁহার স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া চুরি সম্বন্ধে সকল কথা প্রকাশ করিলেন ; অবশ্য, আপনাকে বাঁচাইয়া যত কথা বলা যাইতে পারে, তাহাই তিনি বলিলেন ; কিন্তু বুদ্ধিমান মেটা সাহেব আমিনার নিকট যতটুকু শুনিলেন, তাহাতেই প্রকৃত রহস্য কতক কতক বুঝিতে পারিলেন। মেটা সাহেব সেইদিন সর্ব্ব প্রথম পেষ্টনজি সাপুরজির জ্যেষ্ঠ সহোদর মারোয়ানজি সাপুরজির আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের প্রকৃত কারণ জানিতে পারিলেন ; এবং আমিনাই যে বৃদ্ধ এজরা সাহেবের মৃত্যুর কারণ, তাহাও বুঝিতে পারিলেন।

সকল কথা শুনিয়া মেটা সাহেব অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন বিলুপ্ত হইল ; তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবল ঝটিকা বহিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী আমিনা কলঙ্কিনী ও অবিশ্বাসিনী বলিয়া অনেক বার তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল ; কিন্তু আমিনা যে একটি নির্ব্বোধ যুবককে পিতৃহত্যায় উত্তেজিত করিয়াছিলেন, ও আর একটি যুবকের অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন, তাহা তিনি পূর্ব্বে একবারও কল্পনা করিতে পারেন নাই। তিনি আরও বুঝিলেন, আমিনা বিবাহের পূর্ব্বেই যে অন্যের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন, এমন নহে ; বিবাহের পরও তিনি স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া তাঁহার প্রথম যৌবনের প্রণয়ীর প্রতি আসক্ত ছিলেন।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মেটা সাহেব ক্রোধে ও ক্ষোভে আত্ম-বিস্মৃত হইলেন, তিনি উঠিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

মেটা সাহেব ও আমিনা বাই উভয়েই মনে করিয়াছিলেন, কর্ণেলিয়া নিদ্রিত হইয়াছেন; তাঁহারা একবার স্বপ্নেও ভাবেন নাই, কর্ণেলিয়া গোপনে থাকিয়া তাঁহাদের সকল কথাই শুনিয়াছে। এই কঠিন আঘাতে পীড়িত হইয়া কর্ণেলিয়া বিকার ঘোরে যে সকল প্রলাপ বাক্য বলিয়াছিল, তাহা হইতেই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের গুপ্ত কথা কর্ণেলিয়ার অগোচর নাই।

যাহা হউক, কর্ণেলিয়া ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিল; সে বুঝিতে পারিল, তাহার পিতা মাতার মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে হইলে,নওরোজির আশা চিরজীবনের মত পরিত্যাগ করিতে হইবে, হৃদয় হইতে প্রেমের উৎস সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে, প্রথম যৌবনের সকল স্মৃতি বিসর্জ্জন দিতে হইবে; ইহা বড় দুঃসহ,বড় কঠিন; কিন্তু অদৃষ্টে যাহাই থাক, পিতামাতাকে রক্ষা করিতেই হইবে। এ জীবন কয়দিনের জন্য? নিজের সুখের জন্য সে স্বহস্তে তাহার পিতা মাতাকে কলঙ্ক সাগরে ডুবাইবে? তাহা কখনই হইবে না।

অনেক চিন্তার পর কর্ণেলিয়া তাহার পিতার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "বাবা, আমি দেখিতেছি আমাকে লইয়া আপনি বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন; আপনার বিপদের কথা আমি সকলই জানিতে
মার জন্য আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না। আপনি আমাকে যাহাকে ইচ্ছা তাহারই হস্তে সমর্পণ করুন, তাহাতে আমি

বিন্দু মাত্রও আপত্তি করিব না। দস্তুর সাহেবের সহিত আমার বিবাহ না হইলে, আমি যে অসুখী হইব, এরূপ মনে করিবেন না।"

মেটা সাহেব কর্ণেলিয়ার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া কিছু মাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না; কর্ণেলিয়ার বিবাহ সম্বন্ধে তিনি কি স্থির করিয়াছেন তাহাও বলিলেন না।—এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল, ডাক্তার লালুভাই আর একদিনও আমিনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না; জেমসেট্‌জিও দ্বিতীয়বার মেটা সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন না। ইহাতে স্বামী স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কিন্তু ডাক্তার লালুভাই বা জেমসেট্‌জি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন না, তাহার বিশেষ কারণ ছিল, তখন তাঁহারা বিষয়ান্তরে ব্যস্ত ছিলেন। জেমসেট্‌জি, প্রেমজিকে বায়রামজি এজরার পুত্ররূপে পরিচিত করিবার জন্য নানা আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন।

জেমসেট্‌জির এই ষড়যন্ত্র অনেক দূর অগ্রসর হইলে, একদিন জেমসেট্‌জির দূত হীরাজি, তাহার চির-অভ্যস্ত অপরিচ্ছন্ন, জীর্ণ, মলিন বেশে সজ্জিত হইয়া মেটা সাহেবের দেউড়ীতে উপস্থিত হইল। সে তাহার পকেট হইতে জেমসেট্‌জির নামের একখানি কার্ড বাহির করিয়া তাহা দ্বারবানের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, "এই কার্ডখানি তোমাদের সাহেবকে দাও, না দিলে তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হইবে।"

দ্বারবান কার্ডখানি একজন ভৃত্যের হাত দিয়া তাহা মেটা সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে বলিল।

মেটা সাহেব কার্ডখানি দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; তিনি ভৃত্যকে বলিলেন,"দেউড়ীতে যে লোকটা

আসিয়াছে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া লাইব্রেরীতে রাখিয়া এস।”—ভৃত্য প্রস্থান করিল।

মেটা সাহেব কার্ডখানি লইয়া তাঁহার স্ত্রীর কক্ষে উপস্থিত হইলেন, এবং কোনও কথা না বলিয়া কার্ডখানি তাঁহার হাতে দিলেন।

আমিনা বলিলেন,“বুঝিয়াছি, এখন উপায় ?”

মেটা সাহেব মুখ অন্ধকার করিয়া বলিলেন, “আর কোনও উপায় নাই, আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন অত্যন্ত নিকটে আসিয়াছে।”

আমিনা ব্যাকুলভাবে জানু পাতিয়া তাঁহার স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন, কাতর স্বরে বলিলেন, “আমাকে ক্ষমা কর, কর্ণেলিয়াকে রক্ষা কর, আমি অত্যন্ত হতভাগিনী ; পরমেশ্বর আমাকে আমার অপরাধের অতি ভীষণ দণ্ড দিয়াছেন,অনুতাপের অনলে আমি নিত্য দগ্ধ হইতেছি ; আমার পাপের জন্য আমি আরও গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমার অপরাধে মেয়েটার যেন সর্ব্বনাশ না হয়।”

মেটা সাহেব হতাশ ভাবে বলিলেন, “আমিনা, অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, এখন আর সংশোধনের উপায় দেখিতেছি না।”

আমিনা উভয় হস্তে স্বামীর চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “আমার ভাগ্যে যাহা থাক্, তুমি কর্ণেলিয়াকে রক্ষা কর ; একটা জঘন্যচরিত্র অপদার্থ নর-প্রেতের সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে চিরজীবনের জন্য দুঃখের সমুদ্রে ডুবাইও না।”

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কর্ণেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, “মা, তুমি কেন এত ব্যাকুল হইয়াছ ? পেষ্টনজি সাপুরজি অতি হীন চরিত্রের লোক তাহা শুনিয়াছি ; কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহার চরিত্র সংশোধিত হইতে

পারে; অতি নরাধমও কালে দেবতা হয়; তোমাদের এত হতাশ হইবার কারণ নাই ; তোমাদের মুখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

আমিনা কন্যাকে কোনও কথা বলিতে পারিলেন না ; মেটা সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কর্ণেলিয়া তুমি দেবী, আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া তুমি স্বেচ্ছায় চির দুঃখকে বরণ করিয়া লইতেছ ; তোমার প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পালন করিতে পারিলাম না ; এ দুঃখ জীবনে যাইবে না, দেখি যদি কোনও উপায় করিতে পারি।"

মেটা সাহেব পত্নীর কক্ষ ত্যাগ করিয়া তাঁহার লাইব্রেরীর দিকে অগ্রসর হইলেন। সেই সুবিস্তীর্ণ লাইব্রেরীর মধ্যে এক খানি মূল্যবান চেয়ারে বসিয়া হীরাজি একদৃষ্টে গৃহশোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল। মেটা সাহেব দ্বার-প্রান্তে আসিয়াই দেখিতে পাইলেন, জীর্ণ ও মলিন পরিচ্ছদধারী একটা অসভ্য বৃদ্ধ চেয়ারে বসিয়া আছে! এ ত জেমসেট্‌জি নহে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হীরাজির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন।

মেটা সাহেবের সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইবামাত্র, হীরাজি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বাম হস্তে তাহার টোপাটি খুলিয়া আভূমি নত হইয়া তাঁহাকে সেলাম করিল।

হীরাজি মাথা তুলিবার পূর্ব্বেই মেটা সাহেব শুষ্ক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছুকাল পূর্ব্বে, আমি যাহার কার্ড পাইয়াছিলাম, তুমিই কি সেই লোক?"

হীরাজি বলিল, "না হুজুর, আমি সে লোক নহি; তবে আমিই

আমার মনিব জেমসেট্‌জি সাহেবের নামের কার্ড আনিয়াছিলাম আমার নাম হীরাজি ; জেমসেট্‌জি সাহেব কোন বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় স্বয়ং আসিতে পারেন নাই, আমাকেই পাঠাইয়াছেন।"

মেটা সাহেব সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন, তারপর বলিলেন, "তোমার মনিবের সহিত আমার যে সকল কথা ছিল, তাহা তাহার কোন চাকরের কাছে বলিতে আমার আপত্তি আছে। এ অবস্থায় তোমার সহিত আমার কিরূপে কথা চলিতে পারে ?"

হীরাজি বলিল "সে জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না ; আমার মনিবের কোন গুপ্ত কথাই আমার অজ্ঞাত নহে, এবং আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া তিনি কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। আপনার সহিত তাঁহার কোন্ কথার আলোচনা হইবে, তাহা আমি অবগত আছি। আপনার বন্ধু খাঁ বাহাদুর বেনানজি পেটেল মহাশয়ের ডায়রীর যে পাতাগুলি চুরি গিয়াছে,তাহা আমার জিম্বায় আছে ; কেবল তাহাই নহে, আপনার স্ত্রীর গুপ্ত লিপিগুলিরও আমি সন্ধান রাখি ; সুতরাং আপনি বুঝিতেছেন, আমার নিকট আপনার কোনও কথা গোপন করিবার নাই।"

মেটা সাহেব ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "তুমি বসিতে পার।"

হীরাজি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল, এবার সে চেয়ারে বসিয়া বলিল, "চোরা মাল আমার নিকট আছে, স্বীকার করিলাম। ইচ্ছা করিলে, আপনারা আমাকে ফৌজদারীতে দিতে পারেন।"

মেটা সাহেব বলিলেন, "তোমাদের মত তস্করের দলকে জেলে পাঠানই কর্ত্তব্য, কিন্তু এ সকল গুপ্ত কথা লইয়া প্রকাশ্যে গোলমাল করিবার আমার ইচ্ছা নাই।"

হীরাজি বলিল, "তাহা হইলে আমি কাজের কথা আরম্ভ করিতে পারি।"

মেটা সাহেব বিরক্তি ভরে বলিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে শীঘ্র বল, তোমার সঙ্গে অধিকক্ষণ কথা কহিবার আমার অবসর নাই।"

হীরাজি বলিল "আমার অবসরও যে খুব অধিক, আমার এই ছেঁড়া পোষাক দেখিয়া তাহা মনে করিবেন না; আমি সংক্ষেপেই সকল কথা বলিব। আমার মনিব মহাশয়ের বক্তব্য এই যে, আপনি আপনার কন্যাকে এক মাসের মধ্যে পষ্টনজি সাপুরজির হস্তে সম্প্রদান করিবেন, এবং যৌতুক স্বরূপ আপনি হাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিবেন। আগামী কল্যই সাপুরজি সাহেব আপনার গৃহে আসিবেন, আপনি তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া বিবাহের সকল কথা শেষ করিয়া ফেলিবেন। বিবাহের রাত্রে, কন্যা সম্প্রদানের সময় খাঁ বাহাদুরের ডায়রীর ছেঁড়া পাতা ও আপনার স্ত্রীর গুপ্ত লিপিগুলি আপনার হস্তে সমর্পিত হইবে।"

ক্রোধে মেটা সাহেবের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; অতি কষ্টে সেই ক্রোধ দমন করিয়া তিনি ধীর স্বরে বলিলেন, "মনে কর আমি তোমাদের প্রস্তাবানুসারে আমার কন্যার বিবাহ দিলাম, কিন্তু তোমরা যে তোমাদের অঙ্গীকার পালন করিবে, চোরাই মাল আমাকে ফেরৎ দিবে ইহার প্রমাণ কি? চোরের কথা কিরূপে বিশ্বাস করিব?"

হীরাজি বলিল, "আমি আপনার বাড়ী আসিয়াছি, এখন আমার অপমান করা অতি সহজ, কিন্তু তাহাতে আপনার কোনও লাভ হইবে না। আমাদের কথা যদি আপনি বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করিতে পারেন। আমাদের সঙ্কল্প-সিদ্ধ হইলে আপনাদের গোপনীয় কাগজপত্র, রাখিয়া আর ফল কি ?"

মেটা সাহেব বলিলেন, "সে কথার উত্তর তোমরাই ভাল দিতে পার। তোমাদের দাবি অত্যন্ত অধিক ; কিন্তু পাঁচ লক্ষ টাকা এই সকল চিঠি পত্রের হিসাবে অত্যন্ত অধিক হইলেও, আমি তাহা প্রদানে সম্মত আছি ; তথাপি সাপুরজির সহিত আমার কন্যার বিবাহের জন্য তোমরা কেন এত পীড়াপীড়ি করিতেছ ? তোমাদের এই দাবী পরিত্যাগ কর।"

হীরাজি বলিল, "তাহা হইলে আমাদের সর্ব্ব প্রধান দাবীতেই আপনার আপত্তি ; এ অবস্থায় কোনও মীমাংসা হইতে পারে না।"

মেটা সাহেব বলিলেন, "আমি আরও এক লক্ষ টাকা অধিক দিতে রাজি আছি, সাপুরজির সহিত আমার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব পরিত্যাগ কর।"

হীরাজি বলিল,"মহাশয়, এ সম্বন্ধে দোকানদারি করিয়া কোনও ফল নাই ; সাপুরজি সাহেব কল্য আপনার গৃহে উপস্থিত হইবেন, কল্যই তাঁহার সহিত সকল কথা শেষ করা চাই। আপনার কোনও কথায় বা ব্যবহারে যদি তিনি অবমানিত হন, তবে তাহার ফল ভাল হইবে না, এ কথা আপনার গোচর করিবার জন্য অনুমতি পাইয়াছি।"

মেটা সাহেব এই দ্বিতীয় বার অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিলেন,এবং সংযত স্বরে বলিলেন, "দোকানদারি করিবার অভ্যাস আমার অপেক্ষা

তোমার মনিবদের অনেক অধিক, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি ; আমাকে হাতে পাইয়াছ বলিয়া আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছ তাহার উপযুক্ত প্রতিফল দানের শক্তি আমার নাই, এরূপ মনে করিও না ; কিন্তু আমি তোমাদের সহিত কলহ করিব না, কারণ তাহা আমার পক্ষে অধিক ক্ষতিকর। আমি ও আমার স্ত্রী আমার কন্যার বিবাহের এই প্রস্তাবে আপত্তি না করিলেও আমার কন্যার তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে, কারণ সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা বালিকা নহে।"

হীরাজি বলিল, "আপনার কন্যার যদি এ প্রস্তাবে আপত্তি হয়, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহার আপত্তি দূর হইবে।"

মেটা সাহেব বলিলেন, "বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া আমার কন্যাকে কোনও কথা বলা তোমার পক্ষে অনধিকার চর্চা ; তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তুমি কি বলিতে চাও ?"

হীরাজি বলিল, "আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব, তিনি গোপনে যে যুবকের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন, সাপুরজি সাহেব তাহার অপেক্ষা কোন্ অংশে নিকৃষ্ট ?"

হীরাজির এই কথা শুনিয়া মেটা সাহেব আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সরোষে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বিকৃত স্বরে বলিলেন, "আমার ঘরে বসিয়া তুমি আমার অপমান করিতেছ ? আমার নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা সরলা কন্যার চরিত্রে যে নরাধম এই ভাবে কলঙ্কারোপ করিতে সাহস করে, পদাঘাতই তাহার একমাত্র পুরস্কার।" মেটা সাহেব হীরাজিকে পুরস্কার দানের জন্য সবেগে গাত্রোত্থান করিলেন।

হীরাজি তৎক্ষণাৎ তাহার পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র পিস্তল বাহির করিয়া মেটা সাহেবের সম্মুখে উদ্যত করিল; ধীরে ধীরে বলিল, "মহাশয় সাবধান, আপনি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিলে এই পিস্তলের গুলি আপনার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে। আপনি অন্যায় রাগ করিতেছেন; আমি কি আপনাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছি? আমার কথা যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে একবার কেন, আমি আপনার শত পদাঘাত সহ্য করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য; আপনার কন্যা একটী অজ্ঞাত কুলশীল শ্রমজীবির প্রেমে উন্মত্ত হইয়া লজ্জা সরমে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। আপনি সেই যুবকের নাম জানিতে চাহেন? তাহার নাম নওরোজি, সে রংয়ের মিস্ত্রী, লোকের ঘর বাড়ী চিত্রিত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।"

মেটা সাহেব নিদাঘ-অপরাহ্নের বর্ষনোন্মুখ মেঘের ন্যায় অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বলিলেন, "তুমি আমার কন্যার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কদর্য্য অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ; তোমার কথা যে সত্য, ইহার কোনও প্রমাণ আছে?"

হীরাজি বলিল, "আপনি কি মনে করেন,আমি প্রমাণ গুলি পকেটে পুরিয়া আনিয়াছি? পাঁচ সাত দিন সময় দিলে, আমি আপনাকে উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। কিন্তু আপনার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এতদিনও বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই; আমার কথা যে সত্য,তাহা অতি অল্প চেষ্টাতেই বুঝিতে পারিবেন,—নং আব্‌দর রহমান ষ্ট্রীটে নওরোজির বাসায় উপস্থিত হইলে, তাহার গৃহে বস্ত্রমণ্ডিত একখানি তৈল চিত্র দেখিতে পাইবেন, সেখানি আপনার কন্যা

কর্ণেলিয়ার চিত্র। চিত্রকর যে আপনার কন্যাকে সম্মুখে বসাইয়া এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, চিত্রখানি দেখিলেই আপনি তাহা বুঝিতে পারিবেন।"

মেটা সাহেব হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "আমার বাড়ী হইতে এখনই দূর হও।"

হীরাজি তৎপূর্ব্বেই সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তিন লম্ফে সিঁড়ীর উপর আসিয়া পড়িয়াছিল; সে সেখান হইতে বলিল, "নওরোজির বাড়ীর নম্বরটা মনে রাখিবেন; পথের কুকুর তাড়াইবার পূর্ব্বে ঘরের হাঁড়ি সাবধান করাই ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য।"

হীরাজি অদৃশ্য হইলে, মেটা সাহেব তাঁহার বক্ষঃস্থলে উভয় হস্ত স্থাপন করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে লাইব্রেরীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন ষড়যন্ত্র

হীরাজি মেটা সাহেবের অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে কিছু দূর অগ্রসর হইল ; একটা গলির মোড়ে আসিয়া সে অনুচ্চস্বরে ডাকিল, "ভিখা, ভিখা !"

সে যাহাকে ডাকিল, সে একটি অল্পবয়স্ক যুবক ; কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সে তাহার একজন সঙ্গীর সহিত গল্প করিতেছিল ; হীরাজির কথা সে কাণে তুলিল না।

হীরাজি এবার উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিল ; তখন ভিখা হীরাজির কাছে আসিয়া বলিল, "একটু দাঁড়াইয়া যে কাহারও সঙ্গে কথা বলিব, তাহারও যো নাই ; দিবা রাত্রি কেবল ডাকের উপর ডাক্।"

হীরাজি নরম হইয়া বলিল, "এত চটিস্ কেন ভাই ? তুই খুব কাজের লোক, সেই জন্যই যখন তখন তোর খোঁজ লইতে হয়।"

ভিখা আরও চটিয়া বলিল, "আমি কাজের লোক, কিন্তু মাহিনা দিবার সময় ত সে কথা মনে থাকে না ! আমি আর তোমাদের কাজ করিব না। দিন নাই, রাত্রি নাই, কে কাহার সঙ্গে চুপে চুপে কি কথা বলিতেছে, কোথায় কোন্ রসিক লোক কোন্ মেয়ে লোকের

বাড়ী দু'দণ্ড আমোদ করিতে গেল, তাহার সন্ধান জানিয়া তোমাদের খবর দিতে হইবে ; এ সকল ঝক্‌মারির কাজে আমি আর থাকিব না।"

হীরাজি বলিল, "মেজাজটা যে ভারী গরম করিয়া তুলিয়াছিস্! আর কোথাও চাক্‌রী জুটাইয়াছিস্ নাকি ?"

ভিখা বলিল, "না আমি আর গোলামী করিব না ; আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগে এক খানা চাটের দোকান খুলিব ; মদের দোকানের পাশে চাটের দোকান খুলিয়া বসিলে বিলক্ষণ দু'পয়সা উপার্জ্জন হয়।"

হীরাজি বলিল, "তা তুই এ রকম অভিমান করিতে পারিস্ ; জেমসেট্‌জির কিছুমাত্র বিবেচনা নাই, তাঁহার কাছে মুড়ি মিছরির এক দর ; আমি তাঁহার কাজ করিতে করিতে বুড়া হইলাম, কিন্তু আমার এই ছেঁড়া পোষাক ও ভাঙ্গা চসমা ঘুচিল না ; সত্যই জেমসেট্‌জির বিবেচনা নাই।"

ভিখা এবার খুসী হইয়া বলিল, "তোমার যে আজ সুর ফিরিয়াছে দেখিতেছি ! জেমসেট্‌জির কোনও দোষের কথা বলিলে, তুমি লাঠি তুলিয়া মারিতে আসিতে ; আজ বলিতেছ জেমসেট্‌জির বিবেচনা নাই, তোমার মৎলবটা কি ?"

হীরাজি বলিল, "আমার মৎলব খুব চমৎকার ; জেমসেট্‌জির সঙ্গে কাজ করিয়া আমার আর পোষাইয়া উঠিতেছে না ; আমি নানা বিপদ মাথায় করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিব—আর জেমসেট্‌জি টাকা গুলি আত্মসাৎ করিবে,এমন বখরাদারিতে আমার কাজ নাই। এক জন ভাল কাজের লোক পাইলে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি আধা বখরায় স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারি। এই ত একটা কাজের জন্য আমি

পাঁচ শত টাকার মধ্যে আড়াই শত টাকা হাতে পাইয়াছি ; এক জন চালাক চতুর লোক পাইলে, জেমসেট্‌জির হাতে না গিয়া আমিই কাজটা উদ্ধার করিয়া দিতে পারি। তুই যদি পারিস্, তাহা হইলে এই আড়াই শত টাকা অনায়াসেই তোর ভোগে লাগে ; এক রাত্রে আধ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া আড়াই শত টাকা উপার্জ্জন ! কি বলিস্ ?”

হীরাজির কথা শুনিয়া ভিখার ক্ষুদ্র চক্ষু দু'টি লোভে জ্বলিয়া উঠিল ; সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, “কি কাজ ? খুব কঠিন কাজ নয় ত ?”

হীরাজি বলিল, “অতি সামান্য কাজ, তবে একটু বুদ্ধি চাই ; একটা বাড়ীর তেতালার বারান্দায় উঠিয়া একখানা করাত দিয়া একটু কাঠ কাটিয়া আসিতে হইবে।”

ভিখা বলিল, “করাতের শব্দে যদি কেহ টের পায় ?”

হীরাজি বলিল, “করাতে চর্ব্বি লাগাইয়া কাঠ কাটিলে শব্দ হইবে না। তোর ধরা পড়িবার কোনও ভয় নাই ; যদি তুই পারিস্, তাহা হইলে আর এ টাকাগুলা অন্য লোকের ভোগে লাগে না।”

ভিখা বলিল, “আমি পারিব ; নগদ আড়াই শত টাকা হাতে পাইলে, আমি লোকের ঘর জ্বালাইয়া দিতে পারি ; কাঠ কাটা ত সামান্য কথা ! টাকাটা নগদ দিবে ত ? এ সকল ফ্যাসাদের কাজে আমি কোন কিস্তীবন্দী করিতে রাজি নহি।”

হীরাজি কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে এক তোড়া নোট বাহির করিয়া তাহা ভিখার সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিল।

সেই নোটের তাড়া দেখিয়া ভিখার লালা সম্বরণ করা কঠিন হইল ; সে ব্যগ্রভাবে বলিল, “কি করিতে হইবে বল, তোমার পায়ে পড়ি ;

ছুতার মিস্ত্রীর কারখানায় আমি অনেক দিন করাত টানিয়াছি, এ কাজ আমি খুব ভাল পারি।"

হীরাজি ভিখার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল; কামা সাহেবের যে সুবৃহৎ নূতন অট্টালিকা নওরোজির তত্ত্বাবধানে চিত্রিত হইতেছিল, হীরাজি ভিখাকে সেই অট্টালিকার সম্মুখে আনিয়া বলিল, "এই অট্টালিকার একজন চিত্রকর আমার একটি বন্ধুর দুষ্‌মন্‌, বন্ধুর মেয়ে মানুষটিকে সে হাত করিয়াছে, তাই চিত্রকরটাকে জব্দ করিবার জন্য বন্ধু আমাকে এই টাকা দিয়াছেন।"

ভিখা বলিল, "তবে যে বলিতেছিলে, করাত দিয়া কাঠ কাটিতে হইবে? বল, করাত দিয়া চিত্রকরের মাথা চিরিতে হইবে! করাত দিয়া অনেক বার কাঠ চিরিয়াছি বটে, কিন্তু জ্যান্ত মানুষের মাথা চিরিবার কখনও সুবিধা পাই নাই।"

হীরাজি বলিল, "কি পাগলের মত বকিতেছিস্? আগে আমার সকল কথা শোন্! আমার বন্ধুর সেই দুষ্‌মন্ এই বাড়ী চিত্র করিবার ভার পাইয়াছে, আজকাল সে ঐ তেতালার বারান্দায় রেলিংএর ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের দেওয়াল চিত্র করিতেছে; ঐ রেলিংএর উপরের ও নীচের কাঠ করাত দিয়া এমন বেমালুম কাটিয়া রাখিতে হইবে যে, সে রেলিংএ ভর দিয়া দাঁড়াইবামাত্র রেলিং সমেত—মজাটা কেমন হইবে বুঝিতে পারিতেছিস্ ত?"

ভিখা হাসিয়া বলিল, "তা আর বুঝিতে পারি নাই? যেমন সে রেলিংএর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবে, অমনি পঞ্চাশ হাত উঁচু হইতে রেলিং সমেত রাস্তায় পড়িয়া বাছাধনকে একেবারে ছাতু হইতে

হইবে ! এপর্য্যন্ত অনেক রকম মজা করিয়াছি, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর মজা আর কখনও করা হয় নাই ।”

হীরাজি বলিল, “কেবল মজা নয়, তার উপর আবার আড়াইটাশো টাকা নগদ ! কিন্তু আর বিলম্ব করা হইবে না, আজ রাত্রেই কাজ শেষ করিতে হইবে। আজই তুই একখানা ভাল করাত কিনিয়া লইয়া যা, করাতে চর্ব্বি মাখাইতে যেন ভুল না হয় ; আর সেখানে একবিন্দুও কাঠের গুঁড়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে না, ঘোড়ের মুখ দেখিয়া হঠাৎ যেন বুঝিতে পারা না যায় যে কাঠ কাটা হইয়াছে ; কেমন পারিবি ত ?”

ভিখা বলিল, “কই টাকা দাও ।”

হীরাজি বলিল, “এত তাড়াতাড়ি করিতেছিস্ কেন ? আগে সকল কথা শোন্। আরও একটু কাজ করিতে হইবে, কাল বেলা দশ এগারটার সময় এই বারান্দার ঠিক নীচে দাঁড়াইয়া তোকে চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে, ‘নওরোজি, আমি কর্ণেলিয়া, আমাকে বাঁচাও’ ।”

ভিখা সবিস্ময়ে বলিল, “নওরোজি বুঝি তোমার সেই বন্ধুর দুষমনের নাম ? কিন্তু আমি ত কর্ণেলিয়া নই ।”

হীরাজি বলিল, “আরে মূর্খ, তুই কর্ণেলিয়া তা কে বলিতেছে ? কর্ণেলিয়া সেই মেয়ে মানুষটার নাম ; সে যেন আমার বন্ধুর কাছে তাড়া খাইয়া নওরোজির কাছে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে, এই ভাবে কথা বলিতে হইবে ।”

ভিখা বলিল, “তবে কি আমাকে মেয়ে মানুষ সাজিয়া আসিতে হইবে ?”

হীরাজি বলিল, এবার তুই ঠিক বুঝিয়াছিস ; তুই এই কথা

বলিবামাত্র,কর্ণেলিয়াকে দেখিবার জন্ত নওয়োজি তাড়াতাড়ি রেলিংএর কাছে আসিয়া তাহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবে, তাহার যে ফল হইবে, তাহা বুঝিতেই পারিয়াছিস্।"

ভিখা হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, "সব বুঝিয়াছি, টাকা দাও।"

হীরাজি তাহার নোটের বাণ্ডিল হইতে দশ টাকার দশ খানি নোট বাহির করিয়া ভিখার হস্তে প্রদান করিল. বলিল, "এই এক শত টাকা আগাম দিলাম, বাকী দেড় শত টাকা কাজ শেষ করিলে কাল পাইবি।"

ভিখা বলিল, "করাতের দাম? আর চর্ব্বির দামটাও দিয়া যাও।"

ভিখাকে আরও কিছু দিয়া হীরাজি অন্য পথে প্রেমজির নূতন বাসায় আসিল; দরজার সম্মুখেই সে প্রেমজির স্থূলকায় দাসীকে দেখিতে পাইয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল; "তোমার নূতন মনিবের খবর কি গো?"

দাসী বলিল, "খবর ভাল, ভাবনা চিন্তা বড় একটা দেখিলাম না; ডাক্তার তাহাকে অনেক রকম খাবার জিনিস পাঠাইয়াছে; বোধ হয় দুই এক দিনের মধ্যেই বেশ পোষ মানিবে। কাল কিন্তু এক জন লোক আসিয়া প্রেমজির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল।"

হীরাজি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "বল কি? লোকটার চেহারা কিরূপ?"

দাসী বলিল, "আমি কি তাহার চেহারা আঁকাইয়া রাখিয়াছি? মানুষের যেমন চেহারা হয়, সেই রকম চেহারা; খুব লম্বাও নয়, খাটও নয়; মোটাও নয়, পাতলাও নয়; গোঁপ আছে, দাড়ী নাই; পোষাকটি বেশ ভাল।"

হীরাজি বলিল, "তুমি তাহাকে ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিতে পার নাই।"

এবার দাসী রাগ করিয়া বলিল, "আমি কি চোখের মাথা খাইয়াছি যে তাহাকে চিনিতে পারিব না? তাহাকে দেখিলেই চিনিতে পারিব? তাহার চোখে সোণা বাঁধান চসমা; বুকে সোণার চেন,আমার এই বুড়ো আঙ্গুলের মত মোটা।"

লোকটি কে, হীরাজি তাহাই ভাবিতে লাগিল, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিল না।

হীরাজি প্রেমজির কক্ষ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ; সে দুই তিন বার কড়া ধরিয়া নাড়িল। তখন একটি যুবতী ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিল, তাহাকে দেখিয়াই হীরাজীর চক্ষু স্থির! সে অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

এই যুবতী প্রেমজির ভাবী পত্নী নাথুরা বাই।

নাথুরা বাই হীরাজিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কাহার সন্ধানে আসিয়াছ?"

হীরাজির মুখ হইতে কোনও কথা বাহির হইল না।

নাথুরা বাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হীরাজির সর্ব্বাঙ্গ ভাল করিয়া দেখিল; তাহার বোধ হইল,সে কোথায় যেন এই ব্যক্তিকে দেখিয়াছে; মুখখানি পরিচিত, কিন্তু কোথায় তাহাকে দেখিয়াছে মনে পড়িল না।

হীরাজি ভগ্নস্বরে বলিল, "আমি প্রেমজির একজন বন্ধু, তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি।"

নাথুরা বাই বলিল, "আচ্ছা, তুমি ভিতরে আসিতে পার।"

হীরাজি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, প্রেমজি শয়ন করিয়া আছে, তাহার পৃষ্ঠে প্রকাণ্ড একটি ক্ষত, সাধারণতঃ পুড়িলে যেরূপ ক্ষত হয়, অনেকটা সেইরূপ ; সেই ক্ষতের যন্ত্রণায় প্রেমজি ছট্‌ফট্ করিতেছে, ডাক্তার লালুভাই অত্যন্ত মনযোগের সহিত সেই ক্ষত পরীক্ষা করিতেছেন।

হীরাজিকে দেখিয়া প্রেমজি বলিল, "ডাক্তার সাহেব আমার কিরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছেন দেখ।"

হীরাজি জিজ্ঞাসা করিল, "এ ক্ষত কতদিনে শুকাইবে ? কত দিনের মধ্যেই বা ইহা বহু পুরাতনের মত দেখাইবে ?

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "এক মাসের মধ্যে আমরা প্রেমজিকে বাহরামজি একবার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিব।"

ডাক্তার প্রেমজির ক্ষতস্থানে পটি বাঁধিয়া তাহাকে শয়ন করিতে বলিলেন। হীরাজি জিজ্ঞাসা করিল, "এই যুবতীকে এখানে কে আনিল ?"

প্রেমজি বলিল, "উনি আমার বাগদত্তা পত্নী, আমার অসুখের কথা উহাকে লিখিয়াছিলাম, তাই উনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।"

হীরাজি ক্রোধ গোপন করিতে পারিল না, সে উত্তেজিত হইয়া বলিল, "সব নষ্ট হইল, নাথুরা বাই এখানে আসায় আমাদের সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।" হীরাজি আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ডাক্তার লালুভাই তাহাকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে টানিয়া লইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রবঞ্চনার অনুষ্ঠান

প্রেমজি আর কখনও হীরাজিকে এরূপ ভীত ও বিহ্বল হইতে দেখে নাই ; নাথুরা তাহাকে ভালবাসে, তাহাদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, এ অবস্থায় প্রেমজির অসুস্থ সংবাদে নাথুরা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে, ইহাতে হীরাজির এত ভয় ও ক্রোধের কারণ কি ?

প্রেমজির শারীরিক অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় হইলেও, পরবর্তী কক্ষে ডাক্তার লালুভাইয়ের সঙ্গে হীরাজির কি কথা হয় তাহা শুনিবার জন্য সে উৎসুক হইয়া উঠিল ; কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না ; তাহার শয়ন-কক্ষ ও পরবর্তী কক্ষের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল, তাহা অত্যন্ত স্থূল বলিয়া তাহাদের পরামর্শ প্রেমজির কর্ণে প্রবেশ করিল না।

ডাক্তার লালুভাই হীরাজিকে বলিলেন, "তুমি এত সহজে এমন বিচলিত হইলে কেন বুঝিতে পারিতেছি না ; আমার মনে হইতেছে, তুমি অনর্থক ভয় পাইয়াছ। প্রেমজি বালক মাত্র, নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞান হীন, তাহা হইতে ভয়ের কোনও কারণ নাই।"

হীরাজি অস্ফুটস্বরে বলিল, "প্রেমজি হতভাগা, নিতান্তই অপদার্থ ; সে নাথুরাকে ভালবাসে না, তাহার পিতার অনেক অর্থ আছে, সেই

জন্যই প্রেমজি প্রেমের অভিনয় করিতেছে। কিন্তু নাথুরা তাহাকে সত্যই ভাল বাসে ; সে তাহার পিতার মুখের দিকে একবারও চাহিল না ; তাহার প্রণয়ীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া স্বেচ্ছায় এখানে অনায়াসে চলিয়া আসিল ! দেখিতেছি তাহার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে ! আমি তাহাকে কোন কথা বলিব না ; তুমি কোনও কৌশলে তাহাকে এখান হইতে বিদায় করিতে পার ? যদি সে কাহারও নিকট প্রেমজির পৃষ্ঠের এই স্বেচ্ছাকৃত ক্ষতের কথা ব্যক্ত করে, তাহা হইলে আমাদের নৌকা তীরে আসিয়া ডুবিবে।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "আমি যেমন করিয়া হউক নাথুরাকে বাড়ী পাঠাইতেছি ; কিন্তু তাহাকে অপেক্ষা তোমাকে লইয়াই এখন অধিক ভয় ; তুমি যেরূপ বেসামাল হইয়া উঠিয়াছ, তাহাতে তোমার মুখ দিয়া কোন্ কথা বাহির হয়, ও সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, তাহাই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

হীরাজি বলিল, "আমার জন্য তুমি ভাবিও না ; তুমি যাও, এখনই নাথুরাকে বিদায় করিয়া দাও।"

ডাক্তার লালুভাই প্রেমজির শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইলে, নাথুরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখনও এখানে আছেন ? আমি ভাবিতেছিলাম, আপনার হাতে আর যে কয়েকটা রোগী আছে, তাহাদের ভবযন্ত্রণা মোচনের ব্যবস্থা করিতে গিয়াছেন।"

লালুভাই গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার গুরুতর কথা আছে, তুমি স্থির হইয়া শুন। আজ তোমার ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি ; তুমি মহা সম্রান্ত সদাগর মাণিক জি

ফ্রামজির কন্যা,তোমার মান সম্ভ্রমের সীমা নাই ; তুমি তোমার প্রণয়ীকে দেখিবার জন্য এখানে আসিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলে না ! ইহা কি তোমার যোগ্য কাজ হইয়াছে ? তুমি যে একেবারেই কাণ্ডজ্ঞান বর্জ্জিত, তাহা কোনও দিন মনে করি নাই ।"

নাথুরা বলিল, "আপনি খুব বৈষয়িকের মত কথা বলিতেছেন, কিন্তু আমি এখনও আপনাদের মত বৈষয়িক চিন্তায় পরিপক্ক হইতে পারি নাই ; আমি যাহা ভাল বুঝিয়াছি, করিয়াছি ।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও কাজটা ভাল করিয়াছ ?"

নাথুরা বলিল, "মন্দই বা কি করিয়াছি মহাশয় ? আমার বাবার সিন্দুকে অনেক টাকা আছে বলিয়া যাঁহাকে আমি ভাল বাসি, তাঁহার অসুখের কথা শুনিয়াও তাঁহাকে দেখিতে আসিব না ? অর্থ কি প্রেমের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান ? এখানে প্রেমজির কোনও আত্মীয় বন্ধু নাই, তাঁহার অসুখের সময় কে তাঁহাকে দেখিবে ? আর দুই দিন পরে যাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে, সেই রমণীও যদি তাঁহার অসুখের সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে না আসে, তাঁহার সেবা সুশ্রূষা না করে, তাহা হইলে আর কে করিবে ?"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "নাথুরা আমার কথা শুন ; মানুষ দেখিতে দেখিতে আমার চুল পাকিয়াছে, সংসার সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অল্প নহে ; তুমি এখানে আসিয়াছ, এ কথা প্রকাশ হইলে তাহার কি ফল হইবে জান ? তোমার বিবাহের পরদিনই, এমন কি, তাহার পূর্ব্বেও লোকে কাণাকাণি করিবে, তুমি প্রেমজিকে ভাল বাসিয়া

তাহার হস্তে আত্ম সমর্পন করিয়াছ, তাই উপায়ান্তর না দেখিয়া তোমার পিতা প্রেমজির ন্যায় অপদার্থ দরিদ্রের হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করিলেন।"

ডাক্তার লালুভায়ের কথা শুনিয়া নাথুরা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া, বলিল, "আপনারা যখন প্রেমজির শুশ্রূষার ভার লইয়াছেন, তখন অতঃপর আমার এখানে না থাকিলেও চলে; আমি এখনই বাড়ী যাইতে প্রস্তুত আছি: কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রেমজিকে আমার গুটিকতক কথা বলিবার আছে।"

লালুভাই বলিলেন, "তোমার যাহা বলিবার আছে বলিয়া নাও, আমি বাহিরে হীরাজির সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসি।"

লালুভাই হীরাজির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "নাথুরা এখনই চলিয়া যাইবে, সে যে এখানে আসিয়াছিল, ও প্রেমজির পৃষ্ঠের ক্ষত সে দেখিয়াছে, একথা বোধ হয় সে প্রকাশ করিবে না; তাহার এখানে আসা ভাল হয় নাই, তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়াতে সে কিছু লজ্জিত হইয়াছে।"

হীরাজি ডাক্তারকে বলিল, "বিবাহটা যাহাতে শীঘ্র শেষ হয়, তাহা করিতেই হইবে; কোন দিক্ হইতে কখন বিপদ আসিয়া পড়ে, পূর্ব্বে তাহা অনুমান করা কঠিন। আগামী কল্যই আমাদের প্রধান শত্রু পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইবে, এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রেমজি এজরা সাহেবের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইবে; আজ রাত্রেই ভিখা যেটা সাহেবের কন্যার প্রণয়ীর মহাপ্রস্থানের পথ মুক্ত করিয়া রাখিবে।"

ডাক্তার লালুভাই সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি! ভিখাকে আমার একটুও বিশ্বাস হয় না, কোনও কারণে সে আমাদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলে বিপদের সীমা থাকিবে না; সাবধান হইলে বাহিরের শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়; কিন্তু ঘরের শত্রুকে সহজে দমন করা যায় না। আমাদের অনেক গুপ্ত কথা ভিখার জানা আছে।

হীরাজি বলিল, "কিন্তু আমিও বালক নহি, এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছি; নওরোজি তেতালার বারান্দা হইতে মাটীতে পড়িয়া মরিলে, পুলিস এই দুর্ঘটনায় কারণানুসন্ধানের ত্রুটি করিবে না; কে রেলিং কাটিয়াছে, তাহারও অনুসন্ধান হইবে। আমি এমন কৌশলে কাজ করিব যে, পুলিস অতি সহজেই ভিখাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে, সুতরাং তাহার দ্বারা অতঃপর আমাদের গুপ্ত রহস্য ভেদের কোনও আশঙ্কা থাকিবে না।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "তুমি পাগলের মত কথা বলিতেছ! পুলিস ভিখাকে ধরিলে সে তোমাকে দেখাইয়া না দিয়া নিজের ঘাড়ে সকল দোষ লইবে, ইহা তুমি কিরূপে বিশ্বাস করিতেছ?"

হীরাজি বলিল সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; আমি যে তাহাকে টাকা দিয়া এই কাজে নিযুক্ত করিয়াছি, তাহা সে পুলিসের হাতে ধরা পড়িবামাত্র বলিবে; এবং হয়ত জেমসেট্‌জিকেও এই ঘটনার মধ্যে টানিয়া আনিবে। কিন্তু পুলিস আমাদের সন্ধান পাইবে না; হীরাজি ও জেমসেট্‌জি উভয়েই তৎপূর্ব্বে অদৃশ্য হইবে।"

ইতিমধ্যে নাথুরা প্রেমজির নিকট বিদায় লইয়া তাহাদের নিকটে

উপস্থিত হইল ; লালুভাই একখানি গাড়ী ডাকিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরে পেষ্টনজি সাপুরজি জেমসেট্‌জির সহিত পূর্ব্ব বর্ণিত যৌথ কারবার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসিলেন। উকীল বামনজিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই কারবার সম্বন্ধে যে অনুষ্ঠান পত্র লিখিত হইল, তাহার কিয়দংশ এইরূপ,—

উত্তর ব্রহ্মে হীরার ব্যবসায়।

প্রধান কারখানা—মগক জেলা।

মেসার্স সাপুরজি ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং

মূলধন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

"আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে মগক জেলায় এই নূতন খনির কার্য্য আরম্ভ হইবে ; ইতি মধ্যেই চল্লিশ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট দশ লক্ষ টাকার শেয়ার এখনও অবিক্রীত আছে ; প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য হাজার টাকা। অংশীদারগণ শতকরা বার্ষিক অন্যূন দশ টাকা হিসাবে লাভ পাইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই ; যৌথ কারবারে মূলধন ন্যস্ত করিবার এমন সুযোগ শীঘ্র জুটিবে না। ডাইরেক্টারগণের পরিচয় স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য।"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, "ভাষাটি বেশ প্রলোভনজনক হইয়াছে, এই হাণ্ডবিলেই বোধ হয় কাজ চলিবে।"

পেষ্টনজি সাপুরজি বলিলেন, "আমার মনে হইতেছে, শেয়ার কিনিবার জন্ম অনেক বাহিরের লোক ঝুঁকিবে।"

উকীল বামনজি বলিলেন, "সে জন্য আমাদের ভয় নাই ; আমাদের নিয়মাবলীতে এইরূপ একটি ধারা থাকিবে যে, বোর্ড অফ ডিরেক্টারস্ ইচ্ছা করিলে ব্যক্তি বিশেষের নিকট শেয়ার বিক্রয় নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।"

পেষ্টনজি বলিলেন, "তাহাতেও একটা বিপদের সম্ভাবনা আছে ; যদি কোন শেয়ারহোল্ডার বাহিরের কোনও লোকের নিকট এক বা ততোধিক শেয়ার বিক্রয় করে, তাহাতে বাধা দিবার উপায় কি ?"

বামনজি বলিলেন, "কোনও শেয়ারহোল্ডার যদি কাহারও নিকট কোন শেয়ার বিক্রয় করিতে চান, তাহা হইলে, বোর্ড অফ্ ডিরেক্টার-গণের স্বাক্ষর ব্যতীত বিক্রীত রসীদ গ্রাহ্য হইবে না।"

পেষ্টনজি জেমসেট্‌জিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর কিরূপে আমাদের এ অভিনয় সাঙ্গ হইবে ?"

জেমসেট্‌জি বলিলেন, অতি সহজে ; পাঁচ ছয় মাস পরে সকলেই জানিতে পারিবে, খনির ব্যবসায়ে কোম্পানির বিস্তর লোকসান হইয়াছে ; তখন কোন্ অংশীদার টাকার দাবী করিবে ?"

পেষ্টনজি বলিলেন, "কিন্তু কাজটি বড় নিরাপদ নহে, আমি ভাবিতেছি বিবাহে যে টাকা যৌতুক পাওয়া যাইবে, এই ব্যাপারে তাহা খোয়াইতে না হয়।"

জেমসেট্‌জি পেষ্টনজি সাপুরজিকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "লোকসানের কোনও আশঙ্কা নাই, বরং আমরা সকলেই কিছু কিছু টাকা ঘরে তুলিতে পারিব ; আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, আপনি এই কারবারের অধ্যক্ষতা গ্রহণ না করিলে, মেটা সাহেবের কন্যার সহিত যে

আপনার বিবাহের আশা বিলুপ্ত হইবে, এরূপ নহে; দেনার দায়ে আপনাকে জেলে পর্য্যন্ত যাইতে হইবে।"

পেষ্টনজি সাপুরজির তখন আর ফিরিবার সামর্থ্য ছিল না; তিনি অনুষ্ঠান-পত্রের নিম্নে যৌথ কারবারের অধ্যক্ষ বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

——:o:——

আবরণ উন্মোচন

নওরোজি এক দিন প্রভাতে তাঁহার বাসায় বসিয়া পেনসিল দিয়া কাগজে একটা নক্সা আঁকিতেছেন, এমন সময় তাঁহার দরজায় কে ধাক্কা দিল।

নওরোজি বলিলেন, "কে ? ভিতরে আসুন।"

আগন্তুক নওরোজির কক্ষে প্রবেশ করিলে, তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, সার কার্সেটজি মেটা স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত !

মেটা সাহেব প্রথমে কথা বলিলেন ; তিনি বলিলেন, "তোমার সহিত আমার পরিচয় নাই, আমার নাম করিমভাই এব্রাহিম ; চিত্র বিদ্যায় আমার বড় অনুরাগ আছে। শুনিয়াছিলাম তুমি একজন ভাল চিত্রকর ; তাই আজ তোমার সঙ্গে একবার দেখা করিতে আসিলাম।"

নওরোজি মেটা সাহেবকে চিনিতেন, তাঁহার নিকট তিনি কেন আসিলেন ? ছদ্মনামে আত্ম-পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি ? তাঁহার কি কোনও দুরভিসন্ধি আছে ? নওরোজি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না ; কিন্তু তিনি বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন দেখিয়া আমি বড় সুখী হইয়াছি, কিন্তু আপনাকে দেখাইতে পারি এরূপ নূতন কোনও চিত্র আপাততঃ অঙ্কিত নাই ; যে কয়েকখানি পুরাতন চিত্র আছে, ইচ্ছা করিলে আপনি তাহা দেখিতে পারেন।"

মেটা সাহেব এ কথার কোন উত্তর না দিয়া সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; হীরাজি তাঁহাকে যে বস্ত্রাবৃত চিত্রখানির কথা বলিয়াছিল. তাহা তিনি সেই কক্ষের এক প্রান্তে সংরক্ষিত দেখিতে পাইলেন।

নওরোজির অঙ্কিত দুই চারিখানি পুরাতন চিত্র দেখিয়া মেটা সাহেব অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ একখানা ছবি কাপড় দিয়া ঢাকা রহিয়াছে না? তোমার ছবিগুলির মধ্যে ঐ খানিই বোধ হয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ; ওখানির অঙ্কন শেষ হইয়াছে ত?"

নওরোজি বলিলেন, "হাঁ উহা শেষ হইয়াছে; উহা আমারই অঙ্কিত চিত্র বটে, কিন্তু উহা দেখাইতে আমার আপত্তি আছে।"

মেটা সাহেব বলিলেন, "উহা বোধ হয় কোনও রমণীর চিত্র?"

নওরোজি বলিলেন, "হাঁ, আপনার অনুমান যথার্থ।"

মেটা সাহেব ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "উহা বোধ হয় তোমার প্রণয়িণীর চিত্র; আমি অনেক চিত্রকরকে জানি, তাহারা প্রায় সকলেই স্ব স্ব উপপত্নীর চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া ফ্রেমে বাধাইয়া রাখে।"

মেটা সাহেবের কথা শুনিয়া নওরোজির মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল; তিনি উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আমাকে মাফ্ করিবেন, আপনি অত্যন্ত অন্যায় কথা বলিয়াছেন; ইহা একটি অতি পবিত্র-হৃদয়া ও নিঃকলঙ্ক-চরিত্রা যুবতীর চিত্র। স্বীকার করি এই যুবতীকে আমি প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভালবাসি, কিন্তু আমি তাঁহাকে ততোধিক সম্মান করি; আমি তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত এমন একটি

কথাও বলি নাই—যাহা তাঁহার পিতা মাতা শুনিয়া কুণ্ঠিত হইতে পারেন।”

নওরোজির কথা শুনিয়া মেটা সাহেব অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলেন, তিনি বলিলেন,“উৎকৃষ্ট তৈলচিত্র আঁকিতে হইলে,যাহার চিত্র আঁকিতে হয়, তাহার কি চিত্রকরের সম্মুখে উপস্থিত থাকা আবশ্যক নয়?”

নওরোজি বলিলেন, “নিশ্চয়ই আবশ্যক, কেবল ছবি দেখিয়া উৎকৃষ্ট অয়েল পেণ্টিং অঙ্কিত করা অসম্ভব। এই যুবতীও আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা; তথাপি তিনি অপবাদের ভয়ে ভীত না হইয়া আমার এই গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন: ইহাতেই আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ কত প্রবল। আমি তাহাকে ভালবাসি, ভালবাসি বলিলেই ঠিক হইল না, ভক্ত যে ভাবে দেবতার পূজা করে, সেই ভাবে আমি তাঁহার পূজা করি। কিন্তু তাঁহার সহিত আমার মিলনের আশা নাই; আমাদের মিলনের পথে দুস্তর বাধা বর্ত্তমান। তিনি একজন মহাসম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, তাঁহার পিতা সমাজের এক-জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; আর আমি অজ্ঞাত কুলশীল, নগণ্য চিত্রকর। আমার জীবনের কাহিনী অতি শোচনীয়; আমার পিতা মাতা কে তাহা জানি না, অতি শৈশবে একটি অনাথাশ্রমে আমি প্রতিপালিত হইয়াছিলাম; দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় আমি বোম্বাই নগরে উপস্থিত হই, তার পর মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কত কষ্টে যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি, সে সকল কথায় আপনার সময় নষ্ট করিব না। নিজের চেষ্টায় আমি চিত্র বিদ্যা শিখিয়াছি, কিন্তু ইহা আমার ব্যবসায় নহে,

এখনও আমাকে সামান্য শ্রমজীবীর মত পরিশ্রম করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়।"

মেটা সাহেব নওরোজির সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ ভাবে সকল কথা শ্রবণ করিলেন; তিনি কি বলিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। এই সচ্চরিত্র বিনয়ী পরিশ্রমী যুবকের সরল কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি মেটা সাহেবের মনে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঞ্চার হইল, কিন্তু তাঁহার মুখে সে ভাব পরিস্ফুট হইল না।

নওরোজি বলিতে লাগিলেন, "আমার দুর্ভাগ্যের প্রকৃত পরিচয় পাইয়াও এই যুবতী আমাকে ভালবাসিতে কুণ্ঠিত হন নাই; আমার এই কক্ষে বসিয়াই তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, অন্য কাহাকেও তিনি বিবাহ করিবেন না। অল্পদিন পূর্ব্বে এই বোম্বাই সহরের একজন অতি বিখ্যাত লোক তাঁহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই যুবতী তাঁহাকে আমাদের গুপ্ত প্রেমের কথা জ্ঞাপন করায়, সেই ভদ্র লোকটী বিবাহের সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে; এখন তিনি আমার প্রিয়তম সুহৃৎ। আমি যাঁহাকে ভালবাসি, তিনি এমন সরলা, এমন মহৎ হৃদয়া। মহাশয়, আপনার যদি আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আপনাকে আমি এই ছবিখানি দেখাইতে পারি।"

মেটা সাহেব বলিলেন, "আমার প্রতি তোমার এই বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ।"

নওরোজি কর্ণেলিয়ার তৈলচিত্রের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর মেটা সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

মেটা সাহেব বলিলেন, "তোমার আপত্তি না থাকিলে, ছবিখানি খুলিয়া দেখাইতে পার, উহা দেখিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

নওরোজি চিত্রপটের আবরণ উন্মোচন করিলেন ; মেটা সাহেব কর্ণেলিয়ার তৈলচিত্র দেখিয়া বিস্ময় দমন করিতে পারিলেন না ; নওরোজির ন্যায় একজন অখ্যাতনামা চিত্রকর যে এমন সুন্দর নিখুঁত উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন, তাহা তিনি পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারেন নাই। মেটা সাহেব প্রশংসমান নেত্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই ছবির দিকে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে বলিলেন, "অতি চমৎকার ছবি হইয়াছে।" তাহার পর নিম্নস্বরে কি বলিলেন, নওরোজি তাহা শুনিতে পাইলেন না।

আরও কয়েক মিনিট কাল মনোযোগের সহিত সেই চিত্রখানি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মেটা সাহেব নওরোজির দিকে চাহিলেন, তাঁহার দৃষ্টিতে সহৃদয়তা ও সহানুভূতি সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল ; তিনি প্রসারিত হস্তে নওরোজির হস্ত ধারণ করিয়া বিচলিত স্বরে বলিলেন, "নওরোজি, তুমি প্রতিভাবান চিত্রকর ; আমি জানি দারিদ্র্য অপরাধ নহে, সকলেই চিরজীবন দরিদ্র থাকে না। আমি তোমাকে আমার যে পরিচয় দিয়াছি তাহা আমার সত্য পরিচয় নহে ; আমার সার নাম কার্সেটজি মেটা। কর্ণেলিয়া আমারই কন্যা। কতকগুলি নরপিশাচ ষড়যন্ত্র করিয়া তোমার ও আমার বক্ষের রক্তপানের জন্য ছুরিকা উদ্যত করিয়াছে, যদি আমরা তাহাদিগকে নিরস্ত্র ও পরাস্ত করিতে পারি, তাহা হইলে কর্ণেলিয়াকে আমি তোমার হস্তে সম্প্রদান করিব। তুমি তাহার প্রেমের অযোগ্য নহ।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন বন্ধু

সেই দিন সন্ধ্যার পর নওরোজি আহারের জন্য একটা হোটেলে উপস্থিত হইলেন ; তিনি যে টেবিলে আহার করিতে বসিয়াছিলেন, সেই টেবিলে আরও পাঁচ ছয়জন লোক বসিয়া আহার করিতে করিতে নানারূপ গল্প করিতেছিল ; তাঁহার পাশেই একটি যুবক বসিয়াছিল, সে এক ডিস্ মাংস ও কিছু রুটি লইয়া খাইতে খাইতে নওরোজির দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার পর যেন সে অত্যন্ত মাতাল হইয়াছে, এই ভাবে নওরোজির গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িয়া তাঁহার গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল ! নওরোজি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন ; ইহা কি ইচ্ছাকৃত অপমান ? নওরোজির ইচ্ছা হইল, তাহার নাকে দুই একটা ঘুঁসি মারিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষাদান করেন ; কিন্তু বিবাদ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না, তিনি তাহাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সে লোকটা নিবৃত্ত হইল না, সে মাংস খাইতে খাইতে নিঃশঙ্কচিত্তে হাড়গুলি নওরোজির গাত্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিল !

নওরোজি সকোপে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখানে যে একজন লোক বসিয়া আছে, তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না ?"

অসভ্য লোকটা বলিল, "তুমি কি বলিতে চাও আমার চোখ নাই?" সে হঠাৎ উঠিয়া নওরোজির মুখে এক মুষ্ট্যাঘাত করিল।

নওরোজি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার দেহে যথেষ্ট বল ছিল, তিনি উঠিয়া উভয় হস্তে তাহাকে ধরিয়া মেজের উপর ফেলিয়া দিলেন; তাহার পর তাহার মুখে মাথায় বুকে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই লোকটা মাটীতে পড়িয়া 'খুন করিল, খুন করিল।' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।

তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া দুইজন পুলিশ প্রহরী সেখানে উপস্থিত হইল, তাহারা নওরোজির উভয় হস্ত ধরিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "তুমি কিরূপ লোক? এই লোকটাকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে! থানায় চল।"

নওরোজি অনেক প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না; তাহারা তাঁহাকে থানায় টানিয়া লইয়া গেল, এবং একটি গারদে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

কিয়ৎকাল পরে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী নওরোজিকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য প্রহরীদের আদেশ করিলেন।

নওরোজি যাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেন, তিনি জমাদার, দারোগা, বা ইন্‌স্পেক্টর নওরোজি তাহা বুঝিতে পারিলেন না; এই কর্ম্মচারীর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর; অতি রূপবান পুরুষ, দেখিয়া সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক বলিয়া বোধ হয়; চোখে সোণার চসমা, পরিচ্ছদ অত্যন্ত সাদাসিধে।

এই পুলিশ কর্ম্মচারীটি নওরোজিকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া তাহাতে তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।

নওরোজি উপবেশন করিলে কর্ম্মচারী বলিলেন, "আপনার সহিত অন্য কথা হইবার পূর্ব্বে আমি একটা কথা বলিতে চাই; এই সহরে আপনার অনেক গুপ্ত শত্রু আছে, তাহারা আপনার গতিবিধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছে।"

নওরোজি বলিলেন, "আমি জানি আমার শত্রুর অভাব নাই, এবং আমার গতিবিধির প্রতি তাহাদের লক্ষ্য আছে; কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না, আপনার প্রহরীরা আমাকে অন্যায় করিয়া এখানে ধরিয়া আনিয়াছে, একটা মাতাল প্রথমে আমার প্রতি—"

কর্ম্মচারী বলিলেন, "সে মাতাল আর কেহ নহে, আমারই অধীনস্থ কোনও কর্ম্মচারী; আপনার সহিত আমার একবার সাক্ষাতের আবশ্যক হওয়ায়, যাহাতে অন্যের সন্দেহের উদ্রেক না হয়, এই অভিপ্রায়েই আপনাকে এ ভাবে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছি। আমার বন্ধু বৃদ্ধ দোরাবজি কামা আমাকে বলিতে ছিলেন, কয়েকজন বদ্‌মায়েস তাঁহার পুত্রকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; তাহারা তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরকে দিয়া কয়েকখানি চেক জাল করাইয়াছে; কেবল তাহাই নহে, জাহাঙ্গীর যাহাতে এমিলি নাম্নী একটা যুবতীকে লইয়া দেশান্তরে চলিয়া যায়, সেই চেষ্টাতেই তাহারা এই ফাঁদ পাতিয়াছে।"

নওরোজি বলিলেন, "এই ঘটনার সহিত আমার কি সম্বন্ধ আছে বুঝিতে পারিলাম না।"

কর্ম্মচারী বলিলেন, "সম্বন্ধ না থাকিলে আমি আপনাকে এখানে

লইয়া আসিতাম না। আপনি বোধ হয় আমাকে জানেন না, আমার নাম বাহাদুর সা, বোম্বাই সহরের ডিটেক্টিভ বিভাগের ভার আমার হস্তে সমর্পিত আছে। আমি অনেক দিন পুর্ব্বেই সন্ধান পাইয়াছি এই সকল বদ্‌মায়েস্ অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা ও পুরুষের অনেক গুপ্ত পাপের সন্ধান লইয়া ও সেই সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় করিয়া থাকে; ইহাই তাহাদের ব্যবসায়। আমি তাহাদিগকে ধরিবার জন্য গত দুই বৎসর হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কারণ, পাপ গোপনে রাখিবার জন্য যাহারা নানা ভাবে তাহাদিগকে উৎকোচ দিয়া আসিতেছে, তাহাদের নিকট কোনরূপ সাহায্য লাভ করা অসম্ভব; তাহারা কোন কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। আমি পূর্ব্বে আপনার পরিচয় জানিতাম না; কিন্তু দুই দিন পূর্ব্বে আমি সন্ধান পাইয়াছি, এই বদমায়েসের দলের সহিত আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়াছে; তাহা জানিবার পর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই আপনার জীবনের সকল বিবরণ আমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি আপনার নিকট জানিতে চাই, জেমজেট্‌জি নামক একটা পাকা বদ্‌মায়েসের গতি বিধির প্রতি আপনি কেন দৃষ্টি রাখিয়াছেন, কেনই বা পেষ্টনজি সাপুরজিকে আপনি আপনার একজন প্রধান শত্রু মনে করিতেছেন?"

নওরোজি জানিতেন না যে, পুলিস তাঁহার সম্বন্ধে এত সংবাদ রাখেন; তিনি বিচলিত ভাবে বলিলেন, "মহাশয়, আমাকে মাফ্ করিবেন; আপনি যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহার সহিত যদি

কেবল আমার একার সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতাম; কিন্তু ইহার সহিত কোন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেক পারিবারিক গুপ্ত রহস্যের সম্বন্ধ আছে; অন্যের নিকট সে সকল কথা প্রকাশ করিবার আমার অধিকার নাই।"

বাহাদুর সা বলিলেন,"কোনও রোগ আরোগ্য করিতে হইলে, তাহা যতই গোপনীয় হউক, চিকিৎসকের নিকট তাহা গোপন করা নিরাপদ নহে; আমি জানিতে পারিয়াছি পেষ্টনজি সাপুরজি সার কাসেটজি মেটার কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে; মেটা সাহেব, পূর্ব্বে সুবিখ্যাত দীনসা কাওয়াসজি দস্তুরকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তিনি সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া পেষ্টনজির ন্যায় কপর্দ্দকহীন অসচ্চরিত্র মূর্খের হস্তে কন্যা সম্প্রদানে কেন সমুৎসুক হইয়াছেন? আমার বিশ্বাস, ইচ্ছা না থাকিলেও মেটা সাহেব বাধ্য হইয়া অপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন; ইহার একটি মাত্র কারণ থাকিতে পারে; পেষ্টনজি নিশ্চয়ই মেটা পরিবারের কোনও গুপ্ত রহস্য অবগত আছে; এই বিবাহ না দিলে সে সেই রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে।"

নওরোজি বলিলেন, "আপনি এ কথা কিরূপে প্রমাণিত করিবেন? আপনার অনুমান সত্য না হইতেও পারে।"

বাহাদুর সা বলিলেন, "কিন্তু তাহা যে আংশিকরূপে সত্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আজ অপরাহ্ণে মেটা সাহেব আপনার বাসায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন; আমি আমার গুপ্তচরের মুখে শুনিয়াছি তিনি যখন আপনার নিকট যান, তখন মেটা সাহেবকে

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত দেখা গিয়াছিল ; কিন্তু তিনি যখন আপনার সহিত সাক্ষাতের পর ফিরিয়া আসেন তখন তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল ও নিশ্চিন্ত দেখাইয়াছিল ; ইহা হইতে আমি অনুমান করিতেছি পেষ্টনজি যাহাতে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে না পারে, আপনি তাহার কিছু উপায় স্থির করিয়াছেন।"

নওরোজি একথার কোনও উত্তর দিলেন না, নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

বাহাদুর সা বলিতে লাগিলেন, "এই হতভাগ্য পেষ্টনজির বংশটাই গুপ্ত রহস্যে পূর্ণ ; প্রায় তেইশ বৎসর ধরিয়া পুলিস ইহাদের গুপ্ত রহস্য ভেদের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। প্রায় তেইশ বৎসর পূর্ব্বে পেষ্টনজি সাপুরজির বড় ভাই মারোয়ানজি সাপুরজি এক দিন রাত্রে হঠাৎ অদৃশ্য হয় ; সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইল, পুলিস বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহার সন্ধান পায় নাই। কিন্তু আমি অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি মারোয়ানজি সাপুরজির সহিত মেটা সাহেবের স্ত্রীর প্রথম যৌবনে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল ; মারোয়ানজি সাপুরজির অন্তর্দ্ধানের সহিত এই বিবাহের প্রতিবন্ধকতার কোনও সম্বন্ধ নাই ত ? আপনি আমার নিকট কোনও কথা গোপন করিবেন না, কারণ আপনার উদ্দেশ্য ও আমার উদ্দেশ্য অভিন্ন ; আপনি যাহাদের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাহাদের উপর অনেক দিন হইতে আমারও দৃষ্টি আছে ; আমার বিশ্বাস, ইহাদের গুপ্ত রহস্য ভেদে আপনি আমার যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। কতবার আমি মনে করিয়াছি, আমি ইহাদের গ্রেপ্তার করি, কিন্তু আমার সাহস হয় নাই ; কারণ, ইহারা

ধনবান, গুপ্ত রহস্যের ব্যবসায় করিয়া ইহারা বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করে। বিনা প্রমাণে ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলে, অর্থবলে ইহারা অনায়াসে আইনের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবে, এবং আমি অপদস্থ হইব।"

নওরোজি বলিলেন, "আপনি যে সকল গুপ্ত রহস্যের কথা বলিতেছেন, তাহা আমি অবগত নহি; তবে আমি এই মাত্র জানি, পেষ্টনজি সাপুরজি মেটা সাহেবকে ভয় প্রদর্শনে বাধ্য না করিলে তিনি তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদানে সম্মত হইতেন না; আর আমি আমার অভিজ্ঞতা হইতে এইটুকু বুঝিয়াছি যে, জেমসেট্‌জি নামক যে লোকটার কথা আপনি বলিলেন, সে-ই পালের গোদা; তাহার সঙ্গে প্রেমজি নামক একটা অপদার্থ যুবক কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে। জাহাঙ্গীরজি যে যুবতীটিকে লইয়া পাগল, সেই যুবতী এমিলি প্রেমজির সঙ্গেই বোম্বাইয়ে আসিয়াছিল; শুনিয়াছি, প্রেমজি শীঘ্রই মাণিকজি ফ্রামজি নামক একজন সম্ভ্রান্ত সদাগরের কন্যাকে বিবাহ করিবে স্থির হইয়াছে। এরূপ অপদার্থ লোককে মাণিকজি ফ্রামজি কেন কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।"

বাহাদুর সা বলিলেন, "আমি ইহা অপেক্ষাও অধিক সংবাদ রাখি – আমার বিশ্বাস, জেমসেট্‌জির চর হীরাজি, জেমসেটজি ও এই মাণিকজি ফ্রামজি তিন জনেই এক লোক, বিভিন্ন মুখোস পরিয়া সংসার রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতেছে। তাহার দলে পেষ্টনজি সাপুরজি, ডাক্তার লালুভাই, ও উকীল বামনজি নামক আরও কয়েকটা লোক আছে; ইহারা পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত পরিবারের গুপ্ত রহস্য লইয়াই কারবার

করিত; কিন্তু ক্রমাগত প্রবঞ্চনা ও বাটপাড়ি করিয়া ইহাদের সাহস বাড়িয়া গিয়াছে, এখন ইহারা কতকগুলি লোকের টাকা মারিবার জন্য এক যৌথ কারবার খুলিয়া বসিয়াছে! আমি স্বচক্ষে তাহাদের বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি। এখন যদি এই সকল বদ্‌মায়েসকে গ্রেপ্তার করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে অনেক লোকের সর্ব্বনাশ হইবে, আমাদেরও দুর্ণামের সীমা থাকিবে না। ইহারা আর একটি বড় লোককে ইহাদের জালে জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; তাঁহার নাম বায়রামজি এজরা। বহুদিন পূর্ব্বে এজরা সাহেবের একটি পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়াছে; বামনজি, এজরা সাহেবের উকীল হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই অনুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধানে বাহির হইয়াছে।"

নওরোজি অকপট চিত্তে তাঁহার সকল কথা বাহাদুর সার নিকট প্রকাশ করিলেন; বাহাদুর সা নীরবে উদ্ভত কর্ণে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ পরে আমি কার্য্যকারণের সম্বন্ধ কতক কতক বুঝিতে পারিতেছি; আমি আপনাকে আশা দিতেছি, আপনার আর কোনও ভয় নাই; এক মাসের মধ্যে মেটা সাহেবের কন্যা কর্ণেলিয়ার সহিত আপনার বিবাহ হইবে। এ বিষয়ে আমি আপনাকে অঙ্গীকার করিতে পারি; আর আমি যখন যে কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হই, তাহা কখনও অপূর্ণ থাকে না। কিন্তু একটা কথা আছে; আপনাকে এতখানি আশা দিলেও আপনার জীবন যে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; আপনি ইহাদের অভিসন্ধি সিদ্ধির প্রধান প্রতিবন্ধক; আপনাকে সরাইবার জন্য ইহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, এ কথা আপনি দিবারাত্রি

সকল সময় স্মরণ রাখিবেন ; এক হোটেলে দুই বার আহার করিবেন না ; কোন খাদ্য দ্রব্যে যদি কোন অস্বাভাবিক গন্ধ পান, তাহা ফেলিয়া দিবেন ; কোন জনতার মধ্যে প্রবেশ করিবেন না ; অপরিচিত গাড়ীতে উঠিবেন না ; কোনও উচ্চ স্থানে উঠিয়া নিরাপদ কি না বেশ পরীক্ষা না করিয়া বারান্দার রেলিং বা বাতায়নে ভর দিয়া দাঁড়াইবেন না ; এক কথায় সকল বিষয়েই সতর্ক থাকিবেন, প্রত্যেক লোককে সন্দেহ করিবেন ; এখন আপনি যাইতে পারেন।"

নওরোজি বাহাদুর সাকে নমস্কার করিয়া উঠিলেন ; বাহাদুর সা বলিলেন, "আর এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আপনার স্কন্ধ বা পৃষ্ঠে কোনও শুষ্ক ক্ষত চিহ্ন আছে কি ?"

নওরোজি বলিলেন, "হাঁ, অত্যন্ত শৈশবকালে আমার পৃষ্ঠে বাহুমূলের নিম্নে পুড়িয়া যাওয়ায় ক্ষত হইয়াছিল।"

বাহাদুর সা বলিলেন, "আমার আর কিছু বলিবার নাই ; নওরোজি এজরা, আপনি যাইতে পারেন।"

নওরোজি প্রস্থান করিলেন ; বাহাদুর সা তাঁহাকে নওরোজি এজরা বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন ? তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

জীবন শঙ্কটে

নওরোজি বাহাদুর খাঁর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে, বাহাদুর সা 'ফেরোজ' 'ফেরোজ' শব্দে কাহাকে ডাকিলেন।

ফেরোজ সা বাহাদুর সার অধীনস্থ অল্প বয়স্ক একজন শিক্ষানবীন গোয়েন্দা। ফেরোজ সা বুদ্ধিমান, ধূর্ত্ত, কার্য্যনিপুণ এবং অত্যন্ত বিশ্বাসী; সেই জন্য বাহাদুর সা তাঁহার অধীনস্থ সকল গোয়েন্দা অপেক্ষা ফেরোজকে অধিক ভাল বাসিতেন।

ফেরোজ সা বাহাদুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে বাহাদুর বলিলেন, "যে যুবক এখনই এখান হইতে বাহির হইয়া গেল, তাহাকে দেখিয়াছ?"

ফেরোজ সম্মতি সূচক ইঙ্গিত করিল; বাহাদুর সা বলিলেন, "আমি অনেক দিন হইতে এই যুবকের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছি, আমি তাহার প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছি; ইহার হৃদয় যেমন উচ্চ, সাহসও সেইরূপ অদ্ভুত, খাঁটি মানুষ; এই যুবকের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু নানা কারণে তাহার শত্রু অনেক; জেমসেট্‌জির দল, যে কারণেই হউক, সুযোগ পাইলে তাহাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। তুমি সর্ব্বদা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবে। তাহার বিপদের সম্ভাবনা জানাইয়া আমি তাহাকে সাবধান করিয়াছি; কিন্তু বিপদ কখন কোন্

দিক দিয়া আসে, অত্যন্ত সতর্ক লোকেও তাহা স্থির করিতে পারে না ; যাহাতে তাহার জীবন বিপন্ন না হয়, সেই বিষয়ে তোমাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে ; যদি তুমি কোনও কারণে তাহার নিকট তোমার পরিচয় দানের আবশ্যক বোধ কর, তাহা হইলে তোমার প্রকৃত নাম প্রকাশ না করিয়া কুবেরজি নামে আত্ম-পরিচয় দিবে, এবং তুমি যে আমার লোক, ইহাও জানাইবে। তোমার উপর যে ভার সমর্পণ করিলাম, আশা করি তাহা তুমি সাধ্যানুসারে পালন করিবে ; তুমি ছদ্মবেশে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

ফেরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "উঁহার ঠিকানা কি ?"

বাহাদুর সা নওরোজির ঠিকানা বলিয়া দিলেন।

নওরোজি দরাবজি কামার যে অট্টালিকা চিত্রিত করিবার ভার লইয়াছিলেন, পরদিন বেলা দশটার সময় সেই অট্টালিকায় উপস্থিত হইলেন। তেতালার বারান্দায় তখন চিত্রকার্য্য চলিতেছিল ; তিনি রং ও তুলি লইয়া, পূর্ব্বে যতটুকু কাজ শেষ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

তিনি প্রায় আধ ঘণ্টা কাজ করিয়াছেন, এমন সময় সেই অট্টালিকার সম্মুখস্থ পথে একটি কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন ; নারীকণ্ঠে কে অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিল, "নওরোজি, নওরোজি, আমার বড় বিপদ ; আমি কর্ণেলিয়া, তোমার কাছে সাহায্যের জন্য আসিয়াছি।"

কর্ণেলিয়ার নাম শ্রবণ মাত্র নওরোজি তাঁহার তুলি ফেলিয়া সেই বারান্দার রেলিংএর নিকটে আসিয়া পথের দিকে চাহিলেন ; কিন্তু

পথে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সেই রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিম্নে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহের ভারে রেলিং হঠাৎ খসিয়া তাঁহাকে লইয়া মহা শব্দে নীচে পড়িল!

রেলিং সেই তেতালার উচ্চ বারান্দা হইতে খসিয়া নীচে পড়িতে বোধ হয় দুই তিন সেকেণ্ডের অধিক বিলম্ব হইল না। কিন্তু সেই দুই তিন সেকেণ্ড সময় নওরোজির নিকট অনন্ত কাল বলিয়া বোধ হইল; মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি তাহার শোচনীয় অবস্থার কথা বুঝিলেন; বুঝিতে পারিলেন আর এক মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার জীবনের শেষ হইবে! আজ তাঁহার সকল আশার অবসান! জীবনের সেই শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি তাঁহার প্রিয়তমা কর্ণেলিয়ার কথা বিস্মৃত হইলেন না।

এই অট্টালিকায় বালির কাজ করিবার জন্য নীচে যে বালি রাখা হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় বিশগাড়ী বালি তখনও স্তূপাকারে পড়িয়াছিল: রেলিং সমেত নওরোজি মহাশব্দে সেই বালুকা স্তূপের উপর নিক্ষিপ্ত হইলেন।

এই বিভ্রাট দেখিয়া প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন লোক চারিদিক হইতে সেইখানে ছুটিয়া আসিল; তাহারা সভয়ে দেখিল, নওরোজি রক্তাক্ত দেহে রেলিং হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই বালুকা-স্তূপের এক প্রান্তে জড়বৎ পড়িয়া আছেন; তাঁহার মস্তক হইতে দর-বিগলিত ধারে রক্ত পড়িতেছে, দক্ষিণ হাত খানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পদে ও বক্ষে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে; তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত, দেহে তখনও প্রাণ আছে কি না সন্দেহ। ফেরোজ সা ছদ্মবেশে অদূরে অপেক্ষা করিতে ছিলেন; নওরোজির এরূপ বিপদ ঘটিবে, তাহা তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও কল্পনা

করেন নাই; তিনি তৎক্ষণাৎ নওরোজির নিকট ছুটিয়া আসিলেন; নিকটেই একটা জলের কল ছিল, সেই কল হইতে অঞ্জলি পুরিয়া জল লইয়া তিনি তাঁহার চোখে মুখে দিলেন; নাকে হাত দিয়া দেখিলেন, নিশ্বাস পড়িতেছে কি না সন্দেহ; মুখের ভিতর হইতে রক্ত ধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দর্শকগণ মাথা নাড়িয়া বলিল, "হইয়া গিয়াছে! এত উঁচু হইতে পড়িলে কি মানুষ বাঁচে?"

কয়েক গজ দূরে একটি হাসপাতাল ছিল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই নওরোজির মৃতপ্রায় দেহ একখানি খাটিয়ায় তুলিয়া সেই হাসপাতালে প্রেরণ করা হইল।

পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, জেমসেট্‌জির গুপ্তচর ভিখা রমণীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া উৎকোচের লোভে এই কার্য্য করিয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে সে ফেরোজ সার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই; ফেরোজ সা গোলমালের মধ্যে তাহাকে পলাইতে দেখিয়া সিংহের ন্যায় একলম্ফে তাহার উপর নিপতিত হইলেন, এবং তাহার চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিলেন। সুদীর্ঘ পরচুলা খসিয়া আসিল!

ফেরোজ সা তাহার ঘাড় ধরিয়া তাহার গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের একটি চপেটাঘাত করিলেন; তাহার পর তাহার কাণ ধরিয়া মস্তকটি সবেগে আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "তুই কে, শীঘ্র বল্!"

ভিখা কাঁদিয়া বলিল, "আমি কেহ নই।"

এবার তাহার পৃষ্ঠে গুরুতর মুষ্ট্যাঘাত হইল, সেই মুষ্ট্যাঘাতে বোধ

হয় অন্য লোকের পিঠ গুঁড়া হইয়া যাইত ; কিন্তু ভিখার শরীর অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়াই সে সে আঘাত সহ্য করিতে পারিল।

ফেরোজ সা অত্যন্ত অধীর ভাবে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এখন বল, তুই কে ? স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ ধরিয়া কেন তুই চীৎকার করিয়া নওরোজিকে ডাকিয়াছিলি ? কে তোকে এখানে পাঠাইয়াছিল ?" ফেরোজ সা উন্মত্তের ন্যায় ভিখার গলা টিপিয়া ধরিলেন, তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের গতিরোধ হইল, মুখ লাল হইয়া উঠিল, চক্ষু দুটি কপালে উঠিল।

ভিখা কষ্টে বলিল, "ছাড়, বলিতেছি।"

ফেরোজ সা তাহার গলা ছাড়িয়া দিয়া হাত ধরিলেন, তাহার কাঁচলি টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, তাহার হাতের কাচের চুড়ী ভাঙ্গিয়া দিলেন ; তাহার পর গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "হারামজাদ, পাজি, বদ্‌মাস্, এখনই যদি তোর প্রকৃত পরিচয় না দিস্, তাহা হইলে জুতা মারিয়া তোর মাথা গুঁড়া করিয়া দিব।"—ফেরোজ সা তাঁহার কথা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জুতা খুলিতে উদ্যত হইলেন।

ভিখা এ ভাবে ধরা পড়িয়া ধনঞ্জয় লাভ করিবে, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই ; সে ভাবিয়াছিল একটা গলির মধ্যে সরিয়া পড়িয়া ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিলে আর তাহাকে ধরে কে ? কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইল না।

ফেরোজ সা উদ্যত মুষ্টিতে পুনর্ব্বার তাহাকে প্রহারের উপক্রম করিলে, সে আত্মপরিচয় দিল ; এবং হীরাজির নিকট টাকা খাইয়াই যে সে এই কাজ করিয়াছে তাহাও তাঁহাকে বলিতে ভুলিল না। হীরাজির

উপর তাহার বড়ই রাগ হইয়াছিল, হীরাজির কুপরামর্শে চলিয়াইত তাহার আজ এত লাঞ্ছনা !

ফেরোজ সা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হীরাজি কে ?"

ভিখা বলিল, "জেমসেটজির কারপরদাজ।"

ফেরোজ সা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হীরাজি কেন তোকে এই ভাবে চীৎকার করিতে বলিয়াছিল ?"

ভিখা সে কথার কোনও উত্তর দিতে পারিল না, বলিল, "আমাকে দশ টাকা দিয়া সে বলিল, 'যদি তুই এই তেতালার নীচে দাড়াইয়া এই কথা বলিয়া চীৎকার করিস্, তাহা হইলে পরে তোকে আরও দশ টাকা দিব'।"

ফেরোজ সা ভিখাকে থানায় পাঠাইয়া দিলেন। বাহাদুর সা তাঁহাকে নওরোজির রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার আদেশ পালন করিতে পারিলেন না বলিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন ; অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-ভাবে হাসপাতালে আসিয়া তিনি ডাক্তারকে নওরোজির অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; ডাক্তার মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "অবস্থা ভাল নয় ; কি হয় বলা যায় না, জীবনের আশা অল্প।"

দিবারাত্রির মধ্যে আর নওরোজির চৈতন্যসঞ্চার হইল না, তিনি জড়ের ন্যায় শয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

পরদিন প্রভাতে নওরোজি নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "আমি কোথায় ? এখানে আমাকে কে আনিল ?"—কিন্তু তিনি কোনও উত্তর পাইলেন না ; নওরোজি পূর্ব্ব কথা স্মরণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও কথা মনে করিতে পারিলেন না ; অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "কর্ণেলিয়া,

কর্ণেলিয়া !" তাহার পর পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন ; সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

সেই দিন অপরাহ্নে বাহাদুর সা ছদ্মবেশে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, দেখিলেন, নওরোজির চৈতন্য হইয়াছে ; তিনি নওরোজির কাণের কাছে মুখ আনিয়া নিম্ন স্বরে বলিলেন, "আমি বাহাদুর সা ; আপনাকে আমি সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি আমার পরামর্শানুসারে কাজ করেন নাই। সেইজন্যই আপনাকে এই বিপদে পড়িতে হইয়াছে। আপনি হতাশ হইবেন না ; আমি আজ অপরাহ্নে মেটা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম ; পেষ্টনজি সাপুরজির সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ একমাস স্থগিদ রাখিতে বলিয়া আসিয়াছি। তিনি আমার অনুরোধে সম্মত হইয়াছেন। যতদিন আপনি সুস্থ হইতে না পারেন, এখানেই থাকিবেন ; কাহাকেও কোন কথা বলিবেন না ; কাহারও প্রদত্ত খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না। আমার গুপ্তচর পীড়ার ভান করিয়া এখানে পড়িয়া আছে, সে আপনার উপর দৃষ্টি রাখিবে ; যখন যে কথা আপনাকে জানাইবার দরকার হইবে, আমি জানাইয়া যাইব। কুবেরজি নামে আত্মপরিচয় দিয়া কোনও লোক আপনাকে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য আনিয়া দিলে আপনি কেবল তাহাই গ্রহণ করিবেন।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তরি ডুবিল

আমরা যে সময়ের কথা এই আখ্যায়িকায় আলোচনা করিতেছি, বাহাদুর সা সে সময়ে বোম্বাই প্রদেশে দেশীয় গোয়েন্দাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন ; সত্য বটে, দুই চারিজন ইংরাজ গোয়েন্দা ডিটেকটিভ বিভাগের এবং ঠগী ও ডাকাইতি বিভাগের উচ্চ পদে স্থাপিত ছিলেন, কিন্তু বাহাদুর সার ন্যায় দূরদর্শী বুদ্ধিমান ও কার্য্যনিপুণ কর্ম্মচারী তখন একজনও ছিলেন না, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই বাহাদুর সা জেমসেটজি ও তাহার দলস্থ লোকের কুকর্ম্মের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোনও লোক তাহাদের বিরুদ্ধে কোনও রূপ অভিযোগ উপস্থিত না করায়, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ্য অপরাধের কারণ উদ্ভব না হওয়ায় তিনি তাহাদিগকে ধরিতে পারেন নাই ; কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনার দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি তাহাদের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে সদলবলে গ্রেপ্তারের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন।

খনির ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনে ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্লাকার্ডে যে দিন

বোম্বাই সহরের প্রত্যেক রাজপথের গৃহ প্রাচীর আচ্ছন্ন হইয়া গেল, সেই দিন হইতে বাহাদুর সা এই দলকে ধরিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাহার পর নওরোজির সহিত তাঁহার যে সকল কথার আলোচনা হইয়াছিল, আমরা পূর্ব্বেই তাহা পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। নওরোজি ত্রিতলস্থ রেলিংএর সহিত ভূতলশায়ী হইলে, তাঁহার স্পষ্ট বিশ্বাস হইয়াছিল এই ব্যাপারের সহিত দুর্ব্বৃত্তগণের ষড়যন্ত্রের যোগ আছে। তাহার পর ফেরোজ সার হাতে পড়িয়া যখন ভিখা হীরাজিকে এই ব্যাপারের মূল নায়ক বলিয়া বর্ণনা করিল, তখন তিনি স্থির করিলেন, কেবল হীরাজি নহে, এই দলের মধ্যে যে যে লোক আছে বলিয়া তাঁহার সন্দেহ, তাহাদের সকলকেই তিনি গ্রেপ্তার করিবেন।

জেমসেট্‌জিরও গুপ্তচরের অভাব ছিল না; ভিখা পুলিসের নিকট যে সকল কথা একরার করিয়াছিল, তাহা অবিলম্বে তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি অনেক দিন হইতেই এইরূপ বিভ্রাটের আশঙ্কা করিয়া আসিতেছিলেন, এবং সেই জন্যই তিনি সাধারণের নিকট হীরাজির ছদ্মবেশে উপস্থিত হইতেন; তিনি বুঝিলেন, এখন হীরাজিকে উড়াইয়া দিতে পারিলে বিপদ অনেকটা কাটিয়া যাইবে; কারণ, যদি তিনি হীরাজির ছদ্মবেশ ধারণ না করেন, তাহা হইলে কে তাঁহাকে হীরাজি বলিয়া ধরিবে?—সেই দিনই তিনি হীরাজির কোট ও টোপা, তাহার দাড়ি ও গোঁপ, তাহারও 'যথা এবং সর্ব্বস্ব' দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু তিনি অবিলম্বেই জানিতে পারিলেন, পুলিস এবার হীরাজির সন্ধানেই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিবে না, জেমসেট্‌জিকেও ধরিতে

পারে, কারণ, ভিখা পুলিসের নিকট স্বীকার করিয়াছে, হীরাজি এই সকল দুষ্কর্ম্মের "মালিক" নহে, সে জেমসেট্‌জির বেতনভোগী ভৃত্য মাত্র; জেমসেট্‌জির পরামর্শ অনুসারেই হীরাজি পরিচালিত হয়। সুতরাং জেমসেট্‌জি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় জেমসেট্‌জির ছদ্মবেশটিও পরিত্যাগ করিয়া মাণিকজি ফ্রামজির মূর্ত্তিটি বজায় রাখিল। তাহার সহচরগণের মধ্যেও কেহ জানিত না যে, মাণিকজি ফ্রামজি জেমসেট্‌জিরই অন্য মূর্ত্তি!

পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনার কয়েক দিন পরে মাণিকজি ফ্রামজির সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকার একটি কক্ষে এক গুপ্ত বৈঠক বসিয়াছিল। সেই বৈঠকে মাণিকজি ফ্রামজি, তাঁহার বন্ধু ডাক্তার লালুভাই, প্রেমজি, ও পেষ্টনজি সাপুরজিকে সাহস ও আশা ভরসা দিতেছিলেন: কারণ, তাঁহারা তিনজনেই সন্দেহ করিতেছিলেন, হয়ত আর দুই চারি দিনের মধ্যেই তাঁহাদের উপর পুলিসের দৃষ্টি পড়িবে। ডাক্তার লালুভাইয়ের ভয়ই অধিক হইয়াছিল।

মাণিকজি ফ্রামজি বলিলেন; "আমি স্বীকার করি, পুলিস হীরাজিকে ও জেমসেট্‌জিকে সন্দেহ করিয়াছে; কিন্তু হীরাজি এখন জীবিত নাই, এবং জেমসেট্‌জি যে কোথায়, তাহা পুলিসের প্রপিতামহেরও সন্ধান করিবার সাধ্য নাই; সুতরাং তোমাদের আশঙ্কার কোনও কারণ দেখিতেছি না। বিশেষতঃ আমরা জাল টানিয়া প্রায় ডাঙ্গায় তুলিয়াছি, আর অল্প ধৈর্য্য অবলম্বন কর; তোমরা সকলেই স্ব স্ব পরিশ্রমের অপেক্ষা অনেক অতিরিক্ত পারিশ্রমিক লাভ করিবে। উকীল বামনজি বায়রামজি এজরাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধানে গুজরাটের দিকে

গিয়াছেন, তাঁহারা শীঘ্রই বোম্বাইয়ে প্রত্যাগমন করিবেন। বাহরামজি এখানে ফিরিয়া আমার জামাতা প্রেমজিকে তাঁহার পুত্ররূপে গ্রহণ করিবেন। ইতিমধ্যে সার কার্সেটজি মেটার কন্যার সহিত পেষ্টনজির বিবাহটা শেষ হইয়া যাইবে; পেষ্টনজিই যে ভবিষ্যতে মেটা সাহেবের উত্তরাধিকারী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। পাছে এমিলি কখনও প্রেমজিকে দেখিয়া চিনিতে পারে, ও গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া দেয়, এই ভয়ে জাহাঙ্গীরজি কামাকে আমি মুঠার মধ্যে রাখিয়াছি; জাল হ্যাণ্ডনোট গুলির সাহায্যে যে কোন মুহূর্ত্তে তাহাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিতে পারি, এই ভয় দেখাইয়া জাহাঙ্গীরকে বোম্বাই-ছাড়া করিতেছি। সে এমিলিকে লইয়া কলিকাতা অঞ্চলে যাত্রা করিতেছে; হ্যাণ্ডনোটের কথা পুরাতন না হইলে আর দুই এক বৎসরের মধ্যে সে ফিরিবে না।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "কিন্তু আমাদের শত্রুপক্ষ কি আমাদিগকে সহজে ছাড়িবে?"

মাণিকজি ফ্রামজি বলিলেন, "আমাদের কেন ধরিবে? সে হীরাজি নাই, সে জেমসেট্‌জি নাই, তাহাদের অনুষ্ঠিত কোনও গুপ্ত পাপের সহিত আমাদের সম্বন্ধ মাত্র নাই; আমরা সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী, ডাক্তার লালুভাই, উকীল বামনজি, এমন কি আমার জামাতা প্রেমজি,—আমরা কেহই কখন কোনরূপ জাল বা প্রবঞ্চনার সহায়তা গ্রহণ করি নাই। বিশেষতঃ, একজন ফরিয়াদি হইয়া না দাঁড়াইলে এ ব্যাপার লইয়া বিশেষ কোনও অনুসন্ধানও হইবে না; প্রধান ফরিয়াদি নওরোজি উরু ভগ্ন হইয়া হাসপাতালে পড়িয়া আছে, তাহার মাথার খুলি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে;

সুতরাং তাহা হইতে কোনও ভয়ের কারণ নাই। যদি সে সারিয়া উঠে, তাহা হইলেও তাহার বহু বিলম্ব; তত দিন মেটা সাহেবের কন্যার বিবাহ শেষ হইয়া যাইবে। নওরোজির বন্ধু দস্তুর সাহেব তখন আর তাহার সহায়তা করিয়া কি করিবেন?- আমি চারিদিকের অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ দেখিতেছি।"

ডাক্তার লালুভাই বলিলেন, "কিন্তু মেটা সাহেব এই বিবাহ এক মাস স্থগিত রাখিতে চাহিয়াছেন কেন? আমার ত মনে হয়, তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মত না হইলেই ভাল হইত।"

মাণিকজি ফ্রামজি বলিলেন, "মেটা সাহেব বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার কন্যার বিবাহের সকল আয়োজন এখনও শেষ করিতে পারেন নাই: ইহার মধ্যে যে তাঁহার কোনও গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে, এরূপ অনুমান হয় না। বিশেষতঃ, এই বিবাহ তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জন্য তাঁহাকে অভদ্র ভাবে পীড়াপীড়ি করিলে তাহার শেষ ফল আমাদের পক্ষে কল্যাণজনক হইত,এরূপ বোধ হয় না। সন্ধি যখন আমাদের পক্ষে প্রার্থনীয়, তখন যুদ্ধ উপস্থিত করা কোন ক্রমে সঙ্গত নহে। আমাদের খনির ব্যবসায়ের, শেয়ার গুলি যে ভাবে বিক্রয় হইয়া গেল, তাহাতে বোধ হয় আমরা অল্প দিনের মধ্যেই এই ব্যবসায়ের অভিনয় বন্ধ করিতে পারিব। এখন আমি কেবল বামনজির প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতেছি।"

সেই দিন সন্ধ্যাকালে বায়রামজি এজরা উকীল বামনমজির সহিত মাণিকজি ফ্রামজির অট্টালিকায় উপস্থিত হইলেন। উকীল বামনজি তাঁহাদের বোম্বাই প্রত্যাগমনের বার্ত্তা অনেকক্ষণ পূর্ব্বে গোপনে

মাণিকজি ফ্রামজির নিকট পাঠাইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি এজরা সাহেবের আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি একাকী ছিলেন না, ডাক্তার লালুভাই, প্রেমজি, ও প্রেমজির নব পরিণীতা ভার্য্যা নাথুরা বাইও সেই কক্ষে ছিলেন।

উকীল বামনজি, প্রেমজিকে এজরা সাহেবের নিকট তাঁহার পুত্র-রূপে পরিচিত করিলেন। দীর্ঘকাল পরে পুত্র-মুখ দর্শন করিয়া এজরা সাহেবের আনন্দের সীমা রহিল না; প্রেমজির সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস হইল, প্রেমজিই তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট সন্তান। প্রেমজির মুখে তাহার বাল্য জীবনের করুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া পুত্রের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইল; প্রেমজি সুপ্রসিদ্ধ সদাগর মাণিকজি ফ্রামজির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, এ সংবাদে তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূকে একত্র দেখিয়া তাঁহার চক্ষু জুড়াইল; তিনি প্রেমজির কম্পিত হস্ত নিজের হস্তের মধ্যে লইয়া সস্নেহে বলিলেন, "বৎস, আমি তোমার সন্ধান পাইয়াছি এ সংবাদ এখনও তোমার জননীর গোচর করি নাই; আজ রাত্রে আমি তাঁহাকে সকল কথা বলিব, কাল প্রভাতে তোমাকে ও আমার পুত্রবধূকে মহা সমারোহে আমার গৃহে লইয়া যাইব।"

কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে সেই কক্ষের বাহিরে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইল; ডাক্তার লালুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহিরে হঠাৎ এত গোলযোগের কারণ কি?"

মাণিকজি ফ্রামজি উঠিয়া বলিলেন, "আমি ইহার কারণ জানিতেছি।"—তিনি দ্বার খুলিতেই দেখিতে পাইলেন, সোণার চসমাধারী

সুদীর্ঘ দেহ প্রৌঢ় বয়স্ক একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তাঁহার কক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন; তাঁহার পশ্চাৎ একজন পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর ও ছয় জন কনষ্টেবল!

ডাক্তার লালুভাই দ্বারপ্রান্তে আসিয়া সবিস্ময়ে সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ, এ যে ডিটেক্‌টিভ সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট বাহাদুর সা!"

বাহাদুর সা ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং কক্ষস্থ সকলের মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখিতেছি আমি ঠিক সময়েই আসিয়াছি।"

তাঁহার কথা শুনিয়া অপরাধীগণের বুকের মধ্যে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। উকীল বামনজি উঠিয়া জড়সড় হইয়া সেই কক্ষের এক কোণে গিয়া বসিলেন; ডাক্তার লালুভাই মাতালের মত টলিতে টলিতে একখানা চেয়ারে গিয়া বসিলেন; প্রেমজির প্রায় মূর্চ্ছা হইল! বায়রামজি এজন্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে বাহাদুর সার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; নাথুরাও অবাক হইয়া গেল! কেবল মাণিকজি ক্রামজি সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি চান্? আমার এই গোপনীয় কক্ষে আসিবার আপনার কি অধিকার আছে?"

বাহাদুর সা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি, তাহা এই ইন্‌স্পেক্টর সাহেব সকলকে বুঝাইয়া দিবেন; সংক্ষেপে আমি এই মাত্র বলিতে পারি আমি ভারতেশ্বরীর নামে হীরাজি, ওরফে জেমসেট্‌জি, ওরফে মাণিকজি ক্রামজিকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি।"

মাণিকজি ফ্রামজি বলিলেন, "আমি আপনার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।"

বাহাদুর সা বলিলেন, "বুঝিতে পারিলে না? হীরাজির ষড়যন্ত্রে নওরোজির জীবন বিপন্ন হইয়াছে; হীরাজি কি এতই কৌশলে আত্ম-গোপন করিতে পারিয়াছে যে, মাণিকজি ফ্রামজিকে হীরাজি বা জেম-সেট্‌জি বলিয়া চিনিবার কোনও উপায় নাই। বহুরূপীর প্রকৃত মূর্ত্তি চিনিয়া বহির করা বাহাদুর সার অসাধ্য নহে।"

মাণিকজি ফ্রামজির বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু তিনি মৌখিক দম্ভ ত্যাগ করিলেন না; তিনি বলিলেন, "আপনার কথাগুলি প্রলাপ বলিয়া বোধ হইতেছে; আপনি কোন্ সাহসে আমার ন্যায় সম্ভ্রান্ত মার্চ্চেণ্ট ও ব্যাঙ্কারের বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া আমার বন্ধু-বান্ধবের সমক্ষে আমাকে এই ভাবে অবমানিত করিতেছেন?"

বাহাদুর সা হাসিয়া বলিলেন, "পরাস্বপহারী বাটপাড়েরা যে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মার্চ্চেণ্ট ও ব্যাঙ্কার, তাহা আমার জানা আছে; তোমার আর একটি সম্ভ্রান্ত বন্ধু ও খনির ব্যবসায়ের প্রধান ডিরেক্টর পেষ্টনজি শাপুরজিকে এ দলে দেখিতেছি না কেন?"

মাণিকজি ফ্রামজি সরোষে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর, আমার বিরুদ্ধে আপনি কোনও প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন?"

বাহাদুর সা পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করিলেন, এই পত্র খানি নাথুরা পীড়িত প্রেমজির নিকট পাঠাইয়াছিল। পত্রখানি খুলিয়া বাহাদুর সা মাণিকজির সম্মুখে ধরিলেন, বলিলেন, "তুমি বোধ হয়

তোমার কন্যার হস্তাক্ষর চেন, তোমার কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে প্রেমিককে ইহা লিখিয়াছিল; পত্রখানি আমি পাঠ করিতেছি শোন;—

"প্রাণাধিক!

আমি সে দিন তোমার নিকট গিয়া তোমাকে যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি—তাহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে; তোমার এরূপ অসহায় অবস্থায় তোমার সেবা করিতে পারিলাম না, এ দুঃখ আমার যাইবার নহে; কিন্তু হীরাজি ও ডাক্তার লালুভাই আমাকে কিছুতেই সেখানে থাকিতে দিলেন না। তোমার সুস্থ দেহে এরূপ প্রকাণ্ড ক্ষত করিয়া তোমাকে কষ্ট দিবার কি আবশ্যক, তাহা প্রথমে আমি বুঝিতে পারি নাই; তাহার কারণ জানিবার জন্য আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়া গোপনে সন্ধান লইতে ত্রুটী করি নাই। আমি অনেক চেষ্টায় জানিতে পারিয়াছি তোমাকে কোনও লক্ষপতির নিরুদ্দিষ্ট পুত্ররূপে প্রমাণিত করিবার জন্যই তোমাকে এরূপ কষ্ট দেওয়া হইয়াছে! ডাক্তার লালুভাই তোমার পৃষ্ঠে ক্ষত করিয়া, তুমি যে সেই বড়লোকটীর পুত্র, তাহা তাঁহার নিকট প্রতিপন্ন করিবার ভার লইয়াছেন; এবং উকীল বামনজি তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে প্রমাণিত করিবেন, তুমিই তাঁহার পুত্র; সুতরাং আমার পিতার মহৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাইয়া আমার সকল আক্ষেপ দূর হইয়াছে। এখন তুমি সারিয়া উঠিলেই—"

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিলে মাণিকজি ক্রামজি ভগ্ন স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, আর পড়িতে হইবে না, আমার কন্যা নাথুরার নির্ব্বুদ্ধিতার দোষেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইল!"

অনন্তর বাহাদুর সা উকীল বামনজির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভারতেশ্বরীর নামে আমি তোমাকেও গ্রেপ্তার করিতেছি।"

বামনজি বলিলেন, "আমার সম্বন্ধে আপনার নিশ্চয়ই কোনও ভ্রম হইয়া থাকিবে, আমার বিরুদ্ধে আপনাদের কি প্রমাণ আছে? আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করিতে চান, আপনার নিকট আমার বিরুদ্ধে কি কোনও ওয়ারেণ্ট আছে?"

বাহাদুর সা বলিলেন, "হাঁ, ওয়ারেণ্ট নিশ্চয়ই আছে? কিন্তু বামনজি, মাণিকজি ফ্রামজির ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়া তুমি যে, একটা বেশ্যার পুত্রকে একজন মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বংশধররূপে প্রতিপন্ন করিতে যাইতেছ, এ অভিযোগে তোমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয় নাই; প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে তুমি তোমার একটি যুবতী দাসীর অবৈধ গর্ভজাত সন্তানকে নষ্ট করিয়া তাহাকে গোপনে পুতিয়া রাখিয়াছিলে; সেই শিশুটীর মৃতদেহ একখানি আলোয়ানে মণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ইহা যে তোমার কার্য্য তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই নরহত্যার অপরাধে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিতেছি।"

বাহাদুর সার মুখে এই কথা শুনিবামাত্র উকীল বামনজি ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ দিয়া মাণিকজি ফ্রামজিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, বলিলেন, "ওরে বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, তুই শেষে আমাকে পর্য্যন্ত পুলিশে ধরাইয়া দিয়া নিজে সাধু সাজিবার চেষ্টা করিয়াছিস্!"

কিন্তু বামনজি, মাণিকজি ফ্রামজিকে আক্রমণ করিতে পারিলেন না; বাহাদুর সা তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে

বামনজির হাত চাপিয়া ধরিলেন; বামনজি বুঝিলেন, বাহাদুরের দেহে অসুরের মত বল।

মাণিকজি ফ্রামজি বিচলিত স্বরে বলিলেন, "আমার কোনও অপরাধ নাই, জেমসেট্‌জির গুপ্ত কাগজ পত্র সব চুরি গিয়াছে।"

ডাক্তার লালুভাই বুঝিলেন, আর আশা নাই; যদিও বাহাদুর সা এখন পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নাই, তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে কি না, তাহাও প্রকাশ করেন নাই; তথাপি যে তাঁহার অব্যাহতি নাই, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন; নাথুরা বাইয়ের যে পত্র বাহাদুর সার হস্তগত হইয়াছিল, সেই পত্রই ত তাহার ষড়যন্ত্রে যোগদানের প্রধান প্রমাণ। অন্য কি প্রমাণ পুলিসের হস্তগত হইয়াছে, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না; হতাশ ভাবে অস্বচ্ছ স্বরে বলিলেন, "আর আশা নাই; এখনই সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে; আমার অনেক সম্ভ্রান্ত আত্মীয় আছেন, তাঁহাদিগকে কি করিয়া মুখ দেখাইব? আমি একজন সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত চিকিৎসক, বড় ভদ্র পরিবারে আমার গতিবিধি, তাঁহারা আমার কলঙ্কের কথা শুনিলে কি ভাবিবেন? অবমানিত হইবার পূর্ব্বে আমি এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।"

ডাক্তার অন্যের অলক্ষ্যে উভয় হস্তে তাঁহার ঘড়ির চেনের লকেট খুলিলেন, সেই লকেটের মধ্যে অহিফেনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এক প্রকার বিষ সংরক্ষিত ছিল; তিনি তাহা সমস্তটুকু আঙ্গুলে করিয়া তুলিয়া মুখে দিলেন; এবং এক মিনিট যাইতে না যাইতেই সন্ন্যাস রোগীর ন্যায়

কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ার হইতে মেজেতে পড়িলেন; তাঁহার মুখে গাঁজলা উঠিতে লাগিল।

তাহা লক্ষ্য করিয়া বাহাদুর সা এক লম্ফে ডাক্তারের নিকটস্থ হইলেন,এবং তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন,"তুমি কেন এ বোকামি করিলে? কি বিষ খাইয়াছ? কনেষ্টবল উমেদ সিং, তুমি এখনই একজন ডাক্তারের কাছে যাও, আর একজন শীঘ্র জল লইয়া আইস।"

প্রেমজি এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়াছিল; সে যখন দেখিল, ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে, আর অব্যাহতি লাভের পথ নাই, তখন সে, ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল; কিন্তু বাহাদুর সার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। বাহাদুর সা বলিলেন, "ধনবানের জাল পুত্র সাজিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার আশায় পিঠের চামড়া বদলাইয়াছ, কিন্তু সে আশা আর পূর্ণ হইল না; কারণ, তুমি যাহার মুখোস পরিয়া সংসার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবে স্থির করিয়াছিলে, আমরা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি।" তাহার পর তিনি বায়রামজির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এজরা সাহেব, আপনার ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে আপনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন; আপনি যে একটি ভীষণ ষড়যন্ত্রে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা আপনি মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিতে পারেন নাই। এই বিশ্বাসঘাতক উকীল বামনজিকে বিশ্বাস করিয়া তাহারই হস্তে আপনার নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের সন্ধান ভার দিয়াছিলেন; সে কতকগুলি টাকার লোভে এই পাপিষ্ঠদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া একটা অপদার্থ বেশ্যা-পুত্রকে আপনার পুত্ররূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় ছিল; আর এই মাণিকজি ফ্রামজি অর্থাৎ যে পাপিষ্ঠ

হীরাজি ও জেমসেট্জি সাজিয়া বহুদিন হইতে তাহার ষড়যন্ত্র সফল করিবার চেষ্টা করিতেছিল; সে আপনার পরলোক গমনের পর আপনার সমগ্র সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য ঐ অপদার্থটার হস্তে তাহার কন্যা সম্প্রদান করিয়াছে।"

মাণিকজি ক্রামজি এতক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবিতেছিল, হয়ত কোনওরূপে সে জাল ছিঁড়িয়া পলাইবে; কিন্তু বাহাদুর সার এই শেষ কথায় তাহার সকল আশা দূর হইল। সে উভয় হস্তে তাহার কন্যাকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিতে লাগিল, "নাথুরা, নাথুরা, আমিই তোর সর্ব্বনাশ করিলাম! তোকে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিবার জন্য যে আয়োজন করিতেছিলাম, তাহা ব্যর্থ হইল, দুর্ভাগিনী, আজ তুই পথের ভিখারিণী! আজ হইতে বৃক্ষতল ভিন্ন আর তোর আশ্রয়স্থান রহিল না। কি খাইয়া তুই প্রাণ ধারণ করিবি, কোথায় আশ্রয় লাভ করিবি? মিথ্যা প্রলোভনে পড়িয়া আমি যে তোর সর্ব্বনাশ করিয়াছি; এমন অপদার্থের হস্তে তোকে সমর্পণ করিয়াছি যে, তাহার ভিক্ষা করিয়া খাইবারও শক্তি নাই; হায়, হায়!"—মাণিকজি ক্রামজি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল।

প্রেমজি দেখিল,সে ডুবিতে বসিয়াছে; উদ্ধারের কোন আশা নাই। কিন্তু তথাপি সে শেষ অবলম্বন ত্যাগ করিল না, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে কুণ্ঠিত হইল না। বাহাদুর সাকে বলিল, "আপনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা; কে বলিল আমি এজরা সাহেবের পুত্র নহি? বহু ব্যক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে, আমিই এজরা সাহেবের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র।"

বাহাদুর সা সহাস্যে বলিলেন, "তুমি যে এজরা সাহেবের পুত্র নহ একথা তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমি প্রমাণ ছাড়িয়া আসি নাই।"—অনন্তর তিনি একটি কনেষ্টবলকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "বাই সাহেবাকে হাজির কর।"

কনেষ্টবল দুই মিনিটের মধ্যে একটী যুবতীকে সেই কক্ষের ভিতর লইয়া আসিল; তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই প্রেমজি ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিয়া উঠিল, "এমিলি, তুমি এখানে!"

এমিলি বলিল, "তুমি এখানে কিরূপে আসিলে? আমি শুনিয়াছি তুমি বড়লোকের জামাই হইয়াছ; এখন কি আমার কথা তোমার মনে আছে?"

এমিলি প্রেমজির জীবনের সকল রহস্যই অবগত ছিল; প্রেমজির আর কোনও কথা অস্বীকার করিবার উপায় রহিল না; বাহাদুর সা এজরা সাহেবের কাণে কাণে কি বলিয়া তাঁহার অনুচরগণের হস্তে আসামীগণের ভার সমর্পণ করিয়া, যেন কিছুই হয় নাই, এই ভাবে বায়রামজিকে সঙ্গে লইয়া সেই অট্টালিকা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মধুরেণ সমাপয়েৎ

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরদিন বাহাদুর সা হাসপাতালে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নওরোজির মস্তকের ক্ষত শুষ্ক হইয়াছে, কিন্তু হাতের হাড় সম্পূর্ণ জোড়া লাগে নাই, তাঁহার হাতের ব্যাণ্ডেজ ডাক্তার তখনও খুলিয়া দেন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনের আর কোনও আশঙ্কা নাই বলিয়া বাহাদুর সার অনুরোধে ডাক্তার তাঁহাকে হাসপাতাল হইতে মুক্তি দান করিলেন। হাসপাতালের দ্বারেই গাড়ী প্রস্তুত ছিল, বাহাদুর সা নওরোজিকে সঙ্গে লইয়া সেই গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। বাহাদুর সা বলিলেন, "আমি অনেক দিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, কিন্তু আপনার কাজেই আমি ব্যস্ত ছিলাম; আপনার শত্রুদল সকলেই ধরা পড়িয়াছে। ডাক্তার লালুভাই কলঙ্ক প্রচারের ভয়ে বিষ খাইয়াছিল, কাল রাত্রে তাহার মৃত্যু হইয়াছে; মাণিকজি রুস্তমজির অবস্থা শোচনীয়; হঠাৎ তাহার সকল আশা ব্যর্থ হওয়ায়, এবং তাহার একমাত্র কন্যার সর্ব্বনাশ হইল দেখিয়া সে উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছে; বোধ হয় সে পাগল হইয়া যাইবে, এবং সম্ভবতঃ পাগলা গারদেই তাহার জীবনের অবসান হইবে।

হীরার খনির ব্যবসায়-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পত্র ধরা পড়িয়াছে; পেষ্টনজি সাপুরজি ফেরার! বদমায়েসদের দল যে, কতকগুলি ভদ্রলোকের টাকা মারিয়া লইবার উদ্দেশ্যেই যৌথ-কারবারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইবে না। প্রবঞ্চনার অভিযোগে পেষ্টনজি সাপুরজিকে অতি সহজেই জেলে পুরিতে পারা যাইবে।”

নওরোজি বলিলেন, “এখন আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন?”

বাহাদুর সা বলিলেন, “আপনার জীবনের ইতিহাস আমি পূর্ব্বেই কতক কতক সংগ্রহ করিয়াছিলাম; জেমসেট্‌জির যে সকল গুপ্ত কাগজ-পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে, সেই সকল কাগজ-পত্রের সাহায্যে সকল কথা আমি আরও পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিয়াছি; আপনিই যে, এজরা সাহেবের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র তাহাতে আর আমাদের সন্দেহ নাই। আপনাকে আমি এখন মেটা সাহেবের গৃহে লইয়া যাইব; আজ সন্ধ্যার সময় সেখানে আপনার নিমন্ত্রণ আছে, তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।”

গাড়ী অল্পক্ষণের মধ্যেই এপলো বন্দরে “দি রেষ্ট” নামক মেটা সাহেবের সুবৃহৎ হর্ম্ম্যের দ্বারে উপস্থিত হইল।

শুভ্র মার্ব্বেল বিনির্ম্মিত প্রশস্ত সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বিতলের বারান্দায় উঠিতেই নওরোজি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার অঙ্কিত কর্ণেলিয়ার তৈলচিত্র খানি অতি মূল্যবান্ সুন্দর ফ্রেমে আবদ্ধ হইয়া দেওয়ালের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে; দেখিয়া তিনি সহসা তাঁহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

নওরোজি মেটা সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; বাহাদুর খাঁ সে সম্বন্ধে তাঁহাকে কোনও উপদেশ দেন নাই। কিন্তু তিনি মেটা সাহেবের সুবিস্তীর্ণ সুসজ্জিত 'ড্রয়িং রুমে' উপস্থিত হইবা মাত্র, মেটা সাহেব সাদরে তাঁহার হাত ধরিয়া আমিনার নিকট উপস্থিত করিলেন, বলিলেন, "আমিনা ইনি কর্ণেলিয়ার যোগ্য বর; তোমার ভাবী জামাতাকে যেরূপ আদর যত্ন করিতে হয় কর।"—তাহার পর তিনি ভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কন্যা কর্ণেলিয়ার হাত ধরিয়া লইয়া আসিলেন, সস্নেহে বলিলেন, "কর্ণেলিয়া, তুমি যাঁহাকে স্বামীরূপে লাভ করিলে সুখী হও, তাঁহারই হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করিব। আমি জানিয়াছি তিনি তোমার প্রণয়ের অযোগ্য নহেন।"

কর্ণেলিয়ার সে রূপ, সে লাবণ্য দীর্ঘ রোগ ভোগে অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহার সৌন্দর্য্যে 'ড্রয়িং রুম' মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন আলোকিত হইয়া উঠিল।

নওরোজি কর্ণেলিয়াকে সস্নেহে বলিলেন, "তুমি বড়ই কাহিল হইয়া গিয়াছ।"

কর্ণেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আশা ছিল তাই বাঁচিয়াছি; কিন্তু তুমি এমন বিপদে পড়িবে, তাহা একবারও কল্পনা করি নাই।"

নওরোজি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এ বিপদকে আমি বিপদ বলিয়া মনে করি না। বর্ষার মেঘ যখন কাটিয়া যায়, তখনই শরতের পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র চন্দ্রিকায় প্রকৃতির শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। সময়ের দুঃখের নির্ম্মম চক্রে আমাদিগকে পেষণ করিয়া কত সময় আমাদিগকে

সাফল্যের কনক মন্দিরে লইয়া যান, তাহা পূর্ব্বে কে বুঝিতে পারে? তাঁহার অনুগ্রহেই আমাদের আশা পূর্ণ হইল।"

আহারাদির পর সেই দিন রাত্রি নয় ঘটিকার সময় নওরোজিকে সঙ্গে লইয়া বাহাদুর সা তাঁহার নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার আগমনের পাঁচ মিনিট পরে বায়রামজি এজরা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বাহাদুর সা অধিক ভূমিকা না করিয়া পুত্রকে পিতার নিকট পরিচিত করিলেন; কিন্তু নওরোজি তেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে পিতার সহিত আলাপ করিলেন না; তেইশ বৎসরের ব্যবধান এক মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হইল না।

বায়রামজি বলিলেন, "বৎস, আমি তোমার পিতা; আমি কেন তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, এবং কেনই বা তোমাকে পুনর্ব্বার লাভ করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া ছিলাম, সে সকল কাহিনী তোমার প্রীতিকর হইবে না; তাহা জানিবার জন্যও তুমি কখনও উৎসুক হইও না। আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি; আমার বয়স খুব অধিক হয় নাই, আমি এখনও প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করি নাই, কিন্তু তথাপি দেখ, আমার দেহ জরাজীর্ণ হইয়াছে, আমার মস্তকের একটি কেশও কৃষ্ণ নাই! অহর্নিশি সুতীব্র অনুশোচনানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা পাপের কঠোরতর প্রায়শ্চিত্ত আর কি হইতে পারে?"

নওরোজি বলিলেন, "এখন এ সকল অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনা না করাই ভাল; আপনার জীবনের কোনও গুপ্ত রহস্য জানিবার জন্য আমি কিছুমাত্র উৎসুক নহি, তাহা আমার কর্ত্তব্যও নহে; আমি আপনার পুত্র, যদি আপনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাইয়া থাকেন,

তাহা হইলে আমাকে গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু আপনার ন্যায় সম্রান্ত ব্যক্তির পুত্ররূপে গৃহীত হইলে বোধ হয় সকল বিষয়ে আমার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না; সেই জন্য পূর্ব্বেই দুই একটি বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইতে চাই।"

এজরা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন বিষয়ের মীমাংসা ?"

নওরোজি বলিলেন, "আমি আজন্ম দরিদ্র; জানিতাম না আমি আপনার ন্যায় ধনকুবেরের সন্তান। জীবনে কখনও আপনার নিকট কোন সাহায্য পাই নাই; দরিদ্র শ্রমজীবীর ন্যায় আমি কঠোর পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়াছি। আমি চিত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, আপনার পুত্ররূপে পরিচিত হইলেও আমার এই বিদ্যা আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।"

এজরা সাহেব বলিলেন, "এ অতি চমৎকার বিদ্যা; যদি তুমি ইহার অনুশীলন কর, তাহাতে আমার আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে ? বোধ হয় অর্থের জন্য অতঃপর তোমাকে কাহারও গৃহ চিত্রের ভার লইতে হইবে না।"

নওরোজি বলিলেন, "আমার আরও কথা আছে, আমি একটি বালিকাকে ভালবাসি, তাহাকে বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি, এ বিষয়ে—"

এজরা সাহেব নওরোজির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, তুমি এমন কোনও বালিকাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হও নাই, যাহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে আমার আপত্তি হইতে পারে; কিংবা যে আমার পুত্রবধূ হইবার অযোগ্য।"

নওরোজি বলিলেন, "কিন্তু আমি যে আপনার বংশধর, ইহা পূর্ব্বে আমার জানা ছিল না; সুতরাং আমি যাহাকে ভালবাসিয়াছি, সে আপনার পুত্রবধূ হইবার যোগ্য হইবে কি না, এ কথা পূর্ব্বে আমার বিবেচনা করিবার সুবিধা হয় নাই; তবে আমার বিশ্বাস, আমার সংকল্পে আপনার আপত্তি হইবার কোনও কারণ নাই। আমি সুপ্রসিদ্ধ ধনপতি সার কার্সেটজি মেটার কন্যাকে ভালবাসি; তিনিও আমার প্রতি অনুরক্তা।"

বায়রামজি এজরার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল! তিনি সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমিনার কন্যা? না, তাহা কখনও হইবে না; আমি কোন ক্রমেই এ বিবাহের অনুমোদন করিব না। তোমাকে লাভ করিয়া যদি আবার পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই; যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহাও বরং বাঞ্ছনীয়;—কিন্তু আমার পুত্রের সহিত আমিনার কন্যার বিবাহ অসম্ভব।"

নওরোজি উত্তেজিত ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন, বলিলেন, "যদি আমাকে চিরজীবন দরিদ্র থাকিয়া সংসার-সংগ্রাম করিতে হয়, যে ভাবে এত কাল কাটিয়াছে, জীবনের অবশিষ্ট কালও যদি সেই ভাবে কাটিয়া যায়, তাহাতেও আপত্তি নাই; আপনার বিপুল সম্পত্তির লোভ আমার কিছুমাত্র নাই। আপনি আমাকে বিদায় দিন; আমি আমার সংকল্প ত্যাগ করিব না।"

হায় প্রেমজি, প্রেমের অনুরোধে তুমি কি কখনও এমন ভাবে স্বার্থত্যাগ করিতে পারিতে?

এজরা সাহেব বুঝিলেন, তাঁহার দম্ভ, তাঁহার আত্মমর্য্যাদা, তাঁহার

সংকল্পের দৃঢ়তা, তাঁহার পুত্রেতেও বর্ত্তমান। প্রথম যৌবনে তিনি আমিনাকে বিবাহের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া তাঁহার পিতার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। কিন্তু পুত্রের ব্যবহারে তাঁহার পিতৃ-অভিমানে আঘাত লাগিয়াছিল; তিনি বলিলেন, "আমি তোমার পিতা, আমার আদেশ তুমি পালন করিবে না? যৌবন কালে আমি আমার বিবাহ সম্বন্ধে আমার পিতার অপ্রিয় আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারি নাই।"

নওরোজি বলিলেন, "তাহা হইতে পারে, কিন্তু পুত্রের উপর পিতার অধিকার কেবল মুখের কথাতেই লাভ করা যায় না; পিতা পুত্রের প্রতিপালন ভার গ্রহণ করেন, পুত্রের জন্য পিতাকে বিপুল স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। আপনি আমার জন্য কি করিয়াছেন? ইচ্ছা হয় আপনি আমার কথা বিস্মৃত হইতে পারেন, আমার সহিত সম্বন্ধের কথা অস্বীকার করিতে পারেন।"

বাহরামজি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি সম্মত হইলেও মেটা সাহেব বা তাঁহার পত্নী এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না; আমিনাকে আমি যেরূপ ঘৃণা করি, সেও আমাকে সেইরূপ ঘৃণা করে।"

বাহাদুর খাঁ পিতাপুত্রের বাক্‌বিতণ্ডা শ্রবণ করিতেছিলেন, এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কোনও কথা বলেন নাই; এইবার তিনি কথা কহিলেন, বলিলেন, "মহাশয়, এজন্য আপনি চিন্তা করিবেন না; এই বিবাহে মেটা সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী সম্মতি দান করিবেন, আমার এ কথায় আপনি নির্ভর করিতে পারেন।"

বায়রামজি বলিলেন, "নওরোজি আমার পুত্র, ইহা জানিয়াও আমিনা তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবে?"

বাহাদুর সা বলিলেন,"নিশ্চয়ই. এবিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র নাই।"

বায়রামজি নওরোজির হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "তবে তাহাই হউক; আমি তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম। চল বৎস, আমার গৃহে চল; তোমার মাতা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন, তোমাকে তাঁহার নিকট পরিচিত করিয়া দিব।"

বায়রামজি নওরোজিকে সঙ্গে লইয়া গৃহে চলিলেন।

পরদিন আমিনা যখন শুনিলেন, নওরোজি বায়রামজি এজরার পুত্র, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না; নওরোজিকে কন্যা সম্প্রদানে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি যখন বাহাদুর সা'র নিকট শুনিতে পাইলেন, তাঁহার সিন্দুক হইতে অপহৃত গুপ্ত চিঠি পত্র-গুলি বাহাদুর সার হস্তগত হইয়াছে, এবং তিনি বিবাহে আপত্তি করিলে বাহাদুর সা সেই সকল পত্রের যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন, তখন আর তাঁহার আপত্তি করিবার সাহস হইল না।"

এই ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে, মেটা সাহেবের সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকায় কর্ণেলিয়ার সহিত নওরোজির বিবাহ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল।

সম্পূর্ণ।

B3859